"গো-ধন" সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি, এম. এ, ডি এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

কল্যাণবরেষু—

আপনার প্রদত্ত "গোধন" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আপনি অনেক যত্ন ও অনুসন্ধান দ্বারা গোজাতি সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং গো রক্ষণ, গো চিকিৎসা, গব্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্যে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় সেই সকল তত্ত্বকথা এই পুস্তকে অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত বিবৃত হইয়াছে। সে কথাগুলি সকলেরই পক্ষে বিশেষতঃ এদেশবাসীর পক্ষে অতি মূল্যবান কারণ "গোধন" সকলেরই পক্ষে বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর পক্ষে অতি মূল্যবান ধন। গোজাতি এদেশে কৃষিকার্য্যের একটি প্রধান উপকরণ, গব্যদ্রব্য এদেশবাসীর একটি প্রধান আহারের দ্রব্য, আপনার এই পুস্তক বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া আপনি সকলেরই ধন্যবাদ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারিকেলডাঙ্গা, ১০ই চৈত্র ১৩২১।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত "গো-ধন" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এই পুস্তক বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক সমুজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ বিরাজ করিবে। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে গ্রন্থকারের অনুপম অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া

যায়। পৃথিবীতে যত প্রকার গো আছে উহাদের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিব হইয়াছে। গোজাতিকে কিরূপে রক্ষা করা যায় তৎসম্বন্ধে বহু উপায় প্রদর্শি হইয়াছে। দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি গোজাত দ্রব্য সমূহ ও গো চর্ম্ম গবাস্থি ইত্যা দ্বারা দেশের যে মহোপকার সাধিত হইতে পারে, তাহাও এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা হইয়াছে। গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিং শতাব্দিতে গ্রন্থ রচনা করিয়া মৌলিকতা প্রদর্শন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার কিন্তু যিনি গিরিশ বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকা করিবেন যে ইহাতে অনুসন্ধিৎসা ও মৌলিকতার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থকা লোক রক্ষার জন্য এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই ধন্যবা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

I have glanced through Babu Giris Chandra Chakravarti' book on cows, and have read some portions of it. I thinl it is most ably written, No trouble has been spared t achieve a fairly exhaustive treatment of the subject, and a the same time, the author has remembered the great valu of a clear and interesting style. I believe the book will lon retain an important position among works of its kind in th Indian veinaculars. In the Marwari community to whicl I belong, there is a remarkable desire for the well-being o cows, and I strongly recommend them to take a keen interes in this volume. A Hindi edition would have better enable them to do so, but even the Bengalee edition will, I am sure he understood by many of them.

CALCUTTA, KALI PRASAD KHAITAN, M. A
125, Harrison Road. Bat-at-law

বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রা যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় গোধন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

আপনার রচিত "গোধন" নামক পুস্তকখানি দেখিয়া কি প্রকার যে আন লাভ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। গোজাতি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাত

বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং বলা নিষ্প্রোয়জন যে পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের নিকট অতি উপাদেয় গ্রন্থরূপে আদৃত হইবেক। গোসেবা হিন্দুজাতির ধর্ম্মকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ; গোজাতির দ্বারা সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রকারে যে সকল উপকার সাধিত হয় তাহা বর্ণনা করা এক প্রকার অসম্ভব। মনুষ্যের এমন উপকারী জন্তু আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমাদের দেশবাসীরা প্রাচীন আদর্শ বিস্মৃত হইয়া গোরক্ষার এবং গো সেবার দিকে বর্ত্তমানে ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন। তাহাতেই দেশে নানাবিধ অমঙ্গলের কারণ ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় যিনি গোজাতির উপকারিতা বুঝাইয়া দেন তিনি সমাজের বিশেষ উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোজাতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী "গোধন" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে রক্ষিত ও পঠিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে গোপালনের বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহাকে অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ভরসা করি এই সুন্দর গ্রন্থের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। পুনরায় আমাদের সমাজে প্রাচীন আদর্শে গোজাতি রক্ষা ও গো-পালনের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে বর্ত্তমান পুস্তকের দ্বারা যদি কোন প্রকার আনুকূল্য ঘটে তাহা হইলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস গ্রন্থকার তাঁহার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন। গ্রন্থকার মহাশয়কে আমি অনুরোধ করিয়াছি যে তিনি কেবল গ্রন্থরচনা করিয়াই ক্ষান্ত না হয়েন, যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য কাজে পরিণত হয় নিজে তৎপক্ষে তিনি অগ্রণী হয়েন। তাঁহার গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিবেন তাঁহাদের নিকট আমার এ প্রকার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রহিল। ইতি—

বরাহনগর,
সন ১৩২১ সাল ১৭ই ফাল্গুন। } শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ব্যাকরণ সাংখ্য তর্কতীর্থ শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ মহাশয় গোধন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত "গো-ধন" নামক পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইহাতে গোজাতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য সমুদয় বিষয় অতি সুন্দর ভাবে সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার বিষয় সন্নিবেশের প্রণালী বিশেষ প্রশংসনীয়। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ উপাদেয় পুস্তক অতীব বিরল এবং নিতান্ত আবশ্যক, এই পুস্তক দ্বারা সেই অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গোজাতি সর্ব্ব

সাধারণের জীবন রক্ষার এবং আয়ুঃ ও বল বৃদ্ধির অনন্য সাধারণ উপায় স্বরূপ, গোজাতির উন্নতিতে দেশের উন্নতি ও ধর্ম্ম কর্ম্মের শুভ সুযোগ অবশ্যম্ভাবী। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের দ্বার স্বরূপ গোজাতির পালন পদ্ধতি এবং চিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতি বহুতর আবশ্যক তথ্য পরিপূর্ণ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার দেশের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন, এই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। 'প্রাচীনকালে ও প্রাচীন সাহিত্যে গোজাতির স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ বহু গবেষণা পূর্ণ। উহা লিখিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থকার বহুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও দেশহিতকল্পে তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয়িত করিয়া এবং সফল ও সাধু উদ্যম এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইতি—১৩ই ফাল্গুন, সন ১৩২১।

শ্রীযামিনীনাথ তর্কবাগীশ,
কলিকাতা, সংস্কৃতকলেজ।

কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম ডি, কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু—

আপনার "গোধন" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিলাম। এই ধরণের পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নূতন। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের গো-জাতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হইত। গো-সেবা গো-পালন ধনী হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই কায়মনোবাক্যে করিতেন। গো মাতার স্তন্য পান করিয়াই শিশুগণ জীবন ধারণ করিত এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইত। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আজকাল ধনী গৃহেও গোয়ালার দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। মধ্যবিত্ত লোকের ত কথাই নাই। এই সকল কারণে দেশের লোক ক্রমশঃ স্বল্পায়ুঃ ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। আপনার এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি আমাদিগের চৈতন্য হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। এই গ্রন্থে যে যে বিষয় গুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা সমস্তই বিশেষ আবশ্যকীয় ও অতীব শিক্ষা-প্রদ। এই পুস্তক পাঠ করিলে আমি মনে করি গো-রক্ষা, গো-পালন, গো-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। আপনার বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়া এই পুস্তক প্রণয়নে দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রণত—

শ্রীযামিনীভূষণ রায়।

গো-ধন।

গো সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সম্বলিত

সচিত্র গ্রন্থ।

ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উকীল, লোকেলবোর্ড ও মিউনিসিপালীটির চেয়ারম্যান,

ভাইস প্রেসিডেণ্ট বেদ বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ,

কিশোরগঞ্জ।

রাজ সংস্করণ ২॥০ টাকা।

সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা।

কিশোরগঞ্জ হইতে
শ্রীনবীনচন্দ্র গোপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩২১

Printed by T. C. Dass,
The Cherry Press Ltd.,
251, Bowbazar Street, Calcutta.

দয়ায় আধার স্নেহময়

স্বর্গীয় পিতৃদেব

পূজ্যপাদ মহাত্মা

৺কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

শ্রীশ্রীচরণ কমলে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম

সেবক

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিবেদনম্।

প্রকৃতির নিয়ম, একটী ঘাত হইলেই একটী প্রতিঘাত হয়। একটী আঘাত পাইয়াছিলাম তাহার প্রতিঘাত স্বরূপ এই গ্রন্থ লিখিত হইল। যখন কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন স্বর্গীয় পিতৃব্য ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী দুগ্ধবতী গাভী দিয়াছিলেন।

গাভীটি একদিবস সর্দ্দি ও জ্বরে আক্রান্ত হইল। একটী কৃষক দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় তাহার চিকিৎসকরূপে উপস্থিত হইল। তাহার এক দিনের চিকিৎসায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া গাভীটী প্রাণত্যাগ করিল। বড় আঘাত পাইলাম।

দেখিলাম দেশে গোচিকিৎসক নাই; গোচিকিৎসার গ্রন্থ নাই। এইরূপে কুচিকিৎসায় ও অচিকিৎসায় দেশে সহস্র সহস্র গো প্রাণত্যাগ করিতেছে। পরমারাধ্য শ্রীযুক্তাগ্রজ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত দেশের এইরূপ গোহানি সম্বন্ধে বহু কথোপকথন হয়। তাঁহারই উপদেশ ও উৎসাহের ফলস্বরূপ ও দেশের ঐ অভাব দূরীকরণের উদ্যমস্বরূপ এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ইহাদ্বারা যদি দেশের একটি গোও রক্ষা পায়, তবে যত্ন ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে আমার বন্ধুবর্গের উপদেশ এবং সহানুভূতিও পাইয়াছি। এই সম্বন্ধে বহুসংখ্যক সংস্কৃত এবং অনেক ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ঐ সকল লেখকদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিশোরগঞ্জ প্রবাসী কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী দেশের শিক্ষিত মহাত্মা এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে মুদ্রাকর ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভব। প্রার্থনা করি পাঠকবর্গ স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ঐ সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

কিশোর গঞ্জ
১৫ই ফেব্রুয়ারী
১৯১৫।

শ্রীগিরিশচন্দ্র. শর্ম্মণঃ।

পূর্ব্বাভাস।

ভ্রাতঃ গিরিশ,

অদ্য তোমার "গো-ধন" প্রকাশিত দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হইলাম। আদিম কাল হইতে হিন্দু শাস্ত্রে ও সমাজে গোজাতির উপকারিতা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা ও বর্ত্তমান সময়ে ভারতে গোজাতির অবনতি ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার সহিত সময় সময় আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল "গো-ধন" তাহারই ফল। তুমি সর্ব্বদাই গোজাতির বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়াছ এবং যাহাতে গোজাতির উন্নতি সংসাধিত হয় তৎসম্বন্ধে তোমার আগ্রহাতিশয্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি। তোমার প্রকাশিত "গো-ধন" বঙ্গ সাহিত্যে নূতন জিনিষ। গোজাতির সম্বন্ধে যাহা জানিবার আছে ও তাহাদিগের রক্ষা ও উন্নতি কল্পে যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমস্তই গোধনে লিখিত হইয়াছে। স্বীয় ব্যবসায়ে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও তোমার যে যৎসামান্য অবসর ছিল তাহা এই মূল্যবান্ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।

বাঙ্গালা দেশ এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষই কৃষি প্রধান স্থান। এই দেশবাসী আমরা, জন্ম হইতে আমরণকাল গো-দুগ্ধে পরিপুষ্ট। আমাদের পক্ষে গো জাতি অপেক্ষা মূল্যবান্ ধন আর নাই; ক্রমে এই জাতির এত অবনতি হইতেছে যে তৎদৃষ্টে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ব্যথিত ও আশঙ্কিত হইয়াছেন।

আমি আশা করি যে, গো-ধন আমাদিগের দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাঁহারা গোরক্ষা ও গো পালনের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্, হইবেন।

গোধন বাঙ্গালার এমন কি ভারতবাসীর গৃহে গৃহে দিন পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়া ধ্বংসপ্রায় গোজাতির রক্ষা ও পালনের সহায়তা করিবে। ইতি

৭২নং রসারোড্
ভবানীপুর, কলিকাতা
৪ঠা ফাল্গুন—১৩২১ সাল।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা (চক্রবর্ত্তী)
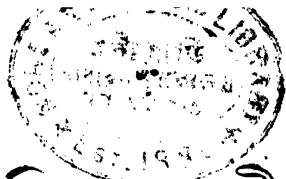
বিষয়সূচী।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গোজাতীয় পশুর শ্রেণী বিভাগ।

তৃতীয় খণ্ড।

বৃষাদির বিশেষ বিবরণ।

চতুর্থ খণ্ড।

গোপালন।

পঞ্চম খণ্ড।

গব্য।

ষষ্ঠ খণ্ড।

গব্যস্ত্রী।

সপ্তম খণ্ড।

গোজাতির রোগ ও চিকিৎসা।

গো-দোহন

গো-ধন

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোজাতির উপযোগিতা।

"ধনঞ্চ গোধনং ধান্যং স্বর্ণাদয়ো বৃথৈব হি।"

কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী চিরতুষারাবৃত লাপ্‌ল্যাণ্ড দেশে বল্গা হরিণ, পার্ব্বত্য প্রদেশে মেষ ও ছাগল এবং অনুর্ব্বর মরুভূমিতে উষ্ট্র দ্বারা তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদের কঠোর জীবন সংগ্রামের উপযোগী কতক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কর্ষণোপযোগী সমতল ভূমিতে গোজাতির উপকারিতা অতুলনীয়।

গো-দুগ্ধ মানব-জীবনের প্রথম ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদান। মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃ-স্তন্য পান করিবার পূর্ব্বেই সূত্রময়ী দশা (সলিতা) দ্বারা গো-দুগ্ধ পানে প্রবৃত্ত হইয়া মানব জীবনের প্রথম ক্ষুধা নিবারণ পূর্ব্বক তৃপ্ত হইয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

এদিকে আবার জরাজীর্ণ স্থবির রুগ্ন মুমূর্ষুর মুখে বিন্দু বিন্দু গোদুগ্ধ পুনঃ পুনঃ দান দ্বারা তাহার শেষ-বল রক্ষিত হয়। গো-দুগ্ধ মুখে লইয়াই মানব জীবন-যাত্রার আরম্ভ এবং গো-দুগ্ধ মুখে লইয়াই মানবলীলার অবসান।

আতুরের ও দুর্ব্বলের পক্ষে গোদুগ্ধ অমৃতোপম শ্রেষ্ঠ পথ্য। গোদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ-সম্ভূত দধি, ছানা, মাখন, ক্ষীর, সর, রাবড়ি, পরমান্ন, সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, ছানা ভাজা, সরভাজা, সরপুরিয়া, ক্ষীরমোহন, লালমোহন, পেঁড়া, বরফি, চম্‌চম্‌, ক্ষীরের বরফি, ক্ষীরের লাড়ু, পানতোয়া প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় বাল-বৃদ্ধ-যুবকের ও ভোগীর রসনা তৃপ্তিকর বস্তু পৃথিবীতে আর কি আছে?

শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্য উৎসবে লুচি, কচুরি, খাজা, গজা, পাঁপরভাজা, মোহন-ভোগ, বালুসাই, মিহিদানা, সীতাভোগ, পলাও, কোরমা প্রভৃতি ঘৃতপক্ক জিনিষের নাম শুনিলে কোন্ ভারতবাসীর রসনা লালায়মান না হয়? যে চা, আজ সমস্ত সভ্যজগতে প্রত্যুষ হইতে নিশীথকাল পর্য্যন্ত পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতেও গোদুগ্ধের প্রয়োজন।

মানব-জীবন ধারণোপযোগী শর্করা, লবণ, জল, চর্ব্বি প্রভৃতি সকল পদার্থই এক গোদুগ্ধে বিদ্যমান আছে। মৎস্য, মাংস, চাউল, ডাউল, ময়দা, তরী-তরকারী ইহার কোন একটী দ্রব্য আহার করিয়া মানব-দেহ পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না, কিন্তু একমাত্র গোদুগ্ধ পান বা আহার করিয়া মানব-দেহ সুপুষ্ট ও সুগঠিত হইতে পারে, তাই আমাদের নীতিবেত্তা বলিয়াছেন 'গব্যহীনং কুভোজনং' গো সম্ভূত দ্রব্য ভিন্ন আহার কদাহার। তার্কিকশ্রেষ্ঠ চার্ব্বাক স্থির করিয়াছেন 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।' ঋণ করিয়া ঘৃতাহার করিবে। 'আয়ুর্ম্মূলং হবিঃ', আয়ুঃ ঘৃতাহারের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে সতত ঘৃতাহার করা আবশ্যক। 'সর্ব্বরোগহরং তক্রং,' ঘোল সকল রোগ নাশ করে। 'ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধা প্রভবন্তি রোগাঃ।' যথা 'সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ'। যেমন অমৃত পান দেবগণের সুখাবহ তদ্রূপ তক্র-পান মানবগণের সুখপ্রদ।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণেরও এই মত যে ছানার জলের ও দধির বীজাণু, সকল রোগ নষ্ট করিয়া মানব-জীবন দীর্ঘ করিতে পারে। তাই তাঁহারা দধি ও ছানার জল সকল রোগে পথ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

গৃহাদি বা গৃহপ্রাঙ্গণের দুর্গন্ধ নাশ করার জন্য গোময়ের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত সহজলভ্য পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ফেনাইল প্রভৃতি অন্য দুর্গন্ধহারক পদার্থ ব্যয়সাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য। গোরোচনা ও গো-মূত্রের ন্যায় জরা-পলিতাদি নিবারক মহৌষধি আর দ্বিতীয় নাই।

ব্রহ্মচর্য্য সকল ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। ব্রহ্মচর্য্য হবিষ্যান্নের উপর প্রতিষ্ঠিত। হবিষ্যান্নের প্রধান উপকরণ* গো-ক্ষীর ও গো-ঘৃত। মনুষ্যের সাত্বিকভাব প্রবৰ্দ্ধিত

* গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্য-মুদ্গাস্তিলা যবাঃ

করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপযোগী করিবার পক্ষে হবিষ্যান্নের উপযোগিতা অতুলনীয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত সহৃদয় ভাবুক কবি গেটে (Goethe of Germany) জীবনের শেষভাগে একখণ্ড রুটী ও কিছু দুগ্ধ পান করিয়া শরীর ধারণ করিতেন। বৈদিক কাল হইতে হিন্দুগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান যজ্ঞ। যজ্ঞও ঘৃতমূলক। হবিবিহীন যজ্ঞ অসম্ভব। হবিঃ গোদুগ্ধ সম্ভূত। হিন্দুর শুদ্ধিকার্য্যেও পঞ্চগব্যের প্রয়োজন। তাহা সমস্তই গো-সম্ভূত। পঞ্চগব্য ও গোরোচনা (১) এই ছয়টী দ্রব্য নানা প্রকার হিতজনক।

কৃষি প্রধান ভারতে গো কৃষির জীবনস্বরূপ, ভারতে শতকরা নব্বই জন লোক (২) মুখ্য ও গৌণভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ভারতবর্ষে সেই কৃষির সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র অবলম্বনই গো, ভারতে গো ভিন্ন কৃষিকার্য্য একদিনও চলিতে পারে না। গোই কৃষির প্রাণ ও আত্মা।

গো দ্বারা ভূমিকর্ষণ, শস্য বপন, শস্য নিড়ান, মই দেওয়া, বিঁদা দেওয়া, ঘাস উৎপাটন করা, ক্ষেত্রে জলসেচন করা, শস্য মলাই করা, শস্য গৃহজাত করা, ঐ শস্য পুনঃ বাজারে বিক্রয় করা বা স্থানান্তরিত করা, বীজ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কৃষির অঙ্গীয় সমস্ত কার্য্যেই গোজাতির সাহায্য আবশ্যক। গোই কৃষিকার্য্যের একমাত্র সম্বল। বস্তুতঃ ভারতীয় গৃহস্থের আয় ব্যয় বিত্ত ক্ষমতা শক্তি সামর্থ সকলই গো সংখ্যা দ্বারা পরিমিত হয়। এ দেশে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন এই হয় যে, কোন্ ব্যক্তির কয়খান হাল, কয়টী গরু। ভারতীয় ভূমি বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে (Engine-power) বা ঘোড়ার দ্বারা চাষ করার কোন আবশ্যকতা নাই। ভারতীয় ভূমি বৃষ ও বলীবর্দ্দের শক্তিতেই কর্ষিত হইয়া থাকে। ভারতীয় মানব

(১) ষড়ঙ্গং পরমং পানে দুষ্প্রাপ্যাদি বারণং—অগ্নিপুরাণ।

(২) In a country in which 90 per cent. of the population subsist by agriculture and in which cattle play a most important part, a demand for them is never wanting. Page 2, *Cattle of Southern India* by W. D. Gunn, Superintendent I. C. V. D.

জীবনের সহিত গো শতসহস্র ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। বিবাহের সময় বরকে কতক ভূমি ও গো দান করিবার প্রথা আজ পর্য্যন্ত কোন কোন স্থানে বিদ্যমান আছে। গো ও ভূমিদানের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। শ্রাদ্ধেও বৃষ ও অন্য গো দান শ্রাদ্ধের পরিমাপক।

দেশের নানা প্রকার ভার বহনের জন্য বৃষ ও বলীবর্দ্দ ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রের কামান ও রসদ এবং সৈন্যগণের অন্যান্য আবশ্যকীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য বহন করার জন্যও দ্রুতগামী কষ্টসহিষ্ণু বলবান বৃষ ও বলীবর্দ্দ ব্যবহৃত হয়। এই উভয় শ্রেণীর বৃষ ও বলীবর্দ্দ অতি মূল্যবান্ ও আবশ্যকীয়। অশ্বগণ অতি সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু গোজাতি দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ অতি সামান্যমাত্র আহার ও বিশ্রাম লাভেই অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারে। পূর্ণিয়া, রংপুর, রাজসাহী, বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যে গো-শকট দ্বারা যানের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। পূর্ণিয়ার সেম্পুনি নামক গোযান অতি উৎকৃষ্ট ও আরামজনক, তথায় অশ্ব-শকট হইতে এইরূপ গোযান অধিক আদরণীয়। তথাকার ইউরোপীয়গণও এই গোযান আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে শোভাযাত্রায় এবং বিবাহাদিতে বরযাত্রগণ এবং বর স্বয়ং গোযানে শ্বশুরালয়ে গিয়া থাকেন। সৌখিন ধনিগণ কেহ বা তাহাদের অবস্থানু-যায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য নির্ম্মিত ভূষায় ভূষিত করিয়া, কেহ বা কড়ি নির্ম্মিত অলঙ্কার দ্বারা এবং মখমল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া গলায় ঘণ্টা ও পায়ে ঘুঙুর দিয়া গোগণের দ্বারা গোরথ পরিচালন করিয়া থাকেন। গোগণের পাকস্থলীর গঠন এইরূপ যে, গোগণ একবার আহার পাইলেই তাহারা সমস্ত দিনের আহার্য্য পাকস্থলীতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে, এবং সর্দ্দিগর্ম্মি রোগও গোজাতির হয় না। তাই ভয়ানক গরমের দিনে যখন কলিকাতা, কাশী, এলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় সহরের রাজপথে একখানা ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী বাহির হইতে পারে না, তখন গরুর গাড়ী রীতিমত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যায়। যে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস বৎসরের সর্ব্বাধিক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়, সেই সময় গোগণ একহাঁটু কর্দ্দমে ও প্রখর সূর্য্যোত্তাপে হালচাষ করিয়া পৃথিবীর ধান্য রোপণের সাহায্য করে। গোজাতি ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর জীব আর এই কার্য্য করিতে পারে না।

এ দেশের ভূমিতে শস্য উৎপাদনের জন্য গোময় ও গোমূত্র অতি উৎকৃষ্ট

সার। গোগণ ভূমিতে বিচরণ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলেও ভূমির উৎকর্ষতা সাধিত হয়। শুষ্ক গোময় এদেশীয় গরীব লোকে জ্বালানী স্বরূপ ব্যবহার করে।

এ দিকে আবার গোরক্ত ও গবাস্থিগুলি মৃত্তিকায় পরিণত হইলে তাহাও ভূমির উৎকৃষ্ট সার হয়। গো মৃত অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইলে তাহা সাররূপে পরিণত হইয়া ভূমির অসীম উপকার সাধন করে।

গো-চর্ম্ম দ্বারা চর্ম্ম-পাদুকা, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক, জিন, গদি, মোষক, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি বহু নিত্য-ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যকীয় মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গো-শৃঙ্গ ও গবাস্থি দ্বারা ছাতি ও লাঠির হ্যাণ্ডেল, ছুরির বাঁট, চিরুণি, কাগজ-কাটা স্লাইস, বোতাম প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গোক্ষুর ও গোশৃঙ্গ, হইতে শিরিশ আঠা তৈয়ার হয়। তদ্দ্বারা কাষ্ঠ জোড় দেওয়া যায়। শিরিশ-কাগজ দ্বারা কাঠ ইত্যাদি পালিশ করা হয়। গো-রোম জমাট করিয়া তদ্দারা গদীর নীচের গাদেলা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়।

উহাদিগের শোণিত এবং অস্থি হইতে যে চারকোল হয়, তদ্দারা চিনি ও সোরা সুপরিষ্কৃত হয়। গোশোণিত দ্বারা "প্রাসিয়ান ব্লু" নামক কালীও তৈয়ার হয়।

গো-হাড়ের মধ্যস্থিত তরল অংশ দ্বারা এমোনিয়ালিকার, বোনটার, গ্লিসারিণ প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হয়।

চমরী গোর পুচ্ছে চামর প্রস্তুত হয়। গো-মাংস কোন কোন জাতির খাদ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়। গো-মাংসেও ভূমির সার হয়।

গো-সম্বন্ধে কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন—

যদি কোন সুসভ্য জাতি, পশু পূজায় প্রবৃত্ত হয় তবে নিশ্চয়ই গোজাতিই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবীরূপে উপাসনার যোগ্য। গো কি সুখের উৎস! গো হইতে যে জুতার হরন্, গো হইতে যে মাথার ব্রাস, গো হইতে যে জুতার উপরিভাগের চর্ম্ম হয় উহা বাদ দিলেও * * * * * *

গো হইতেই নবনীত এবং গোই পনীরের উৎপত্তির কারণ। এই শান্ত, ধীর পশু চির দানশালী। এই জাতির এমন পারিবারিক আনন্দ নাই যাহা তাহারা মনুষ্যের সহিত সম্ভোগ না করে। আমরা তাহার বৎসগণকে হরণ করি

তাহাদিগের দুগ্ধ হরণ করি এবং তাহাদিগকে হরণ করিবার জন্যই তাহাদিগকে যত্ন করি। (১)

তাই যে দিক দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্ না কেন ভারতে ভারতবাসীর জন্য গো-ধনের ন্যায় মহোপকারী ধন আর দ্বিতীয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন কালে ও প্রাচীন সাহিত্যে গোজাতির স্থান।

"গাবঃ সুরভয়ো নিত্যং গাবঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ
অন্নমেব পরং গাবো দেবানাং হবিরুত্তমম্।
পাবনং সর্ব্বভূতানাং ক্ষরন্তি চ হবীংষি চ
হবিষা মন্ত্রপূতেন তর্পয়ন্ত্য মরান্ দিবি
ঋষীণামগ্নিহোত্রেষু গাবো হোমপ্রযোজিকাঃ
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং গাবঃ শরণমুত্তমং
গাবঃ স্বর্গস্থ সোপানং গাবঃ মাঙ্গল্যমুত্তমম্
গাবঃ পবিত্রং পরমং গাবো ধন্যা সনাতনাঃ ;
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥"—অগ্নিপুরাণ

(1) If civilized people were ever to lapse into the worship of animals, the cow would certainly be their chief Goddess. What a fountain of blessings is the cow! She is the mother of beaf, the source of butter, the original cause of cheese, to say nothing of shoe horns, hair combs and upper leather. A gentle amiable ever yielding creature who has no joy in her family affairs which she does not share with man. We rob her of children that we may rob of her milk, and we only care for her when the robbing may be perpetrated'!

Encyclopaedia Britannica, 11th Ed., Vol. VII, page 738 B.

যে ঋ ধাতু হইতে আর্য্যশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অর্থ কর্ষণ করা ; হল-চালন করা। প্রাচীনতম কাল হইতে হল-চালন গো-শক্তিতেই নির্ব্বাহিত হইত, তাই দেখা যায় যে, গোজাতি আর্য্যজাতির নামের সহিত অন্বিত ও সংশ্লিষ্ট।

আর্য্য-বালিকাগণ আর্য্য-পরিবারের গো দোহনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, তাই শব্দবিদ্‌গণের মতে আর্য্য-বালিকা দুহিতা। ইহাতেও উপলব্ধি হয় যে গোজাতি আর্য্য-পরিবারের এক অঙ্গ।

অনার্য্যগণ মৃগয়া ও ব্যাধবৃত্তি দ্বারা এবং আর্য্যগণ গবাদি পশুপালন ও গো দ্বারা হল চালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

গারো ও ত্রিপুরা প্রভৃতি পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতিগণ এখনও হল চালন করিয়া কৃষিকার্য্য করে না। মৃত্তিকায় শস্যবীজ প্রোথিত করিয়াই শস্য উৎপাদন করে। ঐ প্রকার শস্য উৎপাদনের নাম জুম্। আর যেখানে আর্য্যজাতি সেইখানেই হাল চাষ প্রচলিত।

পৃথিবীর আদি জ্ঞান আদি শ্রুতি ঋক্ বেদে আছে—

"গোর্মে মাতা ঋষভঃ পিতা মে দিবং শর্ম্ম জগতী মে প্রতিষ্ঠা"—ইতি শ্রুতিঃ।

গো আমার মাতা, বৃষ আমার পিতা, আমার স্বর্গ ঐহিক সুখ প্রদান করুন্। গো সকলে আমার প্রতিষ্ঠা হউক।

পৃথিবীর আদি গ্রন্থ ঋক্‌বেদ, ঘৃত দেবগণের পিতৃগণের ও মনুষ্যের এমন কি গর্ভস্থ শিশুরও প্রীতিকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে দধি ও মাখনের উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদেও গো রক্ষার বহু প্রার্থনা আছে, গোভিল গৃহ্যসূত্রেও গো সম্বন্ধে বিস্তৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

সংহিতাকারগণ বিশেষতঃ মনু (১) বিষ্ণু (২) যাজ্ঞবল্ক্য (৩) পরাশর (৪) বশিষ্ঠ (৫) সংবর্ত্ত (৬) প্রভৃতি সংহিতাকারগণ গো, গোদান, গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, হবিঃ প্রভৃতি গব্য-দ্রব্যের ভূরী ভূরী প্রশংসা করিয়াছেন।

---

* আজ্যং বৈ দেবানাং সুরভিঘৃতং মনুষ্যাণাং আয়ুতং পিতৃণাং নবনীতং গর্ভাণাং। আয়ুত শব্দে ঈষৎদ্রব ঘৃত।—ঋক্‌বেদ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

(১) মনু ৪র্থ অধ্যায় ২৩১ শ্লোক, ৫ম অধ্যায় ৯৫ শ্লোক, ১১শ অধ্যায় ৬০ শ্লোক।

(২) একবিংশ অধ্যায় ৫৭—৬১ শ্লোক।

(৩) আচার গো ভূ তিল—২০১ শ্লোক।

(৪) গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং ১১শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

(৫) ৩৯ শ্লোক।

(৬) ৭০ শ্লোক।

এষ্টব্যাঃ বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেৎ বা অশ্বমেধঞ্চ নীলং * বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

লোকে বহু পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, যেহেতু উহাদিগের মধ্যে যদি কেহ গয়া-শ্রাদ্ধ করে, যদি কেহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, কিংবা যদি কেহ নীল-বৃষ উৎসর্গ করিতে পারে। তবেই দেখা যাইতেছে যে নীলবৃষ উৎসর্গ করাও অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় মহৎ ফলপ্রদ ও বাঞ্ছনীয়।

ঋক্ বেদের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, গোগণ হইতে আমরা বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছি। গো মাতার হম্বা রব ভিন্ন আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না, তাহা হইতেই কি অম্বা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে? গো-গণ আমাদিগের মাতা ও দেবতা স্বরূপা, অল্পবুদ্ধি লোক এই গোকে পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে। (১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, অগ্নি (২), গরুড়, ও ভবিষ্য, পদ্ম, মৎস্য (৩) প্রভৃতি পুরাণকারগণ ও মহাভারতে ব্যাসদেব (৪) বিবিধ তন্ত্রকারগণ ও দত্তাত্রেয় সংহিতাকার গব্যের, গোরোচনার, গোদানের, গোসেবার মাহাত্ম্য জলন্ত ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দুগণের পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রান্ন গোকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। "যথা—গো-বিপ্র জলেঽথবা" গো ব্রাহ্মণকে প্রদান অথবা জলে বিসর্জ্জন করিবে। গোকে দানই শ্রেষ্ঠ কল্প। গো-ক্ষুরোদ্ভূত রজঃ দ্বারা বায়ব্যস্নানে দেহ শুদ্ধি হয়।

---

* নীল বৃষের লক্ষণ—

লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ।
শ্বেত-ক্ষুর-বিষাণাভ্যাং স নীলবৃষ উচ্যতে॥

(১) বচোবিদং বাচোমুদীরয়ন্তীম্
বিশ্বাভির্ধী ভিরুপতিষ্ঠ মানাম্
দেবীং দেবেভ্যঃ পর্য্যেয়ুধীং গাম্
আমা বৃক্ত মর্ত্ত্যো দভ্রচেতাঃ।
ঋক্‌বেদ ১৬-৯০ সূ ৮শ।

(২) গো-বিপ্র-পালনং কার্য্য রাজ্ঞা গো শান্তি মা বদে।
গাবঃ পবিত্রা মাঙ্গল্যা গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
শকৃন্মূত্রপরংতাসাম্ লক্ষ্মীনাশনং পরম।
গবাং কণ্ডুয়ণং বারি শৃঙ্গস্যা ঘোঘমর্দ্দনম্।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের দৈব পিতৃযজ্ঞই জীবনের সার কর্ম্ম ছিল; ঐ দৈব ও পিতৃযজ্ঞ দধি ও ঘৃতমূলক ছিল। ঐ সকল যজ্ঞের স্বস্তি

ধন্বন্তরী বলিলেন, গো, বিপ্র প্রতিপালন করা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে গোশান্তি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর—গো সকল পবিত্র ও মঙ্গল দায়ক। লোক সকল গোগণেই প্রতিষ্ঠিত আছে। গোগণের বিষ্ঠা, মূত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। উহা দ্বারা অলক্ষ্মী বিনষ্ট হয়। গোগণের শৃঙ্গের কণ্ডূয়ন-বারি পাপরাশি নাশ করে।

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিশ্চ রোচনা।
ষড়ঙ্গং পরমং পানে দুঃস্বপ্নাদ্যাদি বারণম্। ৩
রোচনা বিষরক্ষোঘ্নী গ্রাসদঃ স্বর্গ গো গবান্।
যদ্‌গৃহে দুঃখিতা গাবঃ স যাতি নরকং নরঃ॥ ৪
পর-গোগ্রাসদঃ স্বর্গী গোহিতো ব্রহ্মলোকভাক্।
গো-দানাৎ কীর্ত্তনাদ্রক্ষাৎ কৃত্বা চোদ্ধরতে কুলম্। ৫
গবাং শ্বাসাৎ পবিত্রাভূঃ স্পর্শনাৎ কিল্বিষক্ষয়ঃ।
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং। ৬
একরাত্রোপবাসশ্চ শ্বপাকমপি শোধয়েৎ।
সর্ব্বাশুভবিনাশায় পুরাচরিতমীশ্বরৈঃ। ৭
প্রত্যেকঞ্চ ত্র্যহাভ্যস্তং মহাসান্তপনং স্মৃতং।
সর্ব্বকামপ্রদঞ্চৈতৎ সর্ব্বাশুভবিমর্দ্দনং। ৮
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং পয়সা দিবসানেকবিংশতিং।
নির্ম্মলাঃ সর্ব্বকামাপ্ত্যা স্বর্গগাঃ স্যুর্নরোত্তমাঃ। ৯
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেন্মূত্রং ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পীত্বা বায়ুভক্ষঃ পরং ত্র্যহং। ১০
তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতং সর্ব্বপাপঘ্নং ব্রহ্মলোকদম্।
শীতে তু শীতকৃচ্ছ্রং স্যাদ্ ব্রহ্মোক্তং ব্রহ্মলোকদম্। ১১
গোমূত্রেনাচরেৎ স্নানং বৃত্তিং কুর্য্যাচ্চ গোরসৈঃ।
গোভির্ব্রজেচ্চ ভুক্তাসু ভুঞ্জীতাথ চ গোব্রতী। ১২
মাসেনৈকেন নিষ্পাপো গোলোকী স্বর্গগো ভবেৎ।

বাচন (আরম্ভ) হইতে পূর্ণাহুতি (শেষ পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াই দধি ও ঘৃত দ্বারাই সম্পাদিত হয়। (১) সবৎসা গাভী, বৃষ, ঘৃত, দধি যাত্রাকালে দর্শন করিলে কি

বিদ্যাঞ্চ গোমতীং জপ্ত্বা গোলোকং পরমং ব্রজেৎ। ১৩
গীতৈর্নৃত্যৈরপ্সরোভির্বিমানে তত্র মোদতে।
২৯২ অঃ, অগ্নি পুরাণ।

গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও রোচনা এই ষড়ঙ্গ পানবিষয়ে উৎকৃষ্ট, তদ্দ্বারা দুঃস্বপ্নাদি দোষ নিবারিত হয়। রোচনা রাক্ষসঘ্নী ও বিষ-বিনাশিনী জানিবে। গোগণের গ্রাসপ্রদ মানব স্বর্গগামী হয়। যাহার গৃহে গো সকল দুঃখভাবাপন্ন সে নরকে গমন করে। যে নর অন্যের গোগণকে গ্রাস দান করে সে নিত্য স্বর্গ ভোগ করে। যে গোগণের নিত্য হিতে রত সে ব্রহ্মলোক-ভাক্ হয়। গো দান করিয়া গো মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ও রক্ষা করিয়া মানবগণ কুল উদ্ধার করিতে পারে। গোগণের শ্বাসে ভূমি পবিত্র ও স্পর্শে পাপ ক্ষয় হয়। এক রাত্র উপবাসী থাকিয়া গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও কুশোদক ভোজন করিলে চণ্ডালও বিশুদ্ধ হয়। পুরাকালে ঋষিগণ সর্ব্ববিধ অশুভ বিনাশের জন্য গোমূত্রাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোমূত্রাদির মধ্যে কোন একটি তিন রাত্রি সেবন করিলে মহাশান্তি হয়। ইহা সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্বপ্রকার অশুভ বিনাশ করে। একবিংশতি দিবস দুগ্ধমাত্র পান করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত হয় এবং তদ্দ্বারা নরোত্তমগণ নির্ম্মল ও সর্ব্বকাম সম্প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গগামী হইতে পারে। তিন দিবস উষ্ণ মূত্র, তিন দিবস উষ্ণ ঘৃত, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্য সুশীতল সেবন করিলে শীতকৃচ্ছ্র-ব্রত সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, উহাতে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। গোমূত্র দ্বারা স্নান, গোরস মাত্রে জীবিকানির্ব্বাহ, গোগণের সহিত গমন, গোগণের ভোজনান্তে ভোজন করিলে গোব্রত হয়। এক মাস গোব্রতাচরণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া গোলোক স্বর্গে গমন করা যায়। গোমতী বিদ্যা জপ করিয়া পরমলোক গোলোকে গমন করে, তথায় বিমানারোহণে অপ্সরাগণসহ নৃত্যগীতামোদে কালহরণ করিতে পারা যায়।

(১) দধিনা জুহুয়াদগ্নিং দধিনা স্বস্তি বাচয়েৎ। দধি দদ্যাচ্চ প্রাশ্নীয়াৎ গবাং ব্যষ্টিং সমশ্নুতে। ঘৃতেন জুহুয়াৎ— ইত্যাদি।

তাহাদিগের নাম শ্রবণ করিলেও শুভ হয়। (১) হিন্দুগণ প্রত্যেক মঙ্গলজনক আভ্যুদয়িক বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া থাকেন, তাহার নৈবিদ্য দধি বদরান্বিত হওয়া আবশ্যক, বিবাহাদিতে ও গো মোচনের মন্ত্র ও গৌর্বচন বলার প্রথা আছে। প্রাজাপত্য বিবাহ গো-বিনিময়েই হইয়া থাকে।

মধুবাতা নামক প্রার্থনায় "মাধ্বীর্গাবোভবন্তু নঃ।" আমাদিগের গোসকল মধুমতী হউক এইরূপ প্রার্থনা করা হয়।*

গো পালন ও কৃষি কার্য্যের সুবন্দোবস্ত রাজ্যের রাজগণের প্রধান ও সতত লক্ষ্য ছিল। চিত্রকূট পর্ব্বতে বনবাসী রামের সহিত ভরত মিলন কালে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভ্রাতঃ! কৃষক ও গোপগণ তোমার উপর প্রীত আছে ত? বৎস জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি কৃষির উপর নির্ভর করে। (২) নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সচ্চরিত্র লোক দ্বারা, কৃষি গোপালন চলিতেছে ত? পৃথিবী কৃষি ও গোপালনের উপর স্থাপিত হইয়া স্বচ্ছন্দে চলিতেছে ত? (৩)

মহারাজগণ গোপগণ হইতে ঘৃতাদি উপহার গ্রহণ করিতেন এবং গোপদিগের সহিত নানাবিধ বাক্যালাপে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। (৪)

রাজসূয় যজ্ঞকালে রাজাধিরাজ গোচর্ম্মে উপবিষ্ট হইতেন।

হিন্দুগণের শ্রাদ্ধে ৪টী বৎসতরীর সহিত বৃষোৎসর্গ করা হইয়া থাকে। ঐ সময় বৃষকে ধর্ম্মরূপে স্তুতি করা হয়।

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বৃণোমি ত্বমহং ভক্ত্যা সমাং রক্ষতু সর্ব্বদা।

বৃষই ভগবান চতুষ্পাদ পূর্ণ ধর্ম্ম স্বরূপ; তোমাকে বরণ করিলাম, তুমি আমাকে সর্ব্বদা রক্ষাকর। বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নলিখিত মত বৃষকে স্তব করিতে হয়।

---

(১) ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষ ... ... দধি মধু-রজতং ইত্যাদি।

(২) কচ্চিৎ তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত লোকোহয়ং সুখমেধতে॥ ৪১ শ্লোক, ১০০ অধ্যায়, অযোধ্যাকাণ্ড, রামায়ণ।

(৩) কচ্চিৎ অনুষ্ঠিতা তাত বার্ত্তাতে সাধুভিঃ জনৈঃ, বার্ত্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকোয়ং সুখমেধতে। মহাভারত।

(৪) হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্ নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাং। রঘুবংশ।

* মঃ ১ অঃ ১৪ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯০ সূ ঋক্ বেদ।

ওঁ ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতস্রস্তে প্রিয়াস্ত্রিয়াঃ।
যৎকিঞ্চিৎ দুষ্কৃতং কর্ম্ম লোভমোহাৎ কৃতং ভবেৎ।
তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে।
যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সম্ভবন্তি চ।
তাবৎ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তু মে পিতুঃ।

বৃষকে স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া উহার গাত্রে যত লোম আছে তত সহস্র বৎসর পিতার স্বর্গবাসের প্রার্থনা করা হয়।

গাভীর স্তুতি যথা—

যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
বিষ্ণোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মীর্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ।
যা লক্ষ্মীঃ লোকপালানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে।
ওঁ দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু।
চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ
চন্দ্রার্ক-ঋক্ষ-শক্তির্যা সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে।
সর্ব্বদেবময়ীং দোগ্ধ্রীং সর্ব্বদেবময়ীং তথা।
সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বলোকমপি স্থিরং।
প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় শুভায় তাং।

যিনি সর্ব্বভূতে লক্ষ্মী স্বরূপে বর্ত্তমান, যিনি সকল দেবে অবস্থিত আছেন, ধেনুরূপে সেই দেবী আমার শান্তি দান করুন। বিষ্ণুর হৃদয়ে এবং কুবেরের হৃদয়ে যিনি লক্ষ্মীরূপে আছেন, দেহস্থিতা যে রুদ্রাণী যিনি শঙ্করপ্রিয়া সেই দেবী আমার শান্তি বিধান করুন। যিনি ব্রহ্মার লক্ষ্মী ও অগ্নির স্বাহাস্বরূপা, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের শক্তিস্বরূপা, যিনি সর্ব্ব-দেবময়ী, যিনি দুগ্ধ-প্রদাত্রী তাঁহাকে সর্ব্বলোকের নিমিত্ত, সর্ব্বলোকের অক্ষয় মঙ্গলকামনায় তোমাকে দান করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, প্রণতি, স্তুতি ও প্রার্থনায় প্রাচীন ভারতে গো-জাতি কি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা সুধীমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন।

সৌরভেয্যাঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ।
পঞ্চভূতে শিবে পুণ্যে পবিত্রে সূর্য্যসম্ভবে।
প্রতীচ্ছেদং ময়া দত্তং সৌরভেয়ী নমস্তু তে॥

এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যহ গোদিগকে গোগ্রাস দেওয়ার বিধান আছে। এক দিনের সম্পূর্ণ আহার দিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঘাসমুষ্টিং পরগবে সান্নং দদ্যাত্তু যঃ সদা।
অকৃত্বা স্বয়মাহারং স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥

নিজের আহারের পূর্ব্বে যিনি অন্নের সহিত ঘাসমুষ্টি গোকে প্রদান করেন তিনি স্বর্গগামী হন।

সূর্য্যবংশীয় নৃপতি ইক্ষ্বাকুর পৌত্র বৃষভের ককুদারোহণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাই তাঁহার বংশধরগণের নাম কাকুস্থ। (১)

ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় আর্য্যগণের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদর্শী, ক্ষত্রিয়-তেজঃ ব্রাহ্মণ্য-তেজের নিকট পরাভূত। গর্ব্বিত রাজা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য-তেজের নিকট পরাভূত হইয়া বলিয়াছিলেন "ধিক্ ক্ষত্রবলং, বলং বলং ব্রহ্মবলং।" ব্রাহ্মণগণ দেবতাগণের ভয় ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেবত্বও তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রাহ্মণ্যতেজের নিকট পরাভূত ছিলেন। স্বয়ং ভগবান যে ব্রাহ্মণের পদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন সেই ব্রাহ্মণ ও গো একত্র তুলিত।

ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ একটি কুল দ্বিখণ্ডীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ ও গো উৎপন্ন হইয়াছে, একতঃ মন্ত্র অন্যতঃ হবিঃ বিদ্যমান্ আছে। সৃষ্টিরক্ষার জন্য যজ্ঞ প্রয়োজন। সেই যজ্ঞও হবির্ম্মূলক। গোর শৃঙ্গ পুচ্ছ প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গে ও প্রতি রোম-কূপে দেবতাগণের বাস এবং পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থই গো-শরীরে বিদ্যমান্ বলিয়া হিন্দুগণের বিশ্বাস।

---

(১) কাকুস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং॥ রামায়ণ।

একদা মহারাজ নহুষ ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ক্রমে সহস্র, লক্ষ ও কোটী মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেও উপযুক্ত মূল্য না হওয়ায় মহারাজ তাঁহার অর্দ্ধরাজ্য ও অবশেষে সমস্ত রাজ্য দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উপযুক্ত মূল্য হয় নাই বলিয়া মহর্ষি প্রকাশ করিলেন; পরিশেষে যখন মহারাজ মহর্ষির মূল্য একটি গো নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন তখন আহ্লাদে মহর্ষিও তাহাই স্বীকার করিলেন। হায়! বর্ত্তমান ভারতে সেই গো-প্রীতি, গো-সম্মান কোথায়! (১)

একদা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী গোগণের শরীরে বাস করার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন গোগণ দেবীকে তাহাদিগের মূত্র ও পুরীষে বাস করিতে নির্দ্দেশ করেন। লক্ষ্মী তথাস্তু বলিয়া উহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃই গোমূত্র, গোময় লক্ষ্মীর নিয়তাবাসভূমি। যে ভূমিতে গোময় ও গোমূত্র পতিত হয় সেই ভূমিই লক্ষ্মী-শ্রী ধারণ করে। উহাই শস্যশ্যামলা ও ফল-পুষ্প-শোভিতা দৃষ্ট হয়। (১)

একদা ইন্দ্র ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গোলোক সমস্ত লোকের উপর স্থাপিত হইয়াছে কেন?" তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন হে বাসব! গো সকল যজ্ঞের অঙ্গ ও যজ্ঞরূপে কথিত হয়। গো ব্যতিরেকে কোন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান হয় না। গোগণ ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা প্রজা সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহাদিগের তনয় সমুদয় কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ ধান্য ও বিবিধ বীজ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইতে যজ্ঞ, হব্য, ও কব্য সমুদয় প্রবৃত্ত হয়। হে সুরাধিপ! ইহারা ও ইহাদিগের দধি দুগ্ধ অতি পবিত্র, ইহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত হইয়াও বিবিধ ভার বহন করিয়া থাকে। ইহারা কার্য্য দ্বারা সুরগণ ও প্রজাগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গোগণ তখন যজ্ঞপিতৃ-কৃত্য ও আতিথ্য-ক্রিয়ার সাধনভূত বলিয়া পরিগণিত ছিল। (১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দৃষ্ট হয়, জামদগ্নি ঋষি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে স্বীয় গো প্রদান করিতে অসম্মত হইয়া তদ্বিনিময়ে স্বীয় প্রাণ দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য, রাজভাণ্ডার ও রাজ-সম্পদের বিনিময়েও স্বীয় গো দানে সম্মত হন নাই।

(১) মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব।

ব্রাহ্মণ-বটুর প্রাথমিক শিক্ষা গো-পালনে আরম্ভ হইত, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণবালক গো-পালনের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে গুরু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অন্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিতেন। ব্রাহ্মণবালক উপমন্যু স্বীয় গুরুর গোপালনের কঠোর কার্য্যকরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুনি ও গুণীগণের স্মরণীয় হইয়াছেন। আয়োধ-ধৌম্য নামক ঋষির উপমন্যু নামক শিষ্য ছিল। গুরু তাহাকে গোপালনে নিযুক্ত করিলেন। শিষ্য গো-পালনে নিযুক্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। গুরু তাঁহাকে ভিক্ষা করিতেও নিষেধ করিলেন। শিষ্য ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া গো-বৎসের মুখ-সংলগ্ন ফেন দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন। গুরু তাহাও নিষেধ করিলেন। শিষ্য অর্কপত্র ভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলেন। গুরু তখন প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব শিক্ষা দিলেন। শিষ্য চক্ষুলাভ করিলেন। গুরু তৎপ্রতি প্রীত হইয়া সকল বেদ, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল নীতিশাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দৈব পিতৃ ও আতিথ্য-ক্রিয়ার সারভূত গো-পালনে জীবন উৎসর্গ করিতেন।

বিরাট প্রভৃতি নৃপতিগণ লক্ষ লক্ষ গো-পালন করিতেন। প্রাচীনকালে ধনের মধ্যে গো প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; তৎকালে বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া গোগণের গণনা ও বয়ঃক্রম-সংখ্যাদি নিরূপক অঙ্ক প্রদান করিতেন। (১) গোতেজ ব্রহ্মতেজের তুল্য ইহাও ভারতীয় আর্য্যগণের বিশ্বাস। (২)

দক্ষকন্যা সুরভী একপাদে অবস্থিত হইয়া বহুশত বৎসর তপস্যা করেন, তাহাতে প্রজাপতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। সুরভী কিছুতেই কোন বর প্রার্থনা করিলেন না। তাঁহার সেই নিষ্কাম তপোবলে প্রজাপতি তাঁহাকে সর্ব্বলোকের উপর গোলোকে বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ নিযুক্ত করিয়া দেন। বস্তুতঃই গোজাতির নিষ্কাম ধর্ম্ম। গোগণ মনুষ্য-খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ আহার করিয়া মনুষ্যকে নিত্য অমৃত প্রদান করে।

গোজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে লিখিত আছে, প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাগণ তাহাদিগের বৃত্তির জন্য প্রজাপতির শরণাপন্ন হয়। প্রজাপতি স্বয়ং অমৃত পান

---

(১) বনপর্ব্ব, ২৩৭ অধ্যায়।

(২) যদ্বাবর্চ্চঃ হিরণ্যস্ত যদ্বাবর্চ্চঃ গবামুতঃ
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মাসং সৃজামসি। সামবেদ।

করিয়া পরম তৃপ্ত হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধি উদ্গার প্রভাবে সুরভী উৎপন্না হইলেন। অনন্তর সেই সুরভী প্রজাগণের মাতৃতুল্যা কপিলাগণের সৃষ্টি করিলেন। উহাদিগের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়। উহারা প্রজাদিগের জীবণধারণের একমাত্র অবলম্বন।

কপিলাগণের বৎস-মুখ-নিস্থত ফেনপুঞ্জ মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়, মহাদেব তাহাদিগের প্রতি সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গোগণ নানাবর্ণ ধারণ করে।

প্রজাপতি মহাদেবকে বলিলেন বৎসমুখনিঃস্থত ফেন উচ্ছিষ্ট নহে। ইহারা ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা সমস্ত লোকের ভরণ ও পুষ্টিসাধন করিবে। সকলেই ইহাদিগের অমৃততুল্য ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিবে। প্রজাপতি মহাদেবকে কতিপয় ধেনুসমন্বিত বৃষ দান করেন। তদবধি মহাদেব বৃষভবাহন, বৃষভধ্বজ ও পশুপতি-নাম ধারণ করেন। কপিলা গাভীর এইজন্যই বিশেষত্ব। (১)

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের অনেকাংশেই কেবল গোজাতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

যে স্থান হইতে লক্ষ্মী, যে স্থান হইতে কৌস্তভমণি, যে স্থান হইতে পারিজাত তরু, যে স্থান হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যে স্থান হইতে ঐরাবত হস্তী উৎপন্ন হইয়াছে, যে স্থান হইতে পৃথিবীর সমস্ত ললামভূত শ্রেষ্ঠরত্ন সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, সুরভীও সেইস্থান হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। দেবাসুরে মিলিয়া বড় হুলুস্থূল করিয়া যে অমৃত উঠাইয়াছিলেন, অমৃতপ্রসবিনী সুরভী গাভীও সেই অমৃতের সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন। (২)

অমৃত বলিয়া কোন পদার্থ আমরা নরলোকে দেখিতে পাই না—কিন্তু সুরভী যে অমৃত প্রদান করেন তাহাই দেখিতে পাই। সুরভী ও ধন্বন্তরীর বাস একত্র; সর্ব্বলোক-ভয়াপহারিণী অমৃতক্ষরিণী সুরভী থাকিলে সেইস্থানে লোক

---

(১) মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব—৮৩ অধ্যায়, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

(২) মথ্যমানে পুনস্তস্মিন্ জলধৌ সমদৃশ্যত
ধন্বন্তরিঃ স ভগবানায়ুর্ব্বেদপ্রজাপতিঃ। ১

* * * *

ততোঽমৃতঞ্চ সুরভিঃ সর্ব্বভূতভয়াপহা। ২

২৫১ অধ্যায়, মৎস্য পুরাণ।

পীড়াতিরোহিত করিয়া ধন্বন্তরী থাকিবেন, লক্ষ্মী আপনিই তথায় আসিবেন। তথায় হস্তী, অশ্বরত্ন, মন্দার, পারিজাত কুসুম ও কৌস্তুভমণি দেখা দিবে।

দুগ্ধই অমৃত—

অমৃতং বৈ গবাং ক্ষীরং ইত্যাহুঃ ত্রিদশাধিপঃ (১)

ক্ষীরোদ নামক সমুদ্রই এই সুরভির দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সুরভিকে আশ্রয় করিয়াও ইহার ফেন পান করিয়া মহর্ষি সকল জীবিত ছিলেন। অমৃত এবং সুধাও তথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (২)

গোরক্ষা সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম সকল পুরাকালে প্রচলিত ছিল, এবং গো রক্ষার জন্য কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য মূর্খ জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভর করার বিধান ছিল না।

"পিতুরন্তঃপুরং দদ্যাদ্ মাতুর্দদ্যাৎ মহানসং
গোষুচাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।" (৩)

নিজের তুল্য ব্যক্তির প্রতি গোরক্ষার ভার দেওয়ার বিধান ছিল।

গোকে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা রাত্রিতে বাঁধিবে না, যদি বাঁধিতেই হয় তবে গোরক্ষক কুঠার হস্তে গোগৃহে দণ্ডায়মান থকিবে।

গোকে যে দণ্ড দ্বারা ফিরাইতে ও চালাইতে হইবে, তাহা ভিজা ও পত্রযুক্ত হইবে, যেন গো কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত না হয়। (৪)

---

(১) শান্তিপর্ব্ব মহাভারত—

(২) ক্ষরন্তীঞ্চ পয়স্তত্র সুরভিং গামবস্থিতাং
যস্যাঃ পয়োভিনির্ষ্যন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ ২১
দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিং
যস্যাচ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মির্নিশাকরঃ। ২২
যৎসমাশ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমর্ষয়ঃ।
অমৃতং যত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধাভোজিনাম্। ২৩
যাং ব্রুবন্তি নর লোকে সুরভিং নাম নামতঃ
প্রদক্ষিণন্তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদ্ভুতাং। ২৪
রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ত্রয়োবিংশ সর্গঃ।

(৩) মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ৩৮ অধ্যায় ১২ শ্লোক।

(৪) সার্দ্রশ্চ স পলাশশ্চ দণ্ড ইত্যভিধিয়তে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যগণ জ্যোতির্ব্বেদের আলোচনা করিতেছেন; পৃথিবীর কক্ষ দ্বাদশভাগে বিভক্ত। উহার প্রত্যেক ভাগ এক একটি রাশি, উহার দ্বিতীয় রাশিটি বৃষ বলিয়া কল্পিত। উহাতেও দেখা যায় যে জ্যোতির্ব্বেদে রাশি-চক্র নির্ণীত হওয়ার পূর্ব্বে গো আর্য্যগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল।

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক মহাকাব্যে দিলীপের বর্ণনায় সুরভি ও তৎপ্রসূতি নন্দিনীর মাহাত্ম্য ও গোজাতির প্রতি হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় রঘু-বংশীয় একচ্ছত্র মহীপতির অদ্ভুত ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও দৈত্যবিনাশে যে সূর্য্যবংশীয় নৃপতির সাহায্য গ্রহণ করিতেন সেই সূর্য্য-বংশাবতংস মহারাজ দিলীপ, যিনি স্বকীয় পুণ্যবলে সশরীরে স্বর্গ-গমন-সক্ষম, যিনি বীরত্বে বিপন্ন দেবগণেরও আশ্রয়স্থল, সেই রঘুকুলতিলক একাতপত্র মহীপতি, নন্দিনী প্রস্থান করিলে, প্রস্থান করিয়া নন্দিনী স্থিত হইলে, স্থিত হইয়া, নন্দিনী উপবিষ্ট হইলে, উপবিষ্ট হইয়া, নন্দিনী জল পান করিলে, জল পান করিয়া, গোবৃত্তি অবলম্বনে বন্য কন্দ মূলাদি ভক্ষণ করিয়া নন্দিনী গাভীর প্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নন্দিনীর প্রসাদ লাভার্থ সেই আসমুদ্র ক্ষিতীশের পৃথিবীর সর্ব্বসুখলালিতা অসূর্য্যম্পশ্যা রাজ্ঞী সুদক্ষিণা দেবী ব্রতধারিণী মুনিপত্নীর ন্যায় ফল মূলাহারে মুনি-কুটীরে বাস করিয়া তপোবনের সীমান্ত পর্য্যন্ত নন্দিনীর প্রত্যুদ্গমন করিতেন। মহারাজ দিলীপ আসমুদ্র পৃথিবী পালনের পরিবর্ত্তে গোপালনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, রাজ্ঞীও নন্দিনীকে যথাবিধি প্রণাম অর্চ্চনা করিতেন গোক্ষুরোদ্ভূত রজঃকণা গাত্র স্পর্শ করায় আত্মাকে তীর্থ স্নানাভিষেক জনিত শুদ্ধ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এই একাতপত্র মহীপতি গোঘাতীর সমক্ষে গো-শরীর রক্ষার জন্য স্বকীয় শরীর উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন :—"সত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং দেহেন নিবর্ত্তয়িতুং প্রসীদ···বিসৃজ্যতাং ধেনুরিয়ং মহর্ষেঃ আমার শরীর আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করুন্, মহর্ষির ধেনু ছাড়িয়া দিন্।" সাধু মহাত্মা দিলীপ প্রাণদানে গোরক্ষায় ব্যগ্র।

দার্শনিক মহাকবি শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে গোলোকবিহারী হরির রাখালবৃত্তির যে অপূর্ব্ব সুশোভন জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে সমস্ত ভারতবাসী মুগ্ধ। সেই রাখালবালক "বাজাইত বেণু, চরাইত ধেনু, যমুনা বহিত উজান" সেই রাখাল বালকের বংশীধ্বনি শুনিয়া সমস্ত চরাচর স্থাবর

জঙ্গম উন্মাদ হইয়া সেই রাখাল-বালকের অনুগামী হইত। আর্ফিলিয়সের সঙ্গীতে বৃক্ষসকল নৃত্য করিত। এ বেণুবাদকের বংশীরবে বৃন্দাবনের স্ত্রী পুরুষ সকলে নৃত্য করিত। সহস্র সহস্র গো, স্থাবর, জঙ্গম এমন কি নদ নদীরও উন্মাদিনী শক্তি জন্মিত, কেহই স্থির থাকিতে পারিত না। (১)

এই রাখাল-বালকের গো-চারণের ইতিহাসই শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, ইহাই ব্রজলীলা। এই রাখাল-বালকের সখ্য, প্রীতি, প্রেম, বিচ্ছেদ এবং মিলন লইয়াই বঙ্গকবিগণের কবিত্বের উৎপত্তি। বঙ্গের কবিচূড়ামণি জয়দেবের মধুর পদাবলী, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির মধুময় গীতলহরী ঐ উপাদানেই গঠিত।

সেই কৃষ্ণের সখ্যাদিভাব লইয়া একদিন চৈতন্যদেব সমস্ত বঙ্গদেশ এবং বৃন্দাবন হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ভারত ভূমি আন্দোলিত করিয়াছিলেন।

এই রাখাল-বালকের গোষ্ঠকাহিনী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে এক অমৃত নিঃস্যন্দিনী ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়। বহু দিবস অতীত হইয়াছে সেই রাখাল নাই, সেই ধেনু নাই, সেই বেণু নাই, কিন্তু সেই বেণুরবের দূর হইতে দূরতর, অতিদূরতর স্মৃতির কি মোহিনী শক্তি যে বঙ্গের, ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আজও ঐ গোষ্ঠকাহিনী শুনিতে উৎকর্ণ হইয়া উঠে।

মাইকেল, গিরিশ বাবু, নবীন বাবু, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কবি কি লেখক নাই যিনি কৃষ্ণ-চরিত্রের অপূর্ব্ব কাহিনীর দুই একটা অংশ লিখেন নাই। বাঙ্গালায় দাশরথি রায় প্রভৃতি কবিগণের রচিত কৃষ্ণের রাখাল-ভাবের গোষ্ঠকাহিনীর গাঁথা হাটে, মাঠে, ঘাটে, গায়ক, অগায়ক আবালবৃদ্ধ-বণিতা সকলের মুখেই শ্রুত হওয়া যায়। উহার উন্মাদিনী শক্তি এখনও আছে। উহা মরমে পশিয়া শ্রোতার প্রাণ আকুল করিয়া দেয়। (২)

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ২১শ অধ্যায়।

(২) আয়রে কানাই আয়রে গোষ্ঠে, রজনী পোহাইল
ডাকিছে সঘনে ধেনু, গগনে ভানু উদিল
বেরোরে রাখালের রাজা শ্রীনন্দের নন্দন
করেতে কর মুরলি কটিতে ধটীবন্ধন
রাখাল মণ্ডলী মাঝে নেচে নেচে চল

ঐ গোপালের রাখালবৃত্তি তাগের শোকগাথাও বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব শোকোদ্দীপক, উহা শ্রবণে কঠোর হৃদয়ও বিগলিত হয়। (২)

বস্তুতঃ গোপাল-জীবন ভারতবাসীর পক্ষে অতি মধুময় ভাবোদ্দীপক।

আর্য্যগণের বংশ-পরিচয় তাঁহাদিগের গোত্র দ্বারা হইয়া থাকে, যথা কাশ্যপ ভরদ্বাজ সাণ্ডিল্য বশিষ্ঠ পরাশর গৌতম ইত্যাদি। গো-ত্রাণকারীই এক এক গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। ঐ এক একজন ঋষির অধীনে লক্ষ লক্ষ গো প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইত। ঐ এক এক গোত্রের অন্তর্গত আবার ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠ বা গো সমবায় ছিল। ঐ সমবায়ের অন্তর্গত সকলে এক গোষ্ঠী বলিয়া কথিত হইত।

এই গোষ্ঠী হইতেই একটী সাম্প্রদায়িক সমাজ বা সভার নামও গোষ্ঠী হইয়াছে। এই সকল সমাজপতির নাম গোষ্ঠীপতি ছিল, এবং ইহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম আচার-ব্যবহার রীতি নীতি একই বুঝায়। গৌতম বা গোতম প্রভৃতি নাম দ্বারা, পুংগব শব্দ নরমুনি প্রভৃতি শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সকল শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন দ্বারাও গো প্রাচীন কালে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা প্রতিপন্ন হয়।

আকুল রাখাল ভ্রময়ে গোপাল।

সে নন্দের গোপাল,	এসরে এসরে এসরে কাণু
সে ব্রজের রাখাল	বারেক দেখে যাই
গোপাল বেড়াত সাথে	হের গোধন তোমার তরে
সে যে বেণু বাজাইত	ঝর ঝর আঁখি ঝরে
গোঠে মাঠে নাচিয়া বেড়াত	আছে পথ চেয়ে হাম্বারবে ডাকে তাই
নয়ন জুড়াতো হেরে	

আরত ব্রজে যাব না ভাই। ইত্যাদি।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ—প্রভাস যজ্ঞ।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ—প্রভাস যজ্ঞ।

(২) আর কি বাজেলো মনোহর বাঁশি নিকুঞ্জ বনে
ব্রজ সুধানিধি শোভে দিশিহাসি ব্রজ গগনে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

গোজাতির নানাবিধ মহোপকার স্মরণ করিয়া আকবর বাদসাহ তাঁহার সাম্রাজ্যে গোবধ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে গোজাতি বিশেষ সম্মানিত ছিল। (১)

দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে গো জাতির প্রতি হিন্দুগণের যে কি প্রকার দেবতা জ্ঞান ছিল তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। বোম্বে হাইকোর্টের জজ মহামতি গোবিন্দজী রাণাডে মহোদয়ের প্রপিতামহের বহু সন্তান প্রসূত হইয়া অকালে পরলোকগত হয়। রাণাডেদম্পতী শোকাকুলিত হইয়া পড়িলে কোন সিদ্ধপুরুষের উপদেশানুসারে একটি গোকে গোধুম খাদ্য খাওয়াইয়া ঐ গোর গোময়ের সঙ্গে পতিত গোধুম সংগ্রহ করিয়া তাহাই চূর্ণ করিয়া উহা মাত্র আহারে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া এক বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। ঐ ব্রহ্মচর্য্য উদযাপনের পর তাহারা মহামতি গোবিন্দজী রাণাডের পিতামহকে পুত্র লাভ করেন। সেই পুত্র দীর্ঘজীবি হইয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের গো সম্মানের ও গো প্রীতির পরিচয় গো ঘাতীর প্রতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্টেও অনুমিত হইতে পারে। (২) এখনও আমাদগের দেশের

(১) Throughout the happy regions of Hindustan, the cow is considered auspicious, and held in *great veneration;* for by means of this animal, tillage is carried on, the sustenance of life rendered possible, and table of the inhabitant is filled with milk, butter milk and butter. It is capable of carrying burdens and drawing wheeled carriages, and thus becomes an excellent assistant for the three branches of the government.

Ain 66. Ain I Akbari.

(২) চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ চতুর্থকালমশ্নীয়াদক্ষনরলবণং মিতং।
গোমূত্রেন, চরেৎ স্নানং দ্বৌ মাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ
দিবাসু গচ্ছেত্তু গাস্ত তিষ্ঠনূর্দ্ধং রজঃ পিবেৎ
শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ॥
তিষ্ঠন্তীষ্বনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষ্বপ্যনুব্রজেৎ।
আসীনাথা তদাসীনো নিয়তোবীতমৎসরঃ —মনুঃ নারদশ্চ।

বালিকারা স্বর্গকামনায় গোকাল ব্রত করিয়া থাকে, গোরুর খুর ধুইয়া দেয়, কপালে সিন্দুর চন্দন হলুদ দেয়; ও গাভীর চরণে পূজা করিয়া প্রণাম করে। (১)

গো জাতি পৃথিবীর আদি ইতিহাসের গৃহপালিত পশু বলিয়া দৃষ্ট হয়। গো পৃথিবীর আদি সভ্যতা বৃদ্ধির একটী উপায়। হিন্দু-জাতির আদি গ্রন্থের ন্যায় সে হিব্রুগণের আদি ইতিহাস ও গো জাতির উল্লেখ আছে। খৃষ্টজন্মের ৩০০০ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইজিপ্টের পিরা মিডে গোজাতির চিত্র দৃষ্ট হয়। সুইজারলণ্ড দেশের ভূগর্ত্ত (Lakedwelling) হইতে গৃহপালিত গোর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, প্রাচীনকালে গো সংখ্যা দ্বারা তাহার বিত্ত অনুমিত হইত। এখনও অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সমাজে গোই বিনিময়কালে মুদ্রার কার্য্য করে। গ্রীসে প্রথম মুদ্রা প্রচলিত হইলে তাহাতে বৃষের মূর্ত্তি ধনের জ্ঞাপকস্বরূপ অঙ্কিত ছিল। লাটিন পেকাস Pecus শব্দে Cattle কেট্‌ল Pecus শব্দ হইতে লাটিন পিকিউনিয়া ইংরেজী Pecuniary (পিকিউনিয়ারি) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কেট্‌ল শব্দ ও লাটিন ধন অর্থ বাচক Capital (কেপিটেল) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একটি গো হইতে অল্প দিনে যেরূপ গোবংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহাতে দেখা যায় যে গোর ন্যায় আর ধন নাই।

প্রাচীনকালে মিশর দেশে গো জাতির পূজা হইত। কেল্টিক জাতীয় লোক-গণ পৃথিবীর যে যে স্থানে আছে, সেই সেই স্থানেই গো সম্মানিত (২)

তাহার মন্ত্র—

(১) গোকাল গোকুলে বাস,
গোরুর মুখে দিয়া ঘাস,
আমার হোক স্বর্গে বাস।"

(২) Profane History, too, confirm the account of the early domestication of this animal. It was worshipped by the Egyptians, and venerated among the Indians. More over the traditions of every Celtic nation enrol the cow among the earliest productions and represent it as a kind of divinity.

Cattle, Sheep and Deer,—By MacDonald page 3.

খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থে গো জাতির উল্লেখ আছে। আদমের স্বর্গচ্যুতির পর হইতে মেষ মানুষের ভৃত্যের কাজ করিত বাইবেলে তাহারও উল্লেখ আছে। এবং ইওয়াট বিশেষ গবেষণার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে বৃষও সেই সময় হইতেই মানুষের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, সম্ভবতঃ আদমের জীবদ্দশায়ই লেমেচের পুত্র জুবাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জুবাল তাম্বুতে বাস করিত তাহার গো ছিল। যখন ইব্রাহিম ইজিপ্টে ছিলেন তখন ফেরোয়া তাহাকে মেষ ও গোরু উপহার দিয়াছিলেন।

জলপ্লাবনের (প্রলয়ের) সময় হইতেই জানা যায় যে আরারট পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ সমতল ক্ষেত্রে বৃষের আবাস। নোয়ার আর্ক (নৌকা) হইতে উঠিয়া নোয়ার সন্তানগণ যেখানে গিয়াছে সেইখানেই গোজাতি গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় মানবজাতি যেখানে আছে সেইখানেই গোজাতি পালিত বা বন্য অবস্থায় আছে (১)

ইউরোপীয় সাহিত্যে দুগ্ধ ও মধু (Milk and Honey) শারীরিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য পরিজ্ঞাপক। গোপাল-জীবনই আদর্শ শান্তিময় জীবন, প্রাচীনকবিগণ

(1) Reckoning for the time of the Flood, the native country of the ox was of the plain of Ararat,

Having issued from the ark, he was founded wherever the sons of Noah imigrated : and to the presnt day he is found in domesticated or wild state wherever man has trodden. Even in the antediluvian age and soon after the expulsion from Eden, the sheep, had become the servant of man ; and Youatt draws the not improbable inference that the no less useful ox was subjugated at the same time. It is recorded that Jubal the son of Loamech and who was likely born during the life time of Adam, was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. When Abraham was in Egypt, one hundred and eighty years before there any mention of the horse Pharroys presented him with sheep and oxen. Thus the earliest record we have of cattle is in the sacred volume.

গোপাল-জীবনের ভূয়োঃ ভূয়োঃ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতেও ইউরোপীয় জাতির গো-প্রীতি ও গো-সম্মান দৃষ্ট হয়। (১)

নরওয়ে দেশেও গাভী পূজা ছিল, প্রাচীন কালে গ্রীসদেশবাসীগণের দেবতা প্লুটোর ভগিনী হীরাদেবী গোরূপ ধারণ করিতেন, তাই প্রাচীন গ্রীসে গোজাতির পূজা হইত। রোমানদিগের মধ্যে কেহ অনর্থক গো বধ করিলে তাহার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইত। য়িহুদিগণের মধ্যেও গোরুর লেজ মোচড়াইয়া দেওয়া দূষণীয় ছিল, মিশর দেশেও কেহ দেবপূজা ব্যতীত গো-রক্ত পাত করিতে পারিত না। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান ধর্ম্মগ্রন্থে গো উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিল। *

গোধন সম্বন্ধে আর্য্যজাতির নামের উৎপত্তি, বেদ, সংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য, কর্ম্মকাণ্ড হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আদিমকাল হইতে আর্য্যজাতির জীবনে মরণে, সুখে ভোগে গোজাতি আর্য্যজাতির জীবনের সহিত জড়িত অন্বিত এবং গ্রথিত। এখনও গোজাতি না হইলে আর্য্যজাতির একদিনও চলে না, এমন স্থলে গোজাতি যে, দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে তাহা সমাজের দেশের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে। এই শোচনীয় অধঃপতন দৃষ্টে যদি একটি হৃদয়ও আর্দ্র হয়, একখানি চরণও গোজাতির অধঃপতন নিবারণার্থে ধাবিত হয়। তবে আমাদিগের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব, এবং নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব।

---

(১) "Thrice oh, Thrice happy, shepherds life and states
When courts are happiness, unhappy pawed's.
No fear treason breaks his quiet sleep,
Singing all day his flocks he learns to keep,
Himself as innocent as are his simple sheep.

Cattle Sheep and Deer,
MacDonald.

* The imprtant part it played in Greek and Roman mythology * * * The Egyptian could only shed the blood of the ox in sacrificing to their gods. Both Hindoos and Jews were forbidden to muzzel it when treading out the corn. To distroy it wantonly was a crime among the Romans punishable with exile. Vide p.p. 339B vol. V. Encyclopeadia Britannica 11th. Ed.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতে গোজাতির অবনতির কারণ

Hides are exported in very large quantities. During the ten years ending in 1900 the average annual value was more than 2 crores. In the famine year 1900-1, when mortality among cattle was terrible, the exports increased to 53,000090. The value in 1903-4 was 3 20,000000. *Imperial Gazetteer, Vol.* III p. 83.

ভারতের উত্তর গো-গৃহ, দক্ষিণ গো-গৃহ, ঋষিজন সেবিত নৈমিষারণ্য, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতিতে লক্ষ লক্ষ গো বাস করিত, "গোকোটি দানে গ্রহণে চ কাশী" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারাও ভারতে একদা অসংখ্য গো বাস করিত তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাবীর আলেকজাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভারতবর্ষ হইতে ২০০০০০ লক্ষ গো স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন ইত্যাদি ঐতিহাসিক তত্ত্বের দ্বারা অনুমিত হয় যে একদা ভারতভূমি গোপূর্ণা ছিল।

এখন সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র গোবিন্দের গোচারণ ক্ষেত্র—শস্যশ্যামলা ভারতভূমি গোহীনা। আইন আকবরিতে দেখা যায়, আকবরের সময়েও এক আনায় এক সের ঘৃত ও ।৵০ আনায় এক মণ দুগ্ধ বিক্রীত হইত।* সেই স্থলে এখন এক সের ঘৃতের দাম ২৷৹ টাকা; এবং টাকায় এখন খাঁটী দুগ্ধ /৩, /৪ সেরের অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাজারে টাকায় /৮ সের ছানা পাওয়া যাইত; এখন সেইস্থলে ১৲ টাকায় /১ সের ছানাও অনেক সময় পাওয়া কঠিন হয়। ৪০।৪২ বৎসর পূর্ব্বে ৩০ পয়সা দুধের সের বিক্রীত হইত, কিঞ্চিৎ লবণ ও সুপারীর বিনিময়েও /১, /২ সের দুধ পাওয়া যাইত; কিন্তু "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ" আর আমাদের সে দিন নাই। ভারতে আর দধি, দুগ্ধ, ঘৃত নাই, এখন আমেরিকা সুইজারলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড হইতে রাশি রাশি জমাট দুগ্ধের (Condensed milk) কৌটা ও মাখন ও পনীর ভারতে আমদানী হইতেছে। ঐ জমাট দুগ্ধ পানে শিশুরা প্রাণধারণ করিতেছে। আমরা দুগ্ধ পানের

* Ain 27 p. 63. Ain-I-Akbari (T. P. by Blochman).

তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছি। ঘৃতাভাবে দেশের যাগযজ্ঞ, দৈব পিতৃক্রিয়া লোপ পাইয়াছে। ঘৃতের স্থান মহুয়ার তৈল, সাপের চর্ব্বি, আর কত কি ঘৃণাকারজনক দ্রব্য অধিকার করিয়াছে তাহা লিখিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। গব্যপূর্ণ ভারতে আর "গো-রস গলি গলি" লইয়া ফিরে না, এখন ভারত গো-হীন গব্য-হীন হইয়াছে। কেবল দেশ হইতে কোটী কোটী টাকার গোচর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। আমরা সাধের দালান ভাঙ্গিয়া ইট সুর্কি বিক্রয় করিতেছি। ভারত হইতে গো চর্ম্ম রপ্তানির ব্যাপার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ সন পর্য্যন্ত প্রতিবর্ষে ২ কোটী টাকার চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার গো-চর্ম্ম ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯৯ —১৯০০ খৃঃ এবং ১৯০০—১ এই দুই বৎসরে ৩,২০,০০,০০০ তিন কোটি বিশ লক্ষ গো-চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে!!!* এবং গবাস্থি পর্য্যন্তও দেশ হইতে ঝাট দিয়া বিদেশে লইয়া যাইতেছে যেরূপ ভীষণ জোলাপের ক্রিয়া চলিতেছে ক্রমে এইরূপে চলিলে আর ৫০ বৎসর পরে জমাট দুগ্ধ দ্বারা দুগ্ধ পরিচয় ও ছবি দ্বারা গো পরিচয় করিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্ট, দেশীবিদ্বান্ ও ধনবান্‌গণ এই ভয়ঙ্কর গোহানির প্রতিক্রিয়া না করিলে দেশ উচ্ছন্ন হইবে। দেশ হইতে গো-কুল নির্ম্মূল হইবে।

এই ভীষণ গো-হানির বহু কারণের মধ্যে কয়েকটি আমরা নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

(১) অবাধ গো হত্যা।

(২) দেশে গো গ্রাসের ও গো খাদ্যের অভাব।

(৩) গোগণের পানীয় জলাভাব।

(৪) গোষ্ঠ বা গোচারণ ভূমির অভাব।

(৫) গো জননোপযোগী উৎকৃষ্ট বৃষের অভাব।

(৬) চর্ম্মব্যবসায়ীগণের নিকট এগ্রিমেণ্ট দিয়া দেশীয় কষাই ও মুচিগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত সংখ্যক চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার জন্য দাদন লইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় কোথায়ও মৃত পশুর চর্ম্ম গোস্বামীগণ বিক্রয় করে না। সচর্ম্ম মৃত

* That 32,000000 hides were exported in the two years. *Imperial Gazetteer of India, Vol.* III p. 189.

গো ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়, এই ভাবিয়া মুচিগণ ঘাসের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া কিম্বা কিছু ময়দা বা ঘৃতের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া কোন পাতায় জড়াইয়া গোর মুখে তুলিয়া দেয়, অথবা গোগণ যেখানে চরে, সেইস্থানে ফেলিয়া রাখে। কখনও বা গবাদির অঙ্গের ক্ষত স্থানে বিষ সংযোগ করিয়া দেয়। কখনও বা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে বিষ সংযোগ করিয়া গোগণের গাত্রে বিষ রক্তের সঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়, কখনও বা গোদিগকে গোশালা হইতে চুরী করিয়া নির্জ্জনস্থানে লইয়া গিয়া গোগণের মুখ বাঁধিয়া জীবিত অবস্থায়ই গোগণের চর্ম্ম অতি নৃশংসভাবে উৎপাটন করিয়া লয়, কখনও বা কোন গ্রামে গোগণের সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে সেই সংক্রামক রোগে মৃত পশুর অস্ত্র প্রভৃতি অন্য গ্রামে গোচারণের মাঠের নিকট মুচিগণ রাখিয়া দেয় এবং তদ্বারা ঐ স্থানে ভীষণ গোমড়ক উৎপাদন করে।

(৭) ভারতে গোপালন ও গো চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের অভাব।

(৮) গো চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়ের অভাব।

(৯) গো চিকিৎসকের অভাব।

(১০) ভারতে গো পালন শিক্ষা ও গো পীড়া ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অত্যন্তাভাব।

(১১) গর্ভধারণ সক্ষম গাভী বা বৎস দ্বারা হাল ও গো-শকট পরিচালন ইত্যাদিতেও গো জন্ম হ্রাস হইতেছে।

(১২) গর্ভিণী গাভী ও বৎসতরী ও গর্ভধারণক্ষম গাভী বধ দ্বারা ক্রমেই গোবংশ ধ্বংস হইতেছে।

(১৩) দুগ্ধ-ব্যবসায়ীগণ বৎস পালন ক্ষতিজনক মনে করিয়া কৃত্রিম উপায়ে গো দোহন করিয়া মাংস ব্যবসায়ীর নিকট বৎস বিক্রয় করিয়া ফেলে, তাহাতেও গোজাতি ক্ষীণ ও নির্ম্মূল হইতেছে।

(১৪) দুগ্ধ-ব্যবসায়ীগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায় অতি দোহন করায় গো-শিশুগণ অল্পাহারে ও অনাহারে ক্রমশঃ রুগ্ন, পীড়িত ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

(১৫) কোন কোন স্থানে দুগ্ধব্যবসায়ীগণ অধিক দুগ্ধ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় গাভীগণকে ফুকা দিয়া গাভীগণের গর্ভধারণ ক্ষমতা লোপ করিতেছে, তাহাতেও গোজাতির ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। সুতরাং এই সকল গো অবশেষে কসাইর হস্তে পতিত হইতেছে।

(১৬) ভারতে গো-গ্রাসের ও গো-খাদ্যের রীতিমত চাষাবাদ ও ব্যবসায় না থাকায় সময় সময় গো-খাদ্যের অভাব হইয়া স্থানে স্থানে ভীষণ গো-মড়ক উপস্থিত হইয়া বহু গো ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

(১৭) উপযুক্ত গোশালায় গোদিগকে রক্ষা না করায় বহুসংখ্যক গো শীতাতপ ও বর্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া পালে পালে জ্বর, বসন্ত, আমাশায় ও উদরাময় রোগে পীড়িত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে।

(১৮) এ দেশে গোপালে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে Sigrigate অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া রাখার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় বহুসংখ্যক গো দলে দলে প্রাণ ত্যাগ করে।

(১৯) পচা নরদমাজাত ও বর্ষা কালের আবদ্ধ জলজাত কুখাদ্য খাইয়া বর্ষার অন্তে বহু গো প্রাণত্যাগ করে।

(২০) ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের গো পালনে উপেক্ষা, ঘৃণা ও অমনোযোগহেতু এবং গোপালকগণের উপযুক্ত অর্থাভাবে ও উপযুক্ত জ্ঞানাভাবে গোগণ নানা প্রকারে বিনষ্ট হইতেছে।

(২১) শিশুকালে বা অকালে উৎকৃষ্ট বৃষবৎসদিগকে বলীবর্দ্দে পরিণত করায় ও ক্রমশঃ গোবংশের অধঃপতন হইতেছে।

(২২) অর্থশালী গোপগণ দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতের ব্যবসা ত্যাগ করায়, ক্রমশঃ গোজাতি লোপ পাইতেছে।

(২৩) পার্ব্বত্য-প্রদেশ, সুন্দরবন, বরিশাল, খুলনা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলায় জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কর্তৃক প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক গো নিহত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভারতে গো জাতির উন্নতির উপায়।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

বলিয়া যে ভগবান জগতাধার চরণে প্রণত হই, তিনি কি আর গোবিন্দ হইয়া, গোপালক হইয়া এই ভারতে গোকুলে গোপকূলে বাস করিবেন না? আর কি তিনি গোপবালকদিগকে লইয়া বেণু বাজাইয়া ধেনুদল পরিচালিত করিয়া গো-পালনে মনোনিবেশ করিয়া ভারতবাসীকে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডবাসীকে, গো-পালন, গোসেবা, গো-পরিচর্য্যা শিক্ষা দিবেন না?

ভগবান্ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়াও কি ভারতবাসী গোপগণ স্বীয় বৈশ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঘৃণ্য দাসত্বকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অবলম্বন করিবে?

যে দেশে জনকাদি রাজর্ষি, বিরাটরাজ, গর্ব্বিত কুরুকুলাধিপতি দুর্য্যোধনের ন্যায় একছত্রা রাজাধিরাজ, বশিষ্ঠ ও ভৃগুর ন্যায় মহর্ষিগণ গো-পালন করিতেন, সেই দেশবাসীগণ এখন গোপালনবিমুখ। সেই দেশবাসীগণ যদি পুনরায় স্বধর্ম্মে, স্ববৃত্তিতে উদ্বোধিত হন, তবে আমাদিগের পরম দয়াবান্ বর্ত্তমান ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দেশ হইতে গোহত্যা নিবারণ করিয়া দিতে পারেন।

আমাদিগের রাজা কখনই কোন ধর্ম্মের উপর আঘাত করেন না বা কাহাকেও করিতে দেন না।

উদারহৃদয় মহানুভব প্রজারঞ্জক মহামতি আকবর বাদসাহ যে ভাবে ভারত শাসন করিয়াছিলেন, ইংরেজ-গভর্ণমেণ্ট ততোধিক উদারনীতিতে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন। আকবর বাদসাহ ভারত হইতে গোবধ রহিত করিয়াছিলেন। (১) আমরা যদি আমাদিগের ধর্ম্মের দিকে আস্থাবান্ হই, যদি হিন্দু জৈন বুদ্ধ সকলে এক হইয়া ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট নিকট এদেশের গোজাতির প্রয়োজনীয়তা

ঘাস ও শস্যের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ পদার্থ বিদ্যমান আছে।

কার্ব্বণ	৪৫
অক্সিজান	৪২
হাড্রোজান	৬.৫
নাইট্রোজান	১.৫
ধাতব পদার্থ	৫

একটা স্থূলকায় বৃষেও নিম্নলিখিত ভাবে ঐ সব পদার্থ আছে।

কার্ব্বণ	৬৩
অক্সিজেন	১৩.৮
হাড্রোজান	৯.৪
নাট্রোজান	৫
ধাতব পদার্থ	৪.৮

স্থূল উদ্ভিদ পদার্থ ও পশু-শরীরে জল, ধাতবপদার্থ, প্রটেইন, নাইট্রোজেনাস্ পদার্থ, কার্ব্বোহাইড্রেড, চর্ব্বী (তৈল ভাগ) বিদ্যমান আছে।

উহাতেই দেখা যায় যে, উদ্ভিদ দেহ হইতে প্রাণীদেহে ঐ সকল পদার্থ যায় পুনরায় বিষ্ঠা মূত্ররূপে ঐ সকল পদার্থ বাহির হইয়া উদ্ভিদ পদার্থে পরিণত হয়।

খাদ্যদ্রব্য মুখে গেলে ও উদরস্থ হইলে, মুখে লালা জন্মে, সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেও মুখ লালায়মান হয়। ঐ লালা সংযোগে উদরস্থ ভুক্ত-দ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

পাকস্থলীস্থিত ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া রক্তরূপে পরিণত হইয়া ধমনী ও শিরাদ্বারা ঐ রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-দ্রব্য বিশেষতঃ যে সকল খাদ্য দ্রব্যে উক্ত শরীর পোষণোপযোগী দ্রব্য আছে, তাহা দ্বারাই পশুশরীর গঠিত, বর্দ্ধিত, উত্তাপযুক্ত, গতি ও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে, খাদ্যাভাবে, বা ঐ সকল দ্রব্যহীন খাদ্যাভাবে পশুশরীর সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

গো-খাদ্য ঘাস ও বীজ।

কিন্তু ভারতে গোদিগকে কোন প্রাকার খাদ্য-দানের বিধান নাই, গোগণ নিজের চেষ্টায় যে দুই চারি গ্রাস আহার করিতে পারে তাহাই তাহার আহার। আমরা নিজেদের খাদ্য শস্য উৎপাদন করি তাহার পরিত্যক্ত অংশ যদি গো-

জাতি পায়, তবে তাহাই তাহাদিগের যথেষ্ট, কিন্তু ইহাতে আর চলিতে পারে না। এখন গো-খাদ্যের রীতিমত চাষাবাদ করা আবশ্যক, গ্রেটব্রিটেনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমী স্থায়ী গোচারণ মাঠ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে গো-খাদ্য ঘাস ও বীজের চাষ হয়। ক্লোভার, লুর্সন, মেডিকা প্রভৃতি ঘাস উৎপন্ন করা হয় এবং ঘাস জাতীয় শস্যের বীজ ও যব গম ভুট্টা জৈ ইত্যাদি শস্য গোদিগের আহারার্থ উৎপন্ন করা হয় আমাদিগের দেশে ততোধিক যত্নে ও চেষ্টায় গো-খাদ্য উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য; কারণ ইংলণ্ডে গো না থাকিলে তথাকার লোকের কিছুই ক্ষতি হইবে না, কিন্তু ভারতে গো না থাকিলে ভারতের চাষাবাদ বন্ধ হইয়া লোক সকল ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাই আমাদিগের দেশের কৃষকদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, গো-খাদ্যের রীতিমত চাষ করা আবশ্যক। এবং আমাদিগের গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে এই কার্য্যে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক ও ঘাসের বীজ কৃষকদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা উচিত।

গো-গ্রাসের জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধে মিষ্টার সিম্সন্ সাহেব যে উৎকৃষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাব উদ্ধৃত করা গেল। অনেকেই অবগত নহেন যে, গো-খাদ্য ঘাসের জমিতে রীতিমত সার দেওয়া কর্ত্তব্য, অনেকের ধারণা এই যে, গো-খাদ্য ঘাসের জমিতে স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য জন্মিতে পারে, উহাতে সার গোবর দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। তাহাদের বিশ্বাস যে, প্রকৃতি যাদু-বিদ্যা বলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত গোচারণ ভূমিতে উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য উৎপাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু উহা নিতান্ত ভ্রম ধারণা। গো-খাদ্য শস্য উৎপন্ন করায়ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কোন ব্যত্যয় হইবার কারণ নাই। গো-খাদ্য ঘাসের জমিতে রীতিমত সার গোবর দেওয়া কর্ত্তব্য, ইংরেজি অভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য সিম্সন্ সাহেবের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। (১) সার গোবর দিলে উৎকৃষ্ট ঘাস জন্মিবে। তাই

(১) ...... that some such idea was common amongst agriculturists as that grass-lands possess a mysterious property of perpetual fertility. The treatment pursued in these cases is often so contrary to all scientific principles and economic practice, as to have become a notoriously weak point in ......agriculture. It needs hardly be said that any such idea as the above is entirely erroneous, the circumstances effecting the fertility of grass-land being much the same in principle as those effecting the arable land,

গো-গ্রাসের জমিতে রীতিমত সার গোবর, হাড়ের গুঁড়া, সুপার ফস্কেট জিপসাম নামক সার দিলে অধিক পরিমাণ ও অতি পুষ্টিকর ঘাস জন্মিয়া থাকে। ঘাসের জমিতে হাড়ের গুঁড়ার সারই অধিক উপযোগী, যে হেতু হাড়ের গুঁড়ার সারে পশু-শরীর পোষণোপযোগী সমস্ত পদার্থই বিদ্যমান আছে। জলা ও দুর্ব্বল ভূমিতে গোয়নো নামক সার দিলে তাহাতে ভূমির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা প্রভৃতি বড় বড় নদীর চরে নল জাতীয় খালীয়া নামে একপ্রকার ঘাস, কাজা নামক একপ্রকার ইক্ষু জাতীয় ঘাস ও চালিয়া নামক একপ্রকার দুর্ব্বাজাতীয় ঘাস জন্মে। উহা গো-খাদ্যের জন্য অতি প্রশস্ত, উহা যেমন দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক তেমনি পুষ্টিকর, ঐ সকল ঘাস সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিলে গো-খাদ্যের অভাব কতক পরিমাণে দূর হইতে পারে। মটর, বরবটী, সিম প্রভৃতি ডাইল জাতীয় বীজ ও গাছ গো-মহিষাদির বিশেষতঃ গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী খাদ্য। মটরজাতীয় ঘাসে মাংস ও রক্তবৃদ্ধি কারক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। জৈ, জোয়ার, ভূট্টা, দেওধান, বাজরা, ঝরা, শ্যামা, হলাশ পারুয়া দুর্ব্বা প্রভৃতি ঘাস, চিনা, কাউন, ঝরা বীজ প্রভৃতি বীজজাতীয় গো-খাদ্য এবং বিলাতী গিনী, ক্লোভার, লুসার্ণ, সেইনফারন্, মেডিক্, ইটালীয়ান রাই গ্রাস ও আফ্রিকার স্থদন ঘাস এবং এগ্রটীস (১) এরেনে থেরাম (২) এবং ফষ্টেকারুব্রা (৩) প্রভৃতি বিলাতী বীজের ঘাস, মূলা, গাজর, কাসাবা, টার্‌নিপ্ প্রভৃতি মূল জাতীয় খাদ্য রীতিমত চাষাবাদ করিয়া গো জাতির খাদ্যরূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ গো-বংশের উন্নতি নাই। এই সকল বিলাতি গো-খাদ্য ও ঘাস ও বীজ গভর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে প্রজাগণমধ্যে বিতরণ করিলে দেশে গো-খাদ্য ঘাস উৎপন্ন হইয়া গোবংশ বৃদ্ধি হইতে পারে। খাদ্য পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল।

গোচারণ ভূমি।

The total acreage of the United Kingdom amounts to 77,500,000, and of these we have 46,000,000 under all kinds of crops, bare fallow and grass; and out of these 46,000,000

(1) Agrotis vulgaris. (2) Arrhenatherum. (3) Fostucarubra.

there are 23,000,000 acres of permanent pasture, meadow, or grass, exclusive of heath or mountain land.

Cattle, Sheep and Deer page 13, Macdonald.

সমস্ত গ্রেট ব্রিটনে ৭৭৫০০০০০ একর ভূমির মধ্যে ৪৬০০০০০০ ভূমিতে নানাপ্রকার ফসল ও ঘাস চাষাবাদ হয়; তন্মধ্যে পাহাড় ও আবাদী মাঠ ব্যতীত ২৩০০০০০০ অর্থাৎ অর্দ্ধেক ভূমিই স্থায়ী গোচারণ ক্ষেত্র বা ঘাসের জমি। ইংলণ্ডের জমি অত্যন্ত মূল্যবান্, তথাপি তথায় আবাদযোগ্য ভূমির অর্দ্ধেকই স্থায়ী গোচারণ ক্ষেত্র, কিন্তু আমাদের দেশে স্থায়ী গোচারণ ভূমি নাই। এই গোচারণ ভূমির অভাব গো-জাতির অবনতির একটী বিশেষ কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গোগণ গোষ্ঠে গিয়া উন্মুক্ত বায়ু সেবনেও যথেষ্ট শস্প ও নানা জাতীয় ঔষধি, লতাগুল্ম, তৃণাদি ভক্ষণে অতীব হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে; নানাবিধ তৃণ গুল্মাদি আহারে, আহারের স্পৃহাও বর্দ্ধিত হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য হইতে শরীর পোষণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য গ্রহণ করায় শরীর যথোচিত বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হয়। গোগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া একই দ্রব্য আহার করিতে ভালবাসে না। তাই কথায় বলে "বাড়ীর গরু বাড়ীর ঘাস খায় না।"

"গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তে নবং নবং" গোগণ অরণ্যে নূতন নূতন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ঘাস খাইতে ইচ্ছা করে। পুরাকালে ভারতবর্ষে অসংখ্য ও অপর্য্যাপ্ত গোচারণ ভূমি ছিল তাই ভারতে লক্ষ লক্ষ গো ছিল। গো-বর্দ্ধন (যথায় গো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) বৃন্দাবন, মহাবন, কাম্যবন, অপ্সরবন, সুরভিবন, স্বর্ণবন, ভাণ্ডীরবন, তপোবন, কোকিলবন, তালবন, কুসুমবন, খদিরবন, লোহাবন, ভদ্রবন, কদম্ববন প্রভৃতি নাম দ্বারায় সূচিত হয় যে, ভারতে এক সময়ে অসংখ্য বন ও উপবন গোচারণ ভূমিস্বরূপ ছিল। গোকুল একটী প্রধান গোচারণ-ভূমি, গোকুলের গো অন্য কোথাও যাইতে চায় না। তথায় একটি প্রবচন প্রচলিত আছে যে "মথুরা কো বেটি গোকুল কো গাই কর্ম্ম টুটেত অন্যৎ যায়" অর্থাৎ মথুরার মেয়ে ও গো-কুলের গাই নেহাৎ দুষ্কর্ম্মান্বিত না হইলে অন্যত্র যায় না।

উত্তর গো-গৃহ বর্ত্তমান পুর্ণিয়া মালদহ রঙ্গপুর প্রভৃতি জিলা ও দক্ষিণ গো-গৃহ মেদিনীপুর বালেশ্বর জিলা উৎকৃষ্ট ও বিস্তৃত গোচারণ ভূমি ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য দ্বারকাপুরী গুজরাট প্রদেশে বিদ্যমান ছিল, ঐ প্রদেশের

কচ্ছ একটি গোচারণ ক্ষেত্র, তথায় প্রায় কোন অবস্থায়ই গো-গ্রাসের অভাব হয় না। এইজন্য ঐ প্রদেশের গো ভারতীয় উৎকৃষ্ট গো-জাতির অন্যতম। তথায় স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে ঐ স্থানে কখনই দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বা অন্য কোন কারণে গো-মড়ক হইতে পারে না। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে গোদিগকে বিচরণ করিতে দিলে তথায় গোগণ যথেচ্ছ আহার বিহারদ্বারা পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে।

গৌতম তাঁহার শিষ্য সত্যকামকে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে কৃশ দেখিয়া ৪০০ শত গো পৃথক করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন, সত্যকাম এই ভারত-ব্যাপি গোচারণ মাঠে গো চরাইতে বাহির হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যাবৎ এই চারি শত, সহস্রে পরিণত না হইবে তাবৎ তিনি গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, এবং অচিরে চারি শত, সহস্রে পরিণত হইল। (১) হায়, পুরাকালে ভারতে কত গোচারণ ভূমি ছিল! ভারতীয় উপদ্বীপেও উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমি আছে। তথায় বিস্তর ঘাস উৎপন্ন হয়, তথায় বৃষ্টির পরিমাণও বার্ষিক ৩০।৪০ ইঞ্চির অধিক নহে, ঐ সকল স্থানে সংখ্যায় ও শক্তিতে গো সকল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মহীশূরে শিক্কা দেবরাজ উদিয়ার ২১০টী স্থায়ী ও বার মাসের উপযোগী কবল অর্থাৎ গোচারণ ভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। (২) ঐ কবলে যে সকল গো বিচরণ করে তাহারা উত্তরদেশী গো হইতে অধিক বৃহদাকার। (৩) উপত্যকায় যে সমস্ত কবল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার খাদ্য অত্যন্ত পুষ্টিকর।

মহীশূরের অমৃত মহাল গো, নেলোর গো, কাথিওয়ারজির গো, সাতপুরা, সহ্যাদ্রি অঞ্চলের খিলারী, মালাভীগো, হান্‌সি গো এবং কচ্ছদেশীয় গুজরাটী গো যে এত উৎকৃষ্ট তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে ঐ সকল প্রদেশে স্বভাবতঃ অতি উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য উৎপন্ন হয় এবং তথায় গোগণ বিচরণ করিতে পারে।

---

(১) সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ।

(২) The Amret Mohal cattle are kept in the grazing grounds which are called Kavals about 210 in number and these are distributed over the greater portion of the western and central portion of Mysore.

(৩) The cattle reared in Kavals or reserved pasture are much larger size than those found in the North.

Cattle of Southern India Page 14.

অষ্ট্রেলীয়া, নিউজিলেণ্ড, হলেণ্ড, সুইজারলেণ্ড, ইংলণ্ড ও আমেরিকার গোগণ যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ ঐ সকল দেশে উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে।

গ্রেটব্রিটনের কর্ষণযোগ্য ভূমির ঠিক অর্দ্ধাংশই গোচারণ ভূমি। ইংলণ্ডে প্রতি ইঞ্চি ভূমিই বহু মূল্যবান্, তথাপি তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, গোচারণ ভূমি রক্ষা করা অতি আবশ্যক, তাহার ফল এই যে দুগ্ধদান ক্ষমতায় এখন ইংলণ্ডের গোগণ পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মধ্যপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে গো-খাদ্য ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ জন্মিয়া থাকে; যদি গো-খাদ্য কোন বৎসর উৎপন্ন না হয় তবে যব, গম, ভূট্টার খড়কুটা খাইতে পারে এবং ঐ সব দেশে রবিশস্য জন্মে, বৎসরের অন্য সময় জমি পতিত থাকে, গোগণ মাঠে বিচরণ করিতে পারে।

কিন্তু নিম্নবঙ্গে গোগণ দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ গোচারণ ভূমির অভাব; ও গো-গ্রাসের অত্যন্তাভাব। জমিতে প্রায় বার মাসই ফসল থাকে। কৃষক চৈত্র মাসে আউস ধান্য বা পাট বপন করে, এই ফসল আষাঢ় বা শ্রাবণে উঠিয়া গেলেই জমি চাষ করিয়া তাহাতে রোপা ধান্য রোপণ করে ঐ ধান্য অগ্রহায়ণ মাসে উঠিয়া গেলে জমি পৌষ মাসেই পুনরায় পাট বা আউস ধান্যের জন্য চাষ দেওয়া হয়। কোন কোন পাট বা আউস ধান্যের জমিতে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সরিষা, মুগ, মাস খেশারী ইত্যাদি বপন করা হয়। ঐ ফসল ফাল্গুন মাসে উঠিয়া যায় তারপর অগৌণে চাষ করিয়া পাট বপন করা হয়। কোন কোন জমিতে আশুধান্য ও রোওয়া ধান্য একত্র বপন করা হয়। একটী ফসল শ্রাবণে কাটিয়া লয় তখন রোওয়া ধান্য ক্ষেতেই থাকে। উহা অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয়।

নিম্ন জলাভূমির জল কার্ত্তিক মাসে সরিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে জমি চাষ করিয়া তাহাতে পৌষ মাসে বোরোধান্য রোপণ করে। বৈশাখেই প্রারম্ভে ভূমি জলমগ্ন হইতে আরম্ভ করে, কৃষক কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি ফসল কাটিয়া লয় তার পর কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ভূমি জলমগ্নাবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় গোচারণের ভূমি কোথায় পাওয়া যায়? গো মাঠে চরিতেই পারে না। নিম্নবঙ্গে ক্ষেত্রের আইল ও রাস্তা এবং গৃহস্থের প্রাঙ্গণই গোগণের একমাত্র গোষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ব্যতীত

গোগণের বাহির হওয়া কি মুক্ত বায়ু সেবনের আর স্থান নাই ; সুতরাং গোগণের উন্নতিও বৃদ্ধি অসম্ভব।

পাট ফসলের মূল্য অত্যধিক ও অসম্ভাবিতরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় নিম্নবঙ্গের কৃষকেরা অন্য ফসল পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাট ফসল অর্জ্জন করিতেছে। তাহাতে গোগণ ধান্যের যে খড় কুটা প্রাপ্ত হইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। এখন গৃহ প্রাঙ্গণের ভূমি নিম্ন বঙ্গের গোগণের একমাত্র সম্বল, ইহা পুনঃ পুনঃ চাটিয়া গোগণ তাহাদিগের অনাহারক্লিষ্ট জীবন যাপন করিয়া অকালে, অচিরে গো-জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করে। জীবমাত্রেরই যে বাঁচিবার একটা সহজ ও স্বাভাবিক আকাজ্ক্ষা আছে সেই আকাজ্ক্ষার বশে গোগণ গৃহস্থের দড়ি ছিঁড়িয়া যদি দৈবাৎ কখনও কাহারও শস্যক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দুই এক গ্রাস ঘাস আহার করে, তখনই ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া খোঁয়াড় (Pound) রূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়, তথায় গোগণ ঐ দুই চারি গ্রাস আহার করার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুই এক দিবস পর্য্যন্ত পান ভোজন হইতে বঞ্চিত হইয়া, হাঁটু পর্য্যন্ত কর্দ্দম, মূত্র ও পুরীষপূর্ণ টীনের ছাদ দেওয়া লোকেল বোর্ডের কি মিউনিসিপাল্টীর খোঁয়াড়ে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। পাগলের ন্যায় অস্থির অবস্থায় তাহারা বে মেয়াদি কারাবাসে দিন যাপন করে, রাত্রিতে বেড়া টাট্টিহীন গৃহে, শীতের সময় শীতভোগ করে। এই পাপে, গরুর এই অভিশাপে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইতেছে। এই দুরাবস্থায় গো-জাতির উন্নতির আশা কোথায়?

নিম্ন বঙ্গের প্রত্যেক প্রজা যদি প্রতি ১০ বিঘা জমিতে অন্ততঃ ১ বিঘা ভূমি গোচারণ জন্য রক্ষা করিয়া চাষাবাদ করে, যদি প্রত্যেক প্রজা গো-গ্রাসের জন্য প্রতি ১০ বিঘায় ১ বিঘা জমিতে গো-ঘাস উৎপাদন করে, যদি জমিদার তালুকদারগণ প্রতি গ্রামে অন্ততঃ ৪০ বিঘা জমির এক একটী গোচারণ মাঠ রাখিয়া অন্য জমি চাষের জন্য পত্তন করেন, তবে যদি এই অধঃপতিত দেশে পুনঃ গো সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বে এই দেশীয় জমিদার তালুকদারগণ গোচারণ ভূমির কর্ গ্রহণ করা পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন। বর্ত্তমানে ঐ জমিদারগণের বংশধরগণের আর ঐ দিকে তেমন মনোযোগ নাই, বিশেষতঃ প্রজাগণের আগ্রহে গ্রামের প্রত্যেক ইঞ্চি জমি প্রজার নিকট পত্তন করিয়া ফেলিতেছেন, গোগণ গোশালায় আবদ্ধ

থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে; উন্মুক্তবায়ু ও স্বচ্ছন্দ আহারবিহারের অভাবে অচিরে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। প্রত্যেক সহরে প্রত্যেক সাব্‌ডিভিসনে এমন কি প্রত্যেক গ্রামে গোচারণ মাঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে গোচারণ মাঠের নিতান্ত অভাব তথায় ব্যবসায়ীগণ গোচারণ মাঠ রাখিয়া তাহাতে যতগুলি গো বিচরণ করে তাহার প্রতি গরুতে একটী জমা লইয়াও যদি গোচারণ-ভূমি রক্ষা করেন ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোকেলবোর্ড, ও মিউনিসিপাল্‌টী তাহাদিগের রাস্তার জন্য কি অন্য কোন কারণে জমি যখন খাসরূপে গ্রহণ করেন, তখন সেই সঙ্গে ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে অন্ততঃ ৩০ ফুট করিয়া অধিক জমি গ্রহণ করেন এবং ঐ জমি গোচারণ জন্য রক্ষা করেন তবে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড যদি তাহাদের প্রকাণ্ড তহবিলের কতকাংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন তবে তাহাদিগের অন্যান্য সৎকার্য্য হইতে এই সৎকার্য্য দ্বারা প্রজার ও দেশের অধিক উপকার সাধিত হইবে সহরে প্রত্যেক মিউনিসিপাল্‌টী যদি এইরূপ এক একটী গোচারণ মাঠ রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক গরুর প্রতি কর গ্রহণ করেন, তবে মিউনিসিপাল্‌টীও লাভবান্ হইতে পারেন গোগুলিও রীতিমত বিচরণ দ্বারা তাহাদিগের ব্যায়াম, মুক্তবায়ু সেবন ও স্বচ্ছন্দে আহারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে।

বঙ্গের প্রতি জিলায় বিশেষতঃ পুর্ণিয়া মালদহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর, ও শ্রীহট্ট প্রভৃতিতে যদি গভর্ণমেণ্ট এক একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তৎসঙ্গে এক একটী গোচারণ ক্ষেত্র ও ডেইরী অর্থাৎ বাথান রাখিয়া দেন, তবে সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ নিরক্ষর প্রজাগণ গো-পালন শিক্ষা করিতে পারে; এই কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট লাভবান্ ভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না।

ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব মেজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত এইচ, ডি ফিলিপ্‌স্ সাহেব আই, সি, এস্, ময়মনসিংহ বাজিতপুর ষ্টেশনের পেনাকোনা নামক স্থানে একটী ডেইরী খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফিলিপ্‌স্ সাহেব মহোদয়ের পরিবর্ত্তনে এই উদ্যম পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে ময়মনসিংহে এতদিনে গো-জাতির বিশেষ উন্নতি হইতে পারিত।

গোচারণ ভূমি সম্বন্ধে গোষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পানীয় জল।

বর্ত্তমান সময়ে পল্লীগ্রামে মানুষের পানীয় জলের এতই অভাব হইয়াছে যে গোগণের পানীয় জলের কথা বলিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, যাহা হউক গো-গ্রাসের ন্যায় গোগণের পানীয় জলের বন্দোবস্তও হওয়া আবশ্যক। জলই জীবন। অপকৃষ্ট জলই বহুরোগ উৎপত্তির কারণ, তাই গোচারণ-ভূমির সন্নিকট জলাশয় খনন অবশ্যক। বড় বড় সহরে রাস্তার নিকট গোগণের পানের জন্য ভাল পাকা চৌবাচ্চা নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ রাস্তার ধারেও গোগণের জল পানের জন্য ঐরূপ পাকা চৌবাচ্চা হওয়া আবশ্যক।

জনন কার্য্যের জন্য বৃষ।

জনন কার্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট বৃষ (Stud bull) দেশে সংগ্রহ করা গোজাতির উন্নতির একটি প্রধান উপায়। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট গাভী ক্রয়করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৃষ সংগ্রহ করিলে দেশের গো জাতির অধিক উন্নতি হয়। উৎকৃষ্ট গাভীক্রয় করিলে ঐ গাভী ও তাহার বৎস দ্বারা অধিক দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট বৃষ হইলে স্থানীয় বহু উৎকৃষ্ট গো জন্মিতে পারে। আর একটি নূতন কথা এই যে, উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর জনন কার্য্য নিকৃষ্ট জাতীয় বৃষদ্বারা করাইলে ঐ উৎকৃষ্ট গাভীর বৎস নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে এবং ঐ গাভীরও দুগ্ধ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস হইবে;

ইউরোপের সর্ব্বত্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড এবং আমেরিকাবাসী প্রভৃতি উন্নত জাতিরা তাঁহাদিগের দেশে প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে, জনন কার্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট বৃষ রক্ষা করেন। এইরূপ ভাবে বৃষের এক বিস্তৃত ব্যবসা চলিতেছে। বৃষ ব্যবসায়ীগণ, বৃষ নিয়োগের ফিস্ ১৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন। উহা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা।

কলিকাতায় কুক সাহেবের আড়গড়ায় ঐরূপ বৃষ রক্ষিত হয়। ঐ কুক কোম্পানী, ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ পনর টাকা পর্য্যন্ত ফিস গ্রহণে ঐ সকল বৃষ গাভীর বৎস উৎপাদনার্থ নিয়োগ করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে কোন গোপালকের গাভী ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বেই ২।৩টি বৃষ ব্যবসায়ীর নিকট আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া থাকেন এবং কোন

াময় প্রয়োজন হইবে তাহারও আনুমানিক সময় জ্ঞাপন করেন। সময় উপস্থিত ইলে গাভী বৃষ সমীপে নীত হয়। বৃষ ব্যবসায়ী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ়কজন ডাক্তার দ্বারা গাভী কি বৃষের কোন প্রকার দূষিত ব্যাধি আছে কনা পরীক্ষা করাইয়া থাকেন। বৃষটি পীড়িত হইলে অন্য বৃষ এই ভাবে ারীক্ষা করিয়া সুস্থ পাওয়া গেলে ঐ বৃষ নিয়োগ করা হইয়া থাকে। বৃষ নয়োগের সময় অর্দ্ধেক ফি ও গাভী গর্ত্ত রক্ষা করিলে বাকী অর্দ্ধ ফি দওয়া হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট বীজের উপর যে উৎকৃষ্ট ফল নির্ভর করে, তাহা শিক্ষিত বিজ্ঞান-বদ্ ইংলণ্ড, জর্ম্মান্, হলণ্ড, ডেনমার্ক, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশবাসীগণ অতি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাই তাহারা লক্ষ াকায় একটি বৃষ ক্রয় করিয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশে জনন কার্য্যের জন্য বৃষ নিয়োগ করিয়া তাহার ফিস াওয়ার বিধান ছিল না। অতি পুণ্য জনক কার্য্য জ্ঞানে হিন্দুগণ তাহাদের পিতা, াতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের স্বর্গ কামনায় একটি বৃষ ও ৪টি বৎসতরী উৎসর্গ ়রিয়া, বৃষটি বিশেষ চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দেন। ঐ বৃষ গৃহস্থ মাত্রেরই অর্চ্চনীয় ও রক্ষণীয়। উহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হয়, এবং উহার অবাধ মাহার ও বিহারের ব্যবস্থা আছে। উহারাই দেশের গোগণের পিতৃ স্থান মধিকার করিত। তাহারা সকল দেশবাসীর যত্নে অবাধে ও স্বচ্ছন্দে মাহার বিহার দ্বারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইত। বৃষোৎসর্গের বৃষ নির্ব্বাচন ামম বিশেষ সুলক্ষণাক্রান্ত বৃষ স্থির করা হইত। অবিকলাঙ্গ, জীবিত ৎসা ও দুগ্ধবতীর পুত্র বলবান্, একবর্ণ বা দ্বিবর্ণ ও অষ্টমী তিথিতে জাত যুথের উচ্চ বা সম বৃষই প্রশস্ত। ঐ বৃষ উৎসর্গের দ্বারা উপরে সপ্ত, নীচে সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়। (১)

(১) অব্যঙ্গ জীববৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ সুতোবলী।
একবর্ণো দ্বিবর্ণো বা যোবাস্যাদষ্টকা সুতঃ॥
যুথাদুচ্চতরো যস্ত সমোবানীচ এব বা।
সপ্তাবরান্ সপ্তবরাণুচ্ছৃষ্ট স্তারয়েদ্ বৃষঃ॥
ইতি কাত্যায়নঃ।

এই বৃষ কেবল জনন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। কেহ ইহাদিগকে হল বহন কি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিত না। যদি কেহ এই বিধি লঙ্ঘন করিত, তাহা হইলে তাহাকে দুইটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। (১)

এতদ্দেশবাসী মুসলমানগণের মধ্যেও এই ব্যবহার প্রচলিত ছিল যে, বৃষের গলায় এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলক বাঁধিয়া দিয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে ঐ ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ঐ ষাঁড়কে 'খোদাই ষাঁড়' বলিত, উহারাও বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের ন্যায় অবাধে ও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত ও কেবল জনন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। যাহার দ্বারে যাইত সেই এই সকল চিহ্নিত বৃষকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইত। এই বৃষ যাহার দ্রব্য গ্রহণ করিত সেই তাহাকে শ্লাঘ্য ও পূত মনে করিত। কিন্তু সে দিন গিয়াছে। এখন আর বঙ্গে এই বৃষ ঐরূপ ভাবে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না আর লোকের সেই ধর্ম্ম ভাব নাই, তাই ঐ বৃষের অভাব হইয়াছে।

অধুনা এই সকল বৃষ যে, শস্য নষ্ট করে তাহাই লক্ষ্য হয়। কিন্তু তাহারা যে মহদুদ্দেশ্য সাধন করিত তাহার প্রতি আর আমাদিগের দৃষ্টি নাই। এই বৃষগণ শস্য ক্ষতি করিয়া থাকে বলিয়া ঐ সকল বৃষ ধরিয়া মিউনিসিপালিটীর ময়লা গাড়ী টানায় নিযুক্ত করা হয়। বারাণসীধামে বহু পরিমাণ বৃহৎকায় এইরূপ ষাঁড় ছিল, তখন "ষাঁড় ও সিঁড়ি কাশীর পথিকের বৈরি" বলিয়া কথিত হইত। বস্তুতঃ কাশীতে এখন আর তেমন বৃহদাকার ষাঁড় তত অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। তথাপি এখনও কাশীতে যে পরিমাণ ষাঁড় আছে তাহা বাঙ্গালার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

এই সকল বৃষ অস্বামিক বলিয়া ইহাদিগকে চুরী করিলে কিম্বা বধ করিলে অপরাধীগণের চৌর্য্যাপরাধ বা বধজন্য অপরাধ হয় না, এইরূপ নজির বাহির হইলে দেশে এই সকল বৃষ ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। বৃষ উৎসর্গকারী হিন্দুগণ তাহাদিগের ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট, বৃষের এবম্বিধ দুর্দ্দশা দেখিয়া অগ্রদানী ব্রাহ্মণকে ও কোন কোন্ স্থানে গোপগণকে এই বৃষ পালনের

(১) বৃষভন্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলাং বাপি কামতঃ।
যোজয়িত্বা হলং কুর্য্যাৎ ব্রতং চান্দ্রায়ণং দ্বয়ং॥
গোভিলঃ।

ভার দিতে লাগিল। এইভাবে বৃষোৎসর্গের বৃষ বা ব্রাহ্মণী বৃষ ও ধর্ম্মের ষাঁড় দেশ হইতে তিরোহিত হইতেছে। অধিকন্তু ধর্ম্মোদ্দেশ্যে ঐ রূপ বৃষোৎসর্গাদি করাও বর্ত্তমান শিক্ষায় হ্রাস পাইতেছে।

যে ভাবে হিন্দুস্থানের গো জনন কার্য্য চলিত তাহার প্রধান অঙ্গহানি হইল। বৃষ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার স্থানে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ফি দিয়া যেরূপ ভাবে ঋতুমতী গাভীর ঋতু রক্ষা করা হয়, তাহাও এ দেশে প্রচলিত হইল না। হঠাৎ দৈবাৎ যে বৃষ পাওয়া যায়, তাহাদ্বারাই গাভীর গর্ভ রক্ষা করা হইতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে যে, গো শিশুগণ উৎকৃষ্ট বীর্য্যে উৎপন্ন না হওয়ায় উৎকৃষ্ট জাতীয় হইতেছে না। বৃষ দুর্ব্বল, রুগ্ন, হীন জাতীয় হইলে তৎসন্তান গো-শিশুও দুর্ব্বল পীড়িত ও অপকৃষ্ট হইবে। ইহা অবধারিত যে পিতৃগণের গুণ সন্তানে বর্ত্তিবে। মাতার গুণ বৃষ বৎসে এবং পিতৃগুণ বৎসতরীতে অধিক সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। দেশে বৃষের অল্পতা হেতু, এবং দৈবাৎ উপস্থিত বৃষ দ্বারা জনন কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় বৃষের শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। হয়তঃ একটী বৃষই পুনঃ পুনঃ বা প্রত্যহ জনন কার্য্য করিয়া একেবারে শক্তিহীন হইয়া যাইতেছে এবং তদ্দিগের উৎপন্ন বৎসগণও অল্প দিনেই প্রাণত্যাগ করিতেছে; অথবা বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতকল্প অবস্থায়, বা রুগ্ন অবস্থায় কতিপয় দিবস থাকিয়া অকালে গো জন্ম হইতে মুক্ত হইতেছে; এবং তদ্দিগের উৎপন্ন গাভীগণ বাঁচিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগের দুগ্ধদানের ক্ষমতা লোপ পাইতেছে। এই বৃষের অভাব দূরীকরণার্থ হয় দেশে পূর্ব্বের ন্যায় বৃষোৎসর্গের ষাঁড় বা (ব্রাহ্মণী ষাঁড়) ধর্ম্মের ষাঁড়দিগকে অব্যাহত গতি করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অথবা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে জনন কার্য্যের জন্য বৃষ (Stud bull) রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে। এবং দেশীয় লোকদিগের বৃষপালন ও বৃষ দ্বারা উপার্জ্জন করা শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে। দেশীয় কৃষকদিগকে বৃষ পালনের জন্য উৎসাহিত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এবং গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে কৃষকদিগের বাড়ীতে বৃষদান করিয়া তদুৎপন্ন ২টী কি ৩টী বৃষ প্রতিদান স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন। এইভাবে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিলে অচিরে বৃষের অভাব দূর হইবে। স্থানে স্থানে অবস্থাপন্ন তালুকদার জমিদার ও ধনীদিগকে বৃষপালনে উৎসাহিত করা গভর্ণমেণ্টের উচিত।

"পর দিবস প্রত্যূষে যাহার মুখ দেখিব তাহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিব," বলিয়া হবচন্দ্র রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশী গোপালকগণও ঐরূপ তদ্দিগের কন্যারূপিণী ঋতুমতী গাভীকে হঠাৎ দৈবাৎ প্রাপ্ত বৃষ সন্নিধানে গর্ভ রক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। কি পরিতাপের বিষয়!!!

উৎকৃষ্ট ষণ্ড দ্বারা জনন কার্য্য সম্পাদন করান কর্ত্তব্য। যাবৎ দেশে গোপালকগণ জনন কার্য্যের জন্য বৃষ রক্ষা না করিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের এই ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এই গ্রন্থকারের সহিত বর্ত্তমান ডিরেক্টর জেনারল অব এগ্রিকালচার মিষ্টর জে, আর, ব্লেকউড এম, এ, আই, সি, এস্ মহোদয়ের সহিত এই বিষয় আলাপ হয়, তিনি বলিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্টকে গ্রামে গ্রামে এইরূপ বৃষ রক্ষার জন্য ও উহাদিগের রক্ষার ভার পঞ্চাইতগণের উপর দিয়া, তাহার তদন্ত ডিমনষ্ট্রেটারগণের প্রতি দেওয়ার জন্য তিনি তাঁহার কেট্‌ল সেন্‌সাস রিপোর্টে * লিখিতেছেন।

গোগ্রাসের ব্যবসায়

পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, দেশে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে গোগ্রাসের অত্যন্তাভাব হইয়াছে। ঐ অভাব দূর না হইলে গোগণ কদাহারে, অর্দ্ধাহারে, অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া ভীষণ গোমড়কে বিনষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালায় গোচারণ ভূমি নাই, মাঠ বারমাসই চাষের অধীন থাকে। পাট ফসলের বহুল বিস্তারে খড়কুটারও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গোগণ মানবভোজ্য শস্যের খড় কুটা যাহা পাইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। এই অভাব দূরীকরণার্থ বঙ্গদেশ ও অন্যান্যস্থানে সাইলো (Silo) গো-খাদ্যাগার সংস্থাপন করা আবশ্যক।

বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষতঃ পার্ব্বতীয়প্রদেশ, জঙ্গলাকীর্ণস্থান, অনাবাদি পতিত স্থান ও যে প্রদেশে গোখাদ্য অধিক জন্মে সেই সব স্থান হইতে ঘাস সংগ্রহ করিয়া ঐ ঘাস বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষা করা উচিত। (সাইলো (Silo) ও সাইলজ (Silage) সম্বন্ধে খাদ্য প্রকরণে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইল।)

* এই রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বিশুদ্ধ বায়ু

গোগ্রাস ও পানীয় জলের পূর্ব্বে গোর জন্য উৎকৃষ্ট বায়ুর প্রয়োজন। গোগণ ঘাস ও পানীয় জল ছাড়া ২।১ দিন প্রাণ ধারণ করিতে পারে; কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে কোন প্রাণীই ২।৪ ঘণ্টার অধিক জীবিত থাকিতে পারে না। প্রত্যেক গোর জন্য ৯৫৬ ঘনফুট পরিষ্কার বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন।

একটি ক্ষুদ্র গৃহে বহু গো বাঁধিয়া রাখিলে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। ইংলণ্ডেও ইউরোপের নানাদেশে এমন কি তুষারাবৃত নরওয়ে দেশেও এ বিষয়ে গোপালকগণের বিশেষ দৃষ্টি আছে।

গোচিকিৎসার গ্রন্থাভাবের প্রতিকার

আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বহু লোকে গোগণের পীড়ার সময় বা অন্য সময় গোদিগকে কিরূপে ঔষধ পথ্য দিবে, কিরূপে রক্ষা করিলে গোগণ গোমড়ক ও গো পীড়ায় আক্রান্ত হইবে না অপিচ সুস্থ থাকিবে, তাহা তাহারা জানিতে পারেনা। সুস্থ গোর কিরূপ আহার বিহার আবশ্যক তাহার বিবরণ যুক্ত গ্রন্থ ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হইয়া স্বল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে দেশে দেশে প্রত্যেক জিলায় প্রত্যেক সাব ডিভিসনে ও প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক পল্লিতে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নিত্য ব্যবহার্য্য দিন পঞ্জিকার ন্যায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এমন কি দিন পঞ্জিকা হইতেও ইহার সমধিক প্রচলন হওয়া আবশ্যক। এ বিষয় সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ রাজা, মহারাজ, ধনীগণ, ধর্ম্মপরায়ণ, সদাশয়, সমাজ ও দেশ হিতৈষী মহোদয়গণের সুদৃষ্টিপাত হইলে অত্যল্প কালমধ্যেই দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। এবং দেশে অচিরে লক্ষ লক্ষ গো দৃষ্ট হইবে।

এ ভারত ভূমি দুগ্ধ ও মধুপূর্ণ ছিল; আবার এই ভারত ভূমি দুগ্ধ ও মধু দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে। গোগণ পীড়িত হইয়া নিঃশব্দে প্রাণ: ত্যাগ করে। গোস্বামীগণ, গোপগণ, কৃষকগণ, শকটবাহ্গণ নিঃশব্দে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদিগের একমাত্র জীবনোপায়, ভরসার স্থল গোগণের অচিকিৎসায় মৃত্যু দেখিয়া ম্রিয়মান হয়। দেশীয় ধনীগণ! দেশীয় সহৃদয়গণ! স্বদেশ প্রেমিকগণ! উঠুন, জাগ্রত হউন, গোচিকিৎসার গ্রন্থ প্রচার কল্পে মুক্ত হস্ত হউন, দেশে

সহস্র সহস্র গো রক্ষা করুন! তাহা হইলে দেশের অকাল গোহানির লাঘব হইবে।

গোলোক হইতে গোষ্ঠবিহারী হরি আপনাদিগের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করিবেন, দেশের ধনকুবেরগণ দেশের বিদ্যোৎসাহী শিক্ষিত বৃন্দ! আপনারা দেশে গোপালনশাস্ত্র, গোপালনবিদ্যা প্রবর্ত্তন করুন। গোলোক হইতে গোবিন্দ ঘরণী সরস্বতী দেবী আপনাদিগকে সুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন। গোকুলের রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। গোকুলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন রক্ষিত হইবে, দেশে কৃষির শ্রী বৃদ্ধি হইবে, গোলোক হইতে লক্ষ্মী আপনাদিগের সম্মুখে তাঁহার ধনাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

বঙ্গের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় লইয়াই এখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য মাতৃভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা করা এবং সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রচার করা। যেরূপ ভাবে ইহার কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে দেখা যায় বঙ্গের কেন সমস্ত ভারতের এই সাহিত্যপরিষৎ একটী উজ্জ্বল রত্ন হইয়াছে। ইহার জ্যোতিঃ অন্যান্য সভ্য প্রদেশে বিকীর্ণ হইতেছে ও হইবে। এই সাহিত্য-পরিষৎ বহুসাহিত্যসেবী রাজা মহারাজগণ দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতেছে।

যদি সাহিত্যপরিষৎ গোপালন ও গোচিকিৎসাগ্রন্থ প্রকাশে যত্ন করেন, তবে অচিরে ভারতের এই লুপ্ত বিদ্যা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে গোকুল রক্ষিত ও পুনর্জীবিত হইবে। গোমতী বিদ্যা বঙ্গে, ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১৯২০ সনের কার্ত্তিক মাসে এই সমিতিতে বিদ্যোৎসাহী গো-রক্ষাকারী মহা-রাজ সুসুঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, মহোদয় 'প্রাচীন ভারতে পশুচিকিৎসা' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে দেখাইয়াছেন যে ভারতে একদা ঋষি প্রণীত বৃষায়ুর্ব্বেদ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। সহদেব বিরাট রাজভবনে গিয়া বলিয়াছিলেন যে,

"ঋষভানভিজানামি রাজন্ পুজিত লক্ষণান্।
যেষামূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে॥"

যে বিদ্যা দ্বারা সহদেব এই আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা কোথায়, সেই বিদ্যার গ্রন্থ কোথায়? এই প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার জন্য সাহিত্যপরিষৎ চেষ্টা করিলে সেই সব গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আশা করা

যায়। সুধু প্রাচীন কাব্য গ্রন্থ উদ্ধার না করিয়া যদি সাহিত্যপরিষৎ এই মহোপকারিণী বিদ্যার গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন, তবে ভারতের প্রাচীন রাজ্য সমূহে বিশেষতঃ নেপাল কাশ্মীর প্রভৃতিতে এবং দাক্ষিণাত্যে এই সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ দেশে প্রতি পল্লিতে গো চিকিৎসালয়, বা গো চিকিৎসক পাওয়ার দিন এখনও বহুদূরে আছে। তবে গো চিকিৎসার গ্রন্থ সহজেই গৃহে গৃহে রক্ষিত হইতে পারে। উহা দ্বারা আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে অনেক গো রক্ষা পাইতে পারে।

গো পালন বিদ্যালয় স্থাপন।

আমাদের দেশে গোপালন শিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই। এ দেশের গোপালন বর্ত্তমানে নিরক্ষর মূর্খের হস্তে ন্যস্ত। তাহারা পুরুষানুক্রমে গো-পালন করিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু গোপালন সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে না। কাজেই কি উপায়ে গোজাতির উন্নতি হইবে সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্থানে স্থানে গোপালনেচ্ছু ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক; এবং গোপালন শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষকের আবশ্যক। গোপালন শিক্ষার জন্য আমাদের ভারত হইতে ইংলণ্ড, সুইজারলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে ছাত্র প্রেরণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করা উচিত। বিদেশপ্রত্যাগত গোপালন শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদের ও তাহাদের নিকট উপদিষ্ট কৃতি ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানে আদর্শ বাথান (dairy) প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

গো চিকিৎসক।

রাজ-গণের মধ্যে মহারাজ ঋতুপর্ণ, মাহিস্মতির অধিপতি মহারাজ নল ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা নকুল অশ্বতত্ত্ব, অশ্ব চিকিৎসা বিদ্যায় পারদশা ছিলেন। মহর্ষি পালকাপ্য হস্তিচিকিৎসার এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়া গিয়াছেন। নকুলানুজ সহদেব গোবিদ্যায় পারদর্শী ও গো চিকিৎসক ছিলেন। অগ্নি ও গরুড় পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা এবং সুশ্রুতের চিকিৎসা গ্রন্থে গো চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। তবে গো চিকিৎসা বর্ত্তমান সময়ে এত ঘৃণ্য

যে, গোবৈদ্য বলিলে চিকিৎসকের গ্লানি হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ধর্ম্মান্ধ লোকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, দেবতুল্য গোজাতির অঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে পাপ হয়, আর একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে ঔষধাদি যথাযোগ্য প্রয়োগ না করায় যদি কোন গো কুচিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করে, তবে ঐ চিকিৎসকই ঐ গোবধের জন্য দায়ী ; এবং গো চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ করা পাপ। এই সকল ধারণায় কোন সৎলোক গোচিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করে না। তাই গোচিকিৎসার ভার মূর্খের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। তাই মূর্খ বৈদ্য ও গো-বৈদ্য একই কথা হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে উপলব্ধি হইবে যে এই প্রকার ধারণা অতি ভ্রম সঙ্কুল। মহোপকারী দেবতুল্য গোজাতি পীড়িত হইলে কি আহত হইলে, তাহার চিকিৎসা অবশ্য কর্ত্তব্য। বরং চিকিৎসা, সেবা, শুশ্রূষা না করিলে মহাপাপ। সংবর্ত্ত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারগণ কৃত স্মৃতির বচন দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়।

যত্নপূর্ব্বক গো চিকিৎসা কি গর্ত্তের মৃত শাবক গর্ভ হইতে বিমুক্ত করিতে যদি বিপৎপাত হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হয় না। (১)

কেহ যদি ঔষধ তৈলাদি ও আহারাদি গো ও ব্রাহ্মণাদির প্রাণবৃত্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রদান করে, তাহাতে অনিষ্ট হইলেও প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয় না (২) যত্নপূর্ব্বক যদি কেহ দ্বিজ কি গোহিতার্থ উহার দেহচ্ছেদ, শিরাভেদ করে তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক করে না। (৩)

উপকার করিতে গিয়া যদি কোন বিপ্র মৃত হয়, কি ঔষধ প্রদানে কি ঔষধার্থ অগ্নিক্রিয়ায় গো, বৃষ নষ্ট হইলে তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয় না। (৪)

---

(১) সংবর্ত্ত। যন্ত্রণে গোচিকিৎসায়াং মূঢ়গর্ত্তবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপত্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে।

(২) ঔষধং স্নেহমাহারং দদদ্গো ব্রাহ্মণেষুচ।
প্রাণিনাং প্রাণবৃত্ত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে॥

(৩) দাহচ্ছেদং শিরাভেদং প্রযত্নৈরুপকুর্ব্বতাং।
দ্বিজানাং গোহিতার্থং বা প্রায়শ্চিত্তং নবিদ্যতে॥

(৪) যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ক্রিয়মাণোপকারেতু মৃতে বিপ্রে নপাতকং।
বিপাকে গোবৃষাণাঞ্চ ভেষজাগ্নিক্রিয়াসুচ॥

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, রুগ্ন ও আহতের উপকার উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে গিয়া তাহার কোন অপকার করিয়া ফেলিলেও তজ্জন্য কর্ত্তার কোন অপরাধ হয় না। বরং দুইটী একটী গোও যদি চিকিৎসা দ্বারা প্রাণ পায়, কি যন্ত্রণা বা পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহাও অচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্লাঘ্য। মনুষ্যের ডাক্তারী চিকিৎসায়ও মরা কাটা প্রভৃতির আবশ্যক হয়, তজ্জন্য এক সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসা ঘৃণ্য ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন উচ্চ বর্ণের লোক এই ব্যবসায় গ্রহণ করিতেন না। তারপর যে দিবস একটী উচ্চ বর্ণের বিশিষ্ট লোক কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া শবচ্ছেদ করিলেন, সেই দিবস কলিকাতায় তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। মনুষ্যের ডাক্তারী চিকিৎসা সম্বন্ধে ঐ ভ্রমান্ধকার এখন সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, এখন চিকিৎসায় প্রাণ রক্ষার্থ ব্রাহ্মণাদির গায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কেহ দ্বিধা বোধ করেন না। ইহা আর কাহারও মনেই আসে না যে, ব্রাহ্মণের অঙ্গে কিরূপে বিষ প্রয়োগ, কি অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করা হইবে। এইরূপে গো-চিকিৎসা বিষয়েও কয়েক জন শিক্ষিত বিশিষ্ট লোক অগ্রসর হইলেই অতি অল্প দিবসেই গোচিকিৎসায় বিস্তর শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

এখনই ভিটিরিনিয়ারী স্কুলে পশুচিকিৎসায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়েস্থ, প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের ছাত্র প্রবেশ করিয়াছেন; এবং তাহারা গোগণের উপর চিকিৎসায় অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এই বিভাগের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, এই বিভাগে উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত লোকের প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে। উদার হৃদয় গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগে আরও একটু অধিক মনোযোগ আকর্ষিত হইলে, এই গোধন সম্বল দেশে অচিরে গো চিকিৎসকের অভাব থাকিবে না। তবে যাহাতে গ্রামে, গ্রামে, গো চিকিৎসক পাওয়া যায়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি বৃত্তিভুক্ ভিটিরিনিয়ারী স্কুলের পাশ করা লোক নিযুক্ত করিয়া দেন, তবেই অচিরে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে; এবং এদেশবাসীরা স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বনে গো-চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর হইবে; এবং ভারতে গো লোক রক্ষা পাইবে। এ দেশবাসীদিগের মহোপকারী মূল্যবান গোধনের চিকিৎসা বিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইবে, তখন সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বে কেহ তাহার গোর চিকিৎসা না করাইলে তাহাই সমাজে গ্লানিজনক ও দোষনীয় হইবে।

গোচিকিৎসা বিত্থালয়ের অভাব।

এই অভাবের দিকে আমাদিগের সদাশয় গবর্ণমেণ্টের যেটুকু দৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহাতেই আমাদিগের দেশবাসীদিগের চক্ষু উন্মিলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এই বিত্থালয় প্রত্যেক জিলায় প্রত্যেক সব ডিভিসনে, প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে সংস্থাপিত হইলে, অচিরে নিদ্রিত ভারতবাসী আবার উদ্বোধিত হইবে। এখন মহানুভব পরদুঃখকাতর জৈন সম্প্রদায় গো রক্ষার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাহারা দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিতেছেন না। কসাইর হস্ত হইতে একটি গাভী কি বৃষ অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিলে, ঐ একটি গাভী কি বৃষ রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু গো-মড়কের করাল-বদন হইতে সহস্র সহস্র গো-রক্ষা করিলে, প্রকৃতপক্ষে গোজাতির, গোবংশের উন্নতি হইবে। গোজাতির হিতকারী সমাজ যদি এদিকে দৃষ্টিপাত করেন, এদিকে অর্থ ব্যয় করেন, তবে অচিরে ভারতে গোবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। যেমন গ্রামে বড় বড় পল্লীতে ইংরেজী বিত্থালয়, প্রাইমেরী স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে; সেইরূপ গ্রামে, গ্রামে, পল্লীতে, পল্লীতে গোচিকিৎসালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঐ স্কুলের ছাত্র, ৮ বর্ষীয় বালক হইতে ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই হইবে। এণ্ট্রান্স বা মেট্রিকিউলেসন পাশ করিয়া দেশের অসংখ্য লোক চাকুরী চাকুরী করিয়া চতুর্দ্দিকে ভো ভো করিয়া দৌড়িতেছে; কিন্তু যখন দেশের লোক দেখিবে যে গো-চিকিৎসা শিক্ষা করিলে কার্য্যকরী শিক্ষা হইতেছে, দেশের গোগণ রক্ষিত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগম হইতেছে, তখন দলে, দলে, লোক পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের বোর্ডের লোয়ার ও আপার প্রাইমারী স্কুল সমূহে গোপালন ও গোচিকিৎসা-বিদ্যার গ্রন্থ পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেশের এই কুম্ভকর্ণ-জাতির গাঢ় মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে।

গর্ভবতী গাভী, গর্ভ ধারণোপযোগী বৎসতরী হত্যা কি ঐ শ্রেণীর গো দ্বারা হলচালন কি গাড়ীতে যোজনা করা এবং উৎকৃষ্ট বৃষদিগকে বলীবর্দ্দে পরিণত করা, আইন প্রণয়ন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এই বিষয় আমাদিগের দেশের নেতা অনারেবল্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনারেবল্ শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়, অনারেবল্ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, অনারেবল্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়,

অনারেবল্ শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল প্রভৃতি মহোদয়গণ যদি লেজিস্লেটিভ কাউনসিলে প্রস্তাব ও নির্দ্ধারণ করেন, তবে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

গভীগণকে ফুকো দেওয়া আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া যাহাতে দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণ ঐ অন্যায় কার্য্য করিতে না পারে, কর্ত্তৃপক্ষের তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যদি কয়েকটি এই শ্রেণীর অপরাধী চূড়ান্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয়, তবে সহজেই এই নিষ্ঠুর প্রথা তিরোহিত হইতে পারে।

গোহত্যা নিবারিত হইলে গোশিশু হত্যাও সঙ্গে সঙ্গে নিবারিত হইবে। লোকের যদি ধর্ম্ম বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তবে আর তাহারা গাভীগণকে অতিদোহন করিয়া বৎস হত্যার কারণ জন্মাইবে না, বা গোশিশুদিগকে কসাইগণের নিকট বিক্রয় করিয়া গোজাতির ধ্বংসসাধন করিবে না।

পার্ব্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে, প্রজাদিগের ও তথাকার গৃহপালিত পশুদিগের শ্বাপদাদি হইতে প্রাণরক্ষার জন্য অস্ত্র আইনের বিধান একটু শিথিল থাকা আবশ্যক। যাহাতে তথাকার প্রজাগণ সহজে বন্দুক ও প্রাণরক্ষার্থ অস্ত্র শস্ত্র পাইতে পারে, তাহার বিধান থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ও কাউনসিলের মেম্বরগণের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

চর্ম্ম ব্যবসায়ীগণ ও কসাইগণ নানা অবৈধ ও নৃসংশ উপায়ে গো-বধ করে; ইহাদিগের প্রতি আইনের চূড়ান্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইলে এই নৃশংস ব্যাপার কতক পরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ ষ্টেসনের ১॥ মাইল দূরে দুইজন চর্ম্ম-ব্যবসায়ী একটি দুগ্ধবতী গাভীকে গো-গৃহ হইতে চুরী করিয়া নির্জ্জনস্থানে লইয়া গিয়া অতি নৃশংসভাবে ঐ গাভীকে জীবিত অবস্থায় চর্ম্ম উৎপাটন করিয়া লয়। স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীর বিশেষ চেষ্টায় অপরাধীগণ ধৃত হইয়া ১॥ দেড় বৎসর কঠিন পরিশ্রমে দণ্ডিত হয়। তৎপর ঐ নৃশংস ব্যাপার কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

গোশালাগুলি বেশ উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। উহা বেড়া টাট্টি দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যেক গোশালায় মলমূত্র নিঃসারণের প্রণালী থাকা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক প্রাণীর নিজের মলমূত্র ঐ প্রাণীর অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। গোগণ তদ্দিগের মলমূত্রে

বাস করিতে পারে না। সুতরাং মলমূত্র নিঃসারণের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। গোগণকে শীতাতপ ও মশকাদির দংশন হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ধনী শিক্ষিত লোকের গো-পালনের দিকে দৃষ্টি পতিত না হইলে, এই অধঃ-পতিত দেশের অধঃপতিত গো-জাতির আর উন্নতি হইবে না। তাই আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যে, দেশের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অন্ততঃ গো-পালন লাভজনক ব্যবসা মনে করিয়া গো-ধন একটি ধনাগম ও ধনবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া গো রক্ষায় গোপালনে মনোনিবেশ করেন, তবে দেশের প্রভূত মঙ্গল হয়।

ধনীগণ অর্থ সাহায্য করিয়া উৎকৃষ্ট গাভীসহ উৎকৃষ্ট বৃষের সংযোগ করাই গোগণকে উৎকৃষ্ট দুগ্ধবৃদ্ধি ও রক্তবৃদ্ধিকর খাদ্য দান করিয়া, উৎকৃষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহে রাখিয়া বিদেশের অবলম্বিত নানাপ্রকার নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে গো-জাতির উন্নতি করেন, তবে সহজেই গো-জাতি উন্নত হইবে। তিন বৎসরেরই একটি বৎসতরী বৎস দেয়; সুতরাং উৎকৃষ্টের সহ উৎকৃষ্ট যোগ করিয়া ১৫ বৎসর চেষ্টা করিলে অতি আশ্চর্য্য জনক ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

গো-প্রদর্শনী।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের গো-জাতির কোন বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু ঐ খৃষ্টাব্দে গোপ্রদর্শনী হয়, ঐ গোপ্রদর্শনী হইতে গোজাতির উন্নতির দিকে এমন একটি বিশেষ প্রখরস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে যে, এই অত্যল্পকাল মধ্যে ইংলণ্ডের গোজাতি উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। এখন তথায় একটি গাভী ২৪ ঘণ্টায় ১/৫ এক মণ পাঁচ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। গো প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট গাভী ও বৃষগণ স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত মেডেল বা পদক প্রাপ্ত হয়। উহাদিগের বিশেষ নাম থাকে। ঐ সকল গো এবং তাহাদিগের সন্তানগণ অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত কেহ নিকৃষ্ট বৃষ সংযোগ করিতে পারে না। অনুলোম প্রতিলোপ বিধির দোষ গুণ তথায় বিশেষরূপে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে।

দুগ্ধ-প্রদর্শনী—Milk show.

দুগ্ধ-প্রদর্শনী দ্বারাও ইংলণ্ড আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির গোজাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ঐ সকল প্রদর্শনীতে গাভীগণ একদিনে ও এক বৎসরে কত

দুগ্ধ দেয় তাহা পরীক্ষা করা হয়। গাভীগণ গোস্বামীগণের ব্যয়ে প্রদর্শনীতে বাস করে, তাহাদিগের দুগ্ধ বিক্রীত হইয়া গোস্বামীর তহবিলে জমা হয়, যে গাভী ২৪ ঘণ্টায়, অধিক দুগ্ধ দেয়, বা যে এক বৎসরে অধিক দুগ্ধ দেয়, তাহা স্থির করিয়া তাহাদিগের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হয়।

মাখন-পরীক্ষা—Butter trial.

এই প্রদর্শনীতে কোন গাভীর কত দুগ্ধে কত মাখন হয় তাহা নির্ণয় করা হয়। হয়ত কোন গাভী দুগ্ধ প্রদর্শনীতে ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু মাখন প্রদর্শনীতে সে কোন পদক প্রাপ্ত নাও হইতে পারে। যাহার দুগ্ধে অধিক মাখন হয় সেই ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। হয়তঃ যাহার অধিক দুধ হয় তাহার দুধে এত জলীয় ভাগ যে, যাহার দুধ পরিমাণে কম তাহার দুধে মাখনের অংশ অধিক। গোপগণ যাহাতে দুধে মাখনের ভাগ অধিক হয় তাহার জন্য গোগণকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দিয়া থাকেন। এইরূপে গোগণ অচিরে উন্নতির চরম সীমায় উঠিতেছে।

সমবায়-সমিতি।

ইংলণ্ডে এক জাতীয় গোর উন্নতি কল্পে বিস্তর সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক সমিতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় গোর উন্নতিকল্পে প্রাণপণ ও অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া অতি আশ্চর্য্য জনক ও অসম্ভাবিত উন্নতি সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। লাল-লিঙ্কলন জাতীয় গোর উন্নতির জন্য ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সেইস্থলে ৩২০টি ঐ সমিতি স্থাপিত হইয়া অদম্য উৎসাহে এই গোজাতির অসীম উন্নতি হইয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেই লাল-লিঙ্কলন জাতীয় গোর নাম কাহারও জানা ছিল না কিন্তু এই অল্প সময়ে ইংলণ্ড, সমগ্র ইয়ুরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহাদের সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছে। এই জাতীয় অসংখ্য গো বহু মূল্যে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রভূত অর্থাগম হইতেছে। (ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন গোজাতির নাম অন্য অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপ লিখিত হইবে।)

গোজাতীর বংশাবলী (হার্ডবুক)

এক একটি সমিতির অধীনে গো-স্বামীগণেরও এক এক জাতীয় গোর নাম তাহাদিগের বংশাবলীতে লিখিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের সুরভি, নন্দিনী প্রভৃতির ন্যায় তাহাদিগের দেশে লেডী, লর ডাচেজ, বিউটি, প্রভৃতি গাভীর দেশবিশ্রুত নাম আছে, বৃষদিগের মধ্যে হারকিউলিস, ফেভারিট, কমেট, স্পিরিট প্রভৃতি বৃষও ঐরূপ বিশেষ প্রসিদ্ধি লা করিয়াছে। তদ্দিগের সন্তান কোন্ গাভীর সম্ভূত তাহারও নিদর্শন আছে পরস্পর উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত উৎকৃষ্ট বৃষের সম্মিলনে এক আশ্চর্য্য উৎকৃষ্ট জাতী গো সৃষ্টি হইয়াছে। দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি দানে ইহারা ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণকে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে এক অদ্ভুত নূতন জাতি পশু সৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমা সময়ে ইংলণ্ডের গোজাতির প্রতি দৃষ্টি করিলে উহারা যে বস্‌টরাস্ জাতীয় অরণ্য হিংস্র পশুর বা ইলাণ্ড নামক মৃগজাতীয় পশুর বংশধর তাহা আর বুঝিবার উপায় নাই। বস্তুতঃই ইহারা এক নূতন জীব সৃষ্ট হইয়াছে।

কণ্ট্রোলিং এসোসিয়েসন—Controling assoication.

ইংলণ্ডের ১০।১২ জন গোপালক একত্র হইয়া একটি গোষ্ঠী স্থাপন করেন ঐ গোপালগোষ্টী একজন গোতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রাখিয়া তাহাদিগের গাভীর দুগ্ধ পরীক্ষা করাইয়া থাকেন। ঐ গো-তত্ত্ববিদ্ এক এক দিন এক এক গোপালকের গাভীগণ কত দুগ্ধ দেয় তাহা এবং ঐ দুগ্ধে মাখনের ভাগ কত ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া গোগণের খাদ্য পানীয় ও বাসস্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন ঐ গো-তত্ত্ববিদ্ দুই সপ্তাহের মধ্যে একবার প্রত্যেক গোপালকের গো পরীক্ষা করিয়া থাকেন, গোপালকগণ তাঁহার উপদেশানুযায়ী গোগণের খাদ্যাদির পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, গোপালকগণ তাহার কোন গো কত দুধ দেয় এবং যত্ন চেষ্টা দ্বারা কোন্ কোন্ গোর উন্নতি হইতে পারে তাহাও পরীক্ষা করিতে পারেন, গোপালকগণ যে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিতে পায়, ঐ গাভী বিক্রয় করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট গাভী ক্রয় করিতে পারে। এইরূপে গোপালকগণ নিজ নিজ পালের বিশেষ উন্নতি সম্পাদন করিতে পারেন, এই এসোসিয়েসন সংস্থাপন দ্বারা অতি অল্প সময়ে অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

পত্রিকা

গো গোষ্ঠ, গো খাদ্য, বৎস পালন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পূর্ণ মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সপ্তাহিক পত্রিকা দেশের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত

করিয়া এই সম্বন্ধে আমাদিগের দেশের জড়প্রায় সমাজকে উদ্বোধিত করা কর্ত্তব্য। বিলাতি ডেইরি ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন সমিতির ন্যায় সমিতি এবং ইংলণ্ডের কতিপয় গোতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এদেশে 'ডেইরিং এবং ডেইরীফার্ম্মিং ইন ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদিগের স্বদেশবাসী কেহই এই সমিতি কি ঐ পত্রিকার গ্রাহক কি লেখক নাই। ঐরূপ পত্রিকা আমাদিগের জাতীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়া এদেশীয় গোপালক-গণকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বন্ধ্যা দুগ্ধহীনা গাভী ও দুর্ব্বল পীড়িত বৃষরক্ষা ও পিঞ্জরাপোল বা গোহাসপাতাল স্থাপন।

গোরক্ষার আর একটী প্রধান ও গুরুতর সমস্যা এই যে, বন্ধ্যা দুগ্ধহীনা পীড়িত বা রুগ্ন গোগণের ভার অর্থহীন গোপগণ বা গোপালকগণ বা দরিদ্র কৃষকগণ কিরূপে বহন করিবে? তাহারা যখন দেখিবে যে, তাহাদিগের ঐরূপ গোগণ দ্বারা অর্থাগম হইতেছে না, অথচ অর্থব্যয় করিয়া ঐ গোগণকে রক্ষা ও পালন করিতে হয়, কিন্তু তাহারা অর্থাভাবে স্বীয় স্বীয় অন্ন সংস্থান করিতে পারে না, তখন তাহারা কেবল ধর্ম্ম ভয়ে চর্ম্ম-ব্যবসায়ীর উপস্থিত প্রলোভন ত্যাগ করিবে, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তাহারা গোপনে বা ডুবদিয়া জল খাওয়ার মত, কোন প্রকার চতুরতা করিয়া হইলেও চর্ম্ম ব্যবসায়ীর নিকট ঐ সকল গো বিক্রয় করিবে। ঐ সকল শ্রেণীর গোরক্ষার প্রধান উপায়, গোগণের মহোপকার স্মরণ করিয়া যদি দেশের ধনকুবেরগণ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত মিলিত হইয়া সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা হিন্দু; বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সকলেই এক হইয়া স্থানে স্থানে গোরক্ষণী সভা সংস্থাপন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে এক একটি পিঞ্জরাপোল সংস্থাপন করিয়া তাহাতে বন্ধ্যা দুগ্ধহীনাগাভী, পীড়িত ও রুগ্ন বৃষ সকল রক্ষা করেন, তবে দেশে প্রকৃত পক্ষে গোরক্ষা হইতে পারে। এবং গোরক্ষণী সভার তত্ত্বাবধানে গো চিকিৎসার গ্রন্থ এবং ঔষধ রাখা উচিত।

স্থানে স্থানে ঐ গোরক্ষণী সভার অধীনে সভাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রত্যেক গৃহস্থ-গৃহে যদি এক একটি মুষ্টি ভিক্ষার হাড়ী রাখিয়া দেওয়া যায় এবং সপ্তাহান্তে ঐ হাড়ী সকলের তণ্ডুল সংগ্রহ করা যায় ও গ্রামের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ বিবাহ ও

অন্য উৎসবাদিতে কর্ম্মকর্ত্তা হইতে এককালীন দান গ্রহণ করিয়া ঐ অর্থ সংগ্রহ করা যায়, তবে ঐ সংগৃহীত অর্থে গোরক্ষণী সভা ও পিঞ্জরাপোলের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

এই কার্য্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন শিখ ও এমন কি মুসলমান এবং খৃষ্টান সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীরা যখন দেখিবে যে, তাহাদিগের মূল্যবান পীড়িত গোর চিকিৎসা ও পথ্যের ভার এই গোরক্ষণী সভা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের ঐ পীড়িত গো অচিকিৎসা ও কুচিকিৎসার হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তখন অবাধে সাহ্লাদে সর্ব্ব সম্প্রদায়ই এই গোরক্ষণী সভার রক্ষা-কল্পে অর্থানুকূল্য ও চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে ৩২,০০,০০,০০০ বত্রিশ কোটি লোক যে দেশের অধিবাসী তাহার কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য ?

যদি জন প্রতি গড়ে বৎসর দুইটি পয়সা সংগৃহীত হয়, তবে এই সভায় বৎসর ১,০০,০০,০০০ এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইতে পারে।

যদি এই চেষ্টা ও উদ্যম কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, তবে কয়েকজন সৎ ও সাধু লোকের প্রয়োজন।

দশ বৎসরে এই ভারতবর্ষ হইতে ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। এই মহাব্যাপার সাধু লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে ভারত কেন বহুদূর দেশ হইতেও এই কার্য্যে সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্য পাওয়া যাইবে।

এতদ্বারা ভারতব্যাপী কেন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একটি গো-রক্ষার উদ্যম চলিতে পারে।

সমগ্র ভারতে নিঃস্বার্থ পরোপকারী বাক্শক্তিহীন গোজাতির দুর্দ্দশা দৃষ্টে যাহার প্রাণ কাঁদে, এমন ১০টি মহাপ্রাণ লোক কি ভারতে নাই ? যদি প্রকৃত মহাপ্রাণ গোজাতির দুঃখে প্রকৃত দুঃখী ১০টি লোক থাকেন, তবে নিশ্চয় ভারতে গোজাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। **গোধনে** ভারত পূর্ণ হইবে। ঐ দশজন লোক জাগরিত হইয়া সমস্ত ভারতবাসীকে প্রবোধিত করুন। সমস্ত ভারতব্যাপী একটি শৃঙ্খলা Organisation করিয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া ঐ উদ্যম কার্য্যে পরিণত করুন, আপনাকে ধন্য করুন, স্থানে স্থানে গোরক্ষণী সভা ও পীড়িত গোর হাঁসপাতাল স্থাপন করুন। গোধনে ভারত পূর্ণ হউক।

পলিকলম বলীবর্দ্দ
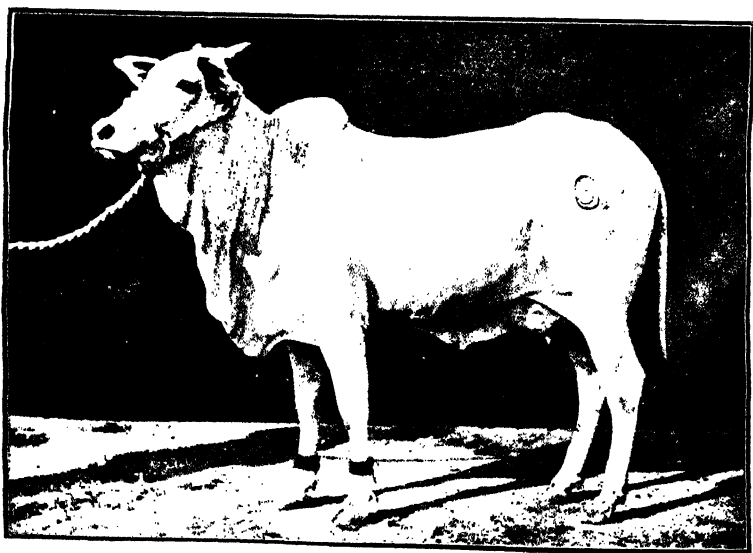
নেলোর বৎসতরী
(ব্রেজিল দেশে নীত হইয়াছে)

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গো।

"গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতাঃ অজাবয়ঃ। (১)

গম ধাতু হইতে গমন করে এই অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে বা ইহা দ্বারা যাওয়া যায় অর্থাৎ বৃষ (বাহন) দ্বারা চলা যায় কিম্বা গাভী দান দ্বারা স্বর্গ গমন করা যায়, এই অর্থে করণ বাচ্যে গো শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (২) ইহারা স্বনামখ্যাত গলকম্বল (Dewlap) বিশিষ্ট, (৩) চতুষ্পদ, স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের পায়ের খুর দ্বি-খণ্ডিত ইহাদিগের স্কন্ধদেশে ককুদ বা ঝুঁটি (hump) (একটী স্থূল মাংসপিণ্ড) আছে। ইহাদিগের মস্তকে দুইটি শৃঙ্গ ও পশ্চাৎ ভাগে একটি দীর্ঘ পুচ্ছ আছে। ইহাদিগের সর্ব্বশরীর শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, লোহিতাদি নানা বর্ণের বা এক বর্ণের সূক্ষ্ম রোমরাজি দ্বারা আবৃত। ইহাদিগের পুচ্ছের রোম অপেক্ষাকৃত স্থূল ও লম্বা। ইহাদিগের দুই পাটিতে ৩২টি দাঁত আছে। ইহাদিগের নীচের দুই চোয়ালে ৬টি করিয়া ১২টি চর্ব্বণ দন্ত ও মধ্যস্থলে ১৮টি ছেদনদন্ত আছে। উপরের দুই চোয়ালে ঐরূপ ১২টি চর্ব্বণ দন্ত আছে। উপরের পাটির মধ্যস্থলে ছেদন দন্ত নাই। ঐ স্থানে দৃঢ় ও স্থূল মাড়ি মাত্র আছে। ইহারা নীচের পাটির ৮টি ছেদন দন্ত ও উপরের পাটির ঐ মাড়ির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ছেদন করিয়া চোয়ালের চর্ব্বণ

---

(১) ব্রহ্মময় যজ্ঞ হইতে গো প্রাদুর্ভূত হইল এবং তাহা হইতে ছাগ ও মেষ উৎপন্ন হইল—ঋকৃবেদ পুরুষ সূক্ত। (২) গচ্ছতি ইতি গম্ ধাতোঃ কর্ত্তরি ডো প্রত্যয়েন সিদ্ধঃ (রূঢ় শব্দ) গচ্ছতি অনেন বৃষস্থ যান সাধনাৎ স্ত্রীগব্যাশ্চ দানাদিভিঃ স্বর্গ সাধনত্বাৎ তথাত্বং, করণবাচ্যে ডো (যোগরূঢ় শব্দ)।

(৩) গলকম্বল বত্বং গোত্বং।

দন্তের সাহায্যে ভুক্ত দ্রব্য গলধঃকরণ করে। এবং আবশ্যক মত ঐ ভুক্ত দ্রব্য উদ্গার করিয়া তাহা ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিয়া আহার করে।

গো, মহিষ, উষ্ট্র, হরিণ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুর খুর দ্বি-খণ্ডিত এবং ই দিগের ৪টি পাকস্থলী। ১ বৃহদাকার পাকস্থলী ২য় মৌচাক সদৃশ গ পাকস্থলী ৩য় বহু পর্দ্দা বিশিষ্ট পাকস্থলী ৪র্থ জীর্ণকারী পাকস্থলী। যে স পশুর ঐরূপ চারিটি পাকস্থলী আছে তাহারা সকলেই রোমন্থন করে, অ জাবর কাটে। ইহাদের ভুক্তদ্রব্যের কঠিন অংশগুলি ১ম পাকস্থলীতে হইয়া থাকে; পরে উহারা আবশ্যক মত উদ্গার করিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ ক এইরূপে কঠিন দ্রব্যগুলি লালা-সংযুক্ত হইয়া মোলায়েম হয় তৎপর পুনঃ চ হইলে তরল হয় তারপর ২য় ও ৩য় পাকস্থলীর ভিতর দিয়া ৪র্থ পাকস্থলীতে পরিপাকের কার্য্য সমাধা করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে। ইহাদের বিশে এই যে ইহারা একদিনের খাদ্যদ্রব্য একবারে গলাধঃকরণ করিতে পারে, ইহারা অন্ততঃ দিনে একবার উপযুক্ত আহার পাইলেই দীর্ঘ পথ অনাহ অতিবাহিত করিতে পারে।

মেষ, ছাগল, হরিণ, উষ্ট্র, মহিষ, গবয় এবং গো প্রভৃতি পশুর যেমন পা খুর ও পাকস্থলীর গঠনও একরূপ; তেমনই ইহাদের মধ্যে বিস্তর সৌসাদৃশ্য হয়। হরিণীদিগের শৃঙ্গ হয় না, গো মহিষ গবয় মেষও ছাগলের পুং স্ত্রী উ পশুরই শৃঙ্গ হয়, তবে পুং পশুর শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত বড়। পুঙ্গবের ককুদও গ গণের ঝুঁটি হইতে বৃহত্তর। ইহাদিগের মধ্যে আবার কোন কোন জাতীয় হ মহিষ, গবয় ও গোর মধ্যে আকৃতিগত এত সৌসাদৃশ্য আছে যে একজাতিকে অ জাতি বলিয়া ভ্রম হয়। ইলাণ্ড (Eland) হরিণ, নু (Gnu), কুডু (Kood এবং চিলিং হাম কেটল (Chillingham cattle) এক বলিলেই হয়। স্কটলে হাইলেণ্ড কেটল ও মহিষের বাহ্যিক আকৃতি প্রায় একরূপ, এনু (Anoa) না হরিণ (Antilope) এবং মহিষের মধ্যে তফাৎ অতি যৎসামান্য।

যাবা, বালীদ্বীপ, মলক্কা হইতে বর্ণিও পর্য্যন্ত দ্বীপ সমূহে বেণ্টেং * না

---

* The Banteng is more like some domestic cattle th any of the preceding, being nearly straight backed; i short coated and white stockinged like the Gour.

(p 28 Wild beasts of the world)

পশু আছে। গো জাতীয় অন্য পশু হইতে গোর সহিত উহার অধিক
গু দেখা যায়। উহার পিঠের অংশ বিলাতি গোর ন্যায়, স্কন্ধদেশ হইতে
পর্য্যন্ত এক সরল রেখা ক্রমে অবস্থিত।

ব্রহ্মদেশেও বেণ্টেঙ্গ জাতীয় পশু আছে, তথায় উহাদিগকে সিন (Tsine)
।

ভারতবর্ষে নীল গাই নামক পশু আছে যদিও বাহ্যিক দৃশ্যে গোর ন্যায় দৃষ্ট হয়
কিন্তু উহা গো নহে—হরিণ। উহাদিগের স্ত্রী পশুর শৃঙ্গোদ্গাম হয় না। হিন্দু-
াহাদিগকেও গো বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন (১) উহা কেবল তাহাদের
র অনুরোধে।

ভারতবর্ষ হইতে মলাক্কা দ্বীপ পর্য্যন্ত গোর (Bibos gourus) নামক
প্রকার বন্য গোসদৃশ অতি বৃহদাকার পশু দৃষ্ট হয়, ইহারা ৮ ফুট পর্য্যন্ত
হয়। ইহারা আসাম প্রদেশের গায়াল নামক পশুর পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া
কেহ অনুমান করেন। (২)

মহিষ ও গোর মধ্যে বিস্তর সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা দুগ্ধ দানে ও হলকর্ষণে
জাতির ন্যায় অভেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ইহাদের গায়ের লোম
াতির গায়ের লোমের ন্যায় নহে এবং ইহারা ককুদ্ ও গলকম্বল বিহীন।
া জলচর জন্তু বলিলেই হয়, ইহারা জলে বা কাদায় সর্ব্বশরীর নিমজ্জিত করিয়া
য় ঘাস খাইয়া থাকে। (৩)

(১) The Nilghai......is the largest of the few Antelopes
Asia. With Hindoo section of these it is sacred animal, simply
cause its name means "Blue cow" so that sanctity of the
vine race has been absurdly transferred to it. page 57
(২) He......seems to be the ancestor of the wild beast
the world semi domesticated cattle called Goyals kept
the native hill tribes in Assam
page 28 the Wild beast &c.

(৩) It is naturally, however, an ease loving creature, deli-
ing to wellow in water or mud in which it inmerses
lf to the eyes and ears. It swims well and walking as
en swimming, carries the nose high, so that it is on a level
h the back. Its food is the course vagetation of the
rshes. pages 30, Wild beast of the world

বাইসন (Bison) নামক এক জাতীয় বস্ (Bos) শ্রেণীর বন্য গো আছে ইহাদিগের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদিগের ঘাড়, স্কন্ধদেশ, গলা ও মস্তকে অতি দীর্ঘ লোম আছে।

আমেরিকার বাইসনগণ তথাকার গোর সহিত মিলিত হইয়া সঙ্কর বৎস উৎপাদন করে। ঐ সঙ্কর জাতির নাম কেটালুস্ (Cattaloos) উহাদিগের সহিত বিলাতি গোগণের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক।

তিব্বত ও চিন দেশের কেন্‌সুপ্রদেশে চমরী গো নামে এক জাতীয় পশু আছে। ইহারা ইউরোপীয় বস্‌টরাস্ জাতীয় গো ও বাইস্‌ন্ এই উভয় শ্রেণীর পশুর মধ্যবর্ত্তী (intermidiate)। (১)

গেইনী (Gainee)

গেইনী নামে গো জাতীয় পশু আছে, উহারা বড় ছাগলটির ন্যায়। ইহাদিগের গাভীগণের দুগ্ধ দানের তেমন ক্ষমতা নাই। ইহাদিগকে সৌখিন লোকে খেলনার ন্যায় যত্ন ও আদর করিয়া পুষিয়া থাকে। আকবর বাদসাহের সময় এই জাতীয় গো ছিল। (২)

গবয়, গয়াল বা মিথুন।

গো সাদৃশ গবয় গয়াল বা মিথুন নামে এক জাতীয় বন্য পশু কুচবিহার, ময়মন সিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, আসাম ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে বন্য ও গৃহ পালিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাকার অধিবাসীগণ উহাদিগের দ্বারা হাল চাষ করে ও উহাদিগের দুগ্ধ পান করে। কখনও কখনও ঐ সকল গবয় সহ গোজাতীর সংমিশ্রন হইতেও দেখা যায়। গয়ালগণ অতি দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ। ইহাদিগের উচ্চতা সাধারণ গো হইতে অধিক। তবে গোজাতির বিশেষ চিহ্ন ব্যঞ্জক গলকম্বল নাই, ককুদও তেমন উচ্চ নহে। ইহাদের আকৃতি বিলাতি বস টরাস জাতির গোগণের আকৃতির সহিত সম্পুর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে।

(১) বিস্তৃত বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

(২) There is also a species of oxen called gaini small like gut horses, but very beautiful. Aini Akbari p 649

অঙ্গোল ষণ্ড
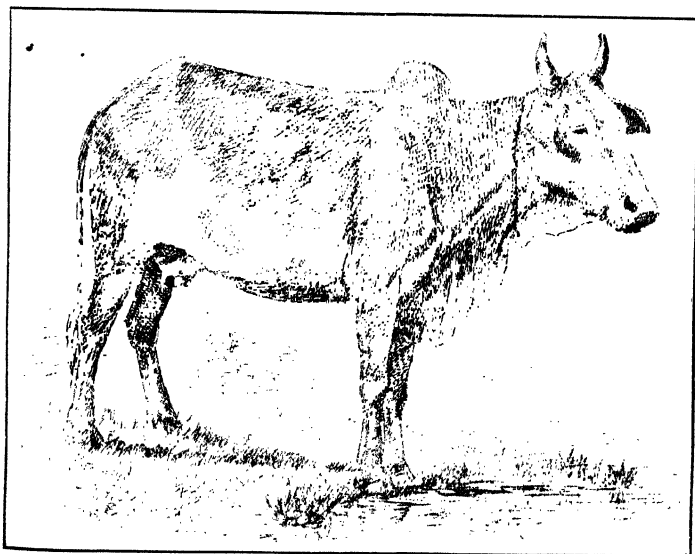
বঙ্গদেশীয় গো

ইউরোপীয় আরণ্য গো।

ইউরাস্ (জর্ম্মেন ইউরচ্) বলিয়া ইউরোপে অরণ্যচর যে বৃহৎকায় সিংহ ব্যাঘ্র, ভল্লুক গণ্ডার প্রভৃতির ন্যায় একজাতীয় পশু ছিল, উহারা ৭ ফুটের অধিক উচ্চ ছিল, উহাদের শৃঙ্গও ৩ ফুট লম্বা ছিল, জুলিয়াসিজার ইহাদিগকে হস্তী হইতে কিছু ছোট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১) উহাদের গায়ের লোম কাল বা ধূসর বর্ণ ছিল। এখনও ইংলণ্ডের কোন কোন রক্ষিত বাগানের বন্য গাভী ঐ আকৃতির কাল বৎস প্রসব করে।

বিলাতি গো।

পূর্ব্বোক্ত উইরাস নামক বন্য হিংস্র পশু হইতেই ইংলণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ড প্রভৃতি স্থানের কেটল বা গবয়ের উৎপত্তি হইয়াছে; উহারা আকৃতি প্রকৃতি ও শারীরিক গঠনে ভারতীয় গো হইতে বহু ভিন্ন।

ভারতীয় ও বিলাতি গোরুর প্রার্থক্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় গোর লক্ষণ, "গলকম্বলবত্ত্বম্।" যে সকল পশু এই লক্ষণের বর্জ্জিত, তাহারা অন্য সকল প্রকারে গোর সদৃশ হইলেও গো নহে গবয়। বিলাতি গোরুর যখন সেই গলকম্বল নাই, তখন এই জাতীয় পশু, গো নহে গবয়। (২)

ভারতীয় গোর অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাদিগের পৃষ্ঠদেশে ককুদ, ঝুঁটি বা গজ (hump) আছে। সিংহের কেশর, ময়ূরের পেখমের ন্যায় বৃষের ঝুঁটি উহার অতি সুশোভন ও দর্শনীয় অঙ্গ। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই ককুদ যুক্ত গো জেবু (Zebu) শ্রেণীয় অন্তর্গত।

বিলাতি বস্‌টরাস্ গোর ঐ ঝুঁটি নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত নানা প্রকার গো-সদৃশ পশুর ন্যায় বিলাতি গোও এক জাতীয় গবয়; ইহারা আমাদিগের শাস্ত্রমতে গো বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উহারা পূর্ব্বোক্ত ইয়ুরোপীয় ইউরাস্ নামক মৃগ জাতীয় নরহিংস্র পশু হইতে উৎপন্ন হইয়া, তথাকার বিজ্ঞানবিদ্ চির অধ্যবসায়ী

(১) Julius Cæsar says it (urus) was little smaller than an elephant. page 28. The Wild beast of the world.

(২) "গোসদৃশঃ গবয়ঃ।"

অধিবাসীগণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় এই প্রকার দুগ্ধ প্রদায়ী পশুতে পরিণত হইয়াছে।

"ভারতীয় গোগণ মনুষ্যের নিত্য সহচর। বিলাতি গোগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও খাদ্য ঘাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপে ও ইংলণ্ডের নানা স্থানে এই বৃহৎকায় গো জাতির পূর্ব্ববংশের কঙ্কাল সকল দৃষ্ট হয়। গৃহ পালিত গোবৃষের উৎপত্তি স্থান এসিয়া দেশে, ঐ দেশীয় বন্য গোগণ ও গৃহপালিত গো কোন কারণে বাহির হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছে। বিলাতি গোগণ সকলেই অরণ্যচর, কেবল মনুষ্যের অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টায় বর্ত্তমান আকারের পশুতে পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় গো পশু বিলাতের অধিকাংশ ষাঁড় হইতে শান্ত ও বুদ্ধিমান্ বোধহয় ইহারা, তাহাদিগের প্রভুর সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ একত্র বাসেই ঐ সকল গুণের অধিকারী হইয়াছে। (১)

(১) The parent race of the ox is said to have been much larger than any of the present varieties. Urus in his wild state at least, was an enormous and fierce animal; and ancient legends have thrown around him an air of mystery. In almost every part of the Continent, and in every district of Great Britain, skulls, evidently belonging to cattle, have been found, far exceeding in bulk any now known.

The domestic bull and cow are probably of Asiatic origin. In those countires where they are found in a wild state, they are evidently descended from domestic animals which have been let loose, or have strayed from the habitation of man.

The urus, which ranged wild in the Hercynian Forest, and was a dangerous enemy to those who encountered him, appears to have differed little from the common bull. If he was an indigenous wild animal, he was perhaps the original stock from which our different European varieties sprung, modified by climate and difference of pasture.

ভারতীয় জেবু গো আফগানিস্থানে ও পারস্যে ও আফ্রিকার মিসরদেশের কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয় এতদ্ব্যতীত আর কোথায়ও এই গো নাই।

গবয়, মহিষ, বাইসন, চমরী, নীলগাই, গৌর, বেটেং, ইলাণ্ড, মু, কুডু এবং ইয়ুরোপীয় বস্-টরাস্ জাতীয় পশু দুগ্ধ দান ও কৃষিকার্য্যে গোর ন্যায় ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু উহার ভারতীয় গো পশু নহে। ইয়ুরোপীয় কাউ (cow), গো বলিয়া, অনেকের ভ্রম বিশ্বাস আছে, কিন্তু ইয়ুরোপীয় উক্ত কাউ (cow) নামক গবয় ও ভারতীয় গোজাতির মধ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক আকৃতি, প্রকৃতি ও উৎপত্তি বংশপরম্পরা বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় উক্ত কাউ এদেশে বিলাতি গো নামে প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয় ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের মতে পাঁচ অঙ্গুলী-যুক্তপদ বিশিষ্ট পশুর ক্রমবিকাশে এই গোর উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে পায়ে পাঁচ অঙ্গুলী বিশিষ্ট একজাতি পশু বিদ্যমান ছিল। তাহাদের দুইপাটী দাঁতও বিদ্যমান ছিল। কালে তাহাদের পায়ের মধ্যমাঙ্গুলি বর্দ্ধিত হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও দ্বিতীয় অঙ্গুলির সহিত মিলিত হয়। এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্গুলী যুক্ত হইয়া দুইটী খুরে পরিণত হয় এবং দাঁত গুলির মধ্যে সাব দন্তগুলি পড়িয়া যায় এবং উপরের পাটির মধ্যস্থানের দাঁত গুলি পড়িয়া গিয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমান গো-রূপে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন (miocene) মায়োসীনী যুগের শেষ ও প্লায়োসিনী যুগের প্রথমেই সংঘটিত হইয়াছে। ইউরোপে দীর্ঘ শৃঙ্গী কুকুদ বিহীন (Bos Taurus) বসটরাস জাতীয় গোর উদ্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডে (ice age) বরফ যুগে বন্য সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডারও এই বন্য গো-জাতীর পূর্ব্বপুরুষগণ, মনুষ্যের শত্রুরূপে বিচরণ করিত। ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্বেও লৌহযুগে (Iron age) সাত ফুট উচ্চ ও তিন ফুট দীর্ঘ শৃঙ্গ বিশিষ্ট ঐ জাতীয় গোর কঙ্কাল ভূগর্ভে পাওয়া যায়। ব্রঞ্জ যুগে (Bronze age) প্রথম সুইজার-লেণ্ডে এই জাতীয় গো মনুষ্যের কার্য্য গৃহপালিত পশুরূপে পরিণত হওয়ার চিহ্ন আছে। ভূগর্ভ খননে ইউরাস্ জাতীয় পশু ইংলণ্ডে ও নেওলিথগণের গৃহ পালিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে বারহিল নিউষ্টেড

The small Hindoo ox... · is more nearly allied to the buffalo. They are tame, and more intelligent, than the generality of our oxen, owing probably to their being more associated with their masters.—Cattle Seep Deer Macdonald.

প্রভৃতি রোমান ষ্টেশনে ঐ সকল গোর কঙ্কালাদি দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে বিলাতী গোগণ বন্য, হিংস্র, মানবের ভীষণ শত্রু পশু হইতে উৎপন্ন হইয়া কেবল মানুষের যত্নে ও চেষ্টায় বর্ত্তমান আকারের গৃহপালিত পশুতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইউরোপীয় গোগণের স্কন্ধদেশ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সমান একটি সরল রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং ইহাদিগের উভয় পার্শ্বে ১৩ খানি করিয়া ২৬ খানি পঞ্জরাস্থি বিদ্যমান আছে। গাভীগণ ৩০০ দিন গর্ভ ধারণ করে এবং বৎসগণ দন্ত সহ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। বিলাতি গোগণের কর্ণ ছোট ও বাদামি আকার বিশিষ্ট এবং উহাদের কপালে ঘন মসৃণ লম্বা কেশরাজি বিরাজিত আছে। বিলাতি গোগণের স্বর (Bellow) মৃদু।

ভারতীয় ও এসিয়ার অন্যস্থানের গোগণ মনুষ্যের নিত্য ও চির সহচর। যদবধি ভারতবাসীর ইতিহাস, তদবধিই ভারতীয় গোর ইতিহাস আছে। আমরা পুর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, গোজাতি ভারতীয় আর্য্যগণের নামের সহিতই অন্বিত। ককুদের নীচ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ভারতীয় গোর পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্যায় বক্র। ভারতীয় গোর উভয় পার্শ্বে ১৪ খানি করিয়া ২৮ খানি পঞ্জরাস্থি বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে মানুষে ও বন মানুষে যত দূর পার্থক্য ভারতীয় জেবু ও বিলাতি (torus) টরাস্ জাতীয় গোর সহিত ঠিক ততদূর পার্থক্য।

ভায়তীয় জেবু জাতীয় গোগণের ভার্টিব্রি ও বিলাতি গোর ভার্টিব্রির সংখ্যা হইতে অধিক। ভারতীয় গোগ ণ ২৭০ হইতে ২৮০ দিবসের মধ্যে বৎস প্রসব করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বৎসগণের দন্তোদ্গম হয়। ভারতীয় গোগণের কর্ণ অপেক্ষাকৃত বড় ও তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট। কোন কোন গোর কর্ণ খরগোসের কর্ণের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে; বিলাতী গোর মৃদুস্বরের পরিবর্ত্তে ভারতীয় গোর উচ্চ হাম্বারব ভারতবাসীর কর্ণে শ্রুতিমধুর বলিয়া বোধ হয়।

ভারতীয় নিম্ন জলাভূমির গো ভিন্ন, অন্য গো জলে নামিয়া ঘাস খাইতে চায় না, কিন্তু বিলাতি গোগণ মহিষের ন্যায় জলে নামিয়া ঘাস খাইতে ভালবাসে। ভারতীয় গোর কপালে বিলাতি গোর কপালস্থিত ঘন রোমরাজির অভাব দৃষ্ট হয়। ভারতীয় গোগণ বংশ ও প্রকৃতিগত শান্ত ও বুদ্ধিমান্; কিন্তু বিলাতি গোগণ বংশ ও প্রকৃতি গত হিংস্র ও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিহীন দৃষ্ট হয়। ভারতীয় গোগণ মানুষের চিরসহচর, সহজে মানুষের আদরে গলিয়া পড়ে। ভারতীয় গোগণ রৌদ্র বৃষ্টিতে সমানভাবে পরিশ্রম করিতে পারে; কিন্তু বিলাতি গোগণ

লংহর্ণ গো
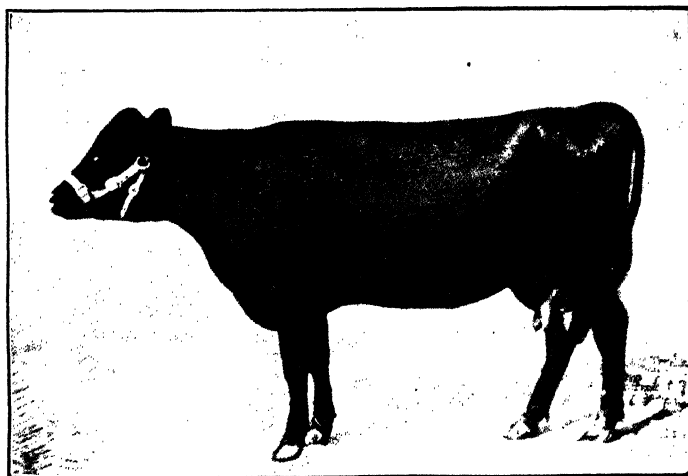
রেড্ পোল্ড গো

ননীর পুতুলের ন্যায়। উহারা শ্রম-বিমুখ। ভারতীয় গোগণ যেমন পরিশ্রমী তেমনই কষ্টসহিষ্ণু। ভারতীয় গোগণ ঘোড়ার ন্যায় চলিতে পারে। এমন কি, যখন রেলপথ হয় নাই, তখন বাঙ্গলা হইতে অবস্থাপন্ন লোক সকল গো-যানে কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্য সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেন। ৩২৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল তাঁহার আইনই আকবরীতে লিখিয়াছেন যে এই গোগণ ২৪ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পথ চলিতে পারে; এবং তাহারা চলনে দ্রুতগামী অশ্বকে পরাজিত করে। তাহারা চলিবার সময় কখনও মল ত্যাগ পর্য্যন্তও করে না। (১)

বন্ধুর ও দীর্ঘ পথ চলিতে, ভারতীয় গোর ন্যায় জীব দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর অন্য অশ্ব অপেক্ষা যেমন আরবীয় অশ্ব শ্রেষ্ট, আকৃতি, প্রকৃতি ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদগুণে পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর গো হইতে ভারতীয় গো সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। এই সম্বন্ধে ক্যাট্‌ল্‌ অব সাউদর্ণ ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থের অভিমত ও প্রফেসার ওয়ালেস সাহেবের অভিমত ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকগণের জন্য নিম্নে দেওয়া গেল। (২)

ভারতীয় গোগণ দ্বারা গ্রীষ্ম সময়ের মধ্যাহ্ন কালের প্রখর রৌদ্রে হলবহন, গাড়ীটানা, কামানটানা, রসদ স্থানান্তরিত করা যেরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, পৃথিবীর কোন দেশের গো দ্বারা তাহা হইতে পারে না। বিলাতি গাভী দুগ্ধদানের যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিলাতি বৃষ জনন কার্য্যে ও ভোজ্যে ভিন্ন অন্য কোন

(১) They will travel 80 kos (120 miles) in 24 hours and surpass even swift horses, nor do they dung whilst running.
Ain I Akbari p. 149 (P.T. by Blochman MA.)

(২) They are active, and fierce and walk faster than troops; in a word they conslitute a distinct species, and are said to possess the same superiority over other bulloks in every valuable quality that Arabs do over other horses. Professor Wallace remarked in 1899 that the breed as a whole occupies among cattle a position for form, temper and endurance strongly analogous to that of the thorough bred among horses. Cattle of Southern India page 11

কার্য্যেই ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য নহে। স্নানাহার ও শয্যার একটু এ দিগ্ ও দিগ্ হইলেই এই সযত্ন পালিত তাকে-তোলা জীবটির যক্ষ্মা প্রভৃতি গুরুতর কঠিন রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় গো তীব্র শীতাতপ সহ্য করিয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। বিলাতি গোগণের দুগ্ধেও অতি সহজে ঐ সকল কঠিন রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হয়, তাই বিলাতি জমাট দুগ্ধের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দেশে যক্ষ্মাদি নানা প্রকার কঠিন রোগের বিস্তর আমদানী হইয়াছে।

বিলাতি গোর দুগ্ধে মাখনের ভাগ যাহা আছে আমাদিগের দেশীয় গো-দুগ্ধে তাহার দ্বিগুণেরও অধিক মাখন আছে। (১)

দ্রোণদোঘ প্রভৃতি নাম দ্বারা সূচিত হয় যে, ভারতে গাভীগণ অন্ততঃ আধ মণ দুগ্ধ দিত। এবং আইন আকবরী পাঠে ও জানা যায় যে, ৩২৪ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় গোগণ আধ মণেরও অধিক দুগ্ধ দিত (২)। এখনও গুজরাট ও কাথিওয়ার প্রভৃতি স্থানে অযত্নে ও অল্পাহারেও গোগণ আধমণ পঁচিশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। বিলাতী গাভীদিগকে যে, অসাধারণ যত্নে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পানাহার দেওয়া হয়, তাহাতেও তাহারা মোটামুটী ৷৷৫ ৴০ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। ভারতীয় গো সকল সর্ব্বদা মহিষের সহিত একত্র বাস করে বটে ; কিন্তু উহারা কখনও মহিষের সহিত সঙ্কর উৎপাদন করে না (৩)। কিন্তু বিলাতী গোগণ মহিষ ও বাইসনের সহিত সঙ্কর সন্তান উৎপাদন করে।

পাশ্চাত্য দেশীয় গো-জাতির উন্নতির কারণ।

ভারতীয় জেবু শ্রেণীর গো জাতি পাশ্চাত্য দেশের বস-টরাস জাতীয় গো হইতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াও (৪) কেন ভারতীয় গো জাতির এত অধঃপতন এবং পাশ্চাত্য গো জাতি উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে (৫) তাহা পর্য্যালোচনা

---

(১) In England it takes twenty five to forty pounds of milk to make one pound of butter. In India it takes twelve to 24 pounds of milk to make one ponnd of butter.- Cowkeeping in India. [Is a Tweed page 171.]

(২) The cows give upwords of a half mond of milk p 149. Ain-I Akbari (English trans by Blochman.)

(৩) The Wild Beast of the World.

(৪) Page 4—C. S. D. Macdonald.

(৫) Page 1—C. S. D. Macdonald.

করিলে দেখা যায় যে, আমাদিগের দেশে যেমন বশিষ্ঠ ভৃগু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও বিরাট, কুরু প্রভৃতি রাজন্যবর্গ, নন্দরাজ প্রভৃতি বৈশ্যগণ গো পালন করিতেন ; কিন্তু এখন অশিক্ষিত মূর্খ,জড়পিণ্ড সদৃশ মনুষ্যত্বহীনের হস্তে গো পালনের ভার পতিত হইয়াছে।

এখন বিলাতে অশিক্ষিত ও মূর্খের হস্ত হইতে, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিকের হাতে গোপালনের ভার পতিত হইয়াছে। আমাদিগের স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গো ছিল, তাহারা গো-প্রদর্শনীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের এবং আমাদের রাজাধিরাজ অর্দ্ধ-সসাগরা ধরার অধীশ্বর প্রজারঞ্জক পঞ্চম জর্জের নিজের গো আছে, তাহাও গো প্রদর্শনীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরষ্কার লাভ করিয়াছে, এই মহারাজশ্রেষ্ঠ যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন—তখন আমার একজন বন্ধু বক্সারে ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন যে মহামতি পঞ্চম জর্জ বক্সারে চা ও দুধ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যে গাভীর দুগ্ধ তিনি পান করিয়াছিলেন ঐ গাভীকে এক মাস পূর্ব্ব হইতে উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং গাভীর খুর ইত্যাদি কাটিয়া গাভীটীকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইত। আমার কোন বন্ধুমুখে শুনিয়াছি যে, ডিষ্ট্রীক্ট জজ Drake Brockman নিজের গাভীর দুগ্ধ ভিন্ন অন্য দুগ্ধ খাইতেন না এবং গাভী গর্ভ ধারণ করিলে আর তাহার দুগ্ধ ও খাইতেন না। আর আমরা নিজে গো পালন করিতে পারি, কিন্তু তাহা করি না ; সুতরাং গো জাতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিমাত্রই নাই।

ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক শিক্ষিতগণ গাভীর শরীরের উপাদান ও দুগ্ধের উপাদান স্থির করিয়া ঐ সকল উপাদানযুক্ত খাদ্য গোকে নিয়মিত রূপে খাওয়াইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের দেশে তাঁহাদিগের নিজের খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের পালিত পশুর খাদ্যের দিকে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের লক্ষ্য রহিয়াছে। গো-খাদ্য সম্বন্ধে গো চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ আছে। গো জাতির উন্নতির জন্য মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। গ্রামে গ্রামে গোচিকিৎসালয় ও গো-চিকিৎসক আছে। এবং বিস্তর ক্ষয়রাতি ডাক্তারখানা আছে। গো-জনন জন্য প্রত্যেক বিভিন্ন গো জাতির উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ষাঁড় আছে। গো-জনন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমুদয় সমস্ত মানব সমাজে তাঁহারা প্রকাশ করিয়া অসীম উপকার সাধন করিয়াছেন।

অধুনা ইংলণ্ডের গো-জাতি, মেষ-জাতির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, উহারা পৃথিবীর মধ্যে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে। মেষ ও গো-পালকগণ যে সমস্ত গুণ তাঁহাদিগের পশুতে ইচ্ছা করেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডীয় পশুতে আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এত অর্থ ও এত নিপুণতা গো ও মেষ পালনে প্রযুক্ত হয় না। স্মিথফিল্ড প্রদর্শনী ও প্রাদেশিক পশু প্রদর্শনী সকল দ্বারা একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। (১)

আমরা যদি গো জাতিকে পাশ্চত্যদেশের ন্যায় আহারাদি দানে পরিচর্য্যা করি, তবে আমাদিগের দেশী গোগণ বিলাতি ঐ সকল পশু হইতে অধিক দুগ্ধ দান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দত্বে বৃত হইয়া ছিলেন (২) আমরা যদি তাহার অনুসরণ করি তবে আমাদিগের দেশীয় গো সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয় হইবে।

ভারতীয় গো কষ্টসহিষ্ণু, কঠোর শীতাতপ সহ্যকারী ও পরিশ্রমী ইহাদিগের ফুসফুসাদি যন্ত্র সবল ও পুষ্ট। এই গোরুর দুগ্ধ পানে ভারতবাসীগণও পৃথিবীর অন্য জাতি হইতে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হইতে পারিবে। ইউরস্ জাতীয় পশুর দুগ্ধ পান করিলে একটু একগুয়ে ও হিংস্র হওয়ার কথা। ভারতীয় গো-দুগ্ধ পানে শান্ত হওয়া সম্ভবপর।

গুজরাট—প্রদেশের গো

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের উত্তরাংশের (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা পুরী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের) গো সকল ভারতীয়

(১) Looking at the cattle and sheep of this country, we may justly regard them as unequalled in any ther territory. For all the qualities that the grazier and dairyman can most desire, the animal of our island stand pre-eminent, and in no part of the warld indeed has so much skill and capital been expended in the improvement of the cattle and sheep as in Great Britain. To the truth of this our Smith field club show and provincial shows amply testify,

C. S. D.—Macdonald p 8.

(২) হরিবংশ।

গো-জাতির মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট জাতি। এই গাভীগণ দেখিতে যেমন সুশ্রী তেমনি দুগ্ধবতী, ইহারা প্রত্যহ দশ হইতে ষোল সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। এই গো-জাতি কৃষি কার্য্যের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে কাঙ্ক্রেজি বা উদীয়াল নামক গো শ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহারা সাধারণতঃ মাঠের কার্য্যে বেশ উপযোগী ও অত্যন্ত দ্রুতগামী, দুর্ব্বহ গুরুভার বহন করিয়া ধুলি বালুকা পূর্ণ রাস্তায়, ইহারা আশ্চর্য্য জনক দ্রুতগতিতে বিচরণ করিতে পারে এবং বেশ দ্রুত হাটিতে পারে। গাভীগণ শীঘ্র শীঘ্র প্রসূত হয়। বৎসতরীগণ ৩ বৎসর বয়সেই গর্ব্ভ ধারণ করে। বৃষগণ চারি পাঁচ বৎসর বয়সেই হলচালনের উপযোগী হয়। ইহাদিগের মূল্য, আকৃতি ও গুণের উপর নির্ভর করে। খুব উত্তম রূপ মিলের এক জোড়া সুদৃশ্যবলিবর্দ্দের মূল্য আড়াইশত কিম্বা তিন শত টাকা হইয়া থাকে। আকবর বাদসাহের সময় গুজরাটের গাভীর অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিল। (১)

হান্‌সি গো

হান্‌সি, হিসার বা হরিয়াণা গো পঞ্জাবের পূর্ব্ব প্রদেশে ইহাদের জন্ম ভূমি। দুগ্ধ দান বিষয়ে ইহারা ভারতীয় গো শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গুজরাটি গো সকলের নাম ইহাদিগের পরেই উল্লেখ যোগ্য। ইহাদিগের অধিকাংশেরই গায়ের রং সাদা বা ধুসর বর্ণ। কখনও কখনও লাল কাল ও বিচিত্র বর্ণের হান্‌সিগো দৃষ্ট হয়, এই জাতীয় গোর আকার অতি বৃহৎ। ইহাদের উচ্চতা ৩ হাত হইতে সাড়ে তিন হাত। শরীর লম্বা ও ভারী। ইহারা হলণ্ড দেশীয় লেকেন ফেল্ড জাতীয় গাভীর ন্যায় ইহাদের মস্তক উন্নত ও প্রশস্ত। গলা ও ঘাড় ছোট পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ ও বিস্তৃত। শৃঙ্গ দীর্ঘ ও পশ্চাৎ দিকে নত, লেজ লম্বা ও সরু, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, পদ সকল মাংসল ও ইহাদিগের ঘাড় বৃহদাকার ও শক্তিশালী কিন্তু দ্রুতগামী নহে। ইহাদিগের সাদা গাভীগণ দৈনিক ৷৷৪ চব্বিশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়।

---

(১) Though every part of the empire produces cattles of various kind those of Guzrat are the best sometimes a pair of them are sold at 100 one hundred mohors.

"Ain" 66.

"Ain I" Akbari.

এই শ্রেণীতে পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর তেমন উৎকৃষ্ট গো পাওয়া যায় না, তথাপি ইহাদিগের মধ্যে এখনও ২।৪টি ভাল গো দৃষ্ট হয়। গভর্ণমেণ্টের হিসার সহরে বৃহৎ পশু শালা হইতে গভর্ণমেণ্ট কৃষিজীবী প্রজাপুঞ্জের নিকট বিতরনার্থ ষাঁড় প্রদান করিয়া থাকেন। এবং এই পশুশালা হইতে গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধের রসদ বিভাগীয় ভারবাহী ষাঁড় আমদানী হয়। এই জাতীয় গাভীগণ অতীব দুগ্ধবতী বলিয়া এই জাতীয় গো ভারতের চতুর্দ্দিকে নীত হইয়া এখন মূল হিসার প্রদেশে এই শ্রেণীর গো বিরল হইয়া পড়িয়াছে। তবে যখন গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তখন সত্বরই এই স্থানের সুখ্যাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট ষাঁড় বিতরণ করিতেছেন।

হিসার হানসির নিকটবর্ত্তী এক জিলা, এই জিলার গো সকল হিসার বা হরিয়ানা বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের মস্তক প্রশস্ত ও উন্নত, গলদেশ ক্ষুদ্র। ককুদ উচ্চ, সম্মুখভাগ প্রশস্ত, পশ্চাৎদেশ বিস্তৃত চতুস্কোণের ন্যায়। লম্বা শৃঙ্গ পশ্চাৎদিকে অবনত (বাঁকা) লেজ সরু ও লম্বা; ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইহাদের শরীর লম্বা। ইহাদের বক্ষঃস্থল বিস্তৃত ও গুরুভারযুক্ত। পদ্ সকল অপেক্ষকৃত ক্ষুদ্র এবং পরস্পর একটু পৃথক। বৃষগুলি দেখিতে খুব বৃহৎ ও বলিষ্ঠ; এবং গুরুভার যুক্ত হল চালনে সক্ষম। কিন্তু এই প্রকারের অন্যান্য জাতীয় ষাঁড়ের ন্যায় ইহারা তেমন দ্রুতগামী নহে। এই শ্রেণীর গাভীগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। বিদেশে নীত হইলে ইহারা অপেক্ষাকৃত দুগ্ধ কম দেয়। ইহার প্রধান কারণ এই অন্যান্য স্থানে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় তেমন উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমি নাই। ইহাদের দুগ্ধ খুব সুস্বাদু। এই প্রকারের এক একটি গাভীর মূল্য ঐ অঞ্চলে ৬০ হইতে ৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত; এবং বৃষের মূল্য ৭৫ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ইহারা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহারা একদিনে দশ হইতে ষোল সের দুগ্ধ দেয়।

কাথিওয়ার গো।

সিন্ধু প্রদেশে ও কাথিয়ারের দক্ষিণবর্ত্তী অরণ্যে এবং জির পাহাড়ে এক জাতীয় গোশ্রেণীকে দল বদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়। উহারা অতীব দুগ্ধবতী। এই শ্রেণীর গো সকল অনন্য সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত।

কতকগুলি বিষয়ে তাহারা ভারতীয় অন্য গো হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। দের শরীরে সাধারণতঃ দুই প্রকারের বর্ণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ণ আশ্চর্য্যরূপে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। পুরোভাগের অস্থি আশ্চর্য্য-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় কপালটি সুগোল ও বিশেষ দর্শনীয় হয়। ইহাদের যুগল খরগোষের কর্ণের ন্যায় অতি দীর্ঘ এবং মধ্যস্থলে ভগ্ন হইয়া কার উপর পতিত হয়। শৃঙ্গ ক্ষুদ্র ও পশ্চাৎদিকে বক্র। মস্তক ও সুগঠিত; কপাল প্রশস্ত। গলকম্বল দীর্ঘ। লেজ লম্বা ও দীর্ঘ মরাজি বিরজিত। এই জাতীয় গো মধ্যমাকৃতি ও সুগঠিত। গাভী ণ অনিয়মিতরূপে সন্তান প্রসব করে। গো শালায় আবদ্ধ রাখিলে উহারা ট্ কোপন স্বভাব হয়। সুতরাং অতি সত্বরই দুগ্ধহীনা হইয়া পড়ে। ইহারা নক বার সের দুগ্ধ দেয়। কাথিওয়ারে এইরূপ গাভী ৬০৲ মূল্যে বিক্রীত কিন্তু ইহারা একটু শিথিল এবং বয়স্ক হইলে অতীব আলস্য পরায়ণ হয়। দের বৃহৎ পদতল অতি কোমল; তাই ইহাদিগকে ব্যবহার করিতে লে পায়ের খুর বাঁধাইয়া দিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে ও বউদিয়াল নামক ণী আছে।

জির-গো।

সিন্ধু দেশের নিম্নভাগে এক জাতীয় দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যায়; ঐ শের মুসলমান অধিবাসিগণ ঐ সকল গোর রক্ষক। তাহারা ভূমিকর্ষণ না। গোচারণের জন্য এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে চলিয়া যায়। ৫০টী পর্য্যন্ত গো এক এক দলে থাকে। আকৃতি ও বর্ণে ঐ সকল বড়ই সুন্দর। ইহাদের অধিকাংশই গাঢ় রক্ত বর্ণ। মধ্যে মধ্যে দুই স্থল সাদারঙ্গে রঞ্জিত। ইহারা মধ্যমাকৃতি, পদ চতুষ্টয় হ্রস্ব এবং স্থূল বস্তৃত, মস্তক সুবৃহৎ, শৃঙ্গ মসৃণ নহে, গলদেশ ক্ষুদ্র ও স্থূল, গল-অত্যন্ত বৃহৎ। এই জাতীয় গাভীর দুগ্ধদান ক্ষমতায় অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত ছে। যেহেতু অতি উৎকৃষ্ট ষাঁড় বাছুর সকল সুরক্ষিত হইয়া তদ্দ্বারা সকলের গর্ভধারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। গাভীগণ ১৫ মাস পর, তাহাদের বৎস প্রসব করে; দৈনিক ইহারা ১৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া । তথায় প্রতি গরুর মূল্য ৪৫৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত থাকে। ঐ প্রদেশের গো সকল অতি শান্ত। ষণ্ড গুলীকে বলদ

করার আবশ্যকতা হয় না। কৃষিকার্য্য ষণ্ড দ্বারাই সুবিধামত চলে বলিষ্ঠ এক জোড়া বৃষের মূল্য ৮০৲ টাকা। ইহারা কৃষি কার্য্যে শিথিল ভার বহন কার্য্যেও তত সমর্থ নহে। এই সকল গোর আকৃতি ও গঠন গুরগারিয়া গরুর ন্যায়। ইহাদের শৃঙ্গ ছোট কিন্তু ধারাল নহে। লাঙ্গুল দীর্ঘ ও কোমল।

গুরগরিয়া বা মুলতানী গো।

মুলতান জিলা অতি উৎকৃষ্ট এক জাতীয় গোরুর আবাস স্থান। ইহারা হিসার গোরুর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার গুণযুক্ত কিন্তু আকৃতিতে তত বৃহৎ নহে। এবং তেমন মৃদু প্রকৃতির নহে। তাহারা মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত স্থূল শরীর কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ। কতকগুলি উৎকৃষ্ট গোরু কাল দাগ যুক্ত। উহারা সুস্থ ও শক্তিশালী এবং গাভী গুলি বেশ দুগ্ধবতী। ইহাদের শৃঙ্গ লম্বা নহে, ইহারা দৈনিক ৮।১০ সের দুগ্ধ দেয়। মুলতান জিলায় ঐ জাতীয় গাভী ৩০৲—৬০৲ মূল্যে বিক্রীত হয়। কলিকাতার চিৎপুর হাটে ইহাদের মূল্য ২০০৲ টাকার উপরও হয়।

মণ্টগোমারী গো।

মণ্টগোমারী পঞ্জাব প্রদেশের একটি জিলা। ইহা মুলতানের পূর্ব্ব উত্তর দিকে অবস্থিত। এই স্থানে হানসি গোর ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট এক শ্রেণীর গো দৃষ্ট হয়। ইহারা ক্ষুদ্রাকৃতি সুগঠিত ও হ্রস্ব পদ বিশিষ্ট। মস্তক সুন্দর, শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, গলা পাতলা পায়ের হাড় সুন্দর, লেজ দীর্ঘ ও পাতলা, শরীরের বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের, অধিকাংশ গাঢ় রক্ত বর্ণ, অত্যন্ত সাদা ও ধূসর বর্ণ এবং দাগ যুক্তও কথনও কখনও দৃষ্ট হয়। মণ্টগোমারী জিলায় অল্প বৃষ্টি হয়। তথায় বিস্তৃত ঘাসের প্রান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট ঐ জিলায় জল প্রণালী সকল খনন করাইয়া দিয়াছেন। গোস্বামীগণ তাহাদের গো সকল লইয়া গিয়া ঐ জল প্রণালীর সন্নিকট উপনিবেশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল গাভী দৈনিক ৮৹ সের দুগ্ধ প্রদান করে। ইহাদের প্রতি গাভীর মূল্য ৫০৲ হইতে ৬০৲ টাকা এবং ভাল গাভী ১০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে।

ডাচ্ বেল্ট গো

আলমবাদী বৃষ

অযোধ্যা প্রদেশীয়-গো।

অযোধ্যা প্রদেশে গোবধা বা বগৌধা নামক এক শ্রেণীর গো দৃষ্ট হয়। ইহাদের শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, মস্তক প্রশস্ত, উচ্চতায় ৩॥ সাড়েতিন হাত, শরীর স্থূল ও মাংসল। ইহারা ৫ সের হইতে ৬ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। ইহাদিগের বৃষগণ হল চালন, শকট চালন, ও ইন্দারা হইতে জল উত্তোলন কার্য্য ও বিবাহাদিতে শোভাযাত্রায় রথ পরিচালন কার্য্যে অত্যন্ত পটু। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। এই সকল গো অযোধ্যা প্রদেশের শ্রমশীল কৃষক জাতির একমাত্র সম্বল।

অযোধ্যা প্রদেশের পার্ব্বতীয় ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একরূপ বন্য গো দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদিগকে ধরিয়া পোষ মানাইলে ইহারাও সর্ব্বপ্রকার কৃষিকার্য্যের ও গো-শকট পরিচালনের সাহায্য করিতে পারে। ইহাদিগের গাভীসকল তেমন দুগ্ধবতী হয় না।

মথুরা ও বৃন্দাবনে দেশী ও কোশী দুই শ্রেণীর গো দৃষ্ট হয় উহাদের গাভীগণ প্রচুর দুগ্ধ দেয়। ইহারা স্থূলকায়; দেখিতে অতি সুশ্রী।

বুন্দেল খণ্ড গো।

এখানে মধ্যমাকৃতি এক জাতীয় গো দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের শৃঙ্গ দুইটি দীর্ঘ ও পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ এবং অগ্রভাগ সরু কৃষ্ণবর্ণ; লাঙ্গুল অত্যন্ত দীর্ঘ ও ক্রমশঃ অত্যন্ত সরু হইয়া এক গুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ রোম বিশিষ্ট ক্ষুদ্র চামরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের খুর কঠিন, পরিষ্কার, ইহাদিগের গ্রীবা স্থূল মাংসল ও হ্রস্ব। ইহাদের গায়ের রং সাদা ও গাঢ় ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট। ভারতীয় গোদিগের মধ্যে এই জাতীয় গো অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ।

বান্দা জেলার গো।

ইহাদের গায়ের রং সাদা ও ধূসরমিশ্র সাদা, ইহাদের কাহারও কাহারও গায় চক্র যুক্ত। গো সকল ধীর ও পরিশ্রমী, দেখিতে অতি সুশ্রী ও সুলক্ষণ যুক্ত, ইহাদিগের শরীর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ।

পার্ব্বতীয় গো।

পার্ব্বতীয় গো জাতির মধ্যে দার্জ্জিলিং ও সিকিম দেশীয় গো বিশেষ

উল্লেখ যোগ্য। পার্ব্বতীয় গো সকল দেখিতে খুব সুশ্রী ও স্থূল শরীর বিশিষ্ট, কিন্তু ইহারা অরণ্য গোর ন্যায়; তেমন দুগ্ধ দেয় না।

দার্জ্জিলিং সহরে ঠিক ইউরোপীয় গাভীগণের ন্যায় বিস্তর গো দৃষ্ট হয়। উহারা ৫ সের ৬ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। উহারা ঐ স্থানীয় গো। দেখিতে ইহারা সুন্দর ও সুগঠিত। ইহাদের ঘাড়ে ককুদ্ আছে। লম্বা ও ঘন লোম রাজি দ্বারা ইহাদের সর্ব্ব শরীর আবৃত। ইহারা লাল কাল ও বিভিন্ন বর্ণের হইয়া থাকে।

ককুদ্ বিহীন ক্ষুদ্রকায় ও বন্য এক জাতীয় গো তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা অধিক দুগ্ধ দেয় না।

সিকিম বংশীয় গাভী দুগ্ধবতী, ইহাদিগের লোম মোটা। ইহারা ককুদ বিহীন। নেপাল ও শিম্‌লা পাহাড়ে ক্ষুদ্রকায় এক জাতীয় গো দৃষ্ট হয়। এবং জলপাইগুড়ি জিলায় ডাঙ্গী নামক এক জাতীয় গো দৃষ্ট হয়। উহারা বিশেষ দুগ্ধবতী নহে।

ভুটান দেশে বন্য মিথুন গাভী ও খাসিয়া জাতীয় গাভীর সংমিশ্রনে ভুটিয় জাতীয় এক প্রকার গো এবং সিরী জাতীয় এক প্রকার গো দৃষ্ট হয়, উহার কেহই ভাল দুগ্ধবতী নহে।

খাসিয়া পাহাড়ে মাঝারী আকারের এক প্রকার সুন্দর গো দৃষ্ট হয় উহারাও ভাল দুগ্ধবতী নহে।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ে মিথুনগাই গবয় বা গয়ল নামে এক প্রকার বন্যগো দেখা যায়, উহারাও ভাল দুগ্ধবতী নহে। উহাদের আকৃতি মহিষের মত এবং বেশ শক্তিশালী। ইহারা সর্ব্বপ্রকার কৃষিকার্যে বেশ দক্ষ।

কাশ্মীর ও কাশ্মীরের সন্নিহিত তির্ব্বত দেশে মোটা ও দীর্ঘ লোমযুক্ত একপ্রকার গো দৃষ্ট হয়। উহারা বিশেষ দুগ্ধদাত্রী নহে।

কমায়ুন গো।

ইহাদের শরীর সুগঠিত, ক্ষুদ্রাকার, পা ক্ষুদ্র, মস্তক উন্নত ও সুসংস্থিত। মুখ ও কপাল বেশ প্রশস্ত, গলদেশ ক্ষুদ্র ও স্থূল, পিঠ সরল। ইহাদের গায়ের রং কাল, লাল ও নানা বর্ণে মিশ্রিত। শরীরের লোম ঘন চিক্কণ ও মসৃণ। ইহারা বন্য

গোজাতীর ন্যায় কোপন স্বভাব বিশিষ্ট ও চঞ্চল। ইহারা বনজ নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের দুগ্ধে নবনীতের ভাগ অত্যন্ত অধিক। ইহাদের দুগ্ধ বেশ সুস্বাদু। সাধারণতঃ ইহারা ৪।৫ সের দুগ্ধ দেয়। ইহারা অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশবাসী বলিয়া বিলাতী গাভীর সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গদেশী গো।

বঙ্গদেশের পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলার প্রাচীন নাম উত্তর গো-গৃহ; মেদিনীপুর সহরের দুই মাইলের মধ্যে একটি ও বালেশ্বর জিলায় জলেশ্বর নামক স্থানে লক্ষ্মণনাথের নিকট একটি গোপ বলিয়া দুইটি স্থান আছে। ঐ স্থানে বিরাটরাজের গো ও গোপ প্রতিপালিত হইত। বালেশ্বর জিলায় ফতেবাদ পরগণায় রায়বনিয়ারের গড়, বিরাটরাজের সেনাপতি কাচকের গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গড় হইতে উভয় গোপ রক্ষিত হইত। রঙ্গপুর জিলায় বিরাটপুর নামক স্থান বিরাটরাজের রাজধানী ছিল। মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটি জিলার নাম দক্ষিণ গো-গৃহ। ইহারাই সমগ্র ভারতের, সমস্ত পৃথিবীর গো-গৃহ ছিল। সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট জাতীয় গো এই গোগৃহে বাস করিত। এক মহারাজ বিরাটেরই যষ্টী সহস্র গো ছিল। সেই গো লইয়াই বিরাট পর্ব্বের ঘোষযাত্রার তুমুল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীজ তথায়ই উপ্ত হইয়াছিল। আকবর বাদসাহের সময়ও বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট গো ছিল। (১)

এখন বাঙ্গালা দেশ আর গো-গৃহ নহে। বাঙ্গালীর কোন গৃহেও আর পুরাকালের ন্যায় তেমন গো নাই। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় তেমন গো পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত গোর সংমিশ্রণে উৎপন্ন দুই চারি শ্রেণীর গো যাহা আছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

পাটনাই গো।

পাটনার কমিশনার টেলার সাহেব বাকীপুর মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে সুলতান ও নবাব নামাকরণে দুইটী উৎকৃষ্ট বৃষ (stud bull) ৮০০ ও ৫০০ পাঁচ শত টাকায় ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ ষাঁড় দুইটি ২।৩ বৎসর

(১) The good cattle are also found in Bengal.
"Ain" 66. "Ain I" Akbary.

মধ্যেই গতাসু হয়। কিন্তু তাহাদিগের বংশীয় বিস্তর গো পাটনায় উৎপন্ন হইয়াছে। পাটনায় ঐ সকল সঙ্কর গো ৮।১০।১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। ষণ্ডগুলি বেশ বলিষ্ঠ, ইহাদিগের উচ্চতা প্রায় ৩।০ হাত।

পাটনার সন্নিকটে গঙ্গার উত্তর পারে কার্ত্তিক মাস ব্যাপী হরিহরছত্রের মেলা বা ছত্রের মেলা নামে একটি বৃহৎ পশু বিক্রয়ের মেলা হয়; ঐ মেলা হইতে পাটনার ঐ সঙ্কর জাতি গাভী ও বলীবর্দ্ধ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে কিন্তু এখনও গো-স্বামিগণ উৎকৃষ্ট বৃষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই ঐ সকল গাভী বঙ্গের অন্যান্য জিলায় নীত হইয়াও উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাবে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও পীড়িত শাবক প্রসব করিতেছে। মিথিলা, জনকপুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা জিলা উৎকৃষ্ট গোর জন্য একদা বিখ্যাত ছিল। এখন আর তথায় তত ভাল গাভী নাই।

ভাগলপুরী গো।

ভাগলপুরী গো গুলির পা অতি লম্বা লম্বা, বর্ণ শুভ্র কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী। গাভীগণ ৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়।

বর্দ্ধমানের কতকগুলি গো হিসার বৃষের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে; উহারা ৭।৮ সের দুগ্ধ দেয়।

কলিকাতার গো।

কলিকাতায় ইংলিশ বৃষের সাহায্যে ও হিসার মুলতানী বৃষের সাহায্যে ও ঐ সকল স্থান হইতে আনীত গোগণও তাহাদিগের সংযোগে উৎপন্ন বিস্তর উৎকৃষ্ট গো দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীপুর চিৎপুরের হাটে বহু পরিমাণ মুলতানী গো প্রত্যহ বিক্রয় হইতেছে; ঐ সকল গাভীগণ ।০ সের হইতে ।৬ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। এতদ্ব্যতীত সাহেবদিগের বাড়ীতে ও বড়লোকের বাড়ীতে নানা দেশ হইতে আনীত উৎকৃষ্ট গাভী ও বৃষ দৃষ্ট হয়।

যশোহরী গাভী—যশোহর, খুলনা, বরিশাল জিলায় ধানের চাষ বিস্তর, ঐ সকল জিলায় গৃহস্থগণের গোয়ালে বিস্তর গো থাকে; কিন্তু উৎকৃষ্ট গোর সংখ্যা অতি কম।

ঢাকা ফরিদপুর—ঢাকায় দেশালি বলিয়া এক শ্রেনীর গো দৃষ্ট হয়, ঐ সকল

গোগণ একটু দীর্ঘকায়, উচ্চতায় ৫০ ইঞ্চি। ইহারা অতি শান্ত, প্রত্যহ /৮ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে।

ময়মনসিংহ কুমিল্লা গো।

ময়মনসিংহ জিলায় জামালপুরে হরিহর ছত্রের মেলার পর একটি মেলা হয়, ঐ মেলায় প্রভূত গো ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। উহাতে ছত্রের গো ও অযোধ্যা প্রদেশের গোবোধা বা বেগৌবোধা জাতির গোর আমদানী হয়। ময়মনসিংহ শহরে /৪, /৫ সের দুগ্ধ দেয় এমন বিস্তর গাভী আছে। সুসুঙ্গাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্তকুমুদচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি রাজগণের গো জাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্ন আছে। তঁহারা তাঁহাদের রাজধানী দুর্গাপুরে বিস্তর মুলতানী গাভী ও বৃষ আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ অঞ্চলের গো জাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

গফরগাঁ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সাল্টিয়ার হাটেও বিস্তর গো ক্রয় বিক্রয় হয়, কিন্তু তথায় অধিক দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভৈরববাজারে ও তৎসন্নিহিত স্থানে কাশীপুরী ও হরিহরছত্রী বহু গাভী প্রতিবর্ষে আনীত হয়, কিন্তু যথারীতি যত্ন না হওয়ায় কিছুদিন পর আর তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বের সম্মান বজায় রাখিতে পারে না।

কুমিল্লা শ্রীহট্টেও ভাল গো পাওয়া যায় না। পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র বলিষ্ঠ মাংসল গো কুমিল্লা শ্রীহট্টে আনীত হয়, তাহারা অল্প দিনেই হীনশক্তি হইয়া পড়ে।

বাজিতপুর চৌকীর অধীন পেনাকোনা ও কিশোরগঞ্জের এলাকায় আঙ্গান নামক স্থানে গোগণ শীতকালে বাথানে অবস্থান করে।

গো মহিষের দুগ্ধে পনীর হয়, তথায় তাহার বিস্তৃত কারবার হইয়া থাকে।

"মধ্যভারতীয় গো" নাগোরী অথবা নাগপুরী গো।

নাগোরী গো সকল মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নাগপুরের অধিবাসী। পূর্ব্বকালে ইহারা দিল্লিতে আনীত হইয়া প্রতিপালিত হইত। অধুনা সমস্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে ঐ সকল গো দৃষ্ট হয়। গাভীগণ অতি শান্ত এবং প্রতিদিন দশ হইতে ষোল সের দুগ্ধ দিয়া থাকে; কিন্তু দুগ্ধ তেমন ভাল নহে। ঐ সকল গো বেশ দ্রুত হাটিতে পারে। এই জাতীয় বলীবর্দ্দ সকলকে গো যানের জন্য

তথাকার অধিবাসিগণ অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় ষাঁড় ধনিগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হইত; এবং ঐ সময়ে অতি সযতনে ঐ জাতীয়ের বংশ বৃদ্ধি করা হইত; কিন্তু সম্প্রতি তাহারা তেমন সযত্নে রক্ষিত হইতেছে না এবং এই জাতীয় উৎকৃষ্ট গোর অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। এই জাতীয় গো সকল লম্বা এবং কৃশ। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি ৬।। হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহাদের শৃঙ্গ ৪ ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধ মুখে বক্র হইয়া থাকে। মস্তক লম্বা এবং অপ্রশস্ত, ককুদ উচ্চ এবং অপ্রশস্ত, লেজ লম্বা এবং সরু। লেজের অগ্রভাগ ঘন কৃষ্ণ বর্ণ রেশমের ন্যায় চিক্কণ রোমরাজি দ্বারা আবৃত। এই জাতীয় গো অতি বৃহদায়তন।

ইহাদিগের পায়ের খুর লম্বা। তাই তাহারা অতি দ্রুত চলিতে পারে। এই জাতীয় গো মাংসল নহে।

হিসার গোর সহিত এই জাতীয় গোর এই বিষয়েই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের চলা প্রায় ভাল ঘোড়ার চলার ন্যায়। কিন্তু ইহারা গুরু ভার বহনে সক্ষম নহে। এই গোরুর গাড়ী, একা গাড়ীর ন্যায় দ্বিচক্র। (গোরুর পৃষ্ঠে যাহাতে অধিক ভার না চাপে সেই রূপে গঠিত)। ইহারা নীলাভ শুভ্র। ভারতীয় গোর মধ্যে ইহারা অত্যন্ত মৃদু (delicate) এই জাতীয় গাভী ৬০৲ হইতে ১০০৲ একশত টাকা মূল্যে এবং বৃষ সকল ২০০৲ হইতে ৪০০৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারা হন্‌সি গাভীর ন্যায় অধিক বৎস দেয় না; ইহারা একবার প্রসূত হইলে দীর্ঘ কাল দুগ্ধ দেয়। ইহাদিগের মধ্যে মালবীয়, খৈটী, জাইতপুরী পারশরাণী এই চারিটী উৎকৃষ্ট শ্রেণী।

দক্ষিণাত্য গো।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি গোধন বহুলা। এই প্রেসিডেন্সির মহীশূর এবং নেলোর বা অঙ্গোল "গো"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও কোন কোন বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে ইহাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো-জাতি বলা যাইতে পারে।

ত্রিচিনাপল্লী, মদুরা তিনিভেলী, অনন্তপুর, বেনাটে প্রভৃতি জেলায় বৃহৎ বৃহৎ পশু প্রদর্শনী ও মেলায় ইহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো বলিয়া স্বিরীকৃত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গোগণ ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। (১)

মহীশূর (২) নেলোর বা অঙ্গোল, (৩) কাঙ্গায়াম (৪) পলিকোলাম (৫) কম্পিলিয়ান (৬) গমস্থর।

মহীশূর গো।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমস্ত গোগণের প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ (১) নাদু দানা বা নাথুদানা (২) দাদুদানা। এই প্রেসিডেন্সির প্রধান ছয় বিভাগের উৎকৃষ্ট গোগণের এক নাম দাদুদানা বা বৃহৎকায়। মহীশূর, নেলোর, কাঙ্গায়াম পলিকো-লাম প্রভৃতি শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গোগণের এক সাধারণ নাম দাদুদানা এবং এই সকল শ্রেণীর নিকৃষ্ট গোর স্থূল সংজ্ঞা নাদুদানা বা ক্ষুদ্রকায়। সাধারণ গ্রাম্য গো, দাদুদানা গো সকল অতি বৃহৎ স্থূলকায়; ইহাদিগের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইহারা মূল্যবান, বলিষ্ঠ; ইহাদিগের আকার প্রায় এক।

মহীশূর দেশীয় গো।

সমস্ত মহীশূর রাজ্যে এবং পূর্ব্ব উপকূলে ছোট বড় দুই জাতীয় গোরুই দেখিতে পাওয়া যায়। মহীশূর দেশে ছোট জাতীয় গ্রাম্য গোরু, নাদুদানার সংখ্যাই অধিক। গৃহস্থগণ ইহাদের সাহায্যে কৃষি কার্য্য করে এবং দুগ্ধের জন্য এই জাতীয় গাভী পালন করে।

অবস্থাপন্ন কৃষক ও ধনী লোকেরা দাদুদানা জাতীয় গোরু পুষিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা অল্প, এই জাতীয় গোরু বৃহৎকায়, শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। ইহারা কঠিন পরিশ্রম করিতে পারে বলিয়াই ইহাদিগকে যান, বহনাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়।

হালিকর, চিত্রলদুর্গ ও আলমবাদী এই তিন জাতীয় গোরু এই অমৃতমহল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ঘোড়ার সহিত ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার যেমন পার্থক্য পৃথিবীর অন্য গোর সহিত মান্দ্রাজি এই জাতীয় গোর তেমনই পার্থক্য।

অমৃত মহাল গো।

অমৃত অর্থ সুধা বা দুগ্ধ, উহার মহাল। মহীশূর রাজ সিক্কা দেবরাজ উদিয়ার এই অমৃত মহাল জাতীয় গোর প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দরালী ইহার পুর্ণগঠন করেন; 'এবং টিপু সুলতানের দ্বারা ইহাদিগের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

১৫৭২ হইতে ১৬০০ খৃঃ অঃ মধ্যে বিজয় নগরের রাজপ্রতিনিধি বিজয় নগর

হইতে হালিকর জাতীয় গাভী আনয়ন করিয়া শ্রীরঙ্গপট্টমে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারাই অমৃত মহাল জাতীয় গোর আদি বীজ। তৎপরে এই সকল গো মহীশূর রাজগণের হস্তগত হয়।

এই সকল গোরু ১৬১৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৩৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মহীশূরের রাজা শ্যামরাজ উদিয়ারের, ১৬৩৮ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কান্তিরব নরেশ রাজ উদিয়ারের ও তৎপর ১৬৭২ হইতে ১৭০৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত সিক্কা দেবরাজ উদিয়ারের অধীনে থাকে। সিক্কা দেবরাজ এই গো জাতির প্রণালী বন্ধন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ উন্নতি করেন। তিনি নানা স্থান হইতে অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় গো আনাইয়া তাঁহার গো সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি এই সকল গোরু চরিবার মাঠ অর্থাৎ গোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২১০টি কবল অর্থাৎ গোষ্ঠ স্থাপন করেন। এখনও ঐ সকল কবল বর্ত্তমান আছে। বার মাস গোচারণের সুবিধার জন্য এই সকল কবল শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের উপযোগী ভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোসকল এই সমস্ত কালে স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়ায় ও নানা জাতীয় ঘাস খায়। তজ্জন্যই ইহারা এত বৃহদাকার ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। সিক্কা দেবরাজ উদিয়ারের সময় হইতেই এই গো-বিভাগ রাজ্যের একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য হয়। তিনি বৎসরান্তে গোগণের সংখ্যা নিরুপণ করিতেন এবং স্বীয় নামের একাংশ দ্বারা গোগণকে চিহ্নিত করিতেন। এবং এই বিভাগ হইতে রাজ সরকারে দুগ্ধ মাখন সরবরাহ করা হইত। সিক্কা দেবরাজ এই বিভাগের নাম বেণীচাবাদী রাখিয়াছিলেন। হায়দরালী সিংহাসন অধিকার করিলে এই সকল গোরু তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি নাগোররাজও অন্যান্য রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের গোরু আনয়ন করিয়া নিজের গো সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। রাজ্যের নানা স্থানে তাঁহার ৬০ হাজার বলীবর্দ্দ ছিল। তিনি এই সকল বলীবর্দ্দ যুদ্ধাভিযানে রসদাদি স্থানান্তরিত করা, কামান টানা গাড়ী টানা প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। হায়দরালীর পুত্র টিপু সুলতান সিংহাসনারোহণ করিয়া এই বিভাগের আরও বিশেষ উন্নতি করেন। তিনি সিক্কা দেবরাজের "বেণীচাবাদী" নামের পরিবর্ত্তে "অমৃত মহাল" নাম প্রদান করেন। তিনি হাগলবাদী ও পোলীগার জাতীয় গো আনয়ন করিয়া তাঁহার গো সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি এই বিভাগের জন্য বহু আদেশ পত্র
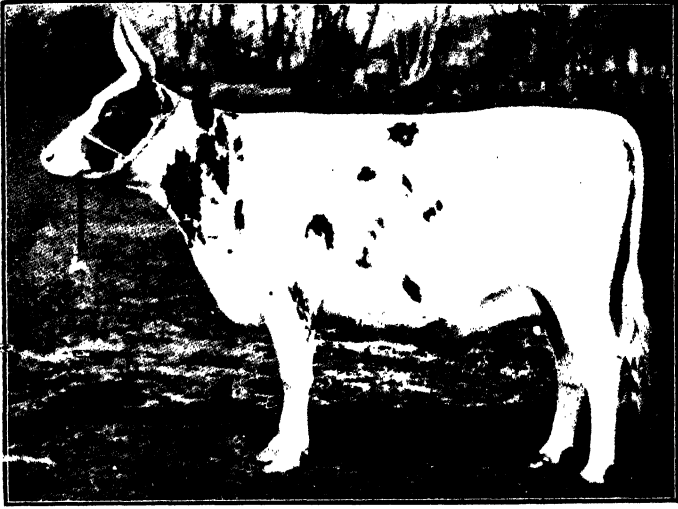
এয়ারশায়ার গো
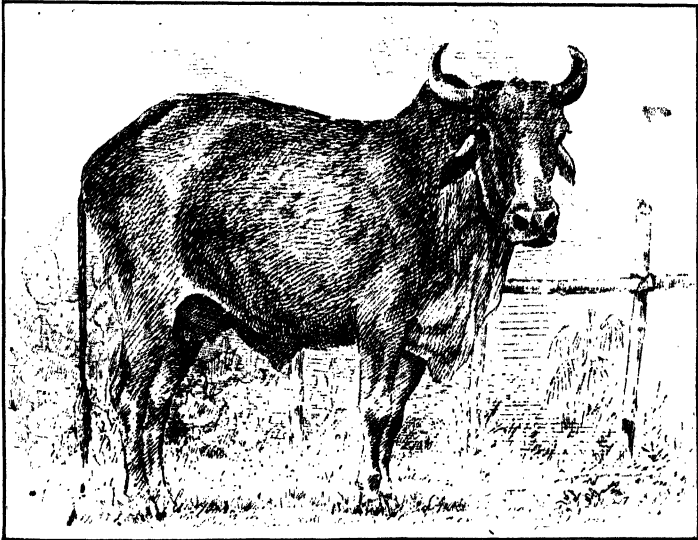
গুজরাটি গো

প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সকল আদেশ পত্রের মর্ম্মানুযায়ী ইহাদের আহার বিহারের ব্যবস্থা ছিল।

তিনি এই বিভাগে অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমলদারগণ বৃষদিগকে প্রথমাবস্থায় হলবহন, যানবহন, কামান টানা আদি নানা কাজ শিক্ষা দিতেন। বৎসরান্তে গোরু সকল গণনা করা হইত। তখন টিপু সুলতান স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে উৎকৃষ্ট গোর জন্য পুরস্কার বিতরণ করিতেন। তাহারপর ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ ঐ সকলের কার্য্য পরিচালন করিতে [illegible]।

চেলাম ক্রুমের সাহায্যার্থ হায়দর আলী এই সকল বলীবর্দ্দের সাহায্যে ২॥ দিনে ১০০ শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধে পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও এই সকল গোরুর সাহায্যে এত দ্রুত পলাইতে পারিতেন, যে তাহার একটি কামানও শত্রুর হস্তগত হইত না। এই সকল গোরু সৈন্যগণাপেক্ষা দ্রুত চলিতে পারে। টিপু সুলতান এই সকল বলীবর্দ্দের সাহায্যে জেনেরেল মেডোর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া বেদনোর নগর উদ্ধারার্থে ২ দিনে ৬৩ মাইল পথ ও এক মাসে দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ডিউক অব ওয়েলিংটন এই সকল গোরুর সাহায্যে আশ্চর্য্যজনক দ্রুতগতিতে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া সামরিক কর্ম্মচারীগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। এবং তিনি পেনিনসুলার যুদ্ধে এই সকল গোরুর সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া পুনঃপুনঃ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল বলীবর্দ্দের দ্রুতগতি, পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে নিজে যাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাহাদের উপর তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া ছিলেন।

১৮৪২ খৃঃ অঃ কাপ্তান ডেভিডসন সৈন্যগণসহ কাবুলে প্রেরিত হন; তখন তাঁহার সঙ্গে ২৩০টি অমৃত মহল জাতীয় বলীবর্দ্দ ছিল। তিনি ঐ সকল বলীবর্দ্দের সাহায্যে যুদ্ধোপকরণসহ আশ্চর্য্যজনক দ্রুতগতিতে টিরা পর্ব্বতের মধ্যগত দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি এই সকল গোরুর সুখ্যাতি করিয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন। এই সকল বলীবর্দ্দ তখন ১৬ ঘণ্টার অধিক সময় গাড়ী টানার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

১৮০৮ খৃঃ অঃ মহীশূরের কমিশনার তাহার রিপোর্টে এই সকল বলীবর্দ্দ পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, সৈন্যগণাপেক্ষা দ্রুতগামী এবং পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণীর গোরুর মধ্যে ইহারা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ১৮৯৯ খৃঃ অঃ প্রফেসর ওয়ালেসও এই জাতীয় গোর গঠন প্রকৃতি সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে ঐ মত সমর্থন করেন।

টিপু সুলতানের পর এই সকল গো ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করিয়া মহীশূর রাজের উপর কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করেন। টিপু সুলতান তাঁহার সৈন্যগণের কার্য্য-কারিতার জন্য এই সকল গোর উপর নির্ভর করিতেন। কিন্তু মহীশূর রাজের তদ্রূপ কোন অভিপ্রায় না থাকায় ১৩ বৎসর কাল তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া এই সকল গো নির্ব্বংশ হওয়ার উপক্রম হইলে ১৮১৩ খৃঃ অঃ ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে ঐ সকল গোর কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া মান্দ্রাজের কমিশনার হার্ডি সাহেবের উপর তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করেন। তৎপরবর্ত্তী ১০ বৎসরের মধ্যে এই সকল গোরুর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৪০ খৃঃ অঃ মহীশূররাজের ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অমৃত মহল গোরু একত্রিত হয়। ১৮৬০ খৃঃ অঃ গভর্ণমেণ্ট এই ডিপার্টমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া সমস্ত গোরু বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই সকল গোরু পালন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া মহীশূররাজের সাহায্যে এই বিভাগের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। তখন এই সকল গোরু সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল।

কারণ মিশরের পাশা এই জাতীয় অনেক গোরু ক্রয় করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। মহীশূরের মহারাজাই ইহার অধিকাংশ গোরু খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক বহু অনুসন্ধান ও বহু চেষ্টার পর ১৮৭০ খৃঃ অঃ চারি হাজার গাভী ১০০ শত ষাঁড় সংগ্রহ করিয়া এই ডিপার্টমেণ্ট পুনর্গঠিত করা হয়। তৎপর ১৮৮৩ খৃঃ অঃ গভর্ণমেণ্ট এই ডিপার্টমেণ্ট মহীশূররাজাকে সোয়া দুই লক্ষ টাকাতে ছাড়িয়া দেন। মহীশূররাজ প্রতিবৎসর ২০০ শত বৃষ দিয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি কতক টাকা মূল্য স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদবধি এই সকল গোরু মহীশূর রাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। তিনি এই ডিপার্টমেণ্টের জন্য অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মচারীগণ গোরুর জন্ম মৃত্যু রেজেষ্টারী করেন ও মাসে মাসে রিপোর্ট দেন।

মহীশূর রাজের সামরিক কর্ম্মচারীর নিকট পত্র লিখিয়া এই জাতীয় গোরু খরিদ করিয়া আনিতে পারা যায়। একটি বৃষের মূল্য ১০০৲ শত টাকা। ভাল এক জোড়া বলীবর্দ্দের মূল্য ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় এক জোড়া বলীবর্দ্দ অত্যন্ত ভারী বোঝাইপূর্ণ শকট বালুকাময় স্থানের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ায় উহা ৮০০৲ টাকায় বিক্রীত হইয়া ছিল। হাল্লিকার ও হাগলবাদী ও চিত্রলদুর্গ এই তিন জাতীয় গোরু ১৮৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহারা অমিশ্রিত অবস্থায়ই ছিল। তাহার পর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই ডিপার্টমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া যখন ১৮৬৬ খৃঃ অঃ উক্ত ডিপার্টমেণ্ট পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন তখন হইতে এই তিন জাতীয় গোরুর পরস্পর সংমিশ্রণ এবং এই তিন জাতির সহিত অপর জাতীয় গোর পরস্পর সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত তিন জাতীয় গোরুর আকৃতি প্রায় একরূপ। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সামান্য মাত্র প্রভেদ আছে। এই জাতীয় গাভীগণ স্বল্প দুগ্ধবতী। প্রত্যহ /২ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই সকল গোরু এক প্রকার বন্য অবস্থায় থাকে।

মহীশূররাজের এই সকল গোরু বহুপালে বিভক্ত। এক একটী পালে সাধারণতঃ ২০০ গাভী ১০০ বকন ১২টী ষাঁড় ও বাছুরাদি থাকে ও একজন পালরক্ষক ও ২ জন মণ্ডল থাকে। গোরুর সংখ্যানুসারে এক একটী পালের জন্য ৩ হইতে ৯টী পর্য্যন্ত গোষ্ঠ বা কবল নির্দ্দিষ্ট আছে। সমস্ত পাল আবার ১৪ ভাগে বিভক্ত। এক একটী ভাগে ২।৩টী পালও থাকে। এক একটী ভাগের জন্য এক একজন দারোগা তত্ত্বাবধানের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে প্রত্যেক পাল পৃথক্ করিয়া গণনা করিয়া অপকৃষ্ট গোরু বাছিয়া ফেলিয়া উৎকৃষ্ট অচিহ্নিত গোরুগুলিকে দাগ দিয়া চিহ্নিত করা হয়।

বৃষ-বৎসগুলি ১॥ দেড় বৎসরের হইলে তাহাদিগকে বলীবর্দ্দ করা হয়। ৪ চারি বৎসর বয়সে পাল হইতে পৃথক করিয়া ৫ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ৭ সাত বৎসর বয়সে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সবল থাকে তৎপর ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া ১৮ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করে।

নাহুদানা ও দাদুদানা জাতীয় গোরুর সংমিশ্রণে এক প্রকার গরু উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে ইগোসু বা শান্ত গোসু বলে।

বৃষ ও বলীবর্দ্দ সকল শক্তি সামর্থ্য ও সহিষ্ণুতার জন্য প্রসিদ্ধ; ইহারা ৫৮ হইতে ৬০ইঞ্চি উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের উচ্চতার পরিমাণে ইহাদিগের বক্ষঃস্থল অসাধারণ গভীর এবং বিস্তৃত, পৃষ্ঠদেশ লম্বা এবং বিস্তৃত। স্কন্ধদেশ ও পাদদ্বয় সুগঠিত ও সুদৃঢ়। ইহারা অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও উগ্র। সৈন্যদিগের গতি হইতে ইহাদের গতি দ্রুত। ইহাদের শৃঙ্গ ২।৩ ফিট লম্বা, ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ, সম্মুখদিকে বক্র হইয়া পরস্পর অগ্রভাগের নিকট সংলগ্ন। ইহাদের চক্ষু বৃহৎ ও কৃষ্ণ বর্ণ, মস্তক উন্নত, গ্রীবা সুন্দর, গলকম্বল, ককুদ উপযুক্ত আকারের হইয়া থাকে। গাভীগুলি সাধারণতঃ শুক্লবর্ণ, বৃষগুলি ধূসর অথবা কৃষ্ণবর্ণ, ইহারা কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। ভার বহন পূর্ব্বক ইহারা দীর্ঘ পথ দ্রুত গমন করিতে পারে। ইহাদিগের পায়ের কৃষ্ণবর্ণ খুর ও সুগঠিত পদ সকল দ্বারাই ইহা-দিগের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় বৃষের সাধারণ গুণ এই যে তাহারা অল্পভোজনেও অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে।

হালিকার জাতীয় গো।

অমৃত মহাল গোরুর মধ্যে ইহা একটী উৎকৃষ্ট জাতি, ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী এই যে, হায়দর আলি দক্ষিণ হইতে ২০০ শত ব্রাহ্মণী গাভী আনিয়া মহীশূর রাজ্যের কবলে ছাড়িয়া দেন। এই সকল গাভী ও কৃষ্ণসারের সংযোগে হালিকর জাতী উৎপন্ন হইয়াছে। এই কিংবদন্তীর মূল কারণ এই যে, কৃষ্ণসারের ন্যায় এই সকল গোরুর চক্ষুর নিকট একটী চিহ্ন আছে। ইহাদিগের পদ সকল দীর্ঘ ও সরু এবং ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগামী। এই জাতীয় গাভী ও বৃষের আকৃতি প্রায় একরূপ। ইহারা একপ্রকার বন্য গোরু। সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

এই জাতীয় গোরুর মধ্যে গোজমাতৃভূ নামক একটী উৎকৃষ্ট শ্রেণী আছে।

চিত্রলদুর্গ।

ইহারা হালিকর জাতীয় গোরুর সদৃশ। কিন্তু আকারে কিছু ছোট। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও খর্ব্বাকৃতি, গলকম্বল সরু।

কম্পিলিয়ান গো।

মথুরা জিলায় কাম্বাম নামক অঞ্চলে এক জাতীয় লোক আছে তাহা-

দগকে কম্পিলিয়ান বলে। তাহাদিগের গো সকল এই নামেই অভিহিত হয়। এই জাতীয় লোক কেনারীর আদিম অধিবাসী। ইহাদিগের সুগোল, কর্ম্মঠ, খর্ব্বাকৃতি এক জাতীয় গো আছে উহারা তাহাদিগের ছাতক দৌড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এই জাতিরা প্রথম এই অঞ্চলে আসিবার সময় এই প্রকার গো সঙ্গে আনিয়াছিল। তথায়ও তাহাদের এই দৌড় ছিল। ইহাদিগকে কেনারী ভাষায় দেভারু আভু এবং তামিল ভাষায় তাম্বিরান মড়ু বলে, ঐ উভয় কথার অর্থ "স্বর্গীয় দল" ইহাদিগের দুগ্ধ দোহন করা হয় না, ইহারা কেবল জনন কার্য্যে সম্বন্ধ জন্য এই জাতীয় গোসকলকে কবর দেয়, মৃত্যুর পর ইহাদিগের গাত্রে চামারের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয় না, ইহাদিগের সর্ব্ব প্রধান গোব নাম, "পল্লাহু আভু" ইহাদিগের মৃত্যু হইলে অন্য গো হইতে পল্লাহু আভূ নির্ব্বাচিত হয়। উহা এক অদ্ভুত প্রথা। এই নির্ব্বাচনের দিন স্থির হইলে ঐ দিবস, সমস্ত গো একস্থানে উপস্থিত হয়; এবং পান, সুপারি, কলা, কর্পূর প্রভৃতি একত্র আনীত ও উৎসর্গীকৃত হয়। তৎপরে এক আটি আক্ গোগণের সম্মুখে রাখা হয়। এবং সকলে অত্যন্ত ব্যগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্যকরে যে কোন্ বৃষ উহা প্রথম স্পর্শ করে, যে বৃষ উহা প্রথম স্পর্শ করে, সেই ভবিষ্যতে "পল্লাহু আভূ" অর্থাৎ নূতন রাজবৃষ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তখন তাহার গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়া ও কুম্‌কুম্ জাফবাণ প্রভৃতি দিয়া তাহাকে রীতিমত ঐ পদে অভিষিক্ত করা হয়। তখন তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া সকলে মনে করে। এবং তখন উহাকে নন্দগোপালস্বামী বলিয়া অভিহিত করে।

আলমবাদী জাতীয় গো।

ইহাদিগকে মহাদেবেশ্বর বেত্তা বলে। কারণ মহাদেবেশ্বর নামক হাটে তাহারা অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া নানা স্থানে নীত হয়। কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী আলমবাদী স্থানের নাম অনুসারে ইহাদিগের আলমবাদী নাম হইয়াছে। কাবেরী নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগ ইহাদের নিয়ত বাসস্থান বিধায় ইহাদিগকে কাবেরী বা বেট্‌শাল গোরুও বলে।

এই সকল জাতীয় গোরু ভারতবর্ষের বাহিরে সিঙ্গাপুর, পিনাং, যাভা, কলম্বো প্রভৃতি নানা স্থানে নীত হইয়া থাকে। গত কয়েক বৎসর মধ্যে

এই জাতীয় প্রায় নয় হাজার গোরু নাগাপট্টম হইতে পিনাঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। মহীশূর জাতীয় গোরুর মধ্যে ইহারা বলিষ্ঠ ও বৃহদাকার বিশিষ্ট।

নেলোর গো বা অঙ্গোল।

নেলোর, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী জিলা। নেলোর গোরুকে অঙ্গোল জাতীয় গোরুও বলে। ইহারা ভারতের সর্ব্বত্র, দক্ষিণ আমেরিকায় ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সুপরিচিত। নেলোব গোগণ, মহীশূর গোগণ হইতে কতকগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। ইহারা অতি বৃহদায়তন বিশিষ্ট। খুব শান্ত; সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম কবিতে পটু। মহীশূব গোগণ সডক ও ভাল রাস্তায় অত্যন্ত দ্রুত চলিতে পাবে। ইহাবা অতীব তেজস্বী। চলিবাব সময় ইহাদিগের পায়ের খুরেব উচ্চশব্দ হয়। ইহারা দাহুদানা অর্থাৎ বড, এই জাতীয় গাভীগণ দৈনিক ছয়, সাত সেব দুগ্ধ দেয়। বৃষগুলি অত্যন্ত বড় ও শক্তিশালী, উহাদের মস্তক লম্বা। ললাট প্রশস্ত চক্ষু লম্বা ও বড়, চক্ষুর চাবিধারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ কাল দাগ আছে। ইহাদের নাভি ও গলকম্বল বৃহৎ ও দোদুল্যমান, বগল লম্বা ও ঝুলান। ইহাদের শিং ছোট ও মোটা, স্কন্ধদেশ থর্ব্ব ও মোটা, ককুদ আছে, শরীব মোটা; বড় গোরুগুলিব উচ্চতা ৬৩ ইঞ্চি ও ককুদের পশ্চাদ্‌ভাগের বেড় ৮৪ চৌবাশী ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদেব গলকম্বল ও পীধান সুবৃহৎ ও ঝুলান। ইহাদেব রং সাধারণতঃ সাদা ও কাল, ইহাদের স্বভাব শান্ত। এই জাতীয় বলীবর্দ্দ মহীশূর গোরুব ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু না হইলেও ইহাবা অত্যন্ত ভারী বোঝা টানিতে পাবে। ইহাদেব এক জোড়া বলীবর্দ্দকে ১০০/০ মণ বোঝাইপূর্ণ গাডী টানিয়া লইতে দেখা গিয়াছে। এই প্রদেশেব গাভীসকল বৃহৎ, সাধাবণতঃ ধূসব অথবা শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট। এখন নানাবিধ মিশ্রবর্ণের গাভীও তথায় দৃষ্ট হয়। বোম্বাই প্রদেশের কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী গো সকল এই জাতীয় বটে। ইহাদের কোন কোন বলীবর্দ্দ মধ্যমাকৃতি। ইহারা গো শকটে এবং ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মাদ্রাজের উত্তবাঞ্চলে ঐ সকল বলীবর্দ্দ অধিক পবিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহাদেব পৃষ্ঠদেশ সরল ও ক্ষুদ্র, বক্ষদেশ গভীর ও বিস্তৃত। পদগুলি পরিষ্কার, স্থূল, সরল, এবং ফাঁক্ ফাঁক্। ইহাদেব চর্ম্ম অতি নরম এবং সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র লোমরাজি দ্বারা আবৃত। উৎকৃষ্ট

এক জোড়া গাভীর মূল্য ১০০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ও একজোড়া বলীবর্দ্দের মূল্য ২০০৲ টাকা হইতে ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

১৯০৬ খৃঃ অঃ এই জাতীয় ২০০ শত উৎকৃষ্ট গো দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল প্রদেশে নীত হইয়াছে। তথায় এই জাতীয় গোরুর অত্যন্ত আদর।

কাঙ্গায়াম জাতীয় গো।

ইহাদের মধ্যে বড় ও ছোট দুইটী শ্রেণী আছে। কাঙ্গায়াম কৈম্বাটুর মদুরা ও ত্রিচিনাপল্লি প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় গো দৃষ্ট হয়। ইহারা দৈনিক ৮।৯ সের দুগ্ধ দেয়। ইহাদের সাধারণতঃ বর্ণ সাদা, কিন্তু লাল, কাল বর্ণেরও এই জাতীয় গোরু দৃষ্ট হয়।

জেলিকাট জাতীয় গো।

মদুরা জেলায় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এবং পেরিয়া নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে এই জাতীয় গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে কিলাকাতও বলে। ইহারা আকারে ছোট। এই জাতীয় গাভী দুগ্ধবতী নহে, কিন্তু বৃষগুলি শকট লইয়া ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল দৌড়িতে পারে।

জেলিকাট শব্দের অর্থ পত্রালঙ্কার। মদুরা অঞ্চলে এইরূপ একটী খেলা প্রচলিত আছে যে, তাহাতে বৃষের শৃঙ্গে লাল রঙ্গিন কাপড় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যে কেহ এই বৃষ-শৃঙ্গ হইতে উক্ত বস্ত্র উন্মোচন করিতে সমর্থ হয়, সে পুরস্কৃত হয়। এইরূপ বস্ত্র উন্মোচন করিতে গিয়া অনেকে আহত ও নিহত হয়। এই খেলার ষাঁড়কে জেলিকাট বলে; তজ্জন্য এই জাতীয় গোরুর নাম জেলিকাট হইয়াছে।

তাঞ্জোর দেশীয় মেনা-গো।

তাঞ্জোর প্রদেশে এই জাতীয় গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গোরু কাঙ্গায়াম জাতীয় গোরুর ন্যায়, কিন্তু ইহাদের শিং নাই ও কাণের কতক অংশ কাটা। তাঞ্জোরবাসীগণ গো বৎসের শৃঙ্গোদ্গমের সময় হইলে তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা শৃঙ্গ পোড়াইয়া দেয় ও কাণের কতক অংশ কাটিয়া দেয়, তজ্জন্যই ইহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়।

গঞ্জাম জেলায় গমগুর তালুকে এক প্রকার ছোট জাতীয় গোরু দেখা যায় তাহাদিগকে গমগুর জাতীয় গরু বলে।

পশ্চিম ঘাট গো।

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট গিরির সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মালবারী, কঙ্কণ, বোম্বাই ও আরবী এই চারি শ্রেণীর গো সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। এই প্রদেশীয় গো সকল ক্ষুদ্রকায় অরণ্য গোর ন্যায়; ইহারা অধিক দুগ্ধবতী হয় না। ইহাদের গঠন বলিষ্ঠ ও হাড় মোটা এবং সুগঠিত। ইহারা কৃষিকার্য্যে বেশ পটু। ইহাদের ককুদ্ অতি সামান্য, কাণ মাঝারি।

কঙ্কন গো।

ইহারাও এক প্রকার বন্য গো। ইহারা নানাবর্ণের হইয়া থাকে। শিং মোটা ও বক্র। ইহাদিগের দ্বারা গোশকট টানার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ইহারা শকট লইয়া ঘণ্টায় ৬।৭ মাইল যাইতে পারে।

মারহাট্টা গো।

ইহাদিগের মধ্যে ৩।৪টী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, প্রধানতঃ এক জাতীয় গো আছে যাহার মুখ ও পা গুলি কাল রঙ্গ বিশিষ্ট। মুখের নীচে হইতে সম্মুখের পায়ের মধ্য পর্য্যন্ত একটী বাদামী ডোরা দৃষ্ট হয়। ইহারা কৃষিকার্য্যে ও ভার-বহন কার্য্যে বিশেষ পটু।

আরবি গো।

আরব দেশীয় এক শ্রেণীর গো পশ্চিমঘাট প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা অনেক অংশে নেলোর গোর মত, কিন্তু তেমন কষ্ট সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ বা বলিষ্ঠ নহে। ইহারা ক্ষুদ্রকায়, ইহাদের অঙ্গও সুগঠিত নহে।

আফগানিস্থান ও পারস্য দেশীয় গো।

কাবুল ও পারশ্য দেশের গো ভারতের গোর ন্যায় গল কম্বল ও ককুদ যুক্ত গাভীগণ যথেষ্ট দুগ্ধবতী। এই সব গো জাতীয় উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা বা উদ্যোগ নাই। তবে কাবুলের গোগণ পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত গোচারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কাবুলি মেওয়া গাছের পাতা ও নানা প্রকার পুষ্টিকর ঔষধি আহার করিতে পারে। কাবুলের কোন কোন গো ভারতীয় মুলতানি জির জাতীয় গোর ন্যায়।
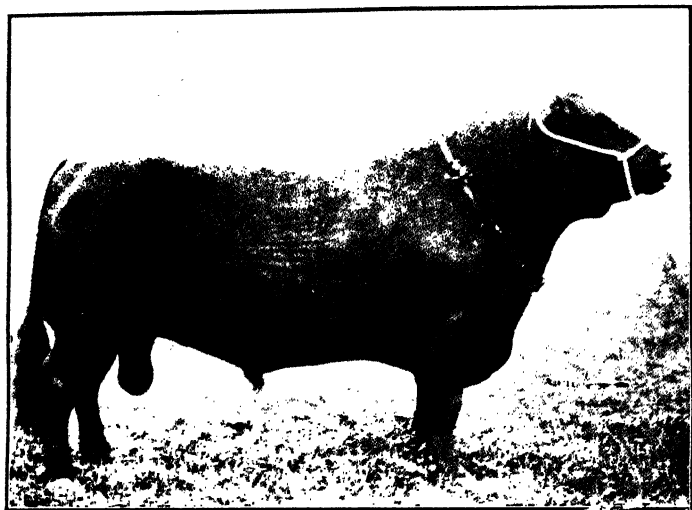
এবার্ডিন এঙ্গাস বৃষ
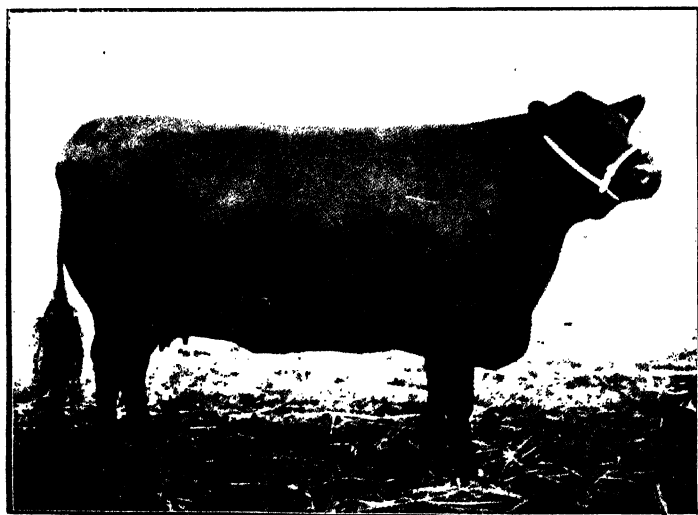
এবার্ডিন এঙ্গাস গো

সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গ, মালয়, চীন ও জাপান দেশীয় গো

মোঙ্গলীয় জাতি মাত্রই গো দুগ্ধ পান-বিমুখ ছিল, তবে এখন ইহারা পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ও ইংরেজদিগের অনুকরণে মাখন, পনীর, ও দুগ্ধাদির ব্যবহার করিতেছে। এই সকল স্থানের গোগণ রীতিমত ঘাস পায়। গোগণ বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও হল চালনে দক্ষ। পিনাঙ্গ ও শিঙ্গাপুরে, দক্ষিণ ভারতের মান্দ্রাজ প্রদেশীয় বিস্তর মহীশূর জাতীয় ও আলমবাদী-গো নীত হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় গো।

ইংলণ্ডের গো দিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভাগ করা যায়।

প্রথম। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের গো।

দ্বিতীয়। স্কটলেণ্ড গো।

তৃতীয়। আইরিশ গো।

চতুর্থ। ইংলণ্ডের দ্বীপ পুঞ্জের গো। ইহারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের মধ্যবর্ত্তী ইংলিশ চেনেলের অধিবাসী। প্রথমোক্ত বিভাগে ১০টী উপবিভাগ আছে।

১ম। সর্টহরণ বা ক্ষুদ্র-শৃঙ্গী।
২য়। লিঙ্ককলন সায়ার।
৩য়। হেরিফোর্ড সায়ার।
৪র্থ। নর্‌থ ডিভন।
৫ম। সাউথ ডিভন।
৬ষ্ঠ। লঙ্গহরণ বা দীর্ঘ-শৃঙ্গী।
৭ম। লাল রঙ্গের শৃঙ্গহীন।
৮ম। ডারহাম।
৯ম। সাসেক্স।
১০ম। ওয়েল্‌স।

স্কটলণ্ডীয় গো।

১। এবার্ডিন এঙ্গাস।
২। গলওয়ে।
৩। ওয়েষ্ট হাইলেণ্ডার।
৪। আয়ার সায়ার।

আইরিশ গো।

১। কেরি ডিক্‌সিটার।
২। ডিক্ সিটার।

ইংলিশ দ্বীপপুঞ্জের গো।

১। জার্সি।
২। গার্ণসি।

ইংলণ্ডের গো নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

দুগ্ধের জন্য

১। জারসি } অল্ডারনী
২। গার্ণসি }
৩। আয়ার সায়ার
৪। কেরী

মাংস ও দুগ্ধের জন্য

১। ক্ষুদ্রশৃঙ্গী
২। নিষ্কলন্ লাল ক্ষুদ্রশৃঙ্গী
৩। লাল শৃঙ্গহীন
৪। ডিকুসিটর

মাংসের জন্য

১। হেরিফোর্ড
২। ডিভন্
৩। সাসেক্স্
৪। দীর্ঘশৃঙ্গী
৫। পেনক্রফ্ এবং মার্টিন
৬। এবাডিন এঙ্গাস্
৭। গলওয়ে
৮। ওয়েষ্ট হাইলেণ্ডার
৯। ডিক্সিটার

সর্ট-হরণ বা ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গো।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইংলণ্ডে আদৌ উৎকৃষ্ট গো ছিল না। দীর্ঘ-শৃঙ্গ বিশিষ্ট শুভ্র বর্ণের বন্য গো, ইংলণ্ডের নানা অরণ্যে দৃষ্ট হইত। এই সকল গোগণের মধ্যে নানা বর্ণের একশ্রেণী শৃঙ্গহীন গো দৃষ্ট হইত। এতদ্ব্যতীত রোমান দিগের আনীত ও শৃঙ্গহীন এক জাতীয় গো ছিল। কিন্তু ইহারা কোন্ জাতীয় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। স্থূল কথা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শৃঙ্গহীন এক জাতীয় গো ইংলণ্ডে দৃষ্ট হইত। ইহারা একটী তৃতীয় জাতি কি উক্ত দুই জাতীয় গো হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার কোন ইতিহাস নাই; তবে অধিকাংশের মত এই যে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র-শৃঙ্গী গোগণ সঙ্কর জাতীয় গো। ইহাদিগের সম্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের কোন কিছুই জানা যায় না। সিনক্লেয়ার নামক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন উহারা সেক্‌সন্‌গণের আনীত বসটরাস্ জাতীয় গো। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে মার্কহাম*

---

* Markham's Way to wealth

ও ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে* ইলিশ বিরচিত গ্রন্থে এই সকল গোর বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় গো সম্বন্ধে সিনক্লেয়ারের গ্রন্থ প্রামাণ্য। হোল্ডার নেস্ নামক জেলায় উহার প্রথম উৎকর্ষতা লক্ষ্য হয়।

ইয়ার্ক সায়ার, ডারহাম ও টিজওয়াটারের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার বিশেষত্ব লক্ষ্য হয়। মিঃ কেলির উদ্যোগে চার্ল্‌স ও কলিঙ্গ নামক দুই ব্যক্তির যত্নে এই গো জাতির উন্নতি আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। হুবেক নামক এক বৃষই এই উন্নত ক্ষুদ্রশৃঙ্গী জাতির পূর্ব্বপুরুষ। টমাস বুথ এবং বেইট্‌স নামক দুইবাক্তি ১৭৯০ খৃঃ হইতে ক্ষুদ্রশৃঙ্গী গোজাতীর উন্নতি কল্পে জীবন ব্যাপী ব্রত আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহাদের নিজ নিজ নামে ইহাদিগের দুইটী বিভাগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

টাউন্‌লে নামক একব্যক্তি এই গোজাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নাইট লে, কোট, টর্ট প্রভৃতি গোপগণও বিশেষ মনোযোগ ও অধ্যবসায় দ্বারা এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি করেন। নাইটলের ত্রিশবৎসর পরিশ্রমের ফলে তাহার সাতাত্তরটী গোরু গড়ে ১২৫০৲ বারশত পঞ্চাশ টাকা করিয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন।

বেইট বিভাগের অক্সফোর্ড নামক গো বংশীয় তিনটী গাভী ১৮৭২ খৃঃ প্রত্যেকটী গড়ে ১৩২৭৫৲ তের হাজার দুইশত পঁচাত্তর টাকা বিক্রীত হইয়াছে। নিউইয়র্ক সেলের বিক্রয়ে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ডাচেজ বংশীয় পনরটী গো প্রত্যেকটী ৫৫১৬৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, গো প্রদর্শনী ও গোগণের বংশাবলী (Herd Book) রক্ষা করিয়া এই গোজাতিকে এত উন্নত করা হইয়াছে।

ইহারা এখন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। ইহারা যেমন সুশোভন দর্শনীয় তেমনই দুগ্ধবতী এবং ইহাদের দুগ্ধে নবনীর ভাগও বেশী। একটী গাভীর এক দিবসের দুগ্ধে ⁄১ সের মাখন হয়। ইহারা আমেরিকা, কেনেডা, জার্ম্মেনী, বেলজিয়াম, হলেণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনলেণ্ড, ইটালি, স্পেইন পর্টুগাল, ভারত, শ্যাম, জাপান, নিউজিলেণ্ড প্রভৃতি দেশে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত ও নীত হইতেছে।

ইহাদিগের গায়ের রং সাদা ও লাল, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, মস্তক অপেক্ষাকৃত

* Ellis's Modern husband man

† History of short horn (by Sin Clair)

ক্ষুদ্র; নাসিকা রক্তাভ ও উন্নত, চক্ষু উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, স্থূল বক্র ও নত। গলদেশ লম্বা, স্থূল ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। বক্ষস্থল প্রশস্ত ও গভীর। সম্মুখের পদদ্বয় পেছনের পদদ্বয় হইতে হ্রস্ব। পৃষ্ঠদেশ গ্রীবা হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটী সরল রেখার ন্যায় দেখা যায়।

গাভীগণের মস্তক অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা; উগ্ন ঘটের ন্যায় বৃহৎ। ইহারা ইংলণ্ডে দুগ্ধ দান করে এবং ইহাদের মাংস, খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন গাভীগণ দুগ্ধহীনা হয় তখন তাহারা মোটা হইয়া যায়। গাভীগণ সাধারণতঃ ১০/০ মন উজনের হয়।

ইহাদিগের আর একটী গুণ এই যে, এই জাতীয় ষাঁড়, যে জাতীয় গাভীতে উপগত হয়, তাহাতেই তাহাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গো উৎপন্ন করে। তৎজন্যই বিদেশে এই জাতীয় গাভীর এত আদর। ইহারা বৎসরে ৬৩২ গ্যালন পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। কোন কোনটী ১৫ বৎসর এইরূপ দুগ্ধ দেয় ও ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

লিঙ্কলন সায়ার লাল ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গো।

ইংলণ্ডের আদিম বন্য ও পার্ব্বতীয় গোদিগের সহিত ফ্রিজলেণ্ড, জাট্‌লেণ্ড, হোলষ্টীন ঔপনিবেশিকগণের সহিত তদ্দিগের স্বদেশ হইতে ৪৪৯ হইতে ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে আনীত গো এবং পরবর্ত্তী সময়ে ডাচ্‌গণের আনীত এবং ইয়র্ক সায়ার ও ডারহাম সায়ার হইতে আনীত ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গোগণের সংযোগে এক উৎকৃষ্ট জাতীয় লিঙ্কলন্ সায়ার লাল রঙ্গের ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গো উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৫ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে এই জাতীয় গোর তেমন কোন উৎকর্ষতা বাহিরে জানা ছিল না। ঐ খৃঃ অব্দে লেঙ্কলন্ সায়ারের সর্ট-হরণ নামক সমিতি ঐ জাতীয় গোর উন্নতির জন্য স্থাপিত হয়। এবং ১৯০৯ সনে ঐ স্থানে ৩২০টী ঐরূপ সমিতি গঠিত হইয়াছে। গোদিগের রেজেষ্টরী (Herd Book) হইয়াছে, তাহাতে ৫৬২৬টী বৃষের নাম রেজেষ্টারী হইয়াছে। রয়েল এগ্রিক্যালচারেল সোসাইটী অব ইংলণ্ডের কাডিফ নগরে একটি প্রদর্শনী হয়। তাহাতে এই জাতীয় গো প্রদর্শিত হয়, তখন ১৯০১ খৃঃ অব্দে ঐ সোসাইটী এই জাতীয় গো বিশেষ সম্মানসূচক গো বলিয়া উল্লেখ করায়, ঐ জাতীয় গোর সুখ্যাতি ইংলণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এই জাতীয় গোর ইয়র্কসায়ার ও ডার্হাম প্রভৃতি ক্ষুদ্রশৃঙ্গী গোর ন্যায়, বিশ্লেষত্ব এই যে, ইহাদের গায়ের রঙ্গ লাল। ইহারা কৃষিকার্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট, কষ্টসহিষ্ণু, অল্পাহারী এবং সাধারণতঃ নীরোগ। ইহারা অক্লেশে ইংলণ্ডের কঠোর শীত ও বর্ষার জল সহ্য করিতে পারে। ইংলণ্ডের কঠোর শীতের সময় যখন পূর্ব্ব-বায়ু বহিতে থাকে তখনও ইহারা অনাবৃত স্থানে বাস করিতে পারে। গাভীগণ দুগ্ধদান ত্যাগ করিলে অল্পদিনেই মোটা-সোটা হইয়া পড়ে। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিঃ টারনেল নামক গোপ দ্বারাই প্রথম এই জাতীয় গোর উন্নতি আরম্ভ হয়। এই গোপালক লাল রঙ্গের ষাঁড় দ্বারা গো জনন কার্য্য আরম্ভ করেন। এখন ইহাদিগের শতকরা ৯৮টী গোই লালবর্ণের হইয়াছে।

কোট্স নামক পশুপালকের হার্ড বুকে (Herd Book) এই জাতীয় ষণ্ডের তালিকা করা হয়। তাহার পর হইতে এই গোজাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ফেভারিট ও কমেট নামক বৃষদ্বয় অতি উৎকৃষ্ট। কমেট ৬ বৎসর বয়সে ১৫০০০ হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল ও লেডি ও লরা নামক গাভীদ্বয় অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল। ইহাদের বংশধরেরাই এখন ঐ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো। এই জাতীয় উৎকৃষ্ট গাভী একদিনে ৮৭॥০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চেটারটন নামক গো-পালকের এক প্রসিদ্ধ গাভীর আলকেমা নামক এক বৎসতরী হয়; উহার সহ একজিটারের মার-কুইসের পঞ্চমডিউক নামক বৃষের সংযোগে হারকুইলিশ নামক এক বৃষ হয়। তদ্দ্বারা অতি অল্প সময়ে ঐ প্রদেশের গোজাতির আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রয়েল লিঙ্কলন্ সায়ারের প্রদর্শনীতে উহারাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মিঃ ইভান্স নামক গো-পালকের বাথানের (Dairy) সুখ্যাতি সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে। তাহার গোগণ দুগ্ধ ও মাখন দানের জন্য ইংলণ্ডের বহুপ্রদর্শনীতে ও লণ্ডন, ডাবলিন, বেলফাষ্ট প্রভৃতির দুগ্ধপরীক্ষায় (Milking trial) বহুবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার একটী গো ৩৪ মাসে ৩৬৭৩ গ্যালন অর্থাৎ ৪৫৯/৫ দুগ্ধ দিয়াছে।

হেরিফোর্ড সায়ার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই জাতীয় গোর কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উইলিয়ম মার্শেল সাহেব ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এক পুস্তক প্রণয়ন

করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হেরিফোর্ড, ডিভন, গ্লাচেষ্টার এবং উত্তর ওয়েল্‌শ জাতীয় গোগণ মূলতঃ, এই জাতীয় গো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের হেরিফোর্ড সায়ারের ভূমি, জল ও বায়ু এই জাতীয় গোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; তজ্জন্য তথায় ইহারা উত্তমরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হেরিফোর্ড সায়ারের কৃষকগণের বহু যত্ন ও চেষ্টার ফলে, এই জাতীয় গো বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অত্যন্ত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

১৮৪৬ খৃঃ অঃ মিঃ টিঃ সিঃ ইটন সাহেব হেরিফোর্ড গোগণের হার্ডবুক লিখিয়াছেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ইয়েট সাহেব তৎপ্রণীত গো-পালন গ্রন্থে লিখিয়া ছেন যে, এই জাতীয় গোর মুখ, গলদেশ ও উদর সাদা, শরীরের রং গাঢ় লাল। এই কারণে এই জাতীয় গোগণকে অন্যান্য গোজাতি হইতে বাছিয়া লইতে পারা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, মণ্টগোমারী জাতীয় গোর সহিত ইহাদের সঙ্কর উৎপাদিত হওয়াতে ইহাদের মুখের রং সাদা হইয়াছে। ইহাদের মুখের শ্বেতবর্ণ এই জাতীয় গোর বিশেষ চিহ্ন।

বেঞ্জামিন টম্‌কিন্স সাহেব এবং তাহার সন্তান সন্ততিগণ এই জাতীয় গোর উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। টম্‌কিন্স পরিবার পুরুষানুক্রমে গো পালন করিতেন, কিন্তু বেঞ্জামিন টম্‌কিন্স সাহেব এই বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃঃ অঃ টমকিন্স সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার ২৮টী গোরু গড়ে প্রত্যেকটী গো ২২৫০, টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। এই জাতীয় উৎকৃষ্ট গো সাধারণতঃ ২।৩ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। এই জাতীয় গো অন্যান্য বিষয়ে ইংলণ্ডের খর্ব্বশৃঙ্গী গোজাতির সমকক্ষ ; কিন্তু তাহাদের মত দুগ্ধবতী নহে। ইহারা অত্যন্ত শান্ত ও ধীর। সহজেই মোটা হয়। ইহারা মাংসের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় সকল গোরুই এক বর্ণের হয়। শরীরের অধিকাংশ ভাগের বর্ণ গাঢ় লাল। মুখ, মস্তক, গলদেশ বক্ষঃস্থল, শরীরের নিম্নভাগ, পদসকল, এবং লেজের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ। লোম সকল কোমল, কোঁকড়ান, ও পরিমাণ মত লম্বা। বক্ষঃদেশ প্রকাণ্ড ও গভীর, শৃঙ্গ সাদা। বৃষের শৃঙ্গ নিম্নদিকে ও গাভীর শৃঙ্গ উর্দ্ধদিকে বক্র। ১৮৮৯ খৃঃ অঃ আমেরিকা দেশে এই জাতীয় শৃঙ্গহীন (মেনা) গোরু উৎপাদিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডে এই জাতীয় গোর সাহায্যে কৃষিকার্য্য করা হইত।

বর্ত্তমানকালেও মানচেষ্টারের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে এই জাতীয় গোর সাহায্যে কৃষিকার্য্য করা হয়। এই জাতীয় গো বহুদিন পর্য্যন্ত অনাবৃত স্থানে থাকিতে সক্ষম। অষ্ট্রীলিয়া দেশে সময় সময় বহুদিন ব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। তখন ইহারা সবল দেহে ও সুস্থ শরীরে থাকে। বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়াও অন্যান্য গোরুর ন্যায় ক্লান্ত ও অবসন্ন হয় না।

১৮৫৫ খৃঃ ভারত সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট উইণ্ডসরের ফ্লেমিস গোশালায় এই জাতীয় গোর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তদীয় পুত্র মহারাজ সপ্তম এড্ওয়ার্ড এই জাতীয় গোর জন্য বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। (১)

ষ্টোন সাহেব কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে এই জাতীয় গো আমেরিকার ক্যানাডা প্রদেশে নীত হয়। ১৮৮০ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ অঃ মধ্যে উক্ত রাজ্যে যত গোরু নীত হইয়াছে; তাহার অধিকাংশই হেরিফোর্ড জাতীয়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশ সমূহে ও নিউজিলেণ্ডে এই জাতীয় গো অধিক পরিমাণে নীত হইয়া আশ্চর্য্য জনক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জাতীয় গোর সাধারণ গুণ এই যে কোন কৃত্রিম খাদ্য ব্যতীত কেবল মাত্র ঘাস খাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। ১৯০২ খৃঃ অঃ ইণ্ডিয়ানাপোলীসের নিলামে তিন বৎসর বয়স্ক একটী বৃষ ১০০০০৲ দশ হাজার ডলারে বিক্রীত হইয়াছিল। সেই বৎসর আর একটি ষাঁড় চিকাগো সহরে ৯০০০০ ডলারে বিক্রীত হইয়াছিল। এই জাতীয় তিন বৎসরের একটি ষাঁড় ওজনে ২০।২৫ মন হইয়া থাকে।

নর্থ ডিভন ও সাউথ ডিভন।

ইহাদিগকে পশ্চিমা চুনী (The rubies of the west) বলে। ইহাদের গায়ের রং উজ্জ্বল, এই জন্যই উহারা এই নামে খ্যাত। ইংলণ্ডের গোজাতি মধ্যে

---

(১) Prince Albert, the late Queen Victoria's Royal Consort laid the founderation of the herd at the Flemish 'Farm Windsor in 1855, and many prizes were obtained by the queen, and more recently by her son, His Majesty king Edward VII. The splendid bull Fire King was bred by His Majesty at the Royal Farm, Windsor, and was awarded first prize as well as being the champion in the Aged Bull class at Park Royal in 1905.

p. 14, S. C. M. Agriculture Vol. 7.

এই জাতীয় গো হেরিফোর্ড, গলওয়ে, প্রভৃতি গোজাতির ন্যায় প্রসিদ্ধ না হইলেও উহা একটি উৎকৃষ্ট প্রসিদ্ধ জাতি। ইহাদের শরীরের গঠন ও বর্ণ সুন্দর; ইহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে। উত্তর ডিভন ও দক্ষিণ ডিভন। উত্তর ডিভন জাতীয় গো অপেক্ষা দক্ষিণ ডিভন জাতীয় গো অপেক্ষাকৃত বড়। ইহাদের তল-পেটের নিকটের কতক স্থান সাদা বা কাল। শৃঙ্গ সাদা ও খর্ব্ব। গাভীর শিং ঊর্দ্ধদিকে ও বৃষের শিং নিম্নদিকে বক্র। মুখ ছোট ও সরু, মস্তক ছোট, চক্ষু উজ্জ্বল, নাক সাদা, কান পাতলা, গঠন মধ্যম, ললাট ও পশ্চাৎদেশ প্রশস্ত।

উত্তর ডিভন-গো পার্ব্বত্য ভূমিতে ও দক্ষিণ ডিভন-গো নিম্ন ও সমতল ভূমিতে দেখা যায়। কোয়ার্টলি পরিবার বিশেষতঃ ফ্রেনসিস্ কোয়ার্টলি এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এই জাতীয় একটি গো সাধারণতঃ ৪৫০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। ইহাদের সাধারণ ওজন ১০।১২ মণ কিন্তু মোটা হইলে ২০।২৫/ মন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় গো তেমন প্রচুর দুগ্ধবতী নহে। প্রতি দিন ২০।২২ সের দুগ্ধ দেয়, তবে তাহাতে মাখনের ভাগ অধিক। একটী গাভীর দৈনিক দুগ্ধে আধসের হইতে তিন পোয়া পর্য্যন্ত মাখন প্রস্তুত হয়। উরুগোয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অল্লাধিক পরিমাণে এবং জাপানে এই জাতীয় গো অধিক পরিমাণে নীত হইয়াছে। ইহাদের স্বামীগণ দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন।

জল, বায়ু, ভূমি ও ঘাসের উপর এই জাতির আকৃতি, গঠন, বর্ণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ভর করে। যে সকল গো প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে, সাধারণতঃ তাহারা আকারে বৃহৎ হইয়া থাকে। এই জাতীয় বৃষের জন্য স্মিথফিল্ড ক্লাবের গোপ্রদর্শনীতে সাম্রাজ্ঞী ১ম পুরস্কার ও প্রিন্স অব্ ওয়েল্স ৩য় পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দীর্ঘশৃঙ্গী গো।

এই জাতীয় বিলাতী গোর মধ্যে ছোট, বড় দুইটী শ্রেণী দেখা যায়। ছোট জাতীয় গো পার্ব্বত্য ও জলা-ভূমিতে দৃষ্ট হয়। দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্তও এই জাতীয় গো পোষণ করিয়া থাকে। ইহারা প্রচুর দুগ্ধবতী ও সহজেই মোটা হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে মাংসের জন্য ব্যবহার করে। বড় জাতীয় গো সমভূমিতে ও উর্ব্বরা স্থানে দৃষ্ট হয়। ১৭২০ খৃঃ অঃ সার টমাস গ্রিজলি সাহেব এই জাতীয় বিশুদ্ধ
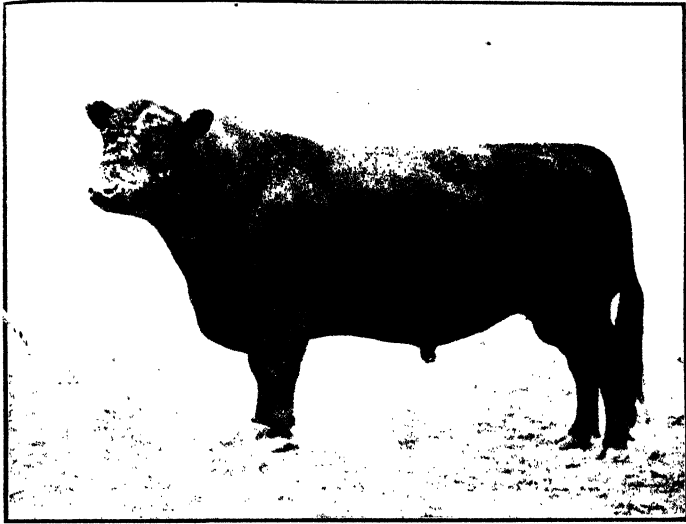
গ্যালোয়ে বৃষ
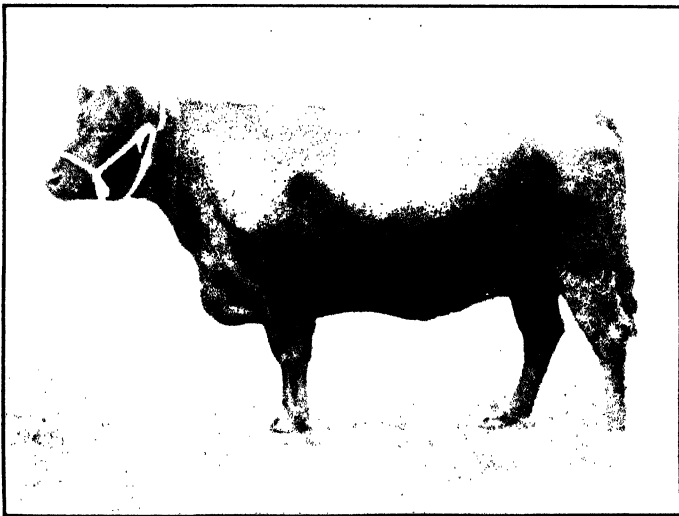
গ্যালোয়ে গো

একপাল গো পোষণ করিতেন। তাহার নিকট হইতে গো ক্রয় করিয়া ক্রমে ওয়েল্‌সি, ওয়েলষ্টার, বেইকওয়েল সাহেব এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি করেন; কিন্তু বেকওয়েল সাহেবের একটি বিশেষ দোষ ছিল যে তিনি কেবল মাংস বৃদ্ধির উন্নতি করিতেন, কিন্তু দুগ্ধ-বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করেন নাই। বেকওয়েল সাহেবের মত অনুসরণে তাহার পরবর্ত্তী উৎপাদকগণের সময়ে (১৯ শতাব্দীতে) এই জাতীয় গোর অবনতি হয়। তৎপরে ১৮৯৯ সনে এই জাতীয় গোর উন্নতির চেষ্টা হয়। বর্ত্তমানে তাহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে মাখন ও পনীর প্রস্তুত করা কৃষকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই বিষয়ে খর্ব্বশৃঙ্গীগো দীর্ঘশৃঙ্গীগোর সমকক্ষ হইতে পারে নাই। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দীর্ঘশৃঙ্গী গোর দুগ্ধে অধিক পরিমাণে পনীর হয়। ইহাদের শরীর লম্বা, পা ছোট, শৃঙ্গ লম্বা পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত ও সমান। চর্ম্ম ঘন লোমে আবৃত। তজ্জন্য তাহারা শীতকালেও শীত-বাত সহ্য করিতে পারে। ইহাদের উধ বৃহৎ এবং বাট বড় বড়। ইহারা দৈনিক ১২।১৩ সের দুগ্ধ দেয়। একটি গোর দুগ্ধে সপ্তাহে নয় সের মাখন প্রস্তুত হয়। ইহারা অল্পভোজী। সোয়া তিন বৎসর বয়স্ক এই জাতীয় একটি বৃষ ১৮০৫ সালের প্রদর্শনীতে কঠিন প্রতিযোগীতার মধ্যে মেক্সিমাম্ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। উক্ত বৃষ ওজনে ২৭/৬ সের, এবং নিলামে ৬০০ টাকার বিক্রীত হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃঃ অঃ আরডেণ্ট কঙ্কারার (Ardent Conqueror) নামক একটি বৃষ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রথম ও অন্যান্য পুরস্কার এবং সিল্‌ভার কাপ (Silver Cup) প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শৃঙ্গহীন লাল গো। (Red Polled)

পাউয়েল (Powell) সাহেব এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। এই জাতীয় গোর শিং নাই। এবং শরীরের রং রক্তবর্ণ, তজ্জন্য খুব সুন্দর দেখায়; ইহাদের গলকম্বল নাই, পা গুলি ছোট ও সরু, শরীর বৃহৎ, লেজ খাট, উধ বড়, দুগ্ধনালী মোটা। ইহারা প্রচুর দুগ্ধদাত্রী। এই জাতীয় গাভীর বিশেষত্ব এই যে, ইহারা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এমন কি প্রসবের অল্প সময় পূর্ব্বেও দুগ্ধ দেয়। এই জাতীয় একটি গাভীর ইতিহাস অতীব চমৎকার। ঐটি প্রথম প্রসবের পর ৫০৯ দিনে ১৩৪৷৯৴ ছটাক দ্বিতীয়বার ৩৯৪ দিনে ১৪৩/৫৷ দুগ্ধ দিয়াছিল তৃতীয়বার প্রসব হওয়ার পর আর প্রসব হয় নাই। ১৮৯০ সনের ১১ই মে

হইতে ১৮৯৯ সনের ২৮ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৯ বৎসর ৪ চারি মাসে ৬৩২।৬৷৷ সের দুগ্ধ দিয়াছিল। এই গাভীটী ১২ বৎসর ৯ দিনের মধ্যে কেবল ৫১ দিন দুগ্ধ দেয় নাই। সর্ব্বসমেত এই গাভীটী ৯০২/৮/ ছটাক দুগ্ধ দিয়াছিল (১)। এই জাতীয় আর একটি গাভী ৩২৮ দিবসে ১৬৯৷৷৮৷৷ সের দুগ্ধ দিয়াছিল। সাধারণতঃ এই জাতীয় গোর মূল্য ৫।৬ শত টাকা। ইহাদের একবৎসর বয়স্ক একটি ষাঁড় ৪৫০০৲ টাকা ও এক বৎসর বয়স্ক একটি বৎসতরী ৩০০০৲ টাকায় ক্রীত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় নীত হইয়াছে।

আমাদের দেশে এই শৃঙ্গহীন গো নাই। ইউরোপে এই গো জাতির কখন কোথা হইতে আবির্ভাব হইয়াছে তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। ডারউইন সাহেবও কখন গো-জাতি শৃঙ্গহীন হইল, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও মতে উহা আমেরিকা হইতে আমদানি হইয়াছে। ক্ষুদ্র শৃঙ্গীর সহিত শৃঙ্গহীনের সংযোগেই এই জাতীয় গো উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের উৎপত্তি যেরূপেই হউক ডারহাম ও হেরিফোর্ড শৃঙ্গহীন গো, উত্তর ও দক্ষিণ ডিভনসায়ার গো-জাতির উন্নতি ও বৃদ্ধি কল্পে বহু সমিতি গঠিত হইয়াছে। সম্রাট পঞ্চমজর্জ রয়েলকাভস্ উণ্ডসর নামক (Royal Calves Windsor Society) সমিতির একজন সদস্য। শৃঙ্গহীন গোগণ যেমন শান্ত; তেমন দুগ্ধ দায়িকা। এই জাতিতে জায়েণ্ট, উইলসন্ প্রভৃতি বৃষ এবং লবা বিইটি প্রভৃতি গাভী আছে।

ডারহাম ও ইয়র্কসায়ারী গো।

টীজ নদীর দুইদিকে ডারহাম ও ইয়র্কসায়ার নামে ইংলণ্ডের দুইটী প্রদেশ আছে; উহারাই ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গোর প্রধান উৎপত্তি স্থান। ইহাদের গোগণের

(১) One cow's history is probably without a parallel. ......began her carrier with 11,178¼ lb of milk in 509 days; next 11,405½ lb in 394 days. In dropping her third calf, she became incapable of further breading. From May 11, 1890, was in milk till September 28, 1899. Her total milk yied, with only 51 days cessation, in 12 year 9 days, was 63221¾ lb. While yet giving 6.19 lb of milk per day......She was slaughtered.

S. C. M. Agriculture.

পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি আছে। বিস্তৃত বিবরণ ক্ষুদ্র শৃঙ্গী-গো নামাকরণে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ সম্রাট ৫ম জর্জ্জেরও এই জাতীয় গো আছে, তাহারা গো প্রদর্শনীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাসেক্স।

এই গো সাসেক্স, কেন্ট, মারে প্রভৃতি প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জাতীয় গো আকৃতি, প্রকৃতি, ও বর্ণ সৌসাদৃশ্যে দক্ষিণ ডিভন জাতীয়ের একই বংশ বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রও বৃহৎ দুইটী বিভাগ আছে। সাসেক্সের উৎকৃষ্ট গোষ্ঠ-ভূমির জন্য তথাকার গো বৃহদাকার হইয়াছে। গাড়ীটানা, মোটবহন করা, প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষুদ্রায়তন গোগুলির ন্যায় দ্রুতগামী গো আর ইংলণ্ডে নাই। প্রতি-দিন ১৫ মাইল করিয়া বোঝাসহ ক্রমাগত বহুদিন চলিতে পারে। লর্ড সেফিল্ড লিখিয়াছেন যে, এই জাতীয় একটি গো ১৬ মিনিটে ৪ মাইল বেশ দৌড়িয়া আসিয়াছিল। ইহাদিগের মুখে লাগাম দিয়া ঘোড়ার ন্যায় চালান যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় গাভী দুগ্ধবতী নহে। গাভীগণের যে দুগ্ধ হয় তাহাতে বৎস রক্ষা হওয়াই কঠিন। বাঙ্গালি-গোর ন্যায় গো-বৎস গাভীর সঙ্গে সারাদিন চরিয়া বেড়ায়। পরে রাত্রিতে বাছুর পৃথক থাকে। প্রাতে যৎসামান্য দুগ্ধ দেয়। অতি অল্পবয়সেই ইহারা পূর্ণতা লাভ করে এবং নানাবিধ পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। বৃষগুলি ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রমের কার্য্য করে। তৎপর তাহাদিগকে খাওয়াইয়া মোটা করিয়া মাংসের জন্য বিক্রয় করা হয়। ইংলণ্ডে ইহাদের বিশেষ আদর। ইহাদের মুখ চ্যাপ্টা, পেট ও পিঠ উভয়ই সরল রেখার ন্যায়; হাড় মোটা ও দৃঢ়।

ওয়েলশদেশীয় গো।

ওয়েলসের কালবর্ণ গোজাতিই এই প্রদেশের আদিম গো। সাদা ও কালবর্ণের গো সেক্সন ও রোমান দিগের সময় আনীত হইয়াছে। সাউথ ওয়েলসের গো দুগ্ধ দেয় বটে কিন্তু নর্থ ওয়েলসের গো তেমন দুগ্ধ দেয় না। ইহারা অল্প খাইয়াই পরিপুষ্ট হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে পালন করা সহজ। ইহাদিগের শৃঙ্গ লম্বা। ওয়েলসের কাল গো-সমিতি এই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন।

ফক্‌লেণ্ড গো।

ইংলণ্ডের রাজা ৭ম হেনরী তাঁহার কন্যা মারগরেটকে স্কটলণ্ডের রাজা ৪র্থ জেমসের সহিত বিবাহ দিয়া যৌতুক স্বরূপ ৩০০ শত গাভী দিয়াছিলেন। স্কটলণ্ডের রাজপরিবার অধিকাংশ সময় ফক্‌লেণ্ডের রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন। ঐ সকল গো উক্ত ফক্‌লেণ্ডে থাকিত বলিয়া উহাদের বংশাবলীকে ফক্‌লেণ্ড গো বলে।

এবার্ডিন-এঙ্গাস গো।

স্কটলণ্ডের এইজাতীয় গো অতি প্রসিদ্ধ। ইহাদের আদি বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে এই জাতীয় গো সম্বন্ধে অতি যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। তবে ইহাদিগের প্রকৃত উন্নতি ইংলণ্ডের অন্যান্য গোজাতির ন্যায় ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের পরবর্ত্তী সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অত্যল্পকাল মধ্যেই, ইহাদের আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ওয়াট্‌সন নামক কোন যুবক তাহার পিতার নিকট হইতে ৬টী ভাল গাভী এবং একটী কৃষ্ণবর্ণের শৃঙ্গহীন ষাঁড় প্রাপ্ত হন। কিন্তু যুবক ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার ঐ সকল গো বিক্রয় করিয়া, বিক্রয় লব্ধ অর্থে ১০টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৎসতরী ও একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া, উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সংযোগ দ্বারা অতি অল্প কালেই কতকগুলি খুব ভাল শ্রেণীর গো উৎপাদন করাইয়াছিলেন।

এই গো পালকের পরবর্ত্তী ফার্‌গুসান প্রভৃতি কয়েকজন গোপালক এই জাতির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু (১৮০৫ হইতে ১৮৮০ খৃঃ অঃ) মেকম্বি নামক এবার্ডিন সায়ার-নিবাসী কৃতি, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ একজন গো-পালক ওয়াটসনের পদানুসরণে অতি আশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন এবং তাহার বিশেষ যত্নে, কৃতিত্বে ও বিচক্ষণতায় এই এবার্ডিন এঙ্গাস জাতীয় গো পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচুর দুগ্ধদাত্রী গোশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। ১৮৫৬, ১৮৬২ এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে পেরিস ও ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে (Poissy) পইসি প্রদর্শনীতে মেককম্বির-গো দৃষ্টে পৃথিবীর লোক চমৎকৃত হইয়াছিল। এই সকল প্রদর্শনীতে এই জাতীয় গো কয়েকটী স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হয়। ইহার ৪ বৎসর বয়স্ক ব্ল্যাক্‌প্রিন্স নামক যণ্ড সমস্ত উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ভারতেশ্বরী

মহারাণী ভিক্টোরিয়া উহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার উইণ্ডসর প্রাসাদে আনিয়াছিলেন।

শৃঙ্গহীন গোজাতীর বংশাবলী (Herd book) প্রথম ১৮৬২ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

এবার্ডিন এঙ্গাস গো দুগ্ধের পরিমাণে ও নবনীর গুণে অত্যুৎকৃষ্ট। ইহাদের দুগ্ধে নবনীর পরিমাণ অধিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরের মধ্যেই এই জাতীয় গো পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা উত্তর আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইয়াছে।

এই জাতীয় গো মাংস-খাদ্যের জন্যও প্রসিদ্ধ। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোর জন্য চেলেঞ্জ কাপ দিয়াছিলেন। তাহা কয়েকবারই এবার্ডিন এঙ্গাস্ জাতীয় গোই প্রাপ্ত হইয়াছে। চিকাগো ইণ্টার নেসনেল প্রদর্শনীতেও এই জাতীয় গো তিনবার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জাতীয় তিন চারি বৎসর বয়স্ক একটী যণ্ডের ওজন ৩৩/ মণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই গো জাতির উন্নতির জন্য যে সমিতি আছে, তাহার সভ্য সংখ্যা ৫১২, ও ৬৭৯৯৮টী গো রেজেষ্টরী করা আছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম উত্তর আমেরিকায় এই গো নীত হয়, এবং এখন তথায় এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার সভ্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার ও গো বংশাবলী (Herd book) ১৬ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লক্ষাধিক গো রেজেষ্টারী হইয়াছে। আমেরিকার কি আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে!

আয়ার সায়ার গো।

স্কট্‌লণ্ডের আয়ার নামক কাউন্টি, এই জাতীয় গো গণের আদিম জন্মভূমি। এই স্থানটি বাথানের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। এখানে উৎকৃষ্ট গোচরণ মাঠ আছে। শস্য অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই স্থানের অধিবাসীগণ ও গোগণ কষ্ট সহিষ্ণু। ৬০ বৎসর যাবৎ এই স্থানের গোগণের সুখ্যাতি বাহিরে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইতেছে। ইহারা যেমন ভিন্ন স্থানের শীতাতপ সহ্য করিতে পারে বিলাতী অন্য কোন গো তাহা পারে না।

আয়ার সায়ার গোগণ মধ্যমাকৃতি, ওজনে ১২॥ মণ। ইহারা হ্রস্ব পদ; লাল ও সাদা বর্ণে চিত্রিত, কখন বা শুধু লাল বা শুধু সাদা হইয়া থাকে।

ইহারা অল্পাহারী, সুতরাং বাথানের জন্য উৎকৃষ্ট। ইহাদের দুগ্ধ গুণেও ভাল। মোটামুটি খাদ্য পাইলেই ইহারা বার্ষিক ৭৫৲ মণ দুগ্ধ দেয়।

ইহার	৭৮টি	গাভী	এক বর্ষে	৮০০০	পাউণ্ড	দুগ্ধ দিয়াছে। (১)
”	৫০টি	”	”	৮৫০০	”	”
”	৪৩টি	”	”	৯০০০	”	”
”	১৭টি	”	”	৯৫০০	”	”
”	১৪টি	”	”	১০০০০	”	”
”	৭টি	”	”	১০৫০০	”	”
”	৬টি	”	”	১১০০০	”	”
”	৪টি	”	”	১১৫০০	”	”
”	২টি	”	”	১২০০০	”	”
”	১টি	”	”	১২৫০০	”	”

গলওয়ে গো।

গলওয়ে, স্কটলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অতি প্রাচীন প্রদেশ। ঐ প্রদেশের গোই ঐ নামে খ্যাত। ইহাদের শৃঙ্গ নাতিদীর্ঘ ছিল কিন্তু গোপালকদিগের যত্ন ও চেষ্টায় ইহারা সম্পূর্ণ শৃঙ্গহীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে আরল অব সেল্‌কার্ক এবং তৎপুত্র লর্ড ড্রুয়ার কর্তৃক এই গো জাতির উন্নতি আরম্ভ হয়।

ষ্টিনচার নামক উপত্যকা প্রদেশে তিন সহস্র কৃষ্ণবর্ণ গো বিচরণ করিত এবং বেলডুনে সার ডেবিড্ ডানবারের এক সহস্র গো ছিল।

১৮২১ সনে হাইলেণ্ড সোসাইটীর গো-প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। ১৮৭৭ সনে গলওয়ে গো-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গো-বংশাবলী (Herd Book) প্রকাশিত হয়। তাহাতে ৫০০ গোর নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃঃ অব্দে ৩০০০০ হাজার গো সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

---

(১) The Journal of Dairying and Dairy farming in India July 1914, p. 310.

এই গো-জাতি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। অয়ার-সায়ার কি অন্য বাথানের গাভীর ন্যায় ইহারা তেমন দুগ্ধবতী নহে। ইহাদিগের দুগ্ধে নবনীর ভাগ অধিক। একটী গাভীর এক দিবসের দুগ্ধে প্রায় /১ সের মাখন হয়।

ইহাদের সঙ্কর উৎপাদনের বিশেষত্ব আছে। এই জাতীয় বৃষ অন্য যে কোন গোর সহিত মিলিত হয় তাহাতেই এই জাতীয় গো উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের প্রভূত গো উত্তর আমেরিকা, গ্রীস্, কানেডা সাইপ্রাস, রুষিয়া এবং পেটা-গোনিয়াতে নীত হইয়াছে।

পশ্চিম-হাইলেণ্ডার গো।

স্কটলণ্ডের পশ্চিম-হাইলেণ্ডে, সমুদ্রোপকূলে ও পার্থসায়ারে এই জাতীয় গো দৃষ্ট হয়। ইহাদের শরীর ঘন, লম্বা লোমে আবৃত। এইজন্য ইহারা কঠোর শীত সহ্য করিতে সমর্থ। অতি পূর্ব্বকালে ইহাদিগকে কাইলো (Kyloe) বলিত। ইহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, ইহারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি সকল ঋতুতেই অনাবৃত অবস্থায় থাকে, ইহারা ক্ষুদ্রকায় ও বিস্তৃতশৃঙ্গী। দৈনিক /৫ সের মাত্র দুগ্ধ দেয়, কিন্তু দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে নবনীর ভাগ অত্যধিক। এই জাতীয় গোর উন্নতির জন্য সমিতি গঠিত হইয়াছে, এবং তাহাতে ইহাদের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। প্রাচীনকালে ইহাদের আদিম অবস্থায়, ইহাদের ওজন ৩৷৷০ মণ হইতে ৪/ পর্য্যন্ত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে উক্ত সমিতির যত্ন ও চেষ্টায় ইহাদের ওজন ১৮৷১৯/ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা মহিষ ও গো এই দুই জাতির মধ্যবর্ত্তী পশু। ইহাদের শরীরের গঠন অনেকাংশে আরণ্য গয়েলের ন্যায়। কাইলো গোর সহিত মহিষের সঙ্কর উৎপাদন করিয়া নর্দ্দাম-বারলেণ্ডের ডিউক আশাতীত ফল পাইয়াছেন।

আইরিস গো।

কেরী ও ডেক্স্টার।

আয়র্লণ্ডে কেরী ও ডেক্ষ্টার এই দুই জাতীয় গো আছে। কেরী জাতীয় গো খর্ব্বাকৃতি ও অল্পভোজী, ইহারা দরিদ্রের গো। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অধিক দুগ্ধদাত্রী এবং সহজেই হৃষ্টপুষ্ট হয়। ইহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু কটাবর্ণ, কাল ও সাদা, এবং কাল ও কটা মিশ্রিত বর্ণের গোও দৃষ্ট

হয়। ইহাদের শৃঙ্গ নাতিদীর্ঘ, উর্দ্ধদিকে বক্র হইয়া উঠিয়াছে। শৃঙ্গেরবর্ণ সাদা কিন্তু অগ্রভাগের বর্ণ কাল। চক্ষু উজ্জ্বল, গঠন সুন্দর ও চর্ম্ম কোমল। একটী ৮।৯/ মণ ওজনের গাভী একবার প্রসবে ৬০/ মণ দুগ্ধ দিয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রদেশের এই জাতীয় গো হইতে ডেক্স্টার সাহেব এক স্বতন্ত্র জাতীয় গো উৎপন্ন করিয়াছেন। তাই ইহারা কেরীডেক্স্টার নামে খ্যাত। ইহাদের গঠন গোল, পা ছোট; ইহারা খুব বলিষ্ঠ। ইহারাও কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু লাল ও সাদা মিশ্রিত বর্ণেরও গো দৃষ্ট হয়। ইহারা শান্ত, কিন্তু কেরী জাতীয় গোর ন্যায় দুগ্ধদাত্রী নহে। ধনী, দরিদ্র সকলেই ইহা পুষিতে পারে। কেরী প্রদেশের অনেকস্থান পর্ব্বত, প্রান্তর ও জঙ্গলময়। তথায় ইহারা অনাবৃতস্থানে থাকিয়া শীতকালেও আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবল বায়ু ও ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসের আর্লণ্ডের কৃষকপত্রিকায় (Farmer Gazzetteer) কেরী ও ডেক্স্টার গো-জাতীর রেজেষ্টারী প্রকাশিত হয়। ইহাদিগকে রয়েল ডাবলিন সোসাইটীর প্রদর্শনীতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখান হইয়াছে। এই সোসাইটী কেরী ডেক্স্টার গোর রেজেষ্টারী পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে নরউইচ্ সায়ারের কৃষি সমিতির (Agricultural Society) প্রদর্শনীতে একটী তিন বৎসর বয়স্ক গাভীর ওজনের জন্য রবার্ট্সন সাহেব পুরস্কৃত হন। উক্ত রবার্ট্সন সাহেবের চেষ্টায় ইংলণ্ডে এই জাতীয় গো সমাদৃত হইতেছে। তথায় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলিস কেরী এবং ডেক্স্টার সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে। ১৯০০ সনে একটী ডেক্স্টার হার্ডবুক প্রকাশিত হয়।

রয়েল ডবলিন সোসাইটীর হার্ডবুকে কেরী ও ডেক্স্টার গো-জাতীর নাম রেজেষ্টরী সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়।

(ক) যে সকল গোর নাম হার্ডবুকে আছে তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ।

(খ) যে সকল প্রদর্শনীতে এই সোসাইটীর মনোনীত পরিদর্শক আছেন, সেই সকল প্রদর্শনীর পুরস্কৃত গো। কৃষ্ণবর্ণের কেরী-জাতীয় বৃষ ও গাভী, যে সকল গাভীর পায়ের রং ও বৃষের নাভীর রং ধূসর। অল্প ২ শ্বেত, লাল, কাল বর্ণের ডেক্স্টার জাতীয় গো।

(গ) উক্ত সোসাইটীর মেম্বরগণ পরিদর্শন করিয়া যে সকল গোর নাম রেজেষ্টরী করিতে অনুরোধ করেন।
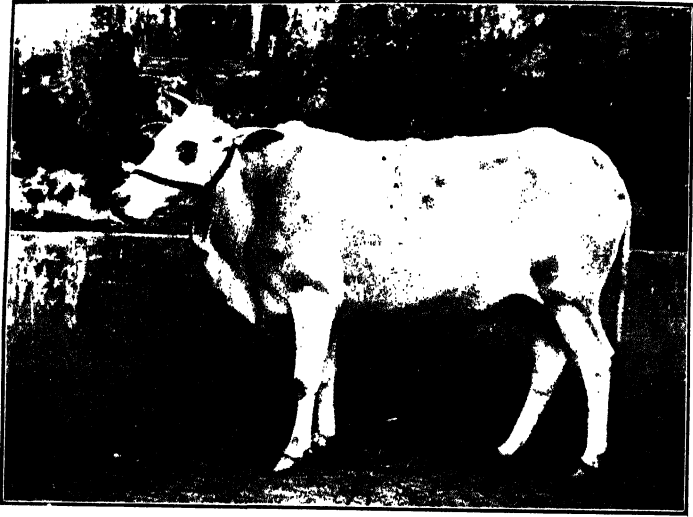
বাঙ্গালী গো।
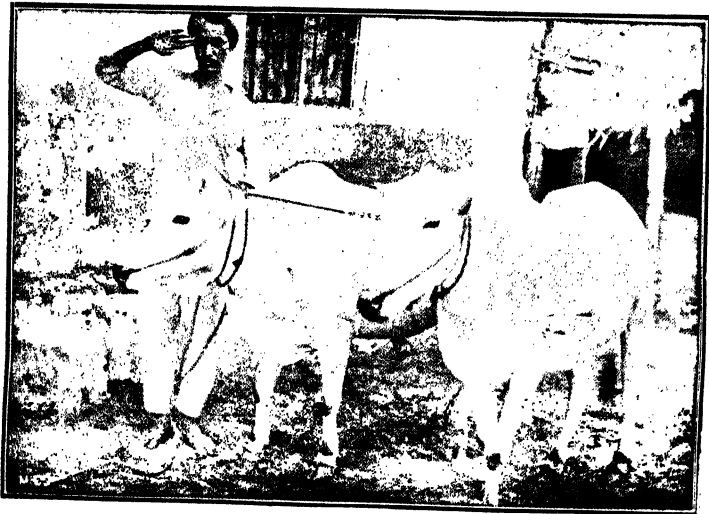
তাঞ্জোর গো।

ইংলিশ চেনেল দ্বীপপুঞ্জের গো।

জার্সি গো।

ইংলিশ চেনেল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জার্সি একটী দ্বীপ। এই দ্বীপের গো জার্সি নামে খ্যাত। এই জার্সি জাতীয় গো একটী উৎকৃষ্ট জাতি। ইহারা দুগ্ধের জন্যই বিখ্যাত। ইহারা প্রচুর দুগ্ধদাত্রী। মাংসের জন্য ইহাদিগকে পোষণ করা হয় না; কারণ ইহারা বেশী মোটা হয় না। পূর্ণবয়স্ক একটী গো ওজনে ৯।১০/ মণ হয়। ইংলণ্ডের সমস্ত গো-জাতীর মধ্যে ইহাদের দুগ্ধে নবনীতের ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৮।১৯ সের দুগ্ধে /১ সের নবনীত হয়। একটী গাভীর ১ বৎসরের দুগ্ধে ৪।০ মন নবনীত হয়। ইহাদের বর্ণ শুভ্র ও ধূসর; গঠন মাঝারি, সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাৎদেশ প্রশস্ত, গ্রীবা খর্ব্ব ও সরু। লেজ লম্বা, কাণ ছোট, চক্ষু উজ্জ্বল, মুখ মস্তক ছোট ও উন্নত। পৃষ্ঠদেশ নত। শিং ছোট ও সম্মুখভাগে নত। ইহারা ২ বৎসর বয়সে প্রসূত হয়। একবার প্রসবে, একটী গাভী প্রায় ৫৬৷০ সের দুগ্ধ দেয়।

এই দ্বীপে গোচারণ মাঠ নাই, গ্রীষ্মকালে দিবসে গোগণকে ঘাসে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহারা রাত্রিতে বাহিরেই নিদ্রা যায়, ও শীতকালে শুষ্ক ঘাস খায়। একটী গাভীকে /৪ সের খাদ্য দিলেই চলে। এই চারিসেরের মধ্যে /১॥০ সের জই, /১॥০ সের অর্দ্ধভাঙ্গা ডাইল, /১ সের কার্পাস বীজ দিলে ভাল হয়। এই দ্বীপে এই জাতীয় গো, সংখ্যায় অধিক নাই, মোট ১১০০০ হাজার গো আছে। তন্মধ্যে ৬০০০ হাজার গাভী দুগ্ধ দিতেছে। এই দ্বীপ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১০০০ হাজার গো ইংলণ্ডে, ১০০ ফ্রান্সে, ৯০০ ডেনমার্কে নীত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৪১৬টী গো ইউনাইটেড ষ্টেটে নীত হইয়াছে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জার্সি কৃষি সমিতির যত্নে জার্সি গো বংশাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলিস জার্সি গো সমিতি স্থাপিত হয়। তৎপর বৎসর ইংলিস জার্সি গো বংশাবলী পুস্তক প্রকাশিত হয়।

গারন্‌সি গো।

এই জাতীয় গো নর্ম্মেণ্ডী হইতে গারনসিতে আনীত হইয়াছে। উইলিয়াম দি কঙ্কারারের পিতার সময় এই জাতীয় গো যে ঐ দেশে ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। এই জাতীয় গো স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুগ্ধবতী। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গারন্‌সি

সমিতি স্থাপিত হয়। ঐ সকল গোর বংশাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল এগ্রিকাল্‌চারেল সোসাইটীর উইণ্ডসর প্রাসাদে যে প্রদর্শনী হয় তাহাতে এই জাতীয় গো (Champian frize) সর্ব্বপ্রধান পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত আমেরিকার কোন গোপালক ঐ গাভীটী ২২৫০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন।

কর্ণেল গ্লিনচের (Glynes) "গোলডেন্ হর্‌ন" নামক এই জাতীয় একটী গো বহু "চেম্পিয়ন" ও অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জাতীয় গো প্রচুর দুগ্ধ-দাত্রী। ইহাদের মস্তক দীর্ঘ, চক্ষু বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত, শৃঙ্গ বক্র, গলা লম্বা ও সরু। পৃষ্টদেশ গভীর; অন্যান্য বিলাতী গোর পৃষ্ঠের ন্যায় সরল রেখা ক্রমে অবস্থিত। পুচ্ছ সুদীর্ঘ ও ঘন লোমাবৃত, নাসিকা শুভ্র। দুগ্ধ-বাহিনী শিরা সকল কুঞ্চিত ও স্থূল, বাহির হইতে অতি স্পষ্ট দেখা যায়। ইহাদের উধ্ন অতি বৃহৎ ও বহু দুগ্ধধারণ করিতে পারে। বাট সকলও বৃহৎ, স্থূল, ও পরস্পর পৃথক ও চতুষ্কোণ ভাবে অবস্থিত। সাধারণতঃ কর্ণ ও পুচ্ছের অগ্রভাগ, শৃঙ্গমূল, দুগ্ধাধার এবং গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ। দুগ্ধ ও নবনীত পরীক্ষায় জানাগিয়াছে যে ইহারা অত্যুৎকৃষ্ট গো। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সাউদামটন রয়েল প্রদর্শনীতে ইহাদের উৎকৃষ্ট গাভী দৈনিক ।৯।৶০ ছটাক দুগ্ধ দিয়াছিল। এবং ঐ প্রদর্শনীর দুইবার পুরস্কার প্রাপ্ত গাভী ২৪ ঘণ্টায় ১/৪ সের দুগ্ধ ও অপর একটী পুরস্কৃত গাভী ১/১৷৹ সের দুগ্ধ দিয়াছিল। উপরোক্ত প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত নবনীত প্রদাত্রী গাভীর ২৪ ঘণ্টার দুগ্ধে ৵৫ তিন পোয়া নবনীত হইয়াছিল। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গাভীটীর দুগ্ধে প্রত্যহ /১/০ একসের একছটাক নবনীত পাওয়া যাইত। এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ষে ঐ প্রদর্শনীতে ফ্লোরেন্স নামক প্রসিদ্ধ গাভীর নব-নীতের পরীক্ষায় দেখাযায় যে, তাহার একদিনের দুগ্ধে /১৶ ছটাক নবনীত হইয়াছিল। এই জাতীয় গো সকল সাধারণতঃ ১৫ হইতে ২০ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে।

শীতকালে নবনীত-দাত্রী গাভীকে পামলিফ ও দুগ্ধদাত্রী গো সকলকেঁ বাকেট খাইতে দেওয়া হয়। ইহাদের মাংস, গোমাংস ভোজীদিগের পক্ষে সুস্বাদু নহে।

এই গাভী ও জার্সি গাভীগণের মাখন হরিদ্রাভ, ইংলণ্ডে সর্ট-হর্‌ণ গাভীর বাথানেও একটী, দুইটী জার্সি কি গারনসি গাভী রাখা হয়। এবং তাহাদের

নবনীত দ্বারা অন্য সকল গোর নবনীত রং করা হয়। ইহাদের গঠন বলিষ্ঠ, ইহারা কষ্টসহিষ্ণু, শীত বর্ষায়ও বাহিরে বিচরণ করিয়া ঘাস খাইতে পারে। ইহারা বৎসরের ৯ মাসই প্রত্যহ ⁄১৷৷৹ সের হইতে ⁄২৷৷৹ সের পর্য্যন্ত কার্পাস বীজের খৈল খাইয়া থাকে। আমেরিকানগণ এই জাতীয় গোর প্রধান খরিদ্দার। এই জাতীয় গো অল্পাহারী অথচ প্রচুর দুগ্ধদাত্রী, ইহাদের প্রতি যে যত্ন ও চেষ্টা করা হয়, তাহা কখনও বিফলে যায় না।

ইষ্টইণ্ডিয়ান গো।

ভারতবর্ষ হইতে নানাজাতীয় গো, সময় সময় ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে, তথায় গিয়াও ভারতীয় গো তাহাদের স্বীয় স্বীয় বংশের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইহারা একটি মানুষ পীঠে লইয়া ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে ১৬ ঘণ্টা চলিতে পারে। এবং ইহারা দৌড়িয়া অতি উচ্চ বেড়া ডিঙ্গাইয়া যাতায়াত করিতে পারে।

বাঙ্গলার গভার্ণর ভেরিলষ্ট সাহেব কতকগুলি গো ভারতবর্ষ হইতে লইয়া লর্ড বকিংহাম সাহেবকে উপহার দিয়াছিলেন। উহাদিগের বংশীয় গো এখনও ইংলণ্ডে বিদ্যমান আছে।

হলণ্ড।

ভারতবর্ষের গুজরাটের প্রদেশের ন্যায় ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তীদেশ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুগ্ধবতী গাভী এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দেশে নিম্নের তিন শ্রেণীর গো অতি প্রসিদ্ধ (১) হোলষ্টীন ফ্রিজিয়ান, (২) লেকেনফেল্ড বা ডচ্-বেল্ট, (৩) উত্তর হলণ্ডীয় গো।

এই দেশের গোগণ বৃহদায়তন বিশিষ্ট, ঘটোধ্নী, স্থির, ধীর, শান্ত ও দেখিতে মনোহর।

হোলষ্টিন ফ্রিজিয়ান।

নেদারলেণ্ডের উত্তর পশ্চিমাংশের নাম ফ্রিজিয়া। ফ্রিজিয়া, ও বটিভিয়া, ভাল (Vahal) ও রাইন নদীর উত্তর তীরের স্থান এই গোদিগের আদিস্থান। জার্ম্মেণীর অন্তর্গত হোলষ্টীন বন্দর দিয়া এই গো বিদেশে নীত হয়, বলিয়া আমেরিকাবাসীগণ ইহাদিগকে হোলষ্টিন ফ্রিজিয়ান বলিয়া অভিহিত

করেন। ফ্রিজিয়ার অধিকাংশ স্থান জলাভূমি বিধায় উহাতে শ্যামল ঘাস চির-কাল বিরাজিত, ঐ সকল শ্যামল ঘাসপূর্ণ স্থানই উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমি, ঐ গোচারের জন্যই ঐ প্রদেশের গোগণ এত উৎকৃষ্ট। এই স্থানের বৃষের পরিমাণ ২৪ হইতে ৩২ ইঞ্চি, এই স্থানের একটী গোষ্ঠ ১০০ একর জমীর অধিক নহে। এক একটী গোষ্ঠে গো-গৃহ, মনুষ্যের বাস গৃহ, এবং গো গ্রাসাগার থাকে।

মে মাসের প্রথমেই গোগণকে বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তথন অন্য খাদ্য দেওয়া হয় না। অক্টোবর হইতে ঘরে ঘাস খায়। তথাকার গোস্বামী-গণের গো পালন ভিন্ন অন্য কার্য্য নাই, তাই তাহারা গোগণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে পারে। সাধারণতঃ একটী গোষ্ঠে ৩০। ৩৫টী গো থাকে; এই জাতীয় গো সাদা ও কাল রঙ্গে মিশ্রিত। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই এইরূপ পাক্‌রা গো দৃষ্ট হয়; ইহাদিগকে সাদা পেটাও বলে।

ইহারা বড়, ছোট, মধ্যম এই তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে ও যে ভূমিতে বিচরণ করে, সেই ভূমির গুণানুসারে এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।

১ম শ্রেণী গো কাদা ভূমিতে, ২য় শ্রেণী চাষী জলাভূমিতে এবং ৩য় শ্রেণী বালুকাময় ভূমিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাদিগের শৃঙ্গ ছোট এবং সরলভাবে গিয়া অগ্রভাগ বক্র হয়।

অনেকের মতে ইহারাই ইংলণ্ডীয় ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গোর আদি বীজ। এই জাতীয় গাভীগণ বেশ দুগ্ধবতী, ইহাদিগকে ভাল আহার দিলে সহজেই মোটা হইতে পারে। পাতলা চর্ম্ম, কোমল চক্ষু, বৃহৎ মস্তক, কৃষ্ণবর্ণ কপালে সাদা চিহ্ন আছে। নাসিকা বিস্তৃত ও বৃহৎ, গলা সরু; ঘাড় হইতে লেজ পর্য্যন্ত সরল রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পালান ও বাঁট খুব পুষ্ট, তবে তেমন লম্বা নহে, দুগ্ধের শিরা সকল স্ফীত; দূর হইতেই পরিদৃষ্ট হয়। লেজ লম্বা, বৎসটী জন্ম মাত্রেই ১/৫ সের ওজন হয়, এক বৎসরের বক্‌না বাছুর ৮।০ সের, ষাঁড় বাছুর ৮৷৷৫ সের হয় এবং ৪ বৎসরের গাভীর ওজন ১৮/০ মণ হয়। গাভীগণ এক বিয়ানে গড়ে ১০০/০ মণ দুগ্ধ দেয়, কোন কোন উৎকৃষ্ট গাভী ২৬৮৵০ সের দুগ্ধ দেয়। ইণ্টারনেসনেল প্রদর্শনীতে ফ্রিজিয়ান গোই সর্ব্বাপেক্ষা দুগ্ধ ও মাখন দেওয়ার জন্য প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আমষ্টার্ডম ১৯০৪ খৃঃ অব্দে সেণ্টলুই প্রদর্শনীতে ইহারা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ প্রদর্শনীতে একটী গাভীর ১২০ দিনের দুগ্ধে ৪/৫সের মাখন উৎপন্ন হইয়াছিল।

কণ্ট্রোলীং এসোসিয়িসন ইহাদের আশ্চর্য্য উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের গোগণের দুগ্ধে মাখনের ভাগ ৩·১৫ ছিল, কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৩·২৮ হয়, ১৮৯৯ সনে ৩·৩৯, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৩·৪৬, ১৯০১ সনে ৩·৪৭, ১৯০২ সনে ৩·৪৯, ১৯০৩ সনে ৩·৫০, ১৯০৪ সনে ৩·৫২ হইয়াছে। এই সমিতির অধীন একটী গো ৩২৯ দিনে ২৩৩/৫ দুগ্ধ দিয়াছিল। একটী এই জাতীয় গো একদিনে ৩০ সের দুগ্ধ দিয়াছিল এবং শতকরা ৫·৯ ভাগ মাখন দিয়াছিল, আর একটী গাভী ৩৭০ দিনে ২০৫/মন দুগ্ধ দিয়াছিল, তাহাতে ৮/৮ সের মাখন হইয়াছিল, আর একটী গাভী ৩৩৬ দিনে ২১৭/ মন দুগ্ধ দিয়াছিল। এই সকল গো ক্রীত হইয়া প্রুসিয়া, জার্ম্মেণী, জাপান ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে।

ডাচ্ বেল্ড বা লেকেনফিল্ড জাতীয় গো।

হলণ্ড দেশ এই জাতীয় গোর আদিম বাসস্থান। ইহাদের বর্ণ অতি আশ্চর্য্য-জনক। ইহারা ইংলণ্ডের গেলওয়ে জাতীয় গোর সদৃশ। কিন্তু ইহাদিগের শিং আছে। ইউরোপে ইহারা ডাচ্ বেণ্ট নামে অভিহিত হয়। হলণ্ড দেশে ইহাদিগকে লেকেনফিল্ড গো বলে, লেকেনফিল্ড অর্থ বস্ত্রাবৃত। এই জাতীয় গোর সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু শরীরের মধ্যভাগের চতুর্দ্দিকে অতি শুভ্র লোমে আবৃত; দেখিলে বোধ হয় যেন একখানি সাদা কম্বল শরীরের মধ্যভাগের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। তজ্জন্য ইহাদের লেকেনফিল্ড নামকরণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে হলণ্ড দেশে ছোট বড় সকলেই এই জাতীয় গো পালন করিত।

ইহারা আকারে ইংলণ্ডের আয়ার সায়ার গো ও গারণসী গো অপেক্ষা বড়, কিন্তু হোলষ্টীন জাতীয় গো অপেক্ষা ছোট। একটী গাভীর ওজন ১২ হইতে ১৫ মণ; একটী ষাঁড়ের ওজন ২০।২২ মণ হইয়া থাকে। ইহারা নিম্ন ভূমির প্রচুর ঘাস খাইয়া পুষ্ট হয়, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে ইহারা তেমন পুষ্ট হয় না। এই জাতীয় গো অত্যন্ত দুগ্ধবতী। একটী গো কেবল মাঠে চরিয়া খাইয়া ১/০ মণ দুগ্ধ দিয়া থাকে। ইহারা কেবল দুগ্ধের জন্য পালিত হয়। ইংলণ্ড, মেক্সিকো, কানাডা আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহ ও অন্যান্য স্থানে এই জাতীয় গো দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহাদের সংখ্যা অধিক নহে। উত্তর হলণ্ডীয় গোর গুণের তেমন কোন বিশেষত্ব নাই।

বেলজিয়াম।

এই দেশের গো অনেকাংশেই হলণ্ডের গোরুর ন্যায়। তজ্জন্য ইহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

সুইজারলেণ্ড।

এই রাজ্যটীই একটী গোচারণ ক্ষেত্র। এই রাজ্যে দুই তৃতীয়াংশ কর্ষণোপযোগী ভূমি ও গোচারণ ক্ষেত্র। উহার শতকরা ৮৩ ভাগই গোচারণের জন্য রক্ষিত। ১৯০১ সনে এই রাজ্যে ১৩৪০৩৭৫ গো ছিল, ১৯০৬ সনে গো-সংখ্যা ১৪৯৭৯০৪ হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে আল্পস্‌এর পার্ব্বত্যময় ভূমিতে গো গণ ঘাস খায়। শীতে গৃহে আবদ্ধ থাকে।

এখানকার গোগণ বেশ দুগ্ধ দেয়। এই দেশীয় গো জাতির মধ্যে কটা বর্ণের এক জাতীয় গো আছে, তাহারাই অধিক দুগ্ধবতী। ইহারা বেশ মোটা হয়, তজ্জন্য ইহাদিগকে খর্ব্বাকৃতি দেখায় এই শ্রেণীর একটা গাভীর ওজন ১৬/ ১৭/ মণ ও বৃষের ওজন ২০/।২২/ মণ হয়। ইহাদিগের স্বভাব বেশ শান্ত। ইহারা সহজেই পাহাড়ে উঠা নামা করিতে পারে। ইহাদিগের লোমও চর্ম্ম মসৃণ। ইহাদিগের বাঁট ও ওলান সুগঠিত এবং দুগ্ধ শিরাগুলি পরিদৃশ্যমান।

ডেনমার্ক।

এই দেশ গুজরাটের কচ্ছ প্রদেশের ন্যায় সমুদ্রমেখলা পরিবেষ্টিত। উহা এক সময় সমগ্র ইউরোপের গোগৃহ ছিল। তথায় ওল্ডেনবার্গ ও রেড ডেনিস্ নামক দুই জাতীয় উৎকৃষ্ট গো পরিবার দৃষ্ট হয়। ইহারা আধমণের অধিক দুধ দেয়। এই দেশ হইতে এক সময় সমগ্র ইউরোপের ছানা, মাখন, পনীর, দুধ সরবরাহ হইত। এখনও এই দেশ দুগ্ধ মাখনাদির জন্য বিখ্যাত।

নরওয়ে ও সুইডেন।

ডেনমার্কের ন্যায় এই দুই দেশেও প্রভূত দুগ্ধবতী গাভী আছে। উহারা ডেনমার্কের গোগণের এক জাতীয়।

ইটালী।

এ দেশে ভাল গো নাই এবং গো জাতির উন্নতির জন্যও কোন চেষ্টা নাই। গোগণ দীর্ঘ শৃঙ্গী, গাভীগণ দুগ্ধদাত্রী নহে। ইটালীর উত্তর ভাগের গো গণ

অনেকাংশেই সুইজারলেণ্ডীয় গোরুর ন্যায়। ইটালী পার্মেসন পনীরের (Parmesan cheese) জন্য বিখ্যাত।

নরওয়ে।

এখানে গোশালার অত্যুৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে। গোস্বামীগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। গোগণকে উৎকৃষ্ট, প্রশস্ত, পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এক শ্রেণীতে আবদ্ধ রাখে। গো গৃহে আলোর জন্য কাচের জানালা আছে। প্রত্যেক গোর সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে বিস্তর স্থান থাকে। গোগণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত উচু মেজের উপর আবদ্ধ থাকে। নীচে গো গণের মল মূত্র পড়িয়া যাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, তাহা আবার সত্বরেই পরিষ্কার করিয়া ফেলে। একজন স্ত্রীলোক ২০।২৫টী গোরুর সেবা করিতে পারে। অন্যত্র ২ জন লোক দৈনিক ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ঐরূপভাবে গো গণকে রাখিতে সমর্থ হয় না। মৃত্তিকা বা ইষ্টক নির্ম্মিত স্থান হইতে ঐ সকল স্থান সতত শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকে, ইহাদিগের ঘরে লোহার পাইপ দ্বারা জল চালিত হইয়া আসে, অথবা পাম্প দ্বারাও জল উত্তোলিত হয়। যে স্ত্রীলোকটী গোর সেবা করে সেও সেই ঘরের এক কোণে বাস করে! এই দেশের অধিকাংশ সময় শীতে বরফাবৃত থাকে। তাহাতে ঘাসের অত্যন্ত অভাব, কিন্তু গোস্বামীগণের সুবন্দোবস্তে ঘাস অপব্যয় হইতে পারে না।

ফরাসীদেশীয় গো।

ফ্রান্সের উত্তরভাগে, রাইন নদীর তীরভূমি ব্যতীত, সর্ব্বত্রই এই নর্ম্মেন গো দৃষ্ট হয়। ইহারা রক্তাভ বর্ণ বিশিষ্ট। ইহাদের গায়ের স্থানে স্থানে সাদা চিহ্ন থাকে। ইহাদের শৃঙ্গ ক্ষুদ্র, মাথা হইতে উপর দিগে উঠিয়া বক্র হয়, এবং অগ্রভাগ কাল থাকে। পা গুলি সরু ও সুন্দর। নর্ম্মেণ্ডীতে বহু গো চারণের মাঠ আছে, তথায় গো সকল স্থূলকায় ও প্রচুর দুগ্ধবতী। ইংলিশ চেনেলের গো সকল ইহাদিগের এক জাতীয়।

আমেরিকান গো

উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ গো ইউরোপ হইতে এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের গো ভারতবর্ষ হইতে আনীত হইয়াছে। আদিম উপনিবেশকগণ দ্বারা উত্তর আমেরিকার কেনেডায় হোলষ্টীন গো ইউরোপ

হইতে নীত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের ও ইউরোপের যতপ্রকার উৎকৃষ্ট গো আছে, তাহার সর্ব্বপ্রকারই উত্তর আমেরিকায় নীত হইয়া বিভিন্ন সমিতি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, উহার উন্নতি সাধিত হইতেছে। বস্তুতঃ আমেরিকায় আদিম স্থানীয় কোন গো নাই। কিন্তু আমেরিকার ধনকুবেরগণ ইউরোপের সকল গো-প্রদর্শনীর উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত গাভী ও ষাঁড় অসম্ভাবিত অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া তদ্দারা সেখানে গোবংশের উন্নতি বিধান করিতেছেন। আমেরিকায় কোন কোন গোপসমিতি কেবল হলণ্ডের ডাচ্‌বেল্ট কেহ কেহ বা সুইডিস গো, কেহ কেহ বা ইংলণ্ডের জার্‌সি, গার্‌নসি, অয়ারসায়ার, ডিভনসায়ার, প্রভৃতি গোকুলের উন্নতি কল্পে অসাধারণ যত্ন চেষ্টা করিতেছেন। এবং তাহার ফলে আমেরিকায় উৎকৃষ্ট গো জাতি দৃষ্ট হয়, গাভীগণ অল্পভোজী, প্রচুর দুগ্ধবতী ও দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহে ক্ষুদ্রশৃঙ্গীজাতীয় গোর মধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গো দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় গোচারণ জন্য বড় বড় মাঠ আছে।

কিউবা

এই দ্বীপে স্বভাবজ বহু উৎকৃষ্ট গোগ্রাস জন্মিয়া থাকে, তাই এখানে গোচারণ ক্ষেত্র বিস্তর আছে। অন্তর্বিপ্লবে এই স্থানের গোগণের তেমন উন্নতি সাধিত হইতে পারে নাই।

কেনেডা

এই দ্বীপে বহু গো উৎপন্ন হইয়া থাকে। :এই স্থানে নানা জাতীয় অতি উৎকৃষ্ট গোখাদ্য ঘাস অপর্য্যপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই দেশের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বহু গোচারণ ভূমি (Prairie land) আছে। ঐ সকল গোচারণ ক্ষেত্র হইতে প্রতি বৎসর বহু স্থূলকায় বৃষ নানাদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই দেশের শস্যক্ষেত্র ও ভূট্টা, মূলা, গাজর, কেরট মেঙ্গেল (Mangels), যব, গম, মটর, রাই, তিসির খৈল উৎপন্ন হয়। এদেশের বাথানের গো সকল হইতে দুগ্ধ পনির মাখন হয়। গভর্মেণ্টের গো চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে গোগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানকার গোজাতি সাধারণতঃ ইংলণ্ডের গোজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্ষুদ্রশৃঙ্গী হেরিফোর্ডসায়ার গলওয়ে, এবার্ডিনএঙ্গাস্ আয়ার সায়ার

হাইলেণ্ডার বৃষ
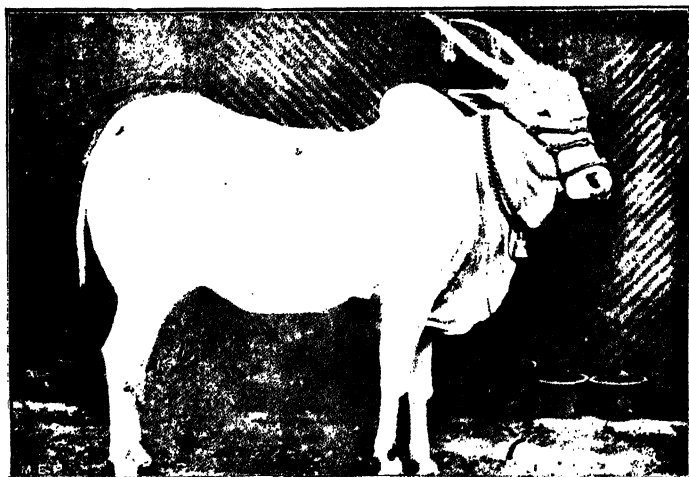
মহীশুর রাজবাটির গো

জার্সি গারনসি হোলষ্টিন ফ্রিজিয়ান জাতীয় গোই অধিক। ফরাসী-কেনাডাতে জার্সি গারনসি ব্রিটিনী গোর অত্যন্ত আদর।

১৯০১ খ্রীঃ কেনেডায় গো সংখ্যা ২০৬৬৫৪৭ ছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই স্থলে ৭৪৩৯'০৫১ সংখ্যা হইয়াছে।

এরিজোনা

উত্তর আমেরিকায় ইউনাইটেড রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে মেক্সিকো ও কলিফর্নিয়ার মধ্যে এরিজোনা নামক প্রদেশে উৎকৃষ্ট গোখাদ্য ঘাস ও বহু গোচারণ ভূমি আছে; এই স্থানে গো-জনন কার্য্য অতি বিস্তৃত ভাবে চলিতেছে; এবং ইহার অত্যন্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই স্থানে গভর্ণমেণ্ট আইন প্রচার করিয়া বহু সরকারী গোচারণ মাঠ রক্ষা করিতেছেন। এই স্থান হইতে প্রতি বৎসর ৪৫০০০০০০০ টাকার গো ইংলণ্ডে চালান হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকার ধনিগণও ইয়ুরোপের নানাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট গো লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এতদ্ব্যতীত ব্রেজিলে, নেলোর ও মহীশুর জাতীয় বহু গো নীত হইতেছে। তথাকার জলবায়ুর পক্ষে ভারতীয় ঐ সকল গো বেশ উত্তমরূপ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতেছে।

আর্জেণ্টাইনা—দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দক্ষিণ ভাগ লইয়া এই দেশ গঠিত। এই দেশে বহু গোখাদ্য ঘাস ও গোচারণ ভূমি আছে। অল্প কালের মধ্যেই এই দেশে গো জাতির অসম্ভব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশে ১২০০০০০০ গো ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৫০০০০০০ গো হইয়াছে। এই দেশে প্রথমতঃ স্পেইন দেশীয় দীর্ঘশৃঙ্গী অপকৃষ্ট গোজাতি ছিল, ক্রমশঃ ডরহাম, ক্ষুদ্রশৃঙ্গী হেরিফোর্ড প্রভৃতি গো আনীত হইয়া ঐ দেশে গোজাতির উন্নতি হইয়াছে। হোলষ্টিনফ্রিজয়ান, জার্সি গো ও অন্যান্য অধিক দুগ্ধদাত্রী গো আনীত হইয়া মাখন ও পনীরের ব্যবসায় চলিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ান গো

অষ্ট্রেলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের একটী দ্বীপ। ইহা এশিয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে

হইতে ৩ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। গত এক শত বৎসরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া গোজাতির যে আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। গো জাতির উন্নতি বিষয়ে ভারতবাসীর হতাশ হইবার কোন কারণ নাই, এক শতাব্দী পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় একটী গোও ছিল না। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে বোটানির গভার্ণার প্রথমে একটী ষাঁড়, চারিটী গাভী ও একটী বৎস আনয়ন করিয়াছিলেন। তথায় ১৯০৬ খৃঃ অব্দে গো গণনায় ৮১৭৮০০০ গো স্থির হইয়াছে। এখনও তথায় বহুলক্ষ গোপালনোপযোগী জমি পতিত আছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসিগণ ইংলেণ্ড ও স্কটলেণ্ড হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত নানা জাতীয় গো উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া স্বদেশে আনিয়া তাঁহাদের গো জাতিকে এতদূর উন্নত করিয়াছেন যে, এখন অষ্ট্রেলিয়ার গো নানা স্থানে নীত হইতেছে। ডাচবেণ্ট জাতীয় গোর সহিত জার্সি ও আয়ারসায়ার জাতীয় গোর সংমিশ্রণে অত্যন্ত দুগ্ধদাত্রী সঙ্কর জাতীয় গাভী সৃষ্টি হইয়াছে। গোচারণের মাঠ যথেষ্ট থাকায়, তথায় গোগ্রাসের অত্যন্ত সুবিধা আছে। গভর্ণমেণ্টও গোপালকগণকে গোপালনের এবং ঘৃত পনীর প্রভৃতি রপ্তানীর সাহায্য করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগ হইতে উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া গোপালন ও গব্য প্রস্তুতাদি বিষয় উপদেশ দিতেছেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ভিক্টোরিয়া প্রদেশ হইতে ৪০৩৮০০০ পাউণ্ড মাখন, নিউসাউথ ওয়েলস্ হইতে ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড মাখন ও ৫০০০,০০০ পাউণ্ড পনীর, কুইন্সলেণ্ড হইতে ১৪০০,৪০০০ পাউণ্ড মাখন রপ্তানি হইয়াছে।

ইহা বৃন্দাবনের ন্যায় গোষ্ঠ ও শস্যপরিপূর্ণ। এই মহাদেশে গোগ্রাসের অভাব নাই। এই দেশ হইতে গো, মহিষ, ও ঘোড়ার জন্য রাশি রাশি ঘাস ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই বিচক্ষণ ইংরেজ জাতি এই দ্বীপে গো ও ঘোটক চরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে ইংলণ্ডীয় জার্সি আয়ার-শায়ার, ডিভন-শায়ার, সাসেক্স, এবার্ডিন এঙ্গাস প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর গো দৃষ্ট হয়। অষ্ট্রেলিয়ান গোর দোষগুণ ঠিক তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দিগের ন্যায়।

নিউজিলেণ্ড দেশীয় গো।

নিউজিলেণ্ড দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা আবার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১০০০ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে ইংরেজগণ উপনিবেশ স্থাপন

করিয়াছেন। এই দ্বীপে গোমহিষাদি নানা জাতীয় পশু পোষণ করা হয়। এখানের গোপালন ও গো-চারণ ইংলেণ্ডের অনুরূপ; তবে গোগণকে আবৃত স্থানে রাখার কোন দরকার হয় না। জল, বায়ু ভাল। অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি নাই। শীতের সময় অত্যন্ত শীত, অথবা গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় না। নদী ও নিঝরিণী সকল হইতে সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল কারণে এস্থানে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই ঘাস পরিপূর্ণ থাকে। বহু স্থায়ী গোচারণ মাঠ আছে, কোন সময়ই পশু-খাদ্যের অভাব হয় না; তজ্জন্য পশুপালনই তথাকার উপ-নিবেশিকগণের প্রধান ব্যবসায়। এই দ্বীপের আয়তন ১০৪৭৫১ বর্গ মাইল অর্থাৎ ৬৭০৪০৬৪০ একর, তন্মধ্যে ২৮০০০,০০০ একর চাষের জন্য ২৭২০০,০০০ একর জমি বসাবাসের জন্য, ও বক্রী জমি অনুর্ব্বর ও পর্ব্বত শৃঙ্গ বলিয়া পতিত আছে। আবাদিস্থানের অধিকাংশ জায়গায় পশু-খাদ্যের জন্য আবার নানা জাতীয় ঘাস বপন ও অনেক প্রকার ফসল উৎপাদন করা হয়। ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। ঘাস সতেজ ও শীঘ্রই পরিবর্দ্ধিত হয়। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে গো গণনায় ১৮৫১৭৫৩টী গো, তন্মধ্যে ৫৬৩৯২৭টী দুগ্ধদাত্রী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। মাংসের জন্য সর্টহরণ, হেরিফোর্ড, এবার্ডিন-এঙ্গাস, রেড্‌পোল্ড, ডিভন ও হাইলেণ্ড জাতীয় গো এবং দুগ্ধের জন্য সর্ট-হরণ, আয়ারসায়ার, জার্সি, হোলষ্টীন ও কেরী, ডিক্‌সিটার জাতীয় গো তথায় পালিত হইতেছে। তথায় ইহারা সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে ২২৮৬১৬৯৫ টাকা মূল্যের ৪১৬২৪৫॥ মণ মাখন ও ৬৭৪৬০৪০ টাকা মূল্যের ২২৮০৩২॥২ সের পনীর এখান হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই উপনিবেশে সরকারী কৃষি বিভাগের ২১২টী মাখনের কারখানা আছে। ইহার অধীনে ৪৯৪টী ক্রীম তৈয়ার করার জন্য শাখা কারখানা আছে। এতদ্ব্যতীত আরও ৩৬১টী বেসরকারী মাখনের কারখানা আছে। এখানে ১০৯টী পনীরের সরকারী কারখানা ও ৪২টী বেসরকারী কারখানা আছে। মাখন রপ্তানি জন্য ১২৮টী প্যাকিং হাউস আছে। উপযুক্ত মাখন ও পনীরাদি প্রস্তুতের কারখানা সকল সমবায়সমিতির নিয়মানুসারে পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের প্রস্তুত জিনিষাদি অতি উত্তম বলিয়া সর্ব্বত্র বিবেচিত। এখানে জমাট দুগ্ধ, শুষ্ক দুগ্ধ ও ষ্টিলটন পনীর ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে।

আফ্রিকাবাসী গো

(মিশর দেশীয় গো)

মিশরের গোগণ ভারতীয় গোরুর ন্যায় ককুদ ও গলকম্বল বিশিষ্ট। তথায় গোগণ বৎসরের অধিকাংশ সময় মিশরের "ব দ্বীপের" গোচারণ ভূমিতে এক এক জন রাখালের অধীনে চরিয়া বেড়ায়। এই সকল স্থান বর্ষায় জলপ্লাবিত হইলে গোগণ শুষ্ক ঘাস আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। এই জাতীয় গোর বিশেষ কোন উন্নতির চেষ্টা নাই। অমৃতমহাল গো বিক্রয় হওয়ার সময় ইজিপ্টের খেদিভ ও পাশাগণ মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে বিস্তর গো ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ অফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা বা কেপকলনি প্রদেশে হলণ্ড দেশীয় ও ইংলিশ চেনেলের জার্সি জাতীয় প্রভৃত দুগ্ধবতী গাভী আছে। ঐ সকল গো বস্‌টরাস্ জাতীয়। তবে কেপকলনীতে এবং মেডাগাস্কার দ্বীপে জেবু শ্রেণীর গো দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন উহারা আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক তথায় নীত হইয়াছে।

আফ্রিকা দেশীয়

কবিরণ্ডো গো

কবিরণ্ডোদেশ আফ্রিকার পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত। এই স্থানবাসীরা গো-পালন করিয়া থাকে, পুরুষগণ গো দুগ্ধপান করে। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় না। তবে অন্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহারা দুগ্ধপান করিতে পারে।

আফ্রিকার কাফ্রিগণের নিকট গো সর্ব্বাপেক্ষা আদরনীয়। ষাঁড় দিগের দ্বারা ইহারা রেস দৌড় করাইয়া থাকে। ষাঁড় দ্বারা ৯ মাইল পর্য্যন্ত রেস কোর্স দৌড়াইয়া থাকে। যাহার একটী রেস দৌড়ের ষাঁড় আছে সে ঐ অঞ্চলের একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য। একটি রেসের ষাঁড়ের মূল্য ১০০টি গোর মূল্যের সমান।

ইলেণ্ড গো

আফ্রিকার বন্য ভূমিতে একপ্রকার অরণ্য গো বা মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডে উহাদের নাম ঈলেণ্ড গো বা বিদেশী গো। লিভিংষ্টোন প্রভৃতি আফ্রিকা ভ্রমণকারী সাহেবগণ আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশে এই জাতীয় গো বা গবয় দেখিতে পাইয়া তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদিও ইংলণ্ডে ইহারা গো বলিয়া কথিত হয় বস্তুতঃ উহারা গো নহে, উহারা গো সদৃশ মৃগ। নাতি শীতোষ্ণ প্রদেশে ইহাদের বাস। এক সময়ে উহারা কেপকলনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপনিবেশিকগণ ক্রমে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। ইহারা দেখিতে অতি সুশ্রী ও বলিষ্ঠ। ইহারা কৃষ্ণসার জাতীয়। দেখিতে অনেকাংশে কৃষ্ণসারের ন্যায়। ইহাদের মাংসও কৃষ্ণসারের মাংসের ন্যায়; ইহারা সাধারণতঃ ঘোড়ার ন্যায় বড় হয়। স্কন্দদেশের নিকট উহাদের উচ্চতা ৫ ফুট। ইহাদের শৃঙ্গ, দৃঢ়, তীক্ষ্ণাগ্র ও মোচড়াণ। উহা প্রথমতঃ সোজা ভাবে কিছু উপরে উঠিয়া পরে বাহির দিকে গিয়া পাছের দিকে বক্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রভূত বলশালী। ২৭।২৮/ মণ ঘাসের বোঝা ইহারা অনায়াসে শৃঙ্গদ্বারা উল্টাইয়া ফেলিতে পারে। ইহাদের লাঙ্গুলের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ রোমরাজি দ্বারা আবৃত। ইহারা অত্যন্ত স্থূলকায় হয়। ইহাদের বর্ণ সাদা এবং হরিদ্রাভ সাদা। ইহারা আকারে যেমন বৃহৎ তেমনই শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর। ইহাদের গাভীগণ দুগ্ধদাত্রী নহে। পোষমানানের জন্য লর্ড হীলসাহেব এই জাতীয় কয়েকটী গো ইংলণ্ডে নিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অঃ স্মিথফিল্ড ক্লাব সোসাইটীর গো প্রদর্শনীতে এই জাতীয় একটী গো দেখাইয়াছিলেন। উহার ওজন ২৩।১২ তেইশ মণ বার সের ছিল। ১৮৩৫ হইত ১৮৫১ খৃঃ অব্দে মধ্যে ডারবির আরল এই জাতীয় গো পালিতাবস্থায় আনিয়াছিলেন। জুয়োলোজিক্যাল সোসাইটীরহাতে ২টী ষাঁড় ও ৩টী গাভী প্রদান করেন। ইংলণ্ডের চিলিংহাম পার্কে, চার্লিপার্কে, ওলাইন পার্কে ৪।৫ শত বৎসর যাবত এই জাতীয় গো অরণ্যাবস্থায় আছে। ইহারা পালের পীড়িত, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধগোদিগকে নিজেরাই শৃঙ্গাঘাতে মারিয়া ফেলে। গাভীগণ বৎস প্রসব করিয়া ৮।১০ দিন বৎসটীকে গোপন

করিয়া রাখে। কোন লোক বৎসের নিকটবর্ত্তী হইলে বৎস তাহার মস্তক মৃত্তিকায় রাখিয়া আত্ম গোপনের চেষ্টা করে। বৎসটীকে ধরিলে বৎস চীৎকার করিয়া উঠে। তখন পালের সমস্ত পশু আসিয়া আক্রমণকারীকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলে। কেহ ইহাদের পালের নিকটস্থ হইলে উহারা পেছন দিকে বহুদূর চলিয়া যায় এবং তথা হইতে তীরবেগে সম্মুখের দিকে আসিয়া আক্রমণ-কারীকে বধ করে।

চমরী গো (Yak)

গোজাতির অতি নিকট জ্ঞাতি দুইটি পশুর বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। তাহার একটি চমরী গো, অপরটি বাইসন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর ভাগে চমরী গোর বাস। গৃহপালিত ও আরণ্য, এই উভয় অবস্থায়ই ইহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের ঘাড়, গলা, বুক, উরু ও লেজের নিম্ন অর্দ্ধাংশ, সুদীর্ঘ রোমরাজি দ্বারা আবৃত। নাকের ভিতর ও বাহিরে ক্ষুদ্র রোম দ্বারা বিশেষ ভাবে আবৃত। অন্য কোন গোজাতি-পশুর এইরূপ দীর্ঘ রোম দেখা যায় না! বোধহয়, প্রবল শীত ও বরফে বাস করিতে হয় বলিয়া প্রকৃতি এইরূপ দীর্ঘ রোমরাজি দ্বারা ইহাদিগকে আবৃত করিয়া দিয়াছেন।

ইহাদিগের পৃষ্ঠদেশ, বিলাতি গোর ন্যায় ঘাড়ের সহিত এক সরল রেখায় অবস্থিত। ইহাদিগের মুখ নীচু, পা গুলি খর্ব্ব, পায়ের খুর গুলি বিস্তৃত। শৃঙ্গ মাথার দুই পার্শ্ব হইতে উপর দিগে উঠিয়া পিঠের দিগে বক্র হইয়া থাকে।

বন্য চমরীগণের গায়ের রং কাল। গৃহপালিত চমরী গণের রং সাদা ও সাদাকাল মিশ্রিত। সাদা পশুর রোমেই চামর প্রস্তুত হয়। গৃহপালিত পশুর শিং থাকে না।

ইহাদিগের ওজন ৭৴ মণ এবং উচ্চতা ৩॥ হাত হইতে ৪ হাত। ইহারা ১০ম মাসে বৎস প্রসব করে। ইহাদিগের শব্দ আমাদিগের গোর শব্দের ন্যায় নহে।

তিব্বত দেশবাসীগণ ইহাদিগের দুগ্ধ পান করে, পৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়ায়, চর্ম্ম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করে, রোম নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া টুপীর মধ্যে ব্যবহার করে।

বাইসন

একজাতি আমেরিকায় ও অন্য একজাতি ইয়ুরোপে; এই দুইজাতি বাইসন বংশ পৃথিবীতে আছে। আমেরিকার বাইসনগণ, গ্রেট শ্লেভ হ্রদ হইতে মেক্‌-সিকোর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করে! এবং ইয়ুরোপীয় বাইসনগণ পোলণ্ডে, লিথুনীয়ার অরণ্যে, ককেসাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বনে বাস করে।

ইহাদিগের সম্মুখ ভাগ হইতে পশ্চাৎভাগ হ্রস্ব, শৃঙ্গ ও লাঙ্গুল ক্ষুদ্র, মস্তক অত্যন্ত ভারী। ইহাদিগের ঘাড়, গলা, মস্তক ও স্কন্ধদেশের লোম এত লম্বা যে, উহা ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। ঐ লোম শীতকালে গজাইয়া উঠে, গ্রীষ্মকালে পড়িয়া যায়। উহা এত ভারী যে, এক গোছা লোম ওজনে ৴৪ সের পর্য্যন্ত হয়।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ট্রান্সকন্টিনেণ্টাল রেইলওয়ে হওয়ার পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দমধ্যেই তথাকার অধিবাসীগণ, বিশেষতঃ শ্বেতজাতি, বাইসন বংশ প্রায় নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমেরিকায় ইংরেজ গভার্ণমেণ্ট ও ইয়ুরোপে রুষিয়াগভার্ণমেণ্ট বাইসনবংশের বধ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া এইজাতি এখনও পৃথিবীতে আছে।

ইহারা অতি একগুঁয়ে ও নির্ব্বোধ পশু; পালের অগ্রবর্ত্তী পশু, যদি জলাভূমিতে নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে পশ্চাৎবর্ত্তীগণও ক্রমে ক্রমে ঐ জলা ভূমিতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। ইহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ মাংস ও চর্ম্মের জন্য ইহারা দলে দলে নিহত হয়। ব্যবসায়ীগণ ইহাদের ঘাড়ের লোমে সূত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা হাতের দস্তানা ও গরম কাপড় তৈয়ার করে। ইহাদিগের ঘাড়েও একটু সামান্য মত ঝুটি আছে, তবে উহা আমাদিগের দেশীয় বৃষের ঝুটির ন্যায় নহে।

ইহাদের গাভীগণ গ্রীষ্মকালে গর্ভধারণ করে। গর্ভ কাল নয় মাস। বৃষগণ উচ্চতায় ৫ ফিট ৬ ইঞ্চির উপর এবং তাহাদের ওজন ২০৴ মণ হইতে ২২৷৷ মণ পর্য্যন্ত হয়। আমেরিকায় গ্রেণ্ড কেনেল অব কলোরেডো নামক স্থানের পশ্চিম দিকে সঙ্কর কেটালু জাতি বিস্তর উৎপন্ন হইতেছে।

ইয়ুরোপের বাইসন বংশও ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। ইয়ুরোপের বাইসনের আকৃতি আমেরিকার বাইস্‌ন হইতে একটু ভিন্ন; ইহারা দেখিতে তেমন বিশ্রী নহে।

ফ্রিসিয়ান বৃষ

ফ্রিসিয়ান গো

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃষ।

ষাঁড় নির্ব্বাচনের উপরই গোজাতীর উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে ইহা ধ্রুব সত্য। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট গাভীজাত ষাঁড়ের সহিত উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভীর সংযোগ করাইলে, উৎকৃষ্ট জাতীয় গো উৎপন্ন হয়। কোন জাতীয় উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত সেই জাতীয় উৎকৃষ্ট ষঁাড়ের সংযোগ করাইলে সেই গোবংশ ক্রমশঃ উন্নত হইবে। কেবল গাভী উৎকৃষ্ট হইলে চলিবে না, ষাঁড় ও উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। ষাঁড়ের মাতা ও মাতামহীর দোষ গুণ বিচার করিয়া ষাঁড় নির্ব্বাচন করা উচিত। কারণ ষাঁড়ের দোষ গুণ, তদ্বারা উৎপাদিত গোজাতিতে প্রবর্ত্তিত হয়। উৎকৃষ্ট গাভীসহ অপকৃষ্ট ষাঁড় সংযোগ করাইলে, বৎস নিকৃষ্ট হইবে। এবং গাভীর দুগ্ধ ও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে। ষাঁড় পালের মস্তক স্বরূপ। এক ষাঁড়ই পালের সমস্ত গোরুর অর্দ্ধেক ; ইহার অর্থ এই যে, গো বৃদ্ধির জন্য পালের গাভীগণ যত শক্তি প্রয়োগ করে, ষাঁড় একাই সেই শক্তি প্রয়োগ করে। ইহাও ষাঁড়ের পক্ষে অত্যুক্তি নহে। কারণ বৃষ উৎকৃষ্ট হইলে পালের সমস্ত গো এবং পালের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ উন্নত হইবে। এই হিসাবে ষাঁড় পালের অর্দ্ধেকের ও অধিক মূল্যবান এবং ষাঁড়ই পালের মূল সর্ব্বস্ব। যদি নিকটে ভাল ষাঁড় থাকে, অথবা সরকারী ষাঁড় কিংবা ভাল ব্রাহ্মণী ষাঁড় পাওয়ার সুবিধা থাকে, তাহা হইলে গোপালক নিজে ষাঁড় না রাখিয়াও ২।৩টি গাভী পালন করিতে পারেন। কিন্তু যদি ৪।৫টি কিংবা ততোধিক গাভী পোষণ করিতে হয়, তাহা হইলে গোপালকের একটী উৎকৃষ্ট ষাঁড় রাখা কর্ত্তব্য। কারণ গাভী গরম হওয়ার সময়ে ষাঁড় না পাওয়া গেলে, গাভী নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়।

এই গ্রন্থকার একটী গাভী ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ গাভীটী দৈনিক

দশ এগার সের দুগ্ধ প্রদান করিত। যথা সময়ে উপযুক্ত ষাঁড় না পাওয়ায় গাভিটী বন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গোপালকেরা তাঁহাদের গো জাতির উন্নতির জন্য প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট ষাঁড় অসম্ভাবিত উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহাদের পালে রাখিয়া থাকেন। তাহাদের কোন কোন ষাঁড় এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা দ্বারা একটি গাভীর গর্ত্ত রক্ষা করাইতে ১৫৲ টাকা ফি গ্রহণ করা হয়। এইরূপ অধিক টাকা দিয়াও ষাঁড় সংযোগ করা লাভজনক। এই প্রকারে ঐ সকল দেশে গো জাতির এতদুর উন্নতি হইয়াছে যে শুনিলে অবাক হইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ষাঁড়ের মস্তক ছোট ও উন্নত; বক্ষস্থল গভীর ও বিস্তৃত; পৃষ্টদেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত; গঠন গোল ও বলিষ্ঠ; স্কন্ধদেশ ও অঙ্গপ্রতঙ্গাদি বলিষ্ঠ; ললাট প্রশস্ত, গ্রীবা খর্ব্ব, গলকম্বল দীর্ঘ, কর্ণ মধ্যমাকৃতি, চর্ম্ম কোমল ও পাতলা, শৃঙ্গ খর্ব্ব ও সুগঠিত; লাঙ্গুল দীর্ঘ, এই সমস্ত উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের লক্ষণ। ষাঁড়ের মাতা অধিক দুগ্ধদাত্রী হওয়া উচিত। ষাঁড় যত বড় হয় ততই ভাল। তিন বৎসরের কম ও আটবৎসরের অধিক বয়স্ক ষাঁড় জনন কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। ষাঁড়কে কখনও যথেচ্ছা ছাড়িয়া দিবে না। যত্ন না করিয়া যথেচ্ছা ছাড়িয়া দিলে, ষাঁড় ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়। তাহাকে রৌদ্রের সময় ছায়ায় এবং বৃষ্টির সময় ও রাত্রিতে গৃহে রাখিবে। ভাল খাদ্য দিবে, কিন্তু খুব অধিক খাদ্য, গুড় কিংবা চিনি দিবে না। কারণ তাহাতে মেদ বৃদ্ধি হইয়া ষাঁড় অকর্ম্মণ্য হইতে পারে। দৈনিক ৴২ সের খৈল, ৴৪ সের ভুষি, ৴২ সের ক্ষুদ ৴০ ছটাক লবণ, অল্প গন্ধক ও পরিমাণ মত খড়, দুই বারে, প্রাতে এক প্রহরের সময় ও সন্ধ্যার সময় খাইতে দিবে। প্রত্যূষে ষাঁড়কে গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া কাঁচা ঘাস খাইতে দিবে। এক প্রহরের সময় গৃহে আনিয়া জল খাওয়াইয়া উপরোক্ত খাদ্যের অর্দ্ধাংশ দিবে। তৎপরে অপরাহ্ন ৩টার সময় বাহিরে মাঠে বাঁধিয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে আনিয়া উপরোক্ত বক্রী অর্দ্ধাংশ খাদ্য দিবে। পরে জল খাওয়াইয়া রাত্রিতে বান্ধিয়া রাখিবে। খৈল ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাখিয়া, তদ্দারা খড় ও ভুষি ইত্যাদি জিনিষ ভাল করিয়া মাখিয়া দিবে। ক্ষুদ ও ভুষি কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাখিলে ভাল হয়। অধিক পরিমাণে কাঁচা ঘাস দেওয়ার সুবিধা থাকিলে অন্য কোন খাদ্য না দিলেও চলে। সময় সময় স্নান করাইবে ও প্রতিদিন অল্প অল্প পরিশ্রম করাইবে।

ষাঁড়কে এরূপ স্থানে রাখিবে যেন সে গাভী সকলকে দেখিতে পায়। একটি ষাঁড় দ্বারা সপ্তাহে মাত্র ২।৩টী গাভীর গর্ভ রক্ষা করাইলে ষাঁড় ভাল থাকে। ষাঁড় নিস্তেজ হইয়া পড়িলে তাহাকে ৫।৬ সপ্তাহ গাভীর নিকট দিবে না। তাহাকে দৈনিক কিছু পরিশ্রম করাইবে। কিন্তু বেশী পরিশ্রম করাইয়া ক্লান্ত করিবে না। তাহাকে মধ্যে মধ্যে উত্তেজক পদার্থ খাওয়াইবে। ৵১। সের মসিনার তৈলের সহিত ৵১০ ছটাক স্পিরিট টার্পেনটাইন মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধাংশ প্রাতে ও অর্দ্ধাংশ বৈকালে খাওয়াইবে। গাভীসহ ষাঁড় সংযোগের কতক্ষণ পরে ষাঁড়কে স্নান করাইয়া দিবে। তারপর ২।৩ দিন খৈল ইত্যাদি অধিক উত্তেজক খাদ্য দেওয়া বিধেয় নহে।

পূর্ব্বকালে গো জাতির উন্নতির জন্য হিন্দুগণ অত্যুৎকৃষ্ট ষাঁড়, সূর্য্য, শিব, নন্দীর নামে ছাড়িয়া দিতেন। শ্রাদ্ধের সময় এখনও ষাঁড় উৎসর্গ করিয়া তাহার শরীরে চিহ্ন দিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার রীতি থাকা সত্ত্বেও এখন ঐ রীতি যথার্থরূপে প্রতিপালিত হয় না। গোজাতির প্রতি আমাদের অনাদরই ইহার একটি প্রধান কারণ। এখন শ্রাদ্ধের ষাঁড় গোপ বা অগ্রদানীগণ নিয়া যায়। তাহারা ঐ বৃষ গোখাদকের নিকট বিক্রয় করে বা হল চালনে নিযুক্ত করে। এই শ্রাদ্ধের ষাঁড়ে কাহারও ব্যক্তিগত কোন অধিকার নাই, উহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, সকলের সমান অধিকার। উক্ত ষাঁড় ছাড়িয়া দিবে; যেন তাহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া গো জননের সাহায্য করিতে পারে। যদি কোন অগ্রদানী কিংবা গোপ ঐ ষাঁড় নিতে চাহে, তবে তাহাকে, ঐ ষাঁড় কোথাও বিক্রয় করিতে পারিবে না কেবল পালন করিবে, এই সর্ত্তে আবদ্ধ করা উচিত। ঐ শ্রেণীর ষাঁড় রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণের এবং কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষতঃ ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকেল বোর্ডের কর্ত্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত।

ব্রাহ্মণগণ সামাজিক শাসন দ্বারা, এবং কর্ত্তৃপক্ষ খোয়াড় রক্ষকগণের উপর নোটীশ দ্বারা ঐ সকল বৃষের যথেচ্ছা বিচরণের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র শৃঙ্গী জাতির কমেট ও হবেক নামক বৃষদ্বয়, এবার্ডিন এঙ্গাসের "ওল্ডজক" ও গেলওয়ে জাতীয়, মোষ্ট্রোপার, কেরোরাইট ও হারকুলিস্ নামক বৃষগণ তথায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে কোন কোন ধনী-কৃষক লড়াইর জন্য বৃষ পুষিয়া থাকে। দুইটি লড়াই বৃষ সম্মুখিন হইলেই একটু পিছাইয়া গিয়া একটি অপরটিকে

প্রবল বেগে আক্রমণ করে। অনেক সময় ইহারা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত লড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বলদ বা দাম্‌ড়া।

কৃতক্লীব ষণ্ড বা বলীবর্দ্দের নাম বলদ বা দাম্‌ড়া।

বলদ ও মহিষই ভারতীয় কৃষির একমাত্র সম্বল। ইহারা বাহন স্বরূপে গো-যানে ব্যবহৃত হয়। ইহারা স্বয়ংও মোট বহন করে।

নিজের গো-যান রাখা ব্যয় লাঘবের একটি উপায়। ভাল ষাঁড়ের ও ভাল বলদের গুণ প্রায় একরূপই, তবে বলদ গুলি ষাঁড়ের ন্যায় তেমন মন্থরগামী নহে। ইহারা অধিকতর কর্ম্মঠ; উগ্র ও দ্রুতগামী। ইহাদের লেজ মোচড়াইয়া দিলে বা পশ্চাৎ দিকে থাবা দিলে ইহারা দৌড়িয়া চলে।

সাদা বলদ গুলি তেমন পরিশ্রমী নহে। তবে দুই একটি সাধারণ নিয়মের বর্জ্জিতও দেখা যায়। বলদের বড় গলকম্বল থাকিলে এবং পেটের চামড়া ঢিলা হইলে বলদটি শ্রম বিমুখ হইবে।

যখন ষাঁড়টীকে বলদে পরিণত করা হয় তখন তাহার কতক পরিবর্ত্তন ঘটে। কর্ম্মে নিযুক্ত পরিশ্রমী বলদের জন্য ষাঁড়ের খাদ্যই প্রযোজ্য; তবে বলদকে পরিমাণে অর্দ্ধেক দেওয়া উচিত। দুইবারের পরিবর্ত্তে ইহাদিগকে তিনবার আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদিগকে ভোরে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় আহার দিয়া শয়ন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদিগকে পরিশ্রম করাইয়া বা পরিশ্রম করার অব্যবহিত পূর্ব্বে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। দুই ঘণ্টা অগ্র পশ্চাৎ করিয়া আহার ও পরিশ্রম করান উচিত।

বলদগুলির প্রত্যহ প্রসাদন (পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন) করা আবশ্যক। ইহাদিগের গৃহ, পান পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

বলদগুলিকে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে, প্রবল বৃষ্টিতে বা তীব্র শীতল বায়ুতে রাখা উচিত নহে। ষাঁড় ও বলদের জন্য পরিষ্কার পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক।

যে বৃষ শিশুগুলিকে লাঙ্গল বা গাড়ীর জন্য তৈয়ার করিতে হয়, তাহাকে

তাহার মাতৃদুগ্ধের সমস্ত ভাগ ও তাহার সঙ্গে ভাল অন্য প্রকারের প্রস্তুত করা খাদ্যও দেওয়া কর্ত্তব্য।

পশ্চিমাঞ্চলে গো-যানে যে সকল সুগঠন উৎকৃষ্ট বলদ দেখা যায়, তাহাদিগকে শিশুকাল অবধি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তৈয়ার করা হইয়া থাকে। তাহারা তাহাদিগের মাতার দুধের সমস্তভাগ পায় ও এতদ্ব্যতীত অন্য খাদ্যও পাইয়া থাকে।

হল চালন, শকট ও সৈনিক-বিভাগের উপযোগী বৃষ বা বলদ।

হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্‌গবং ব্যবসায়িনাং
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাং। (পরাশরঃ)

যে সকল বৃষদ্বারা হলচালন করিবে, তাহা জনন কার্য্যে ব্যবহার করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। হল চালনের গো সকল সুদৃঢ়কায় ও স্থূল শরীর হওয়া চাই।

গাড়ী টানা গো ও এই শ্রেণীর হওয়া কর্ত্তব্য। কামান টানা প্রভৃতি সৈনিক বিভাগে যে গো ব্যবহৃত হয় তাহা আরও কষ্টসহিষ্ণু ও সুদৃঢ় শরীর হওয়া আবশ্যক। নেলোর ও অমৃতমহাল বৃষ ও বলদ এই কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ।

ভারতে পূর্ব্বে গোজাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। তখন একটি গোকে এক যামার্দ্ধের অধিক কার্য্য করিতে দেওয়া হইত না। এখন দেশের এমন দুর্দ্দিন হইয়াছে যে, যে গো প্রাতে হলচালন করে সেই গোই অপরাহ্ণে গাড়ী টানে এবং দুইটী গো প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা ১টা পর্য্যন্ত ৬।৭ ঘণ্টা হল চালন করিয়া থাকে।

কিন্তু পূর্ব্বকালে পরাশর ঋষির সময় দৈনিক ৮টী বৃষ দ্বারা হলচালন কার্য্য সম্পাদিত হইত। উহাই ধর্ম্ম ছিল। ব্যবসায়ীরা ৬ ঘণ্টায় ছয়টী গো দ্বারা হল চালন করিত। যাহারা চারিটী দ্বারা হল পরিচালন করিত তাহাদিগকে ক্রূর, নির্দ্দয় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এবং যাহারা দুইটি গো দ্বারা এই কার্য্য করিত, তাহাদিগকে গোঘাতী বলা হইয়াছে; কিন্তু যাহারা প্রাতে দুইটি গো দ্বারায় হল চালন করিয়া অপরাহ্ণে আবার সেই গো দ্বারা গাড়ী টানাইয়া থাকে, তাহাদিগকে বলিবার জন্য তীব্র ভাষা পরাশর ঋষি তাঁহার ভাষায় প্রাপ্ত হন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃষগণকে বলদ করিবার প্রণালী।

বৃষগণকে বলদ করার প্রথা একটু নিষ্ঠুর ও কষ্টদায়ক। এই প্রথা দীর্ঘকাল হইতে এদেশে ও অন্যান্য দেশে চলিয়া আসিয়াছে। (১) অনেক স্থানে ষাঁড়ের দ্বারা কৃষি কার্য্য ও নিত্য নৈমিত্তিক চাষ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না বলিয়া, যে সকল ষাঁড় বীজের জন্য তেমন উৎকৃষ্ট নহে তাহাদিগকে বলদে পরিণত করিয়া দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে দুই হইতে ৬টী দাঁত হওয়ার মধ্যে, অর্থাৎ দুই হইতে ৫ বৎসর বয়সের মধ্যে, ষাঁড়কে বলদ করিয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে ১ এক মাস হইতে তিন মাসের মধ্যেই বাছুরের মুষ্ক ছেদন করিয়া বলদ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে তথায় বলদ গুলি দেখিতে প্রায় গাভীর মত দেখায় এবং অত্যন্ত শান্ত হয়; এবং খুব হৃষ্টপুষ্ট ও বৃহৎ হয়। ভারতবর্ষে মুষ্কছেদ করার প্রথা তত প্রচলিত নাই; পশুটীকে তাহার চারিপায়ে বাঁধিয়া তাহার মুষ্কটি থেতো করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রথা মুষ্কছেদ করার ন্যায় নির্দ্দয় নহে এবং ইহাতে পশুটির প্রাণ নাশের আশঙ্কাও থাকে না, বা ঝুলিটি ফুলিয়া উঠার ও কারণ হয় না। এই প্রথানুসারে বলদ করিয়া দিলে পশুটির তেজ ও বজায় থাকে এবং বৃষের ন্যায় পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ হয়।

গ্রন্থকার গাড়ীটানার জন্য একটি বলদ ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই বলদটি ষাঁড়ের মত লড়াই করিত এবং শিং দিয়া মাটি খুঁড়িত, সহজে কেহ তাহার নিকট যাইতে পারিত না। উহাকে দেখিলে বৃষের ন্যায়ই বোধ হইত।

এতদ্দেশীয় প্রথায় বৃষকে বলদ করিলে অনেক সময় বৃষের দোষ গুণ অধিকাংশই বলদে বজায় থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাভী।

একবার প্রসব করিলেই বৎসতরীগণ গাভী-সংজ্ঞায় উপনীত হয়। একটী গাভীকে ২০।২১টি পর্য্যন্ত বৎস দিতে দেখা যায়। আবার কোন কোনটি ৪।৫ টির অধিক বৎস দেয় না।

(১) প্রাচীন কালে এই প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

যে সকল গাভী অধিক বৎস দেয় তাহারা স্বল্প বৎসা গাভী হইতে অধিক উপকারী ও মূল্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসব করিলে গাভী গো স্বামীকে বৎস ও দুগ্ধ উভয় প্রকার ফল দেয়।

একটী গাভী গর্ভ ধারণ করিয়া ২৭০ হইতে ২৮০ দিনে একবারে একটি সন্তান প্রসব করে। দৈবাৎ কোন গাভীকে যমজ সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়। একটি গাভীর একেবারে ৩টি বাছুরও দৈবাৎ দৃষ্টিগোচর হয়। সন্তান প্রসবের ৩ মাস পরে সাধারণতঃ গাভী পুনরায় গর্ভধারণের জন্য ঋতুমতী হয়। কোন কোন গাভী ৪।৫।৬।৭।৮ মাস, এমন কি কোন কোনটি এক বৎসর দুইবৎসর পরও ঋতুমতী হইতে দেখা যায়।

গাভীর পশ্চাৎ ভাগের দুই পায়ের মধ্যস্থলে নাভীর নিম্নে দুগ্ধাধার উধঃ (উর) (uder) থাকে। ইহাতে ৪টি বাঁট (teat) বর্ত্তমান আছে। এই ৪টি বাঁটের প্রত্যেক বাঁটে ছিদ্র থাকে, তদ্দ্বারা দুগ্ধ নির্গত হয়। গাভী বৎস প্রসব করিবার ২১ দিবস পর ঐ গাভীর দুগ্ধ মনুষ্যেরা আহার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে। এই ২১ দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ তেমন গাঢ় হয় না, মাখনের ভাগও অতি যৎসামান্য থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উৎকৃষ্ট গাভীর লক্ষণ।

সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মীর সঙ্গে ২ সুরভি * গাভী সমুদ্রালয় হইতে উঠিয়া স্বর্গলোকে দুগ্ধ দান করিয়াছিলেন। সুরভি নন্দিনী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া গাভী ভিন্ন কামদুঘা গাভীকেও ভারতবাসী সকলেই অতি শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকে। কামদুঘা বা কামদুধা গাভীগণ বৎস প্রসব না করিয়াই দুগ্ধ দেয়। তাহাদিগকে যখন ইচ্ছা তখনই দোহন করা যাইতে পারে। ইহাদিগকে দোহন করিতে হইলে বৎসের প্রয়োজন হয় না

শুনা যায় ভারতে এমন সব কামদুঘা গো ছিল, যে যখন ইচ্ছা তখনই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। এখন যে সমস্ত কামদুঘা গো পাওয়া

---

* গবামধিষ্ঠাতৃদেবী গবামাদ্যা গবাং প্রসূঃ।
গবাং প্রধানা সুরভির্গোলোকে সা সমুদ্ভবা॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—প্রকৃতি খণ্ড)

যায়, তাহারা বৎস প্রসবের পূর্ব্বে দুগ্ধ দেয় বটে, কিন্তু ইহাদিগের দুগ্ধের পরিমাণ অতি যৎসামান্য।

বৎসের মুখোচ্ছিষ্ট নহে বলিয়া, এবং বৎসের আহার্য্য দ্রব্যে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে হয় না বলিয়া, এই কামদুঘার দুধের অত্যন্ত আদর। কামদুঘার দুগ্ধ হিন্দু-দেবসেবায় বিশেষ পবিত্র বলিয়া বর্ণিত আছে।

এখনও যদি পুনরায় ভারতে দেবাসুরে মিলিয়া আমাদিগের দেশীয় সুরভি বংশীয়া দ্রোণদুঘা গোগণকে ;———সমুদ্রালয় ইংলিশ চেনেলর জর্‌সি, গারন্‌সি গো কি অষ্ট্রেলিয়ার গো দিগের ন্যায় পালন, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা যায়, তবে এ দেশেও উৎকৃষ্ট বহু দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে এখন আর গো গণের উৎপত্তি ও পালনের দিকে আমাদের মনোযোগ নাই। ইংলেণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ায় আধমণ হইতে ১/৫ একমণ পাঁচসের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয় এমন গাভী বিস্তর আছে। হান্‌সি, গুজরাটি, মুলতানি, নেলোর প্রভৃতি জাতীয় অধিক দুগ্ধবতী গাভী আছে, উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট গাভীর বাহ্য লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আকারে বৃহৎ, মস্তক ক্ষুদ্র, কপাল প্রশস্ত, গাত্ররোম মসৃণ ও রেশমের ন্যায় চিক্কণ। শরীরের ত্বক অতি পাতলা, (মিহি) লেজ লম্বা ও সরু— চঞ্চল এবং উহার অগ্রভাগে প্রভূত সুদৃশ্য রোম রাজী বিরাজিত। তাহাদিগের শৃঙ্গাগ্রভাগ পশ্চাৎদিকে বক্র। সম্মুখদিকে বক্রশৃঙ্গী উৎকৃষ্ট গো দৈবাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট গাভীর পদ সকল খর্ব্ব ও শ্লথ (loose-limbed)। তাহাদিগের উরুদেশ বিস্তৃত। বক্ষঃস্থল গভীর এবং প্রশস্ত। পেছনের পা গুলি একটু ছড়ান যেন প্রকৃতি ঐ পদদ্বয়ের মধ্যে বিশাল উধঃ স্থাপন করিবার জন্যই উহাদিগকে ঐরূপ পৃথক করিয়া দিয়াছেন। ইহাদিগের উধঃ ঘটের ন্যায় বৃহৎ। দুগ্ধনালী বৎসতরী অবস্থায় দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু প্রসবের পূর্ব্বে পাকস্থলীর নিম্ন প্রদেশে একটি রজ্জুর ন্যায় দুগ্ধবাহিনী নালিকা দৃষ্ট হয়। তাহার উধের মধ্যে ৪টি তুল্যাকারের অতি পুষ্ট বড় বড় বাঁট চাটিম কলার (সবরী কলার) ন্যায় দেখা যায়। বাঁটগুলি সমদূরবর্ত্তী। সকল বাঁটগুলিই দুগ্ধ নির্গমের ছিদ্রযুক্ত।

ভাল গাভীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটু ঢিলা, শরীরের মাংস নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। মোটা চক্‌চকে গাভীগুলি বহ্বাহারী, এবং তাহারা যাহা খায় তাহার অধিকাংশই দুগ্ধে পরিণত হয়। উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী প্রায় কৃষ্ণবর্ণা,
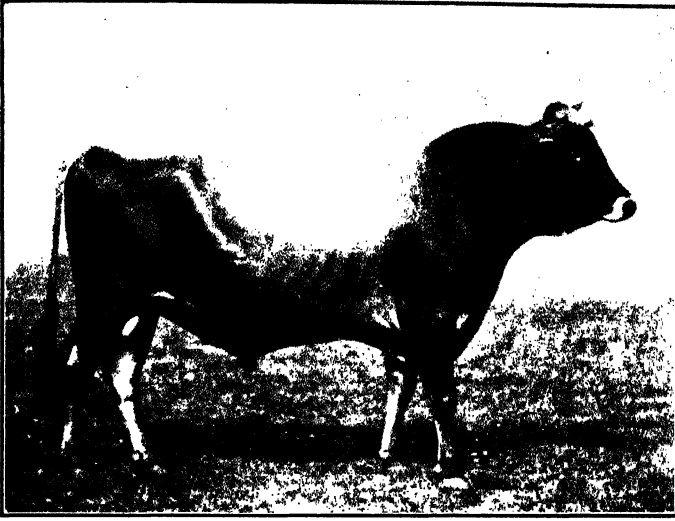
জারসি বৃষ

জারসি গো

(১) কপিলা অর্থাৎ সুবর্ণ বর্ণা গাভী এবং রক্ত বর্ণা গাভীও উৎকৃষ্ট বটে। কৃষ্ণ, গাঢ়ধূসর ও রক্তবর্ণা গাভীগণ সুস্থ ও বলিষ্ট। লাল গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট। সাধারণতঃ লাল রঙ্গের গোরুর হজম শক্তি ভাল।

ভারতীয় অধিকাংশ গো ধূসর-মিশ্র-সাদা রং। কতকগুলি গাভী বৎসরের কোন কোন সময় খুব শুভ্রবর্ণ প্রতীয়মান হয়; আবার উহারাই বৎসরের কোন কোন সময় খুব গাঢ় ধূসর রং বোধ হয়। এই রঙ্গের গাভী কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত নহে। এই প্রকারে গাভীগণ সাধারণতঃ স্বল্প দুঘা। যদি গাভীগণ ধূসর রঙ্গের পরিবর্ত্তে (Piebald) পিবল্ড রং যুক্ত হয়, তবে ঐ গাভী দুগ্ধবতী হইয়া থাকে। যদি গাভীর শরীরের রং ইষৎ হরিদ্রাভ—শুভ্রবর্ণ হয় এবং কর্ণের ভিতর ও খুরের অভ্যন্তর হরিদ্রাবর্ণ হয়, তবে ঐ গাভীর শরীর সুস্থ রক্ত বিশুদ্ধ এবং উহার দুগ্ধে নবনীতের ভাগ অধিক থাকে এবং দুগ্ধ খুব সুস্বাদু হয়। যদি গাভীর রোম সকল বেশ কোমল রেশমের ন্যায় হয়, তবে গাভীটি অত্যন্ত দুগ্ধবতী হইয়া থাকে এবং তাহার দুগ্ধও খুব সুস্বাদু হইবে।

যে গাভী অত্যন্ত দুগ্ধবতী তাহার (uder) উধঃ অত্যন্ত বৃহৎ, বাঁটগুলিও বড় বড় এবং দুগ্ধ দোহন করার সময় দুধ অতি বেগে মোটা ধারায় বাহির হইয়া থাকে। যে পাত্রে দোহন করা হয়, তাহাতে এক শব্দ উৎপাদন করে। তাহাতেই গাভীর দুগ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। গাভী দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিবার সময়ের অল্প পূর্ব্বেও ভাল গাভী দোহন করিলে তাহার দুগ্ধ ঐরূপ মোটা ধারায় বেগের সহিত বহির্গত হয়। ইহাকে এতদঞ্চলে (ধার) বান বা বাট্ বলে। উৎকৃষ্ট গাভীর আর একটি লক্ষণ এই যে, এক পানানে তাহার সমস্ত দুগ্ধ দোহন করা যায়। কিন্তু অপকৃষ্টদুঘা গাভীর ২।৩।৪ বার বাছুরের মুখ দিয়া পানাইয়া না লইলে গাভী দুগ্ধ দেয় না।

কোন ২ গাভী দুগ্ধ দোহনকালে দুগ্ধ দেয় না। তাহাদের দুগ্ধ বাছুরের জন্য, তাহার পালানে রাখিয়া দেয়, কিছুতেই তাহাদিগের দুগ্ধ দোহন করা যায় না। অতি সামান্য দুগ্ধ অতি কষ্টে বাহির করা যায়। যাহারা দুগ্ধ ব্যবসায়ী তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ গাভী বড় উৎপাত জনক। অল্পদুঘা গাভীর দুগ্ধ অতি সূক্ষ্ম ধারায় আস্তে আস্তে বহির্গত হয়, গাভীর বাছুর দেখিলেও গাভীর দুগ্ধের

---

(১) গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।

পরিমাণ বুঝা যায়। যদি বাছুরটা নিতান্ত দুর্ব্বল ক্ষুদ্রায়াতন হয়, তবে বুঝা যায় যে গাভী দুগ্ধ হীনা। যে গাভীর চারিটী বাঁটেই দুগ্ধ নির্গত হয় সেই গাভীও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। কোন কোন গাভীর একটি, দুইটি কখন বা তিনটী বাঁট বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বাঁটকে অন্ধ বাঁট বলে। উৎকৃষ্ট গাভী দীর্ঘকাল দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ একবার প্রসব করিলে ১ বৎসর এমন কি ১৫।১৬ মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। প্রসবের পর গাভীগণ সাধারণতঃ দশমাস দুগ্ধ দেয়। স্বল্প দুঘা গাভীগণ ৫।৬ মাস দুগ্ধ দিয়া ক্রমশঃ দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে; তবে উত্তমরূপ পুষ্টিকর ও দুগ্ধবর্দ্ধক দ্রব্য খাওয়াইলে সকল গাভীই দীর্ঘকাল ও অধিক পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

ভাল গাভীর প্রকৃতি অত্যন্ত মৃদু ও ঠাণ্ডা, ইহাদের দৃষ্টি মাতৃভাবাপন্ন। অত্যন্ত দুগ্ধবতী গাভী সকল মাতার ন্যায় স্নেহময়ী, রাগদ্বেষ বিহীনা। অপরিচিত লোকেও তাহাদিগের গায়ে হাত দিতে পারে, তাহারা কিছুতেই উত্তেজিত হয় না; এমন কি উহাদিগের বাছুরকে ধরিলেও ক্রুদ্ধ হয় না, যে কেহ যে কোন সময় তাহাদিগকে দোহন করিতে পারে। উৎকৃষ্ট গাভীগণ অত্যন্ত দুগ্ধবতী হয়। পারিবারিক ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত গাভী প্রত্যহ ৵৮ কি ।০ সের দুগ্ধ দেয় তাহাই উৎকৃষ্ট। ইহা অপেক্ষা অধিক দুগ্ধবতী গাভী সাংসারিক কার্য্যের জন্য রাখিলে মধ্যে মধ্যে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইতে হয়, কারণ অধিক দুগ্ধবতী গাভীগণ অত্যন্ত মৃদু প্রকৃতির হইয়া থাকে। তাহাদিগের শরীরের সমস্ত শক্তি দুগ্ধের দ্বারা নিঃসারিত হইয়া ইহারা অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়ে। অতি সামান্য কারণে উহারা পীড়িত, পতিত ও মৃত হয়। ঐ সকল অত্যন্ত অধিক দুগ্ধবতী গাভী গো ব্যবসায়ীগণ বাথানের জন্য রাখিলে কিংবা অত্যন্ত সৌখিন লোক, সখের জন্য পুষিলে এই সব গো পালন করিতে পারে। ভারতীয় গোগণ সাধারণতঃ ।৬ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না। তবে বিশেষ যত্ন করিলে ॥০, ॥৪ পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিতে দেখা যায়। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার গাভীগণ ১৵৫ এক মণ পাঁচসের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিতে দেখা যায়। দুগ্ধের মধ্যেও যে সকল গাভীর দুগ্ধে নবনীত অধিক হয়, ঐ সকল গাভীও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে যে সকল গোর দুগ্ধে নবনীত ও সর অধিক থাকে, তাহারা পরিমাণে কম দুগ্ধ দেয়। সার ভাগ অধিক থাকায় দুগ্ধ অল্প দেওয়ায়ও ঐ দুগ্ধ অধিক দুগ্ধের কার্য্য করে। সর ও নবনীত যে সকল দুগ্ধে অধিক থাকে, ঐ দুগ্ধ পীতাভ হইয়া থাকে। পীতাভ দুগ্ধের অল্পতার ক্ষতি

পূরণ সারবত্তায় করিয়া দেয়। নবনীতের ভাগ যে গাভীর দুধে অধিক সেই গাভী যদি পরিমাণেও অধিক দুধ দেয়, তবেত উহা সোণায় সোহাগার ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঋতুমতী গাভীর লক্ষণ।

গর্ভধারণের সময় উপস্থিত হইলে অধিকাংশ গাভীই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে। গাভীগণ অস্থিরতা ও চঞ্চলতা প্রকাশ করে, পুনঃ পুনঃ মল মূত্র ত্যাগ করিতে থাকে, লেজ অনবরত নাড়িতে থাকে। কিছুই আহার করে না এবং দুগ্ধবতী গাভী হইলে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করে। মূত্রদ্বার লাল ও স্ফীত দৃষ্ট হয়, সাদা তরল স্রাব নিঃসৃত হয়, ঐ অবস্থায় গাভী অন্য গোর নিকটে থাকিলে সেই গোর উপর উঠিতে চেষ্টা করে, পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে থাকে এবং বন্ধন রজ্জু টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়, কোনটি অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয়তা ও অশান্তির ভাব প্রকাশ করে। কোন গাভী ডাকে না বা অশান্তির ভাব প্রকাশ করে না, তবে কেবল লেজ নাড়িতে থাকে ও পুনঃ পুনঃ মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করে। এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যাপী হয়। এই সময়টা লক্ষ্য করিয়া গাভীকে ষাঁড়ের সহিত সংমিলিত করা কর্ত্তব্য। ঠিক সময় মত ষাঁড় সংযোগ করিতে পারিলেই ঠিক হয়। তবে দ্বিতীয় দিবসে এমন কি তৃতীয় দিবসেও ষাঁড় সংযোগ করা যাইতে পারে। বিলম্ব হইলে গর্ভ রক্ষা করিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইউরোপে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ঋতুমতী হওয়া মাত্র ষাঁড় সংযোগ করিলে, স্ত্রীবৎস এবং এক কি দুই দিন পর বৃষ সংযোগে ষণ্ড বৎস জন্মিয়া থাকে। এই নিয়মটি জানা থাকিলে যাঁহার যেরূপ বৎসের প্রয়োজন তিনি তদনুরূপ বৎস উৎপাদন করাইতে পারেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গর্ভধারণের বয়স।

এদেশে বৎসতরীগণ সাধারণতঃ ২ বৎসর তিন মাস হইতে ৩ বৎসর বয়সে গর্ভ ধারণ করে। অপর্য্যাপ্ত উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর আহার দিলে, বৎসতরীগণ ১৮

মাস বয়সেও গর্ভধারণ করিতে দেখা যায়। ইংলণ্ডের জার্সিও গার্ণসি বৎসতরী-গণ দুই বৎসর বয়সের মধ্যে বৎস প্রসব করিতে দেখা গিয়াছে। দুর্ব্বল, রুগ্ন, অনাহার ক্লিষ্টা বৎসতরীগণ কোন কোনটি তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ঋতুমতীই হয় না। উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর আহার দিলে গাভীগণ ২ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও বৎস দিতে দেখা গিয়াছে। সাধারণত ১৫।১৬ বৎসর বয়সে বৎস দেওয়া ত্যাগ করে। বয়সের সঙ্গে গাভীগণের দাঁত ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। ক্রমে দাঁতগুলি একেবারে ক্ষয় হইয়া গেলেও গাভীগণ বৎস দিতে পারে। তাই দেশীয় প্রচলিত কথায় বলে যে—"গাভী বুড়ো আঁতে, বলদ বুড়ো দাঁতে" অর্থাৎ গাভী বৎস দেওয়া ত্যাগ করিলে এবং বলদের দাঁত ক্ষয় হইয়া গেলে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গর্ব্ভধারণ।

ঋতুমতী গাভীর সহিত বৃষ সংযোগ করিতে হইলে, কোন আবদ্ধ স্থানে উভয়কে ছাড়িয়া দিলে তাহাদিগের স্বেচ্ছা ও প্রবৃত্তিমতে সংযুক্ত হইলেই উত্তম হয়। কিন্তু কখনও কখনও গাভীগণ ষাঁড়ের নিকট যাইতে ভয় পায়, সেইস্থলে দুইটী খুটার মধ্যস্থানে গাভীটী বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কখন কখন ইহাতেও ফল হয় না। গাভী ষাঁড় দেখিলেই মাটিতে শুইয়া পড়ে। তখন দুই পার্শ্বে দুইটী বাঁশ দ্বারা গাভীটীকে উঠাইয়া রাখিয়া বৃষটী ছাড়িয়া দিলে বৃষ গাভীতে উপগত হইতে পারে। কিন্তু এরূপে গাভী যন্ত্রণা পাইতে পারে। ইহাতেও সুবিধা না হইলে গাভীটীকে হাটু জলের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখিলে ষাঁড় সুবিধামত উপগত হইতে পারে। তাহাতে গাভী কোন যন্ত্রণা পায় না এবং সহজে গর্ব্ভরক্ষা করিতে পারে। বৎসতরীগণ প্রথম ঋতুমতী হইলে অনেক সময় বৃষের নিকট যাইতে ভীত হয়। কখন কখনও তাহারা এই ভয়ের দরুণ, অনেকবার ঋতুমতী হইয়াও গর্ব্ভধারণ করিতে পারে না, তজ্জন্য নব ঋতুমতী বৎসতরীগুলির সম্বন্ধে অধিক সতর্কতা লওয়া আবশ্যক, যেন ইহারা পলাইতে না পারে। যে সকল গাভী একবার বৎস দিয়াছে তাহারা দুই কি এক মাসের ভিতরে ঋতুমতী হইলে তাহাকে বৃষের নিকট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ তখন গাভীর গার্ব্ভধার অত্যন্ত শিথিল থাকে। এই অবস্থায় ষাঁড় দিলে উহারা গর্ব্ভরক্ষা করিতে পারে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় মাসের ভিতর ডাকিলে এই গাভীটীকে স্নান করাইয়া দুগ্ধ, কি ঐরূপ কোন স্নিগ্ধদ্রব্য আহার করাইয়া স্নিগ্ধরাখা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অন্য সময় ডাকিলে, গাভীকে বৃষের নিকট দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ প্রকৃতির ডাক উপেক্ষা করা অনুচিত। প্রকৃতির ডাক উপেক্ষা করিলে, গাভী বন্ধ্যা হইতে পারে, কি তাহার মৃত বৎসা দোষ জন্মিতে পারে। যে সমস্ত গাভী তৃতীয় মাসে ষাঁড় গ্রহণ করে, তাহারা বার মাস পরই একটী বৎস প্রসব করে। কোন কোনটী ৪।৫।৬।৭ মাস দুগ্ধ দেওয়ার পর পুনরায় গর্ব্ভধারণ করে।

গর্ব্ভকাল ও গর্ব্ভ লক্ষণ।

ভারতীয় গাভীগণ সাধারণতঃ ২৭০ হইতে ২৮০ দিন গর্ব্ভধারণ করিয়া বৎস প্রসব করে। ২৯০ দিনেও কোন কোনও গাভী বৎস প্রসব করিয়া থাকে। গর্ব্ভধারণ করিলেই গাভীগণ একটু পুষ্ট হয় ও তাহাদিগের বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। কোন কোন গাভী গর্ব্ভধারণ করিলেও, কখন কখনও পরবর্ত্তী সময়ে চীৎকার করে ও ঋতুর অন্য লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে; এই অবস্থায় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গাভী পূর্ব্বেই গর্ব্ভধারণ করিয়াছে কি না; কারণ গর্ব্ভাবস্থায় বৃষ সংযোগ করিলে গাভীর নিশ্চয়ই গর্ব্ভপাত হইবে এবং গাভীর স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইবে। কোন কোন গাভী গর্ব্ভধারণ করার ৭ মাস পরেও ঋতুমতী গাভীর ন্যায় অস্থির হইয়া চীৎকার করে ও অন্য গোরুর উপর উঠিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ সকল স্থলে বিশেষ পরীক্ষা ও সতর্কতা লওয়া আবশ্যক। গাভী গর্ব্ভধারণ করিলে প্রথম অবস্থায় তাহা জ্ঞাত হওয়া কঠিন। তবে গর্ব্ভধারণ করিলে জননেন্দ্রিয়ে একপ্রকার পীতাভস্রাব দৃষ্ট হয়। এইরূপ স্রাব না থাকিলে গাভী গর্ব্ভধারণ করে নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। তবে কয়েক মাস অতীত হইলে, গাভীর শরীরের গুরুত্ব দৃষ্টেই গর্ব্ভধারণ অনুমিত হয়। চারি পাঁচ মাস গর্ব্ভধারণ করিলে সহজেই নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়। গাভী গর্ব্ভবতী হইয়াছে কিনা গাভীর ডাইন পার্শ্বে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া জোরে চাপ দিলে গর্ব্ভস্থ গো শিশুর সত্বা অনুভব করা যায় এবং গাভীর পাছার দিকে বৎস নড়িয়া উঠে। এক বাল্‌তি ঠাণ্ডাজল গাভীকে পান করাইলে গর্ব্ভস্থ শিশু চঞ্চল হয় ও গাভীর পশ্চাৎ দিকে শিশুর নড়া চড়া অনুভূত হয়।

হাতের পাঁচটী অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া গাভীর পার্শ্ব ও পালানের মধ্যে স্পর্শ করিলে বৎসের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

নবম পরিচ্ছেদ

গর্ব্ভধারণের সময় গোপালকের জ্ঞাতব্য বিষয়।

গর্ব্ভধারণের পূর্ব্ব হইতেই গাভীকে পুষ্টিকর ও উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। এবং যাহাতে গাভীটী নীরোগ থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ গোর স্বাস্থ্যের উপরই বৎসের উৎকর্ষতা নির্ভর করে। তবে অত্যধিক পুষ্টিকর খাদ্য এই সময় ব্যবস্থা করিলে, গাভী অত্যন্ত মোটা হইয়া গেলে, গর্ব্ভাধারে চর্ব্বী জন্মিয়া থাকে, তজ্জন্য বৎসটী ছোট হয়। অনেক সময় গর্ব্ভপাতেরও সম্ভাবনা হয়। গর্ব্ভ রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট সুস্থ নীরোগ ষাঁড় নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। যে ষাঁড়ের মাতা অধিক দুগ্ধবতী, সেই ষাঁড় নির্ব্বাচিত হইলে, তদুৎপন্ন বৎসও উৎকৃষ্ট হইবে এবং উৎকৃষ্ট ষাঁড় নিয়োগ দ্বারা গাভীটীর দুগ্ধবৃদ্ধি হইবে। উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সংযোগ দ্বারা অতি অল্পদিনে গোজাতির আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হয়। গর্ব্ভধারণ করিলেই গাভীটীকে কিছু দৌড়াইয়া আনিয়া স্নান করাইয়া দিতে হয়। যদি ক্রমে কেবল উৎকৃষ্ট গাভী ও উৎকৃষ্ট বৃষের সংযোগ করা যায় তবে অল্প কয়েকবার এইরূপে গো জনন ক্রিয়া দ্বারা অতি আশ্চর্য্য ফল লাভ হইতে পারে। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা সংক্রামক রোগেরও কোন আশঙ্কা থাকে না। যাহাদিগের একটী মাত্র গাভী তাহাদিগের জনন ক্রিয়ার জন্য একটী বৃষ রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য। তবে যাহাদিগের ১০।১২টী গাভী আছে তাহাদের নিজের একটী উৎকৃষ্ট বৃষ রাখা কর্ত্তব্য। নচেৎ নিজের ঠিক প্রয়োজনের সময় ভাল বৃষ পাওয়া না গেলে বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে। যাহাদিগের একটী মাত্র গাভী তাহাদিগের একটী বৃষ পালন করা বহুব্যয় সাধ্য সুতরাং তাহাদিগেরও এক, দুই, কি তিন জন ভাল বৃষ ব্যবসায়ীর কি বৃষ-স্বামীর সহিত পূর্ব্বেই বৃষ প্রাপ্তির বিষয় ঠিক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে যখনই তাহার বৃষের প্রয়োজন হইবে তৎক্ষণাৎ তিনি বৃষ পাইতে পারেন।

তজ্জন্যই একাধিক স্থল ঠিক করিয়া রাখিলে একস্থলে কোন অসুবিধা হইলে অন্যত্র বৃষ পাওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের যে সকল গো-পালকের বৃষ নাই, তাহারা ২।৩ টী বৃষ ব্যবসায়ীর সহিত পূর্ব্বেই আলাপ করিয়া প্রয়োজনের আনুমাণিক সময় জ্ঞাপন করিয়া বৃষ ঠিক করিয়া রাখিয়া দেন। ষাঁড়টী গাভী হইতে বলিষ্ঠ, দুগ্ধদায়ক বংশীয় হওয়া আবশ্যক। বৃষ ও গাভী উভয় উৎকৃষ্ট জাতীয়

হওয়া আবশ্যক। দুর্ব্বল ও পীড়িত ষাঁড় দ্বারা, কখনই গাভীর গর্ভ করাইবে না। গো-জনন কয়েকটী নিয়মের অধীন। প্রথমতঃ মনুষ্যাদির যেরূপ পিতা মাতার আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, গঠন, স্বাস্থ্যাদি সন্তানে সংক্রামিত হয়; গো-জাতীরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। শ্বেত, পীত, ও কৃষ্ণ জাতীয় পিতামাতার সন্তানগণ তৎতৎ পিতামাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। নেলোর জাতীয় গাভী ও বৃষের বৎস নেলোর জাতীয় হইবে। অত্যন্ত দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধবতী গাভীর উৎপন্ন বৃষের সম্মিলনে, তাহাদিগের বৎসও দুগ্ধদাত্রী হইবে। নিকৃষ্ট গাভী ও নিকৃষ্ট বৃষের সংযোগে নিকৃষ্ট বৎস উৎপন্ন হইবে। সাধারণতঃ বৎসতরীগণ তাহাদের পিতা ও ষাঁড়বাছুরগণ তাহাদের মাতার গুণাবলি প্রাপ্ত হয়। এক পরিবারের গাভী বৃষের সংযোগ করা উচিত নয়। অর্থাৎ পিতা ও কন্যা, মাতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে সংযোগ করান অবৈধ। তাহা হইলে বৎসগণ হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল হইবে এবং ক্রমে অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। বৎসগণই বাথানের উন্নতির সোপান। বৎসগণের প্রতি যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের দ্বারাই পালটী উন্নত করা যায়। এবং তাহাদিগের দ্বারা মূলধনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বৎসগণকে উৎকৃষ্ট আহারাদি দিলে ও যত্ন করিলে শীঘ্রই তাহারা তাহাদিগের মাতৃগণ হইতে উৎকৃষ্ট হয়। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক, যেন বৎসগণ তাহাদিগের মাতা পিতা হইতে উৎকৃষ্ট হয়। তাহা হইলেই আশানুরূপ ফললাভ হইবে। অচিরে গোগণ উন্নতির সোপানে উঠিবে। গো বংশ উন্নত হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনুলোম বিলোম সংযোগের ফলাফল।

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুধাবনের ফলস্বরূপ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) নিকৃষ্ট গাভী, উৎকৃষ্ট বৃষ (অত্যধিক দুগ্ধবতী গাভীর সন্তান) সংযুক্ত হইলে যে কেবল উৎকৃষ্ট বৎস জন্মিবে তাহা নহে; ঐ গাভীটিও অধিক দুগ্ধদান করিবে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। যে হেতু উৎকৃষ্ট বলবান বৎসের উপযোগী অধিক পরিমাণ দুগ্ধ, প্রকৃতি তাহার মাতৃস্তনে প্রদান করেন।

(২) উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত নিকৃষ্ট জাতীয় বৃষের সংযোগে ঐ উৎকৃষ্ট গাভীর দুগ্ধ দান শক্তি হ্রাস হইবে। কারণ, যে নিকৃষ্ট বৎস জন্মিবে তাহার আহার্য্য দুগ্ধের পরিমাণ অল্প। সুতরাং প্রকৃতি ঐ গাভীর স্তনে অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া থাকেন।

(৩) উৎকৃষ্ট বৃষ ও নিকৃষ্ট গাভীর সংযোগে বৎস পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট হইবে। মাতা হইতে শ্রেষ্ট হইবে।

(৪) নিকৃষ্ট বৃষ ও উৎকৃষ্ট গাভীর সংযোগে মাতা ও পিতা উভয় হইতে নিকৃষ্ট হইবে। ঐ সম্মিলনের ফল, উৎপন্ন বৎস ও দুগ্ধ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিজনক।

(৫) (ক) উৎকৃষ্ট বৃষ ও উৎকৃষ্ট গাভীর সংযোগে বৎস উৎকৃষ্ট হইবে (খ) নিকৃষ্ট বৃষ ও নিকৃষ্ট গাভীর সংযোগে বৎস নিকৃষ্ট জাতীয় হইবে।

(৬) কোন উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত ক্রমে ২।৩ বার নিকৃষ্ট বৃষ দ্বারা বৎস উৎপাদন করার পর উৎকৃষ্ট বৃষের সহিত সেই গাভীর সংযোগ হইলেও তাহার গর্ভ্ভে উৎকৃষ্ট বৎস জন্মে না।

(৭) অনেক সময় বৎস পিতামাতার অনুরূপ না হইয়া মাতামহী বা পিতামহের মত কি ২।৩ পুরুষ পূর্ব্বের পুরুষের ন্যায় হইতে দেখা যায়।

(৮) কখনও বা পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষের লক্ষণ না পাইয়া নূতন একরূপ বৎস হয়। ইহা গর্ভ্ভিনীর খাদ্য ও জল বায়ুর উপর নির্ভর করে।

(ক) ভাল খাদ্য ও উৎকৃষ্ট জল বায়ুর গুণে নব প্রসূত বৎস উৎকৃষ্ট হয়।

(খ) অপকৃষ্ট খাদ্য ও নিকৃষ্ট জল বায়ুর দোষে নিকৃষ্ট বৎস জন্ম গ্রহণ করে। হিসারের উৎকৃষ্ট গাভী ও উৎকৃষ্ট ষাঁড় কি গুজরাটী উৎকৃষ্ট গাভী উৎকৃষ্ট ষাঁড় কি মণ্টগোমারী কি জির জাতীয় উৎকৃষ্ট গাভীর সহিত তৎতৎজাতীয় উৎকৃষ্ট বৃষের সংযোগে উৎকৃষ্ট ফল হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সঙ্কর-গো

বর্ত্তমান সময়ে দুগ্ধ দান ক্ষমতায় বিলাতি গাভীগণ এতদ্দেশীয় গোগণ হইতে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে; ঐ দুগ্ধবতী গাভীগণ দেশীয় জল, বায়ু ও শীতাতপ

সহ্য করিতে পারে না। তবে বিলাতি বৃষ দ্বারা এ দেশীয় গাভীতে সঙ্কর বৎস উৎপাদন করিতে পারিলে খুব দুগ্ধবতী গাভী উৎপন্ন হইবে এই জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হয় কিন্তু এ যাবৎ কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি জর্ণেল অব ডেইরীং নামক পত্রিকায় ১৯১৪ অব্দে জুলাই মাসে "ভারতবর্ষের জন্য বিদেশ হইতে অনীত উৎকৃষ্ট বৃষ" (১) শির্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শীত হইয়াছে যে, আয়ারসায়ার বৃষ ভারতের গাভীর জনন কার্য্যের জন্য উৎকৃষ্ট। বেঙ্গালোর ডেইরী ফারমে যে হানসী হিসার গাভী এক বিয়ানে ১৭৫০ পাউণ্ড দুগ্ধ দিত; তাহাতে ডনাল্ড (Donald) নামক আয়ার সায়ার বৃষের সহযোগে একটি বৎসতরী পাওয়া যায়। সেই বৎসতরী ২ বৎসর বয়সে ঐ ডনাল্ড দ্বারা গর্ভবতী হয়। সে ২$\frac{৩}{৪}$ বৎসর বয়সে বৎস দিয়াছে এবং প্রত্যহ সে ৩০ পাউণ্ড দুধ দিয়াছে। এক বিয়ানে ২৭০ দিনে ৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১০০/ দুধ দিয়াছে। ২০ দিন দুগ্ধ হীনা ছিল। পুনরায় উক্ত ডনাল্ড দ্বারা একটি বৎসতরী উৎপাদিত হইয়াছে। ঐ গাভী এখন প্রত্যহ ৫৬ পাউণ্ড দুধ দিতেছে। এবং একমাসেই ১০৩২ পাউণ্ড দুধ দিয়াছে। এবং ঐ জুলাই মাস পর্য্যন্ত ৮০০০ পাউণ্ড দুধ দিয়াছে ও এখন প্রত্যহ ১০ সের দুধ দিতেছে। এই সময় কাঁচা ঘাসের অভাবে তাহাকে ঐ ঘাস দেওয়া যাইতে পারে নাই। এই গাভীটির ফল অতি সন্তোষ জনক বোধ হইতেছে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, আয়ার সায়ার বৃষই ভারতীয় গাভীর জনন কার্য্যের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অষ্ট্রেলিয়ান সর্টহরণ জাতীয় গোর মধ্যে ইল্লাউয়ারা (Illawara) নামক প্রসিদ্ধ বংশীয় বৃষ হইতেও আয়ার সায়ার বৃষ ভারতীয় গাভীর জন্য অধিকতর উপযোগী।

এই অষ্ট্রেলিয়ান বৃষের উৎপন্ন গাভী এক বিয়ানে ৫০০০ পাউণ্ডের অধিক দুগ্ধ দেয়না; কিন্তু আয়ার সায়ার বৃষে দ্বারা উৎপন্না গাভী ৮০০০ পাউণ্ড দুগ্ধ দেয়। ইহারা এক চর্ম্মাবরণে ৪টি গাভীর তুল্য।

ভিন্ন দেশ হইতে আনীত বৃষই উষ্ণপ্রধান ভারতবর্ষে সহজে পীড়িত হইয়া পড়ে, কিন্তু আয়ার সায়ার বৃষ সহজে ভারতীয় জল, বায়ু, ও উত্তাপে পীড়িত হয় না।

---

(১) The best type of imported bulls for India
By S, W, Rouse
The journal Dairying July p. 295.

বেঙ্গালোর ডেহরী ফারমে এক পিতা হইতে জাত অনেকগুলি বৎসতরী পাওয়া গিয়াছে। ৯টি দুধ দিতেছে। নিম্নে তাহাদিগের একটির দুধের তালিকা দেওয়া গেল।

No নম্বর	Breed জাতি	Total একবিয়ানের দুধ	দিনের সংখ্যা	মাতার জাতি	মাতার দুগ্ধ দানের পরিমাণ
১২৭	H. B. সর্টহরণ	৩৭০৯ পাউণ্ড	২৯০	২০ হান্সি	১৮২১ পাউণ্ড
১৩১	ঐ	৪২০০ ,,	২৯৩	ঐ	১৫৪৯ ,,
১৩২	,, আয়ার সায়ার	৫৪৩৭ ,,		৬৪ সিন্ধু	২০৭০ ,,
১৩৩	,, ,,	৬০১০ ,,		৮০ হান্সী	১৭৫০ ,,
১৩১	,, সর্টহরণ	৩৯৫০ ,,	২০০	৭০ ,,	১৭১৮ ,,
১৩৮	আয়ার সায়ার	৬২৩০ ,,		৮৮ ,,	১৫০৯ ,,
১৪০	,,	২৬৭৪ ,,		৯০ ,,	২০৫৭ ,,
১৪১	,,	২৭৮৪ ,,		৬৭ ,,	১৭০২ ,,
২৯০	,,	১০৯০ ,,		৪০ ,,	২৮০০ ,,

সিন্ধু দেশীয় গাভীতে ও আয়ার সায়ার বৃষের দ্বারা উৎপন্ন গাভী অতি সুঠাম ও সুগঠিত হইয়াছে। পরিশ্রমের কার্য্যে উহারা চমৎকার গো হইয়াছে। ফরেষ্ট বিভাগ ও প্লেণ্টারগণ এইরূপ সঙ্কর বৃষকে অত্যন্ত আদর করিতেছেন। অতি উচ্চ মূল্যে এই সঙ্কর বৃষ ক্রয় করিতেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উৎকৃষ্ট গোজননের একটি উপায়।

কোন একজাতীয় গোর সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটী মডেল (নমুনা) অর্থাৎ উহার রূপ কল্পনা করিয়া লইয়া, যেমন তাহার বর্ণ লাল হইবে, শৃঙ্গহীন হইবে, মস্তক উন্নত হইবে, চক্ষু বিস্তৃত হইবে, লেজ সাদা কি পেটের মধ্যে একটু সাদা হইবে,

কি কপালে সাদা হইবে, পালানটি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইবে, ইহা স্থির করিয়া সেই নমুনা অনুযায়ী গো উৎপাদনের চেষ্টা করিলে সেই জাতীয় গোর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইউরোপীয় গোপালকগণ তাহাদিগের নমুনার অনুরূপ কাঠের কি মৃত্তিকার দ্বারা একটি গো প্রস্তুত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ বর্ণের কম্বল উহাতে জড়াইয়া গাভীর গর্ভ রক্ষার সময় গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দেন। উহাতে নমুনার অনুরূপ বৎস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে ডেইরী গো অর্থাৎ দুগ্ধদাত্রী গাভী ও মাংসের জন্য গো, দুইভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ এক জাতীয় বৃষ অন্যজাতির কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। ডেইরী অর্থাৎ দুগ্ধদাত্রী গাভীর শরীর নাতিস্থূল, ঢিলা বাঁধের হয় এবং মাংস খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত গো, অতিস্থূল ও দৃঢ় কলেবর হয়।

আমাদিগের দেশেও হল কর্ষণ, গাড়ী-টানা ও যুদ্ধোপকরণ-টানা গো সকলের শরীর অত্যন্ত দৃঢ় এবং দুগ্ধদাত্রী গো সকলের শরীর ঢিলা ও নাতিস্থূল ঐ দুই শ্রেণীর গো পৃথক। এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীর জননাদি কার্য্য করাইলে বা একটী বৃষ দ্বারা উভয় শ্রেণীর জননাদি কার্য্য করাইলে ফল ভাল হইতে পারে না।

যে বৃষ হল পরিচালন করে তাহা দ্বারা দুগ্ধবতী গাভীর গর্ভ রক্ষা করিলে ঐ গর্ভের বৎস কখনই উৎকৃষ্ট হইবে না। এবং গাভীও তেমন দুগ্ধদাত্রী হইবে না। উৎকৃষ্ট দুগ্ধদাত্রী গাভীর বৃষ বৎস সংগ্রহ করিয়া ঐ বৃষ পূর্ণ বয়স্ক হইলে তদ্দ্বারা দুগ্ধবতী গাভীর গর্ভ রক্ষা করিলে, যে গাভী জন্মিবে তাহার দুগ্ধদান ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গর্ভবতী গাভী।

গর্ভাবস্থায় গাভীকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কোন কারণে ভীত হইয়া লাফ দিলে কি অন্য গোর সহিত লড়াই করিলে কি দ্রুত দৌড়াইলে গর্ভস্রাব হওয়ার আশঙ্কা হয়। এই সময় প্রত্যহ এই গাভিটীকে অল্প শ্রম জনক কার্য্য বা মৃদু ব্যায়াম করান আবশ্যক। ব্যায়াম না করাইলে মৃত বৎস প্রসব করিতে পারে। এই সময় সর্ব্বদা গাভিটি একস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে গোর গর্ভাধারে চর্ব্বী জন্মিয়া দুর্ব্বল ক্ষুদ্র বা মৃত বৎস প্রসব করিতে পারে। এই জন্যই এ দেশে অনেক সময় গাভীগণ মৃত বৎস প্রসব করে। ইহাদিগকে

খৈল বা অন্য কোন উত্তেজক খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে গাভীগণ গর্ত্তপাত করিয়া পুনঃ ষাঁড় লওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে। গর্ত্তাবস্থায়ও যদি কোন কারণে ষাঁড় গ্রহণ করে তবে গর্ত্তপাত হওয়া অবধারিত। গর্ত্তাবস্থায়ও উত্তেজক খাদ্য আহার করিলে অনেক সময় গাভী উত্তপ্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। সেইজন্য গোস্বামীর বিশেষ বিবেচনা করিয়া গাভীকে ষাঁড় সংযোগ করা আবশ্যক; যেন গর্ত্তবতী গাভীকে ষাঁড়ের নিকট দেওয়া না হয়। এই সময় গাভীকে প্রাঙ্গণে বা নিরাপদ স্থানে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সময় গাভীগণকে স্নান করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। অতি যত্নের সহিত স্নান ও প্রসাদন করান আবশ্যক। গর্ত্তাবস্থায় গোগণ অতি মৃদু প্রকৃতি হইয়া থাকে। অতি সহজেই গর্ত্তপাতের আশঙ্কা হয়। গর্ত্তপাত করিলে ঐ গর্ত্তস্রাবটীকে পাল হইতে গোপনে দূরতর স্থানে লইয়া গিয়া পুতিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। গর্ত্তপাত ব্যাধি অনেক সময় গাভীগণের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠে। তজ্জন্যই গর্ত্তস্রাবটীকে পাল হইতে দূর করিয়া ফেলান বিধেয়। গর্ত্তপাতের পর গাভিটীর পশ্চাৎভাগ গরম জল ও ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং তৎপর কিছুদিন অতীত না হইলে আর গাভীকে ষাঁড় গ্রহণের জন্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ একবার গর্ত্তপাত করিলে পুনঃ পুনঃ গর্ত্তপাতের আশঙ্কা হয়। বিশেষতঃ যে সময়ে গাভীটি একবার গর্ত্তপাত করিয়াছে, গর্ত্তাবস্থার ঠিক সেই সময় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা আবশ্যক। যে কারণে প্রথমবার গর্ত্তপাত করিয়াছে, সে সমস্ত কারণ যাহাতে পরবর্ত্তী সময়ে উপস্থিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আনারস প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্য আছে, যাহা খাইলে গাভী গর্ত্তপাত করে, গর্ত্তাবস্থায় ঐ সকল খাদ্য যাহাতে না খায় তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আসন্ন প্রসবা গাভীর পরিচর্য্যা।

আসন্ন প্রসবা গাভীর শরীরে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। গাভীর পাছা ভার হয়। পাছার ঠিক নীচের স্থানে একটু গর্ত্তের মত দেখা যায়। তাহার পাকস্থলী বক্ষের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। বয়স্কা গাভীর গর্ত্তস্থ বৎসের স্থান পরিবর্ত্তন বাহির হইতে অতি পরিষ্কাররূপে লক্ষিত হয় কতকগুলি গাভীর মূত্রা-

ধার ও গুহ্যদ্বারে অনবরত উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায়। অনবরত বাহ্যে করিতে চেষ্টা করে। লেজ নাড়িতে থাকে। প্রসবদ্বার প্রশস্ত হয় ও একটু ফুলিয়া উঠে। প্রসবের দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বাবধি প্রসবদ্বার হইতে হরিদ্রাভ সাদা তরল স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। এই সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইলেই গাভীকে সতর্ক-ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। মাঠে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গাভী ভয়ে বা অন্য কোন আকস্মিক ঘটনার উত্তেজনা-বশে অসময়ে প্রসব করিয়া ফেলিতে পারে। মাঠে অনাসন্ন স্থানে প্রসূত হইলেও বৎস ও গাভী উভয়েরই নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। কোন কোন গাভী ঐ সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইবার দিনই প্রসব করে। ঐ সময় উহাদিগকে স্থিরভাবে রাখিতে পারিলে বড় সুবিধা হয়। প্রসবের দশ পনর দিন পূর্ব্ব হইতেই গাভীর পালান বড় ভারী হয়। কথন কথন দুগ্ধপূর্ণ হইয়া উঠে। দুগ্ধবহ শিরাগুলি বিস্তৃত ও পুষ্ট হয়। এই সময় গাভীর শরীরে ঠাণ্ডা লাগিলে গাভীর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। এই সময় গাভীগুলিকে গরমে ও শুষ্কস্থানে রাখা উচিত। ইহাদিগকে এই সময়ে স্নান করান উচিত নহে, বা আর্দ্রস্থানে, বৃষ্টিতে, বা শীতল বায়ুতে রাখা অবৈধ।

যদি দুগ্ধাধার খুব অধিক বড় হইয়া যায়, এবং দুগ্ধ-বাহী শিরাগুলি অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে, তবে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধ টানিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করা যায়, তবে পালানে দুধ জমিয়া উহাতে প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া গাভীর দুধজ্বর হয়। তাহা হইলে গাভী ও বৎস উভয়েই যথেষ্ট ক্লেশ পায়। অনেক উৎকৃষ্ট গাভী এইভাবে পীড়িত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; দুই একটি বাঁট অন্ধ হইয়া যায়, গাভীও কথন কথন মরিয়া যায়।

গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যহ রীতিমত দোহন করা কর্ত্তব্য।

গাভীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে প্রসবের এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই তাহার চক্ষুতে ভীতি ব্যঞ্জক অশান্তির লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যন্ত্রণার চিহ্নস্বরূপ চক্ষুগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, নির্নিমেষে একদিকে চাহিয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র, গাভীকে গোশালায় শান্তভাবে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গোশালার মেজের মধ্যে শুক্‌না খড় বিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এবং গাভীর পশ্চাৎভাগে ও প্রস্রাব দ্বারে নারিকেল তৈল দিয়া দিলে প্রসবের পক্ষে সুবিধা হয়। তৎপর তাহাকে বাঁশপাতা ও অন্য কাঁচা ঘাস খাইতে দেওয়া

কর্ত্তব্য। রাখাল, গাভীর অগোচরে চুপ করিয়া নিকট হইতে গাভীকে দৃষ্টি রাখিবে। বৎসাশক্ত গাভীর নিকট গিয়া অনর্থক গাভীকে বিরক্ত করা উচিত নহে। বেদনা না থাকার সময় গাভী কিছু কিছু ঘাস খাইবে। গাভী অশান্ত হইয়া, যখন উঠিতে, বসিতে আরম্ভ করে এবং অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ করে; তখন হইতে প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত রাখাল নিকটেই থাকিবে। অথচ গাভীকে স্পর্শ করিয়া বিরক্ত করা উচিত নহে, প্রসব হইতে আরম্ভ হইয়া বৎসের সম্মুখের দুইখানি পা ও মস্তক বাহির হইলে আর গাভীকে প্রসবের পূর্ব্বে উঠিতে দেওয়া উচিত নহে।

যখন জল ভাঙ্গিতে থাকে তখনই প্রকৃত প্রসব ক্রিয়া আরম্ভ হয়। গাভী তখন শুইয়া থাকে এবং কিছুকাল পরে সাধারণতঃ বাঁম দিগেই কাত হয়; এই সময় বৎসের দুইটী পা প্রসব দ্বারে দেখা যায়, তখন ব্যথা অধিক হয়, তখনই বৎসের মস্তকও দেখা যায়; বাছুরের মুখ হাটুর উপর ভর করিয়া থাকে। বাছুরের পিঠ গাভীর পিঠের সঙ্গে এক সমান্তরাল রেখায় থাকে। মাথা দেখা যাওয়ার দুই তিন মিনিট পরই বৎসের পশ্চাৎ ভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বাহির হইয়া পড়ে। জরায়ু কোষের বহিষ্করণ শক্তি ও গাভীর পশ্চাৎভাগের স্নায়ু পেশী প্রভৃতির সাহায্যেই প্রসব ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। বৎস প্রসবের অল্পক্ষণ পরেই গাভী উঠিয়া পায়ের উপর বসে এবং গাভী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া না পড়িলে উঠিয়া দাড়ায় এবং বাছুরকে জিভ দিয়া অনবরত চাটিতে আরম্ভ করে।

বাছুরটি পড়িয়া থাকিয়া অতি জোরে নিশ্বাস ফেলিতে থাকে। তাহার পর ক্রমে মাথাটি উঠায় এবং সম্মুখের পা গুলি মাথার নীচে নিয়া উঠিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া পরে কৃতকার্য্য হয়। ইহার পর দুই চার বার মাতালের ন্যায় ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। ইহার পর আর পদস্খলন হয় না। ঠিক হইয়া চলিতে পারে। সাধারণতঃ প্রসব ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই নিষ্পন্ন হয়। ভয়ানক শীতের দিনে গাভী বৎস প্রসব করিলে গাভীকে বিশেষতঃ বৎসটিকে আগুণ জ্বালিয়া গরম সেক দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে সহজেই বৎস দৃঢ় হইতে পারে, গাভীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া ঐ বেদনা হ্রাস হইয়া প্রসব হইতে দেরী হইলে গাভী বিশেষে ৫০ গ্রেণ হইতে ৮০ গ্রেণ কুইনাইন্ খাওয়াইলে অতি সত্বর বৎস প্রসূত হয়। নাগদানা ও চিতার মূল প্রত্যেকে ⁄০ এক ছটাক জলের সহ বাটিয়া খাওয়াইয়া দিলে গাভী সত্বর প্রসব করে। এক পোয়া ঘোলের সহিত ঝুল

/১০ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে শীঘ্র প্রসব হয়। প্রসব বেদনা যদি ৮।১০ দিন ব্যাপী হয়, তবে মসিনার তৈল, গুড় ও ভুষি সহ খাওয়াইলে, ও ইপ্‌সম সল্ট খাওয়াইলে গাভীর শীঘ্র প্রসব হয়। যদি প্রসব কার্য্যে কোন দুর্ঘটনা হয়, অর্থাৎ বৎসের একটি পা অগ্রে বাহির হয়, কি অগ্রে পশ্চাৎভাগের একটী কি দুইটী পা বাহির হয় তবে অতি সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ডাক্তার ডাকিতে বলি, দেশে সেই ডাক্তারই বা কোথায়! যে এই বিপদের সময় বোবা গোজাতির প্রাণরক্ষা কর্ত্তারূপে উপস্থিত হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রসবান্তে গাভীর পরিচর্য্যা।

প্রসবান্তে গোপালকের প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত যে, জল বা ফুলটি নির্ব্বিঘ্নে বাহির হয়। এবং ইহাও বিশেষ সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যেন গাভী ঐ ফুল খাইয়া না ফেলে। প্রসবের পর গাভীগণ নিজের পশ্চাৎভাগ চাটিয়া পরিষ্কার করে। ঐ সময় ফুলটী বাহির হইলে তাহা খাইয়া ফেলে। ফুলটী গাভী খাইয়া ফেলিলে গাভীর রক্তামাশয় প্রভৃতি কঠিন দুরারোগ্য রোগ জন্মিতে পারে। ফুলটী সাধারণতঃ চারি ঘণ্টার মধ্যে পড়িয়া যায়। যদি না পড়িয়া যায়, তবে ঈষৎ উষ্ণ জল, একপোয়া গুড়, এক পোয়া আদা বা শুঁঠ, এক ছটাক কাঁচা হলুদ বাটিয়া ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমে ৬ ঘণ্টা অন্তর দুইবার খাওয়াইলে সহজেই বাহ্য পরিষ্কার হয়। ও ঐ সঙ্গে ফুলটী সহজে পড়িয়া যায়। প্রসবান্তের ব্যথারও হ্রাস হয়। কিছু ধান বা পুই শাক বা জঙ্গলী পুই বা শিয়াল-মূত্রী গাছ গাভীকে খাওয়াইয়া দিয়া তৎপর গাভীকে কিছু গরম জল খাইতে দিলে ফুল সহজে বাহির হয়। সালি ধান্যের মূল /০ এক ছটাক এবং কাঁজি আধ পোয়া একত্র করিয়া খাওয়াইলে সত্বর ফুল বাহির হইয়া যায়। ফুল বাহির হইলে ঐ ফুল দূর করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ফুল সহজে বাহির না হইলে চিকিৎসা অধ্যায়ে তজ্জন্য বিশেষ ঔষধ লিখিত হইল। গাভী ফুল দৈবাৎ খাইয়া ফেলিলে গাভীকে ৫০টী পান ছেচিয়া তাহার রস বা আস্ত পানগুলি খাওইয়া দিবে বা তুলসী পাতার রস ও মধু সহ খাইতে দিবে। যদি প্রসবান্তে গাভী বৎসকে না চাটে তবে বৎসের

শরীরে খৈলের জল, গুড়ের জল বা মধু কি কাঁচা দুধ ছিটাইয়া দিলে গাভী বৎসকে নিশ্চয়ই চাটিতে আরম্ভ করিবে। বৎস যদি নির্জ্জিবের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তবে আদা কি গোলমরিচ কি পিঁয়াজ চিবাইয়া বৎসের নাকে মুখে ফুঁদিলে বা আগুণ জ্বালাইয়া বৎসকে সেক দিলে বৎস সজীব হইয়া উঠিবে। কুকসিমার লতা পাতাসহ গাভীকে খাইতে দিলে, সহজেই ফুল পড়িয়া যায়। বাঁশ পাতা খাইলেও সহজে ফুল পড়িয়া যায়। প্রসবান্তে গাভীর পশ্চাৎভাগ ও প্রসব দ্বার প্রভৃতি স্থান গরম জল ও সাবান দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া উহাতে সরিষার তৈল ও কর্পূর একত্র মিশাইয়া কয়েক দিন দেওয়া কর্ত্তব্য! এবং বৎসের নাভীও ঐরূপভাবে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। ইংলণ্ডে বৎসের নাভীর নাড়ী কাটিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এদেশে সেই প্রকার প্রথা নাই। যদি নাড়ী ছেদ করা হয় তবে ফেনাইল দিয়া ঐ স্থানটি বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া নারিকেল তৈল দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসবান্তে গাভীকে কখনও ঠাণ্ডা জল খাইতে দিবে না। প্রসবের এক ঘণ্টা মধ্যে গাভীগণের ঠাণ্ডা লাগার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। ঐ সময় গাভীটিকে বেশ গরম রাখিতে হইবে। একখানা গরম কম্বল দ্বারা গাভীটিকে জড়াইয়া রাখিলে উপকার হয়। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত গাভীকে গরম জল পান করিতে দিবে। অধিক দুগ্ধবতী গাভীগুলি অত্যন্ত মৃদু প্রকৃতি। অতি সহজেই ইহা-দিগের দুগ্ধাধারে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে তাহা হইলে ইহাদিগের পালান শক্ত হইয়া যায়, দুধ জমিয়া উঠে।

প্রসবান্তে গাভীকে বাঁশপাতা খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রসবের ৪।৫ ঘণ্টা পর মাসকলাই ও চাউল সিদ্ধ করিয়া খাওয়ান কর্ত্তব্য। ইহাকে প্রথম সপ্তাহে অপর্য্যাপ্ত পরিমিত কাঁচা ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত। এবং দিবসে দুই তিন বার করিয়া ক্ষুদ ও মাষকলাই সিদ্ধসহ এক ছটাক হরিদ্রা ও লবণ খাইতে দেওয়া উচিত। প্রসবের পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শুষ্ক ঘাস খড় ইত্যাদি কখনই খাইতে দিবে না। এবং অন্য কোন গরম খাদ্য, খইল, ইত্যাদিও এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত খাইতে দেওয়া উচিত নহে। উহাতেও পালান প্রদাহিত ও স্ফীত হইতে পারে। এই সময়ে কোন অসুখ হইলে বিশেষ সতর্কতা লওয়া কর্ত্তব্য এবং প্রথম হইতে চিকিৎসা করা আবশ্যক। প্রসবান্তেই গাভীর দুগ্ধ টানিয়া ফেলিতে হয়। ঐ দুগ্ধ পূঁজের মত। উহা বৎসকে কখনও খাইতে

দেওয়া উচিত নহে। উহা খাইলে বৎসের অসুখ হইতে পারে। ইহার পর বৎসকে দুগ্ধ খাইতে দিবে। প্রসবের তিন দিন পর্য্যন্ত বৎসের দুগ্ধ পানের পর গাভীকে তিনবার দোহন করা আবশ্যক। দোহনের এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে বাছুরকে বাঁধিয়া রাখা উচিত। গাভীর বাঁটের সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষ করিয়া দোহন করা বিধেয়। প্রসবের ৭ দিবসের পর একমাস পর্য্যন্ত দুধে মাখনের ভাগ অতি অল্প থাকে। প্রসবের পর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐ দুগ্ধ কেবল বাছুরকে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তাই এদেশে গাভীর দুগ্ধ ২০ দিনের পর লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রসবের পর যদি গাভীর বাঁট দিয়া সহজে দুগ্ধ বাহির না হয় তবে বিঘ্‌না নামক ঘাস কি অন্য ঐ প্রকার ঘাস দ্বারা বাঁটের ছিদ্রগুলি পরিষ্কার করিয়া দিলে দুগ্ধ অতি বেগে বাহির হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুগ্ধবতী গাভীর পরিচর্য্যা।

দুগ্ধবতী গাভীগুলি অতি মৃদু, তাই অতি সহজেই ইহাদের শরীর ও দুগ্ধাধারটি পীড়িত হইয়া পড়ে। এবং দুগ্ধদানে ব্যাঘাত ঘটে। অধিক দুগ্ধবতী গাভীগুলি আবার আরও সহজেই পীড়িত হইয়া পড়ে। দুগ্ধাধারটি অতি কোমল, অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা লাগিলেই দুগ্ধাধারে দুগ্ধ জমিয়া শক্ত হইয়া উঠে উহা কখন কখনও দুই একটি বাঁট একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য যাহাতে গাভীর কি তাহার পালানে ঠাণ্ডা না লাগে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কঠোর শীতকালে গাভী প্রসূত হইলে, তাহার দুগ্ধাধারটি গরম কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বাঁটের ভিতর কখন কখন ঘা হয়, তাহাতে গাভীকে দোহন করা যায় না। গাভী তখন বাঁট ধরিতেই দেয় না। ধরিতে গেলে লাথি দেয়, এই অবস্থায় কোন প্রকারে গাভী দোহন করিলে দুধের পরিবর্ত্তে রক্ত বাহির হয়। এই অবস্থায় নিমপাতা সিদ্ধ জল দিয়া বাঁটটি ধুইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তিসি বা কেষ্টার তৈল সহ হংস বা মুরগীর ডিম্ব একটি ৪।৫ দিবস সেবন করাইলে তাহাতে ঘা শুকাইয়া যায়। জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে গোয়াল থাকিলে কখন কখনও গাভীর দুগ্ধ সর্পে পান করে।

ঢোরা সাপ ও দাড়াইচ্ সাপ, গাভীর পায়ে স্বীয় স্বীয় লেজ দ্বারা বাঁধিয়া বাঁটে মুখ দিয়া, দুগ্ধ টানিয়া বাহির করে। ইহাতেও গাভীর বাঁটে ক্ষত হয়।

এইরূপ উৎপাত হইলে গোশালার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঘাঁটের ক্ষত স্থানে নারিকেল তৈলে নিমপাতা ভাজিয়া ঐ তৈল দিলে সত্বরেই ঐ ক্ষত আরোগ্য হয়।

গাভীকে প্রত্যহ গোষ্ঠে চরিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে গাভীর ব্যায়াম করা ও নূতন নানা প্রকার খাদ্য আহার করা ও মুক্ত বায়ু সেবন করা হয়। দুগ্ধবতী গাভীকে শীতকালে গরম জল খাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য ও আহারের নিয়ম।

আহারের বিষয়ে গাভীগণের মন যোগান বড় কঠিন। খাদ্যের মধ্যে পচা দুর্গন্ধ জনক পদার্থ থাকিলে তাহারা কখনও খাইবে না। তাহারা একবার মুখ উঠাইলে তাহাদিগকে খাওয়ান কঠিন। তজ্জন্য খাদ্য দ্রব্যগুলি ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব দিবসের খাদ্যের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যগুলি ফেলিয়া দিয়া ভোজন পাত্রটি পরিষ্কার জল দ্বারা ধৌত করিয়া নূতন খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

গোদহনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গাভীগণকে একবার আহার দেওয়া উচিত। খালি পেটে দোহন করিতে গেলে গাভীগণ অনেক সময় চঞ্চলতা প্রকাশ করে। দোহন করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রাতে শাক্ সব্জী কাটানোটের গাছের সহিত চাউলের ও ডাইলের ক্ষুদ সিদ্ধ করিয়া তৎসঙ্গে চিটাগুড় দিয়া গাভীকে বেশ করিয়া খাওয়াইয়া লইয়া গাভী দোহন করিলে সেইগাভী নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত অধিক দুগ্ধ দিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত মত একমাস গাভীকে আহার দিয়া দোহন করিলে ঐ গাভীর দুগ্ধ দেড়া পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে।

প্রাতে গাভী দোহনের পর গাভীটিকে মাঠে চরাইয়া রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হওয়ার পূর্ব্বেই গোশালায় আনিয়া মধ্যাহ্নে রীতিমত খৈল, ভুষি ইত্যাদি দিয়া আহার দিতে হইবে। যে গাভী ৵৮ কি ।৹ সের দুধ দেয় তাহাকে নিম্নলিখিত খাদ্য দিবে।

আধ ভাজা জোয়ার, জৈ, কি গম, কি চাউল ৵৫ তিন পোয়া, ডাইলের ক্ষুদ ৵১ এক সের, খৈল৵॥ আধসের কার্পাস বীজ কি বুট কি মাষকলাই ৵। একপোয়া

কলাই ভূষি /১॥ দেড়সের কাঁচাঘাস (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া) /৬ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক লবণ দিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে ॥০ আধা তোলা পরিমাণ গন্ধক চূর্ণ দিলে ভাল হয়। মাষকলাই, জৈ, বুট, গম, ও কার্পাস বীজ যাঁতায় আধা ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ব দিবস ভিজাইয়া রাখিয়া বা সিদ্ধ করিয়া দিলে ভাল হয়। গাভীর শরীর ও দুগ্ধের অনুপাতে তাহার খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে। আবশ্যক বোধ করিলে উপরোক্ত খাদ্যের সহিত /৩ সের কি /৪ চারি সের পরিমাণ খড় ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। কাঁচা ঘাস নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে খড় দিতে হইবে। চাউল ধোয়া জল, ভাতের মাড়, কাঁজি গোজাতির অতি উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য। গো দুর্ব্বল হইলে তাহাকে ভাতের মাড় খাওয়াইলে সে সহজে হৃষ্ট পুষ্ট হয়। বৈকালে গাভীকে পুনরায় মাঠে কি আঙ্গিনায় বাঁধিয়া দিবে; এবং সন্ধ্যায় গাভীকে আনিয়া পরিষ্কার শীতল জল পান করাইয়া পূর্ব্বোলিখিত মত মধ্যাহ্ন আহারের ন্যায় আহার দিবে। কাহারও কাহারও মতে ভূষি ও খৈল ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সন্ধ্যার সময় প্রচুর শীতল জলের সহিত পানীয় রূপে দিলে গাভীর দুগ্ধদান শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে মাসকলাইর ন্যায় উপকারী খাদ্য আর কিছুই নাই। ইহাতে যেমন দুগ্ধদান শক্তি বৃদ্ধি হয়, তেমন শরীরের শক্তিও বৃদ্ধি হয়। মাসকলাই ঠাণ্ডা জিনিষ। ইহাতে গাভীর শরীর ঠাণ্ডা রাখে। তবে শীতের সময় অধিক মাসকলাই খাওয়াইলে অনেক সময় গাভীর ঠাণ্ডা লাগিয়া বাতের দোষ জন্মিতে পারে। বাছুর ও ষাঁড়ের পক্ষে বুট যেমন উপযোগী গাভীর জন্য তেমন নহে। গাভী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে ভাত, গম কি অন্য কোন শস্য খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। গাভীর পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তাহাকে অন্য শস্য খাদ্য বন্ধ করিয়া কেবল ভাতের মাড় দেওয়া উচিত। শস্য ও কাঁচা ঘাসে দুগ্ধের পরিমাণ ও মাখনের ভাগ বৃদ্ধি হয়। গাভী খুব বড় হইলেও কার্পাস বীজ দৈনিক /॥০ আধ সেরের অধিক দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কার্পাস বীজ খুব উত্তেজক, গরম ও গুরুপাক। ইহা অধিক খাইলে পেটের অসুখ ও পালানের প্রদাহ জন্মিতে পারে। খৈলেও দুগ্ধ ও নবনীত বৃদ্ধি করে। ভূষিতে পরিপাকের সাহায্য করে ও দুগ্ধ বৃদ্ধি করে। লবণ ও গন্ধক কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। তজ্জন্য কোন প্রকার পীড়ায় আক্রমণ করিতে পারে না। ধানের খড়ে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ নাই।

কলাই, খেসারী, মুগুরী, মুগ ইত্যাদির জৈয়ের খোসা ও শুষ্ক গাছ গুলি অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী।

দুগ্ধদাত্রী গাভীর পক্ষে সরিষার খৈল তেমন উপকারী নহে। উহাতে গাভীর চর্ব্বী বৃদ্ধি হয়; এবং উহা উত্তেজক। তিলের খৈল সুখাদ্য এবং তৈলের গন্ধ বিশিষ্ট তবে পুরাতন হইলে শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায়। দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিলের খৈল বেশ উপকারী কিন্তু উহা বড় দুষ্প্রাপ্য। তিসি ও নারিকেলের খৈলও দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে খুব উপকারী। কিন্তু গাভীগণ উহা সহজে খাইতে চায় না। অল্পে অল্পে উহা খাওয়াইয়া অভ্যাস করিতে হয়। খৈল মাত্রই গাভীর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। এবং উহা দ্বারা মাংসপেশী সমস্ত সবল ও পূর্ণ হয়। এবং উহা দ্বারাই জন্তুর শারীরিক গঠনের পূর্ণতা হয়। উহা রক্ত পরিষ্কারক ও দুগ্ধ বর্দ্ধক। খৈলগুলি সহজেই নষ্ট হইয়া যায় ও পোকায় ধরে। টাট্‌কা খৈল দেওয়া উচিত। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া পুরাতন খৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গাভীকে শস্য দিলে তাহা যাঁতায় ভাঙ্গিয়া সের প্রতি ৪।৫ সের জলে উত্তমরূপে ১০।১২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া কিম্বা সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হইলে গাভীকে খাইতে দিবে। শুষ্ক কি আস্ত শস্য গভীকে খাইতে কখনই দেওয়া উচিত নহে। মাসকলাই ভাঙ্গিয়া ভিজাইয়া দিলেই গাভী আগ্রহের সহিত আহার করে। ভুষি কখনই শুক্‌না অবস্থায় দেওয়া উচিত নহে।

অধিক শুক্‌না ভুষি খাইয়া পেট ফুলিয়া কোন কোন গো মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই গ্রন্থকারের একটী গাভী শুক্‌না ভুষি অধিক পরিমিত খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অপরিমিত ভাত খাইয়াও গাভী প্রাণত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। খড়, কাঁচা ঘাস ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত। খৈল গুলি চূর্ণ করিয়া ৪।৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত। খৈল অধিক সময় ভিজাইয়া রখিলে দুর্গন্ধ হয়। গোগণ খাইতে চায় না। লবণ ও গন্ধক চূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্য গুলি জল দিয়া বেশ উত্তমরূপ গামাখা করিয়া মাখিয়া গোগণকে খাইতে দেওয়া উচিত।

ইহা গোপালকের সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত যে গোগণকে কাঁচা ঘাস দিতেই হইবে। কাঁচা ঘাস ভিন্ন গোগণ কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না, এবং তেমন দুগ্ধদান করিতে পারে না। এবং দুগ্ধও তেমন সুস্বাদ হইতে পারে না। দুর্ব্বাঘাস গোগণের জন্য অতি উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয় খাদ্য। দুর্ব্বা তুলিয়া ধুইয়া

গাভীকে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। নানা জাতীয় শস্যের কাঁচা নরম গাছ যথা, ধান, কালাই, মটর, মক্কা জোয়ার, ঞ্জৈ, ফলবান বৃক্ষের কোমল ও কাঁচা পাতা ও পল্লব ও বাঁশ পাতা উৎকৃষ্ট গো খাদ্য। গাজর, বিট, মূলা প্রভৃতির মূল, বাধাকপি, ফুলকপি ও তরিতরকারীর পাতা ও মনুষ্য খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ গুলি এবং ইক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া দিলে, ও আম, কাঠাল, কলা গাভী-গণকে দিলে তাহাদের ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং গাভীগণ অতি আহ্লাদ করিয়া আহার করে। গাভীগণকে পৃথক লবণ খাইতে না দিলে, তাহারা মাটি চাটিয়া তাহা হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া খায়। তাহাতে গাভী পীড়িত হইতে পারে।

ধানের খড় হইতে যব ও গমের খড় অধিক পুষ্টিকর। ধানের খড়ের মধ্যে হৈমন্তিক ধানের খড় দেওয়া উচিত। বোরো ধানের পচা খড় ও পচা দুর্গন্ধযুক্ত জলাভূমির উৎপন্ন ঘাস গাভীগণকে কখনই খাইতে দেওয়া উচিত নহে। উহা খাইলে গাভীগণ পীড়িত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত, পচা, ন্যক্কারজনক কোন দ্রব্য গাভী-গণকে খাইতে দিবে না। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে গাভীগণের খাদ্য গোর পাকস্থলীতে পরিপাক হইয়া তদুৎপন্ন দুগ্ধ আমরা পান করি। অখাদ্য ও কুখাদ্য আহার করিয়া গাভীগণ বসন্ত ও টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। পীড়িত গোরুর অথবা যে গোরুর গায় পীড়ার বীজাণু আছে তাহার দুগ্ধ পান করিয়া বহুলোক পীড়িত হয়। স্তন্যপায়ী শিশু পীড়িত হইলে যেমন তাহার মাতাকে ঔষধ খাওয়াইয়া ঐ শিশুকে চিকিৎসা করা যায়। মাতা পীড়িত হইলে তাহার স্তন্যপায়ী শিশুও পীড়িত হয়। ঐরূপ মাতৃস্বরূপিণী গাভীকে ঔষধ খাওয়াইয়া তাহার দুগ্ধ পান করিলে রুগ্ন ব্যক্তি বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারে। ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে গাভীকে অধিক পরিমাণ গুড় খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ মিষ্ট হয়, নিম কি গুলঞ্চলতা খাওয়াইলে গাভীর দুধ তিক্ত হয়।

গোগণ সহজেই পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়ে। তাহাদিগের তৃষ্ণা নিবারণার্থ উৎকৃষ্ট পানীয় জলের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। গোগণকে যেমন উৎকৃষ্ট বায়ু সেবন করান উচিত, তেমন তাহাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা উচিত।

দেশে পানীয় জলের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। গোর জন্যও

উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাব সর্ব্বদাই ততোধিক তীব্রভাবে লক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার নানাস্থানে নিতান্ত অপকৃষ্ট পচা দুর্গন্ধযুক্ত, বিস্বাদ জল পান করিয়া বহু গো নানারূপ কঠিন ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। আমরাও ঐ সকল গাভীর দুগ্ধাদি পানে পীড়িত হইতেছি। গোগণের পীড়ার সূচনা অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় না।

যখন ব্যাধির বীজাণু শরীরে প্রবেশ করে, সেই সময় তাহাদিগের দুগ্ধ পান করিলে আমরা যে পীড়িত হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? গোগণের উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এবং গোগণকে পেট ভরিয়া জলপান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা গাভী।

গাভীগণ ষাঁড় গ্রহণ করিলে যদি গর্ভ না হয় তাহা হইলেই গাভিটী বন্ধ্যা বলিয়া স্থির করিবার কারণ নাই। কোন কোন গাভী বিশেষতঃ বড় গাভীগুলি ৬।৭ বার ষাঁড় গ্রহণ করিবার পর গর্ভবতী হয়। তবে যদি ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ ষাঁড় গ্রহণ করিয়া গর্ভ রক্ষা না করে, তবে তাহাকে বন্ধ্যা স্থির করিতে হইবে। অত্যধিক পুষ্টিকর খাদ্য ও খৈল ও অন্যান্য উত্তেজক আহার গাভীগণের গায়ের চর্ব্বি বৃদ্ধি পায়। এবং উহাদের জরায়ু কোষে চর্ব্বি জন্মিয়া জনন শক্তির হ্রাস হয়। ফুকা প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে গো দোহন করিলেও গাভীগণ জনন শক্তি হীন হইয়া পড়ে। অস্বাভাবিক প্রসবেও গোগণের জরায়ু স্থানান্তরিত হইয়া গাভীগণ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্নায়বিক ও শারীরিক ব্যাধি নিবন্ধন, দুর্ব্বলতায়ও গোগণ ব্যন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। বন্ধ্যা গাভীর ঐ সকল বন্ধ্যাত্ব সংক্রামক। বন্ধ্যা গাভীকে দলে রাখিলে অন্যান্য গাভীগণেরও বন্ধ্যা হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কোন কোন গাভী মৃতবৎসা হইয়া ক্রমে বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। গাভীগণ অত্যধিক পরিশ্রম করিলে, উপযুক্ত আহারাভাবে বা বার্দ্ধক্যনিবন্ধন বন্ধ্যা হয়। কখন কখন গাভীর পেটেও বাছুর মরিয়া শুকাইয়া থাকে। তাহাতেও গাভীর বন্ধ্যাত্ব হয় ক্রমাগত স্বীয় বংশের ষাঁড় দ্বারা সেই বংশের গাভীর জনন ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ সংঘটন করাইলে তদ্দ্বারাও ক্রমশঃ গাভী বন্ধ্যা হইয়া যাইতে পারে।

যদি গাভী মোটা হইয়া যাওয়ায় বন্ধ্যা হয় তবে তাহার আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। তাহাকে কাঁচা ঘাস কিম্বা কেবল শুক্‌না খড় খাইতে দেওয়া উচিত এবং তাহাকে পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেও তাহার স্থূলতা কমিয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এইরূপ মোটা গাভীকে কখন কখনও হালের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেও কিছুদিনের মধ্যে গাভিটি হীনবল হয়। তখন গর্ভিনী হওয়ার বাধা দূর হয়। বন্ধ্যা গাভীকে পালে চরিতে দিলে নিয়ত ষাঁড়ের সহিত থাকায় ঐরূপ গাভীগণ ঋতুমতী হয় ও গর্ভধারণ করিয়া থাকে।

যদি তাহাতেও ফল না হয় তবে তাহাকে প্রত্যহ ১০গ্রেণ সোহাগা চূর্ণ ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত খাইতে দিলে ঐ দোষ তিরোহিত হয়।

ষাঁড় সংযোগের পর গাভিটিকে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, ও ষাঁড় সংযোগের দুই দিন পূর্ব্ব ও দুই দিন পর পর্য্যন্ত, বাই আরগট্ বা সোহাগাচূর্ণ ৫ গ্রেণ খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

গাভী ঋতুমতী না হইলে তাহাকে কতক দিবস শুষ্ক খৈল খাইতে দিলে গাভী ঋতুমতী হয়। গাভীর কোষ্ঠ পরিষ্কারক খাদ্য, গমের ভুষি, ডাইলের ক্ষুদ, জোয়ারের ভুষি ও জোয়ার ব্যবহার করাইলেও গাভী সহজে ঋতুমতী হয়। গাভীগণ সাধারণতঃ ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠমাসে ঋতুমতী হয়। ঐ সময়ের একাদশী, ত্রয়োদশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার তিথিতে একটী মুরগী বা হংস ডিম্বের (হরিদ্রাভ) কুসুমটী কলার সঙ্গে গাভীকে খাইতে দিলে গাভী নিশ্চয় ঋতুমতী হইবে। শ্বেত কুঁচ ২০টী চূর্ণ করিয়া মধু বা চিনি বা কলার সহিত ২।৩ দিন গাভীকে খাইতে দিলেও গাভী ঋতুমতী হয়। কার্পাসবীজে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি করে, এবং উহার ব্যবহারেও গাভী ঋতুমতী হইতে দেখা যায়।

কোন কোন গাভী ৪।৫ মাস গর্ভ ধারণের পরই গর্ভ মোচন করিয়া ফেলে। একবার এই রোগ হইলে পুনঃ পুনঃই ঐ সময়ে গর্ভ মোচন করিয়া ফেলে। এইরূপ গর্ভপাত করিলে গাভীকে গর্ভধারণের পর কখনও উত্তেজক খাদ্য দেওয়া বিধেয় নহে। গর্ভপাতের পর, গাভীর প্রসবদ্বার বাইকার্বনেট অব সোডা দ্রাবক দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে। গর্ভরক্ষা করার পর গাভিটীকে দৌড়াইয়া স্নান করাইয়া স্থিরভাবে রাখিবে। সেই দিবস আর তাহাকে আহার দিবে না।

মৃতবৎসা গাভী পুনরায় ঋতুমতী হইলে প্রথমতঃ তাহাকে ষাঁড়ের সহিত

সংযুক্ত হইতে দিবে না। দুই তিনবার ডাকিলে পর তাহাকে ষাঁড়ের সহিত সংযোগ করা কর্ত্তব্য।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎকৃষ্ট বৎসের লক্ষণ।

যে সকল বৎসের মুখের নিকট হইতে গলকম্বল পর্য্যন্ত চর্ম্ম শিথিল, বক্ষস্থল গোল এবং পেট লম্বা, কপাল প্রশস্ত, চক্ষুগুলি দূরে দূরে অবস্থিত, নাক ছোট ও উপরদিকে বক্র, পায়ের গ্রন্থি সকল মোটা, গলা ছোট ঐ সকল বৎস ভাল গো হইবে। যে বৃষ বৎসের ঘাড় যত ছোট, বৃষ বৎস ততই ভাল হইবে। তবে বৎসতরীর গলা যত লম্বা হয় ততই ভাল। সাধারণ বৎসতরীর মস্তক ক্ষুদ্র, কান লম্বা, চক্ষু ছোট ও পরস্পর নিকট অবস্থিত, ঘাড় লম্বা, পা ছোট, লেজ লম্বা এবং লেজের অগ্রভাগে প্রভূত লোম থাকে। ভাল বৎসতরীর আকারাদি, বৃষ-বৎসের ন্যায়, তবে ইহাদের গলা লম্বা। ভাল বৎসতরীগণের জন্মাবধি বাটগুলি লম্বা ও মোটা থাকে। চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা, লোমগুলি রেশমের ন্যায় কোমল ও মসৃণ হয়। ইহাদিগের মাথা লম্বা হয়। যেখানে গাভীগণের পালানটি থাকে সেইখানে হরিদ্রা বর্ণের কুঞ্চিত চামড়া থাকে। তাহাদের গলকম্বল বড় থাকে না। উহাদিগের সম্মুখের ভাগ হইতে পেছনের ভাগ একটু উচু, একটু মাংসল, ও স্থূল বোধ হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বৎস পালন।

বৎস পালনের দুইটী উপায় আছে। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়। আমাদের দেশে স্বাভাবিক উপায়ে বৎস পালন করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় বৎসকে গাভীর (মাতার) বাঁট চুষিয়া দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয় না। অনেকে গাভী প্রসবের পরই বৎস বেচিয়া ফেলে। তখন হাতপালানে কিম্বা কলের সাহায্যে দুগ্ধ দোহন করা হয়। এই উপায়ে তাহারা গাভীর সমস্ত দুগ্ধ পাইয়া থাকে। এক ফোঁটা দুগ্ধও গাভী রাখিতে পারে না, তাই তাহারা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ভারতীয় গাভীগণকে ইংলণ্ডীয় অনুকরণে বৎসবিনা হাতপালানে, কিম্বা কলের সাহায্যে দোহন করা সুবিধাজনক নহে।

ইহারা, বৎস সম্মুখে না থাকিলে, দুধ দেয় না। বহুকালের শিক্ষা, চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে বিলাতী গাভীগণ এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে, তাহাদের সম্মুখে বৎস না থাকিলেও কোন অসুবিধা হয় না। ভারতীয় গাভীগণকে ঐরূপ অভ্যস্ত করিতে, বহুদিনের শিক্ষা, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক। আমাদের দেশে কৃত্রিম উপায়ে দোহন করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। আমাদের দেশের লোকে ইহাকে নিষ্ঠুরতা মনে করে। বৎসের ভুক্তাবশিষ্ট দুধমাত্র গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে বিরল নহে। বৎসের জন্য গাভীর মনে বাৎসল্য ভাব জন্মিয়া গাভী যে দুধ দেয় এবং কৃত্রিম উপায়ে জোর করিয়া যে দুধ গাভী হইতে দোহন করা হয়, এই উভয় দুধের গুণের বিস্তর তারতম্য আছে। বৎসগণকে যত্নের সহিত পালন করা উচিত। কারণ বৎসগণের উপরই গোজাতির ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতি নির্ভর করে। বৎসের খোয়াড় (রক্ষাস্থল) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং শুষ্ক রাখিবে। উহাতে দিনের বেলা, আলো ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করিবে। বৎসগণ যাহাতে রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতে কষ্ট না পায় তদ্‌বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে স্বাভাবিক উপায়ে বৎস পালন করা তেমন কষ্টকর নহে। একটু যত্ন করিলেই বৎসগণ সুস্থ ও সবল হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্বাভাবিক উপায়।

প্রসবান্তে বৎসটীকে ঘাসের উপর কিম্বা খড় কিম্বা চাটাইর উপর রাখিয়া দিবে, যেন বৎসের গায়ে মাটী না লাগে। কারণ গাভী তাহার বৎসটীকে চাটিয়া শুকাইয়া দেয়। গাভী বৎস চাটিলে, বৎস শীঘ্র শীঘ্র দাঁড়াইতে পারে। বৎসের মুখে এক গাছা খড় লাগামের মত করিয়া বান্ধিয়া দিবে। তাহা হইলে বৎস, মুখ নাড়িতে থাকিবে এবং চোয়াল শক্ত হইয়া যাইবে না। তৎপরে বৎস দাঁড়াইতে শিখিলে গাভীর বাঁট হইতে কতক দুগ্ধ টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বৎসকে বাঁট চুষিয়া খাইতে দিবে। যদি বৎস বাঁট চুষিতে না পারে, তবে তাহাকে দুইটি অঙ্গুলির সাহায্যে বাঁট চুষিতে শিক্ষা দিবে। গাভীও বৎসকে একত্র থাকিতে দিবে। তাহার পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রাতে বৎসের দুগ্ধ খাওয়া শেষ হইলে, বাঁট হইতে বক্রি দুগ্ধ টানিয়া ফেলিয়া দিবে। কারণ বাঁটের জমা দুগ্ধ খাইলে বৎসের পেটের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। দুগ্ধ এই প্রকারে টানিয়া ফেলিয়া না দিলে, দুগ্ধ নামিয়া আসে না ও দুগ্ধবৃদ্ধি

হয় না। স্বল্প দুগ্ধবতী গাভী হইলে ঐরূপ করার দরকার হয় না। কারণ বৎসই সমস্ত দুগ্ধ চুষিয়া খায়। যে বৃষবৎস জনন কার্য্যের জন্য তৈয়ার করিতে হইবে, তাহাকে তাহার মাতার সম্পূর্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট করা কর্ত্তব্য; বৎসকে পরিষ্কার রাখিতে হইবে, যেন তাহার গায় উকুণ কিম্বা আঠালু না হয়। উকুণ হইলে বৎসটিকে ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত গাভীকে দোহন করিবে না। গাভী ও বৎস একত্র রাখিবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে একান্তই বৎসটীকে বান্ধিয়া দুগ্ধ দোহন, করা আবশ্যক হয়, তবে কোন সময়েই তিন ঘণ্টার অধিক সময় বৎসটীকে বান্ধিয়া রাখিবে না। ঐ সময় বৎসগণ দৌড়িতে শিখে, তাহাতে তাহাদের ব্যায়ামের কার্য্য হয়। গাভী দোহনের পরই বৎস ছাড়িয়া দিবে এবং গাভীর সহিত থাকিতে দিবে। বৎসের তিন সপ্তাহ বয়ঃক্রম হইলে, দুই একটী করিয়া ঘাস খাইতে শিখে। তখন ইহাদিগকে কাঁচা দুর্ব্বা ঘাস দিবে। একমাস বয়স হইলে তাহাকে দুর্ব্বা ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে গমের কিম্বা চাউলের ভুষি মিশাইয়া খাইতে দিবে। একমাস পর্য্যন্ত ইহাকে প্রচুর মাতৃ-দুগ্ধ খাইতে দিবে। দেড় মাস বয়স হইলে, কাঁচা ঘাস কিম্বা দুর্ব্বার সহিত অল্প পরিমাণে আধা ভাঙ্গা গম, বুট, জৈ, গমের কিম্বা ডাইলের ভূষি মিশ্রিত করিয়া, খাইতে দিবে। গম ও বুট দিতে হইলে উহা ভিজাইয়া দিলে ভাল হয়। বৎসের তিন মাস বয়স হইলে গাভী দুবেলা দোহন করা যাইতে পারে। এই সময় তাহাকে প্রচুর কাঁচা ঘাষ দিবে। এবং গো দোহনের পর বৎসকে প্রত্যেক বেলা এক ঘণ্টা গাভীর সহিত থাকিতে দিবে। এই সময় তাহাকে গমের ভূষি এক পোয়া, বুট এক পোয়া, তিসির খৈল এক পোয়া দেওয়া যাইতে পারে। বৎস ৪ চারিমাসের হইলে ক্রমে দানা কমাইয়া ঘাস ও খৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে। ৫ পাঁচ মাস বয়স হইলে, দানা ও ভূষি বন্ধ করিয়া, ঘাসের সঙ্গে কেবল খৈল দিবে। খৈল অধিক দিবে না। অধিক খৈল খাইলে বৎসের মাথাঘোরা রোগ জন্মিতে পারে।

ছয় মাস বয়স হইলে খৈলের সহিত শুষ্ক খড় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সরিষার খৈল ও খড় না দিয়া প্রচুর কাঁচা ঘাস দিলেই ভাল হয়। তবে অত্যন্ত ঠেকা হইলে শুষ্কখড় দিতে হইবে। দুধ না ছাড়াইলে, অনেকে বৎসকে খড় ও সরিষার খৈল দিতে নিষেধ করেন। প্রত্যেক বার খাদ্যের সঙ্গে কিছু

লবণ ও গন্ধক দিবে। বৎসগণকে বান্ধিয়া রাখিবে না; খোয়াড়ে ছাড়িয়া দিবে। অনেক গোপালক এরূপ নিষ্ঠুর যে, বৎসগণকে দুগ্ধ বা অন্য কিছু উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য্য দেয় না। বৎসগণ ক্রমে কৃশ ও রুগ্ন হইয়া মারা যায়। আর ঐ সকল বৎস বাঁচিয়া থাকিলেও ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট গো উৎপন্ন হয় না। আহারের উপরই বৎসের আকৃতি, প্রকৃতি, গঠন, এমন কি বর্ণ পর্য্যন্ত নির্ভর করে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইলে গোগণ যে বড়, সুন্দর ও সুডোল হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বৎসগুলি আহারাভাবে মরিয়া গেলে লোকসান ভিন্ন লাভ হয় না। বরং উহারা বাঁচিয়া থাকিলে ও বড় হইলে লাভের সম্ভাবনা অধিক। বৎস মরিয়া গেলে গাভীর দুগ্ধ শুকাইয়া যায়, তখন গাভী নষ্ট (বন্ধ্যা) হইয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। ঐ গাভী পরবর্ত্তী প্রসবের সময় অল্প দুধ দেয়, এবং কোন কোন গাভী আর পুনর্ব্বার প্রসূত হয় না। বৎসগুলিকে অত্যন্ত দয়ার সহিত পোষণ করিবে। তাহাদের স্বভাব ও অভ্যাস, তাহাদের প্রতি গোপালকের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বকন বাছুরগুলিকে হাত বুলাইয়া আদর করিবে। ষাঁড় বাছুরকে আদর করিতে হইলে কখনই তাহাদিগের পিঠে বা লেজে হাত দিবে না। তাহাদিগকে স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ।

কৃত্রিম উপায়।

প্রসবান্তে গাভীর দৈবাৎ মৃত্যু হইলে প্রথমতঃ বৎসটিকে চাটাই কিম্বা ঘাসের উপর শোওয়াইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া পুছিয়া দিবে। তারপর কৃত্রিম (বিলাতি) প্রথায় বৎসটিকে দুগ্ধ পান করান আবশ্যক। ঐ নবপ্রসূত মৃতমাতৃক বৎসকে দুইটি অঙ্গুলির সাহায্যে অন্য কোন গাভীর গাজুর দুগ্ধ (১) পান করাইবে। গাজুর দুধ অভাবে একটি হংস ডিম্বের শ্বেত অংশ, এক চামচ রেড়ীর তৈল, দেড় পোওয়া দুধ, ও এক পোওয়া গরম জল একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ দুই তিনবার দুই তিন দিন খাওয়াইবে।

বৎসটিকে শোওয়াইয়া কিংবা দাঁড়ান অবস্থায় দুইটি অঙ্গুলি দিয়া মুখ ফাঁক করিয়া ঝিনুক কিম্বা চামচ্ দিয়া মুখের ভিতর ঐ দ্রব পদার্থ ঢালিয়া দিবে। ৪র্থ কি ৫ম দিনে তাহাকে এরূপ অভ্যাস করাইতে হয় যে, বৎস নিজ হইতেই

---

(১) সদ্যপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ

পাত্র হইতে দুধ চমুক দিয়া খাইতে পারে। বৎস প্রথম প্রথম পাত্র হইতে খাইতে চায় না। তখন তাহার মুখে দুইটি অঙ্গুলি দিয়া মুখ ক্রমে ক্রমে নোয়াইয়া পাত্রে আনিবে। ৪র্থ দিন হইতে তাহাকে কেবল দুধ দিবে। এবং দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে। প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যার সময় খাওয়াইবে। বৎসটিকে যে খোয়াড়ে রাখিবে তাহা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গরম থাকে। খোয়াড়ের মধ্যে কতক খড় বিছাইয়া দিবে। ঐ খোয়াড়ের মেজে এমনভাবে ঢালু রাখিবে যেন বৎসের মলমূত্র বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

তিন সপ্তাহ পরে বৎস, দুই একটী করিয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করে। তখন তাহাকে অল্প অল্প কাঁচা ঘাস দিবে। এক মাস বয়সের হইলে বৎস অল্প অল্প ঘাস খাইতে আরম্ভ করে। তখন তাহাকে কাঁচা ঘাস খাইতে দিবে এবং দুধের সহিত অল্প ভাতের ঘন মাড় মিশাইয়া খাইতে দিবে।

দেড় মাস বয়সের হইলে, ঘাসের সঙ্গে অল্প পরিমাণ আধা ভাঙ্গা গম, বুট, কিম্বা জৈ খাইতে অভ্যাস করাইবে। ৩ মাস বয়সের হইলে উপরোক্ত খাদ্যের সঙ্গে কিছু খৈল খাইতে দিবে। বৎসের খাদ্যের সঙ্গে কিছু লবণ ও অত্যল্প গন্ধক খাইতে দিবে। ক্রমে ক্রমে দুধের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া ভাতের মাড়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। শেষে ৬ মাস বয়সের হইলে দুগ্ধ ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিয়া দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুট, গম, দেওয়া বন্ধ করিবে। তখন কেবল খৈল ও ঘাস দিবে। কি পরিমাণ দুধ ও খাদ্য দিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম করা গেল না। বৎস যে পরিমাণ খাইয়া হজম করিতে পারে, তাহাকে পেট ভরিয়া সেই পরিমাণ খাইতে দিতে হইবে। অত্যধিক কিম্বা অত্যল্প খাওয়াইবে না। সকলেই জানেন অধিক আহারে রোগ হয় ও অল্পাহারে শরীর ক্রমে অবসন্ন ও রুগ্ন হয়। ইউরোপীয়গণ ভাতেরমাড়ের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দুধের সহিত মিশাইয়া বৎসকে খাইতে দেন। পূর্ব্বদিবস /৯ সের জলে /১ সের তিসি ভিজাইয়া রাখিয়া দেন, পর দিন প্রাতে পোয়া ঘণ্টা জ্বাল দিয়া ভালরূপ সিদ্ধ করিয়া পরে /।০ পোয়া ময়দা জলে গুলিয়া ঐ জ্বাল দেওয়া তিসিতে মিসাইয়া নাড়িবেন, যেন ঐ তিসি ও ময়দা জমাট বাঁধিয়া না যায়। তার পর উহা বৎসের খাদ্যরূপে ব্যবহার করেন। এ দেশেও ঐরূপ খাদ্য বৎসকে দেওয়া যাইতে পারে। অনেকগুলি বৎস গো পালকের অসাবধানতা বশতঃ মরিয়া যায়। তাহাদিগকে অযত্নে রাখা হয়। শীত বা রৌদ্র

হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার কোন বিধান করা হয় না। তজ্জন্য অনেক বৎস অকালে প্রাণত্যাগ করে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৎসতরী প্রতিপালন।

বৎসতরীগণকে খুব ভালমতে খাইতে দেওয়া আবশ্যক। গাভীর ন্যায় তাহাদিগের রীতিমত আহারের বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। ঐ খাদ্য দানের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করিলে, গোগণের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। যতদূর সম্ভব পুষ্টিকর খাদ্য বৎসতরীগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। বৎসতরীগণ স্থূল ও পুষ্ট হইলে ক্ষতিজনক হয় না। তবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন বৎসতরীগণের অতি বৃদ্ধি হইয়া ইহারা অকাল পক্কতা প্রাপ্ত না হয়। ইংলণ্ডে এক এক জাতীয় গো, কি প্রকার মোটা, কত ওজন বিশিষ্ট হইবে, তাহার একটি নমুনা (মডেল) গোসমিতি হইতে প্রস্তুত করা হয়। ঐরূপ এক একটী মডেল (নমুনা) আমাদিগের দেশীয় উৎকৃষ্ট গোর জন্য স্থির করিয়া লইলে, সেই মডেল অনুযায়ী ইহাদিগকে বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং যাবৎ বৎসতরী ঐ মডেল পর্য্যন্ত পুষ্ট না হয়, তাবৎ ইহাদিগকে পুষ্টিকর ও প্রচুর খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। অত্যধিক স্থূল গাভীগণের দুগ্ধদানের শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, তজ্জন্য যাহাতে গাভীগণ অত্যধিক স্থূল না হয়, তৎপ্রতি যেমন বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, তেমন বৎসতরীগণও যাহাতে অত্যধিক মোটা না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, খাদ্যের উপরই গোজাতির উন্নতি নির্ভর করে। উত্তম আহার বিহার দ্বারাই, গো জাতির মূল্য বৃদ্ধি হয়। অনেকেরই এইরূপ ভ্রম বিশ্বাস আছে যে, একটী উৎকৃষ্ট জাতীয় গো পালে রাখিয়া দিলেই পালের গো উন্নত হইবে। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট জাতীয় গো রাখিয়া, তাহাকে সাধারণ গোর ন্যায় অসতর্কভাবে ও অযত্নে রাখা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কোন উৎকৃষ্ট গো পালে আসিলে ঐ গোটি পূর্ব্বে যে ভাবে প্রতিপালিত হইত ও আহারাদি প্রাপ্ত হইত, ঠিক সেইভাবে তাহাকে আহারাদি দানে প্রতিপালন করা উচিত ; এবং সমস্ত পালে আহার দান ও প্রতি-পালনও তদ্রূপই হওয়া আবশ্যক। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে গোজাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পালের বৎসতরীগণের প্রতি গোপালকগণের সর্ব্বদা চক্ষু

রাখা কর্ত্তব্য। যেন তাহারা ভবিষ্যতে গাভী হইয়া কোন প্রকারে দুষ্ট গাভীর ন্যায় আচরণ না করে। দুষ্ট গাভীগণ বাঁট ধরিতে দেয় না, লাথি দেয়, শিং দিয়া মারিতে আসে, ঐ সকল কদভ্যাস, শিক্ষার অভাব বা কুশিক্ষার ফল। বৎসের প্রথম শিক্ষা গো-স্বামীকে ভালবাসা। ভীত না হওয়া, মালিক যদি বৎসগণের প্রতি ক্রূরভাব না দেখান, তবে বৎসগণ নিশ্চয়ই তাহার আদর ও যত্ন উপেক্ষা করিবে না; বা তাহাকে দেখিয়া ভীত হইবে না। যদি প্রাণ ভরিয়া বৎসগণকে স্নেহ ও আদর করা যায়, স্বহস্তে খাদ্য দেওয়া যায়, তবে বৎসতরীগণ নিশ্চয়ই সহজে বশীভূত হইবে। এবং ডাক দিলে অহ্লাদে নাচিয়া লেজটী উর্দ্ধদিগে উঠাইয়া মালীকের গায়ের উপর আসিবে, গা চাটিবে মাথা দিয়া আহ্লাদ জানাইবে।

এই গ্রন্থকার তাহার নিজের গোবৎসগণ হইতে এই ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই গ্রন্থকার দেখিয়াছেন যে. হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু তারা কিশোর চৌধুরী এম, এ, বি এল মহাশয়ের একটি বৎসতরী তাঁহার ডাক শুনিয়া, লেজ উঠাইয়া, তাঁহার গায় উঠিতে চেষ্টা করিত এবং স্নেহে ও আদরে যেন গলিয়া পড়িত। গোগণ তাহাদিগের সুদীর্ঘকালের বশ্যতায়, অতি সহজেই অত্যন্ত পোষ মানে। পশু জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অতি শান্ত ও শিষ্ট হয়। এবং পাল নষ্ট কারক কদভ্যাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে গৃহপালিত পশুভাব প্রাপ্ত হয়। এই মহোপকারী কার্য্যের জন্য গোপালকের সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বাণিজ্যের ফল ও লাভ সুবৎস। গোস্বামীগণের দয়া মমতা মৃদুতা হইতেই গোগণ ঐ সকল গুণ প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাথান (Dairy.)

কেবল মথুরা, বৃন্দাবন, উত্তর ও দক্ষিণ গো গৃহের নাম স্মরণ করিয়া বসিয়া থাকিলে আর ভারতের শূন্যপ্রায় নির্জীব গোজাতি ভারতে পুনর্জীবিত ও পুনঃ সংস্থাপিত হইবে না। ভারতের গো জাতির পুনর্জীবনের সহিত ভারতবাসীর পুনর্জীবন নির্ভর করে। ভারতবাসীর দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, পরমার্থিক উন্নতি, গোজাতির উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। তাই ভারতবাসীর বদ্ধপরিকর হইয়া পুনঃ গোজাতি ও গোপ জাতিকে পুনর্জীবিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে মিলিয়া গোপ হইয়া গোজাতিকে ভারতে পুনঃসংস্থাপিত করা কর্ত্তব্য। বশিষ্ঠ ও ভৃগুর ন্যায় ব্রাহ্মণগণ গোপালনের জন্য প্রাণপাত করিলে, জনকাদি রাজর্ষির ন্যায় রাজা, মহারাজ, ও জমিদারগণ পুনরায় গোপালন ও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে তবে ভারতে সীতারূপিনী লক্ষ্মী ভারতবর্ষকে পুনঃ লক্ষ্মীশ্রী দ্বারা বিভূষিত করিবেন। বৈশ্যধর্ম্মা বণিক্‌বৃত্তি পরায়ণ ইউরোপীয়গণ গো পালনে তাহাদিগের সমবেত চেষ্টায় জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, অর্থবল নিয়োজিত করিয়াছেন। তাই আজ তাহাদিগের এই প্রভূত অর্থ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাই আজ তাঁহারা লক্ষাধিক মুদ্রায় একটি গাভী ক্রয় করিতে সমর্থ ও ব্যস্ত হইতেছেন।

একদিন ভারতে কার্ত্তবীর্য্য ও বিশ্বামিত্র এক একটি গোর জন্য তদ্দিগের সমগ্র রাজত্ব দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গো-স্বামীগণ উপেক্ষা ও ঘৃণায় তদ্দিগের গো বিনিময়ে রাজত্ব লাভের প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন ইংলণ্ড আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার গো-পালকগণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা গো-সেবায় ব্যয় করিতেছেন। ইউরোপের রাজা মহারাজগণ স্বীয় পরীক্ষিত গাভীর দুগ্ধ ভিন্ন অন্য গাভীর দুগ্ধ পান করেন না।

আমাদিগের স্বদেশবাসিগণ যাহার তাহার হস্তের দুগ্ধ, এমন কি ঘৃত সারশূন্য বিলাত প্রত্যাগত জমাট দুগ্ধপানে দুগ্ধপান-তৃষ্ণা নিবারণের বিড়ম্বনা ভোগ

করিতেছেন। ইউরোপবাসীগণ দুগ্ধের সার ভাগ উঠাইয়া নিজেরা ভোগ করতঃ উহার উচ্ছিষ্ট অংশ চিনি সংযোগে জমাট করিয়া তাহা আমাদিগের দেশে পাঠাইতেছেন। সেই উচ্ছিষ্ট দীর্ঘকালের জমাট দুগ্ধদ্বারা আমরা আমাদের শিশুদিগকে বাঁচাইতেছি ও আমরা দুগ্ধ পানের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছি। আমরা দুধের দামে জমাট দুধের চিনিটুকু পর্য্যন্তও ক্রয় করিতেছি। জমাট দুগ্ধ মহিষের ভেড়ার, শূকরের কি কুকুরের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিতেছি না। জাতি সমাজ নির্জ্জীব; কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত; মুখে দুগ্ধ বলিয়া যাহা ঢালিয়া দিতেছে, তাহা চক্ষু বুজিয়া পান করিয়া দৈহিক ও মানসিকবল ও ধর্ম্মবল হারাইতেছে। এই কুম্ভকর্ণ উদ্বোধিত হউক; নচেৎ সোণার ভারত ছারেখারে চলিয়াছে। ভারতের পতন অবশ্যম্ভাবী।

কৃষিবৃত্তি ও গোচারণকারীগণই আর্য্য; তদ্দিতর জাতি অনার্য্য বলিয়া কথিত হইত। এখন আমরা আর্য্য আর্য্য বলিয়া চীৎকার করি। কিন্তু আমরা আর্য্যাচার আর্য্যরীতি পরিত্যাগ করিয়া গায়ের ধূলি মাটি ঝাড়িয়া গো তাড়াইয়া দিয়া আর্য্য হইতে চাই। গো শূন্য হইয়া গোস্বামী হইতে চাই। গো-বিহীন হইয়া গোত্রের গরিমা করিয়া বেড়াইতেছি। গোষ্ঠ নাই গোষ্ঠীর উন্নতির চেষ্টা করিতেছি। গো ত্যাগ করিয়া গৌতমের শিষ্য হইয়াছি। গোঘাতী হইয়া গোবিন্দকে লাভ করিয়া গোলোকে বাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। গো বিলোপ করিয়া গো-পালকে আরাধনা করিতেছি।

আজও গোপাল এবং গৌতম বংশীয় বুদ্ধ, ভারতের অবতারগণের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এখনও ভারতে ভোস্‌লে ও গেইকুয়ার বা গো-কুমারবংশ আধুনিক রাজন্যগণের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তবে কেন আর আমরা গো-পালনকে ঘৃণা করি। গোপালন ঘৃণা করিলে ভারতবাসীর উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। যদি কোন ধড়া-চূড়াধারী ভগীরথ পাঞ্চ জন্য ও বেণু বাজাইয়া গোমুখীর গঙ্গা প্রবাহের বা গোমতীর পবিত্র সলিল প্রবাহের ন্যায় গো প্রবাহ ভারতে পুনঃ প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে আর্য্যবর্ত্তে আর্য্যবংশ পুনরায় জাগিয়া উঠিবে।

সমবায় সমিতি (Co-operative society) স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে বাথান বা Dairy করিয়া গোপালন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমদিগের সদয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল সমবায় সমিতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিবেন।

ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র এখন প্রতি টাকায় ৪।৫ সের দুগ্ধ বিক্রয় হয়। ভারতীয় উৎকৃষ্ট গাভীর মূল্য ১৫০৲ কি ২০০৲ টাকা। যদি একটি গাভী ১০ মাসকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৴৮ সের দুধ দেয়, তবে ঐ গাভীটি প্রত্যহ ২৲ টাকার দুগ্ধ প্রদান করিবে। একটি গোর খাদ্য ও টাকার সুদ বাবত প্রত্যহ জোর ১৲ টাকা ব্যয় ধরিলেও টাকার সুদ ও খাদ্যের মূল্য বাদ দিয়াও ১০ মাসে দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা ৩০০৲ টাকা লাভ দাঁড়াইবে; যদি ঐ সময়ের বৎসটির মূল্য ৩০৲ টাকা হয় তবে মোট ৩৩০৲ টাকা গো প্রতি লাভ পাওয়া যাইবে। গাভীটিও থাকিবে। ইহার অধিক আর কি লাভ হইতে পারে ?

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ড প্রভৃতি স্থানে গোরুরমূল্য অত্যন্ত অধিক। তথায় ভৃত্য ও গো সেবকগণের বেতন, ভারতবর্ষের গোরক্ষকের বেতন হইতে অত্যন্ত অধিক। তথায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ভারতবর্ষ হইতে অধিক, জমির খাজনাও অধিক। ঐ সকল স্থানের জার্সী, গারন্সী লিঙ্কলন সারায় লাল গাভীগণ হইতে ভারতীয় হিসার, মুলতান, সিন্ধু, মণ্টগোমারী, জির, গুজরাট ও কথিওয়ার, গোগণ সযত্নে পালিত হইলে কোন অংশেই দুগ্ধদান শক্তিতে ন্যূন নহে। বিদেশী গোগণের ২৫ হইতে ৪০ পাউণ্ড দুগ্ধে এক পাউণ্ড মাখন হয়, কিন্তু ভারতীয় গোর মাত্র ১২ হইতে ২৪ পাউণ্ড দুগ্ধে এক পাউণ্ড মাখন হয়। মাখন উঠানের ব্যয়ও ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ভারতে অল্প। ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড মাখনের দাম ১শিলিং (১) বা ১ শিলিং দুই পেন্স। আমেরিকার ঐ পরিমাণ মাখনের দাম ১২ হইতে ২০ সেণ্ট (২) কিন্তু ভারতে ঐ পরিমাণে মাখনের মূল্য ১৲ টাকা বা ১।০ সিকা। ইংলণ্ডে ৴৫ সের দুধের দাম ॥০ আনা কি বড়জোর ৸০ আনা; বাঙ্গালায় ঐ পরিমাণ দুধের দাম ৸৶০ আনা হইতে ১।০ সিকা পর্য্যন্ত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকারে ব্যয়াধিক্য সত্ত্বেও ঐ সকলস্থানে একটি বাথানে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়। তবে ভারতে, বঙ্গদেশে গোপালন লাভজনক হইবে না কেন ?

আমাদিগের দেশে বাথানের অভাবের প্রধান কারণ আমরা ব্যবসায় বাণিজ্য বুঝিনা বা জানিনা। আমরা গোপালন ঘৃণা করি, আমরা বৈশ্যবৃত্তি পরিত্যাগ

(১) একশিলিং ৸০ বার আনার সমান। (২) এক সেণ্ট দুই পয়সার সমান

করিয়া দাসত্ব চাকুরী জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি। রাখাল আমাদিগের দেশের নিরক্ষর, মূর্খ ঘৃণ্য জীব। যাহাদের কোন প্রকার ব্যবসায় বুদ্ধি কি জ্ঞান নাই এখন তাহারাই গোপালনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌গণ কোন সাহেবের বাথানে ২০৲ কি ২৫৲ টাকা বেতনে দাসত্ব করিয়া হিসাব লিখিতে স্বীকৃত হইবেন; কিন্তু কেহ গোপালন বা বাথান খুলিয়া দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাখনের কারবার করিবেন না। সাহেবগণ স্বীয়দেশ ছাড়িয়া প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিম উত্তর প্রান্ত ইংলণ্ড হইতে দেশের মায়া ছাড়িয়া ঐ মহাদ্বীপের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত অষ্ট্রেলিয়া কি নরমাংস ভোজী নিউজিলণ্ড দ্বীপে গিয়া (১) প্রাণপাত করিয়াসেথানে বাথান স্থাপন করিয়া কোটী কোটী টাকার কারবার করিয়া ফেলিতেছেন।

(১) এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অষ্ট্রেলিয়া ৩০০০ হাজার মাইল দূর। নিউজিলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১০০০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত।

আমাদিগের দেশে আসাম, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, ঢাকার ভাওয়াল পরগণার ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহি, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ছোটনাগপুর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে নাম মাত্র জমায় ৭০০/ কি ৮০০/ বিঘা জমি পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে ১০০ গো সংগ্রহ করিয়া যদি দেশীয় শিক্ষিতগণের বুদ্ধি ও পরামর্শে এক একটি বাথান খুলিয়া কেহ দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাখন ও ঘৃতের কারবার করিতে আরম্ভ করেন, যদি ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গোপালন, গোজনন আরম্ভ করেন, তবে অচিরে ভারতে সুরভিগণের পুনঃ আবির্ভাব হইবে; এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধন ধান্য লইয়া লক্ষ্মী দেবী উপস্থিত হইবেন।

(১) Little more than a century has passed since the modest beginning of the present mammoth herds were made the first Governor of the Botany Bay convict settlement landing an initial consignment of stock which included 1 bull 4 cows 1 calf. At the beginning of 1906 there were in the whole of Australia 8178000 head of cattle the value of which was computed at £. 3485000.

S. Cyclopedia of M Agriculture v 2. p5.

তৎসঙ্গে অমৃত ভাণ্ড হস্তে লইয়া ধন্বন্তরী ও পুনঃ ভারতে দেখা দিবেন; আর অম্লান মন্দার কুসুমের মালা উদ্যোক্তাগণের গলায় দেবরাজ স্বয়ং পরাইয়া দিবেন। উদ্যোক্তাগণ ধন্য হইবেন, সমগ্র ভারতবাসী ধন্য হইবে। আমাদিগের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি তাঁহাদিগকে সুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয় মনোযোগ করা আবশ্যক। প্রথম পাশ্চাত্য দেশের বাথান (Dairy) পরিচালন বিষয়ে অধীত বা সম্পূর্ণ জ্ঞাত সার ও অভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বাথানে বা ইংলণ্ডীয় কোন বাথানের সকল প্রকার কার্য্য ২।১ বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এমন লোক বাথানে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বাথানের লোক পরিশ্রমী কর্ম্মঠ এবং অতি সৎ হওয়া আবশ্যক। নিরক্ষর মূর্খের হাতে সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলে কার্য্য নষ্ট হইবে। মূর্খের অশেষ দোষ। দ্বিতীয়—মূলধন। এই কার্য্যে মূলধন আবশ্যক। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ প্রতিবিঘা বার্ষিক ।০ আনা জমায় হাজার হাজার বিঘা জমি পত্তন করিতেছেন। ৫।৭ বৎসর জমা রেহাই পাওয়া যায়, ভূমি ক্রয় না করিয়া ২০।২৫ বৎসরের জন্য কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি লইতে পারিলে মূলধনের টাকায় প্রয়োজনীয়তায় বহু পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাইবে। জমি ক্রয় করিতেই বিস্তর টাকার প্রয়োজন। ১০০টী, ৫০টী কি অন্ততঃ, ৩০টি গো লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে সত্বরই লাভ হইতে আরম্ভ হইবে। ১০০০০।১২০০০৲ টাকা লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

কিঞ্চিদধিক একশতাব্দী পূর্ব্বে (১) অষ্ট্রেলিয়ার ১ম গভার্ণর ৪টা গাভী ১টী বৃষ ও ১টী বৎস অষ্ট্রেলিয়াতে লইয়া বাথান খুলিয়াছিলেন, এখন তথায় যে গো আছে উহার আনুমানিক মূল্য ৫১৮৭৭৫০০০৲ টাকা। বিস্তর গো ইতিমধ্যে তথা হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে। বাথানটি উচ্চ ভূমিতে হওয়া আবশ্যক। খুব বর্ষাতেও বাথান যেন শুষ্ক থাকে, জলমগ্ন না হয়। তজ্জন্য উচ্চ ভূমি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। বাথানের চতুর্দ্দিকে জল নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী (ড্রেন) থাকা আবশ্যক। গোগণের গোষ্ঠে চরাইবার জন্য বিস্তর জমি রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক গোর জন্য ৬৷ ৭৷ বিঘা জমি হইলে যথেষ্ট, ঐ জমীর $\frac{১}{৩}$ অংশ গোচরণের জন্য, এবং বাকি $\frac{২}{৩}$ অংশ জমিতে কলাই, গম, যব, ভূট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য জন্মান আবশ্যক। গো চারণের ভূমি

বাথানের সংলগ্ন থাকা চাই। বাথানটী সহরেরউপরে কি রেইলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে হইতে পারিলে ভাল হয়।

বাথানের ঘরের নিকটই গোষ্ঠভূমি থাকা অবশ্যক। দুগ্ধহীনা গাভী ও বৎসগুলিকে গোষ্ঠে ছাড়িয়া দিতে হয়। এ দেশের বাথানের জন্য এ দেশী ভাল গোই উৎকৃষ্ট। তবে বাথানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গো রাখা কর্ত্তব্য। স্কটলণ্ডের আয়ারসায়ার গো ভিন্ন অন্য কোন বিদেশী গো এই দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত নহে। দেশীয় গো যাহারা প্রত্যহ অন্ততঃ দশ সের দুধ দেয় এমন গো নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক। ॥৹ মণ কি ।৫ সের দুধের গো পাইলে অতি উত্তম হয়। কোন কোন গাভী ১০।১২ মাস এমন কি কোন কোনটী ১৬ মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। আবার কোন কোনটী ৬ মাসের অধিক দুগ্ধ দেয় না। তবে উহার মধ্যে যত ভাল পাওয়া যায় ততই লওয়া উচিত। প্রথমতঃ একটু অধিক ব্যয় হইবে বটে, কিন্তু শেষে ভাল ফল হইবে। গো ক্রয় করার উপরই বাথানের শুভাশুভ ফলাফল নির্ভর করে।

বাথানের ভাল দুগ্ধহীনা গাভীগণকে কখনও বিক্রয় করা উচিত নহে। কারণ একটী গো প্রসবের ৩।৪ মাস পরে গর্ত্তাধারণ করে এবং তারপর ও ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়, কেবল ৩ মাস দুগ্ধ শূন্য থাকে। আবার কোন কোন গো প্রসবের ২।৪ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। এই কারণে নিজের গো বিক্রয় করিয়া পুনরায় অন্য গো ক্রয় করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যে সকল গো পুনরায় প্রসব করার অল্প পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুধ দেয় উহাদিগকে ত্যাগ করার কোন কারণ নাই।

গোগণকে আদর করিলে তাহারা অতি সহজেই পোষ মানে। মালিক ও গোপালক প্রভৃতিকে চিনিয়া লয়, এই অবস্থায় পরিচিত গো ত্যাগ করিয়া অন্য গো বাথানে আনয়ন করা উচিত নহে। বাথানের গোগণের খাদ্য প্রত্যহ ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাদিগের স্নানাহার ও ব্যায়াম নির্দ্ধারিত সময়ে হওয়া আবশ্যক। উহাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। ইহাদিগের গায় ময়লা ও কাদা যাহাতে না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহাদিগের চাকর ও নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। ইহাদিগকে সর্ব্বদা দয়া মমতা ও স্নেহ করিলে তাহারাও তাহার প্রতি দান করিয়া থাকে।

প্রত্যেক বাথানে নিজের ষাঁড় রাখিয়া গো দিগের গর্ত্তরক্ষা করান উচিত।

ঐ ষাঁড় যত উৎকৃষ্ট হইবে বৎসগণ তত উৎকৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গোগণের উন্নতি ষাঁড়ের উপর নির্ভর করে, তজ্জন্য যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট বৃষ রাখা উচিত। প্রথম শ্রেণীর হিসার, কথিওয়ার, মণ্টগোমারী, গুজরাটী ও মুলতানী বৃষ হইলেই ভাল হয়। বাথানে সঙ্করগো উৎপন্ন করা আবশ্যক হইলে তদ্বিষয় অন্যত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য দেশের বাথান সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

নিয়ম পঞ্চাশৎ—

১। বাথানের কর্ত্তা, বাথান সম্বন্ধীয় যাবতীয় নূতন তথ্য সম্বলিত সাহিত্য পাঠ করিবেন।

২। গো, গোপালক, গোগৃহ ও গোশালার সমস্ত দ্রব্যের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বাথানের কর্ত্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য।

৩। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ লোককে, গো ও দুগ্ধ হইতে দূরে রাখিবে।

৪। গোশালায় কেবল গোই রাখা উচিত। গোশালার ভিটের নীচে বা গোশালার বীমের উপর কোন জিনিস রাখা উচিত নহে।

৫। গোগৃহে আলো, বায়ু, নর্দ্দামার বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

৬। ভিজা, কদর্য্য শয্যায় গোদিগকে শয়ন করিতে দেওয়া অনুচিত।

৭। তীব্র গন্ধের কোন দ্রব্য গোশালায় রাখিবে না। গোময় স্তূপ গোশালা হইতে দূরে ও আবৃত রাখা কর্ত্তব্য; এবং শীঘ্র শীঘ্র গোময় গোমূত্র গো গৃহ হইতে দূর করা উচিত।

৮। গোগৃহে বৎসরে এক বা দুইবার চুণকাম করান উচিত। গোময় প্রত্যহ মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

৯। শুকনা কি ধূলি যুক্ত খাদ্য গো দোহনের পূর্ব্বে গোকে আহারার্থ দেওয়া অনুচিত; খাদ্যে ধূলা থাকিলে উহা ধুইয়া দেওয়া উচিত।

১০। গো দোহনের পূর্ব্বে গোগৃহ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃতও বায়ু সঞ্চালিত করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে গোগৃহের মেজেতে জল ছিটাইয়া দেওয়া উচিত।

১১। গোশালা ও বাথানের অন্য যে স্থানে দুগ্ধ রক্ষিত ও নীত হয়, তাহা সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

১২। বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বৎসরে এক বা দুইবার গোগণকে পরীক্ষা করান উচিত।

১৩। কোন গো পীড়িত বলিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাল হইতে দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; এবং উহার দুগ্ধ ও দূর করিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। নূতন গোও নীরোগ বলিয়া নিঃসংশয় হইলে তাহাকে বাথানের পালে স্থান দিবে।

১৪। গো দোহনের বা গোকে আহার দেওয়ার পূর্ব্বে গোকে কখনও দৌড়াইবেনা! ধীরগতিতে হাটাইয়া দোহন ও খাদ্যস্থানে লইয়া যাইবে।

১৫। কঠোর ভাবে তাড়াইয়া চীৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া কি বৃথা উৎপাত ঘটাইয়া গোগণকে উত্তেজিত করা অন্যায়। গোগণকে ঝড় বৃষ্টি কি শীতে বাহিরে রাখিবে না।

১৬। তাহাদিগের খাদ্য হঠাৎ পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে।

১৭। গোগণকে মুক্ত হস্তে খাদ্য দিবে। সদ্য (টাট্‌কা) সুখাদ্য দ্রব্য খাইতে দিবে। পচা বা ছাতা পড়া জিনিস কখনও গোগণকে খাইতে দিবে না।

১৮। পরিষ্কার, সদ্য তোলা প্রচুর পানীয় জলের বন্দোবস্ত রাখিবে ; বাসি বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল গোকে খাইতে দিবেনা।

১৯। গো গৃহে লবণ এমনভাবে রাখিয়া দিবে যেন গো ইচ্ছামত খাইতে পারে।

২০। পিয়াজ, বাঁধা কপি, মূলা প্রভৃতি গোকে দোহনের অব্যবহিত পর ভিন্ন কখনই খাইতে দিবেনা।

২১। গাভীর সমস্ত শরীর সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা উচিত, যদি পালানে নিকটের রোম সহজে পরিষ্কার করিতে না পারা যায় তবে ঐ রোম ছাটিয়া দেওয়া উচিত।

২২। প্রসবের ২০ দিন পূর্ব্বের বা প্রসবের ৫ দিন পরের দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

২৩। দোহনকারীর সর্ব্বপ্রকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। গো দোহনের পূর্ব্বে দোহনকারী তামাক ব্যবহার করিবে না। গো দোহনের পূর্ব্বে তাহার হাত ধুইয়া ও শুক্‌না কাপড় দিয়া মুছিয়া গাভী দোহন করিবে।

২৪। গো দোহনের পূর্ব্বে দোহনকারী একখানা পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার

করিবে। উহা উঠাইয়া রাখিবে ও কেবল দোহন সময়ে উহা ব্যবহার করিবে।

২৫। গো দোহনের পূর্ব্বে উধঃটি ব্রাস করিয়া দিবে। একখানা ভিজা গামছা কি স্পঞ্জ-দ্বারা মুছিয়া দিবে।

২৬। শান্তভাবে, দ্রুতভাবে, পরিষ্কারভাবে সম্পূর্ণভাবে গো দোহন করা কর্ত্তব্য। গাভীগণ অনাবশ্যকীয় গোলমাল বা সময় ব্যয় ভালবাসেনা। প্রাতে বৈকালে ঠিক একই সময় ও একই প্রণালীতে গো দোহন আরম্ভ করা উচিত।

২৭। গাভীর প্রত্যেক বাঁটের প্রথম কয়েক টান দুধ ফেলে দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ উহাতে জলীয় ভাগ অত্যন্ত অধিক। উহাতে কোন সার পদার্থ নাই। উহা অন্য দুধের সহিত মিশিলে ঐ দুধও নষ্ট করিতে পারে। (এদেশে ঐ দুধ বাছুরেই খায়)।

২৮। কোন গাভী দোহন কালে যদি রক্ত কি অস্বাভাবিক বর্ণের দুধ বাহির হয়, তবে ঐ সম্পূর্ণ দুধই ত্যাজ্য।

২৯। শুকনো হাতে গাভী দোহন করা কর্ত্তব্য। গাভীর দুগ্ধ দোহকের হাতে সংলগ্ন হওয়া উচিত নহে।

৩০। গাভীদোহন কালে, বিড়াল, কুকুর কি অন্য কোন জন্তু গাভীর নিকট থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।

৩১। যদি কোন কারণে এককে'ড়ে কি অর্দ্ধ কে'ড়ে, দুধে মাটি কি অন্য অখাদ্য জিনিষ পতিত হয়, তবে ঐ দুধ কতকাংশ ফেলে দিয়া অন্য অংশ রাখিতে চেষ্টা করা অনুচিত। ঐ দুধের সমস্তই পরিত্যাজ্য।

৩২। প্রত্যহ প্রতি গাভীর দুগ্ধ ওজন করিয়া উহার পরিমাণের হিসাব রাখা উচিত। এবং অন্ততঃ সপ্তাহে একদিবসের দুধে কত মাখন হয় তাহা ওজন করিয়া উহার পরিমাণের হিসাব রাখা উচিত।

৩৩। দুধের যত্ন—

প্রত্যেক গাভী দোহনের পর তৎক্ষণাৎ ঐ গাভীর দুধ গোগৃহ হইতে অন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উৎকৃষ্ট বায়ু পূর্ণ গৃহে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। দুধের কেঁড়ে ভরিবার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নহে।

৩৪। গাভী দোহনের পরই ফ্লানেল, তুলা কি ধাতু পাত্রের ছাক্‌নি দিয়া দুধ পরিষ্কার করিয়া ছেকে দেওয়া উচিত।

৩৫। গো দোহনের পরই দুধ aerated ও ঠাণ্ডা করা উচিত। যদি ঐ প্রক্রিয়া করার পাত্র তাড়াতাড়ি হাতে না পাওয়া যায়, তবে প্রথমতঃ দুধ নির্ম্মল বায়ুপূর্ণ গৃহে রাখিয়া দিবে। যদি ঐ দুধ জাহাজে চালান দিতে হয় তবে ঐ দুধ ৪৫ ডিগ্রি, আর যদি সেই স্থানে বিক্রয় করিতে হয় তবে ৬০ ডিগ্রি শীতল করা উচিত।

৩৬। দোহন করিয়াই ঐ বাঁটের গরম দুধ পাত্রে রাখিয়া একটু ঠাণ্ডা না হইলে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নহে।

৩৭। যদি দুধের কেঁড়ের ঢাক্‌নি না থাকে, তবে পরিষ্কার বস্ত্র কি মসারির নেট কাপড় দিয়া কেঁড়ের মুখ আবৃত করা কর্ত্তব্য। যেন কোন কীট পতঙ্গ উহাতে না পড়িতে পারে।

৩৮। যদি ঐ দুধ গোদামে রাখিতে হয়, তবে উৎকৃষ্ট শুষ্ক অথচ শীতল বায়ুপূর্ণ গৃহে একটী পরিষ্কার ও সচ্ছ জলের চৌবাচ্চায় ঐ দুধের পাত্র বসাইয়া রাখা উচিত। (চৌবাচ্চার জল প্রত্যহ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক) দুধ হইতে ক্রীম উঠাইতে হইলে দুধ টিনের মন্থন যন্ত্র দিয়া মাখন উঠাইয়া ফেলান উচিত।

৩৯। রাত্রের দুধ আবৃতস্থানে রাখা উচিত, যেন বৃষ্টির জল দুধের কেঁড়ের ভিতর না পড়ে। গরমের দিনে ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় দুধের কেঁড়ে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪০। টাট্‌কা (সদ্য) দুধ, যে দুধ শীতল করা হইয়াছে, তাহার সহিত মিশ্রিত করা অনুচিত।

৪১। দুধ জমিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নহে।

৪২। কোন অবস্থায়ই দুধ নষ্ট না হয় তজ্জন্য দুধের সহিত কোন দ্রব্য মিশ্রিত করা উচিত নহে।

৪৩। উৎকৃষ্ট অবস্থায় দুধ খরিদ্দারকে দেওয়া উচিত। গরমের দিনে দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায়) দেওয়া উচিত।

৪৪। যদি দুধ অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে পাঠাইতে হয় তবে স্প্রিং দেওয়া পাত্রে ভরিয়া পাঠান উচিত।

৪৫। গরমের দিনে গাড়ীতে দুধ পাঠাইলে দুধের কেঁড়ের মুখে ভিজা চাদর কি কেনভাস দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

৪৬। পাত্র—বাথানের দুধের পাত্র সকল ধাতুময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। পাত্রের ভিতর যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। পাত্রগুলির সন্ধিস্থানগুলিও যেন উত্তমরূপ জোড় দেওয়া থাকে।

৪৭। দুধ বিক্রয়ের পাত্রের ভিতর বাথানের কোন আবর্জ্জনা রাখিবে না। ক্রিম তোলা দুধ বা ছানার জলের পাত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

৪৮। ক্রিম তোলা দুধের পাত্র ও ছানার জলের পাত্র, বাথানে পঁহুছিলেই তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করা উচিত।

৪৯। বাথানের ঐ সকল ধাতু পাত্র প্রথমতঃ ঈষদুষ্ণ জল দিয়া ধুইয়া লইয়া পরিষ্কারক দ্রব্য তপ্ত জলসহ মিশাইয়া ঐ জলে ঐ সকল পাত্রের ভিতর বাহির ব্রাস দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিবে; তারপর অত্যুষ্ণ জল বা জলীয় বাষ্প দ্বারা পাত্রগুলি ঝলসাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত জল ব্যবহার্য্য।

৫০। পাত্রগুলি ঐ রূপে ধুইয়া উপুড় করিয়া পরিষ্কার বায়ু পূর্ণ স্থানে সূর্য্যোত্তাপে রাখিয়া পাত্রগুলি শুকাইয়া লওয়া উচিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(গোষ্ঠ বা গোচারণ ভুমি)

ভারতে গো গ্রাসের বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট রাজা, মহারাজ, ও ধনকুবের গণের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ভারতীয় প্রজাগণ গোষ্ঠ ভূমির কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না; বা তাহাদের গোগণ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্রও নাই। গোগণকে গৃহ প্রাঙ্গণে, বা রাস্তার ধারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী ধান্য বা অন্য কোন শস্য ক্ষেত্রের দিকে উহারা লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তাহাদিগের জন্য খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই, বলিলেই চলে। তাহার ফলে গোগণ অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে, এবং উহারা এত দুর্ব্বল ও অকাল পক্ক যে, তাহাদের দ্বারা কোন প্রকার পরিশ্রমের কাজ হয়, এরূপ আশা নাই। বর্ষে, বর্ষে, দেশে এত গো-হানি হইতেছে যে, প্রজাদিগের জমি চাষ করা অসম্ভব হইয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রজাগণ অনায়াসে তাহাদের খাজনা আদায় করিতে, বা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না।

গোচারণ ভুমি রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই

সকল কার্য্যে আইন প্রচলন করা যদিও অত্যন্ত লজ্জাজনক, তথাপি নিতান্ত দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে আইন প্রচার ভিন্ন আমাদিগের আর চৈতন্যের আশা নাই। গোষ্ঠ ভূমির জন্য জমিদার এবং রায়ত উভয়কেই আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া গোচারণ ভূমি রক্ষা করা উচিত। প্রত্যেক গোর জন্য অন্ততঃ এক বিঘা জমি গো গ্রাসের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। যদি কোন গ্রামে ২০০শত গো থাকে, তথায় অন্ততঃ ০০ শত বিঘা জমির গোষ্ঠ থাকা উচিত। প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহার যত গো আছে, তাহাকে অন্ততঃ ততবিঘা জমি গোচারণ ভূমি স্বরূপ রাখার জন্য বাধ্য করা আবশ্যক। জমিদারগণের ঐ জমির জন্য সামান্য খাজনা লওয়া বিধেয়। ক্ষেত্রস্বামীকে ঐ স্থানে গোষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কোন ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট পঞ্চাইতগণের দ্বারা গ্রামে কোন জমি ও কত জমি গোষ্ঠ স্বরূপে থাকিবে স্থির করিয়া দিবেন।

দেশীয় ধনিগণ তাঁহাদের গোর জন্য ঘাস ক্রয় করেন বটে, কিন্তু কাঁচা ঘাস ক্রয় করা অতি ব্যয় সাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য। গোচারণ ভূমি থাকিলে গো খাদ্যের ঘাস চাষ করা যাইতে পারে। উহাতে ঘাস খরিদকরা অপেক্ষা সুলভে ঘাস পাওয়া যাইবে, অথচ সংবৎসর গোগণ কাঁচা ঘাস খাইতে পারে। গ্রাম্য গোর জন্য প্রতি গোরুতে অন্ততঃ ১ বিঘা জমী হইলেও উহাকে কোন প্রকারে প্রাণে, বাঁচাইয়া রাখা যায়।

তবে উৎকৃষ্ট গোর আহারের বন্দোবস্ত করিতে হইলে ৩$\frac{১}{২}$ বিঘা জমীর আবশ্যক। ইংলণ্ডের কোন কোন গোপালকের মতে গোপালকের সংসারের সর্ব্বপ্রকার খাদ্যের জন্য প্রতি গোরুতে ৭ বিঘা জমি রাখা আবশ্যক।

কাহার কাহারও মতে ভূমিতে খাদ্য উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারা গোপালন করা উচিত। কাহার কাহারও মতে ঐ জমীতে গিনি প্রভৃতি ঘাস রোপণ করিয়া তদ্দ্বারাই গোপালন করা উচিত। এবং কাহার কাহারও মতে দুই বিঘাতে ঘাস করিয়া বক্রি ৫ বিঘাতে মাসকলাই প্রভৃতি গো খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন করা উচিত। তাহাতে ঘাস, শস্য, খড়, কুটা সমস্তই পাওয়া যাইতে পারে। গোষ্ঠ ভূমি পতিত ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। ৪।৫ বৎসর পর পর গোষ্ঠ ভূমির আগাছা সমুদয় সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক চাষ করিয়া গোবর ও অন্য সার দেওয়া উচিত। গোষ্ঠ ভূমির জল নিকাশের বন্দোবস্ত থাকা

উচিত। গোষ্ঠ ভূমিতে জল নিকাশের সুবিধা থাকিলে এবং সময়, সময় চাষ করিয়া সার গোবর দিলে কখনই গোঘাসের অভাব হয় না। দূর্ব্বা ও দূর্ব্বাজাতীয় চালিয়া ঘাস গোগণের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং পুষ্টিকর খাদ্য। জমি চাষ করিয়া তাহাতে দূর্ব্বা ঘাস ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ছড়াইয়া দিলে ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট দূর্ব্বা ঘাস জন্মিতে পারে। বিলাতী লুসার্ণ ও ক্লোভার ঘাস আমাদের দেশের গাভীর পক্ষে উপযোগী নহে। কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা যে লুসার্ণ ও ক্লোভার ঘাস খাওয়াইলে আমাদের গো বিলাতী গোর মত দুগ্ধ দিবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম ধারণা। ঐ সকল ঘাসে আমাদিগের দেশী গাভীর রক্ত গরম হয়। এবং ঐ সকল ঘাসে গাভীর দুগ্ধ শুকাইয়া যায়। তবে ষাঁড় ও বৎসতরীকে ঐ ঘাস দেওয়া যাইতে পারে। জার্ম্মেনী দেশেও বিস্তর গোচারণ মাঠ আছে। ১৮৯৩ ও ১৯০০ সনের রিটার্ণ দৃষ্টে জানা যায় জার্ম্মান দেশে শতকরা ৯১ ভাগ জমী উর্ব্বরা, অবশিষ্ট ৯ ভাগ অনুর্ব্বরা। জার্ম্মান দেশে ৬৫১৯৯৫৩০ একর জমী চাষ হইয়াছিল তাহাতে নানাবিধ ফসল ও আঙ্গুরের চাষ ছিল। ২১৩৯৭৩০০ একর জমীতে ঘাস, গোচারণ মাঠ, ও স্থায়ী গোষ্ঠ আছে। ৩৪৫৬৯৮০০ একর জমী বৃক্ষ ও জঙ্গলাকীর্ণ। ১২৩৮৩৩৯০ একর জমী অন্যান্য প্রকারে পতিত।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ও আয়রলেণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে জমির মূল্য অত্যন্ত অধিক, সেখানেও বহু পরিমাণ স্থায়ী গোচারণ ভূমি আছে। উহাতে গোগণ বারমাস চরিয়া বেড়াইতে পারে। ইংলণ্ডে মোট ৩২৫৯০৩৫৭ একর জমীর মধ্যে জলাভূমি ও পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন ১০০৯৬০৯৫ একর জমী স্থায়ী গোচারণ ভূমি স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। ওয়েলস্ প্রদেশে ৪৭৩৪৪৮৬ একর জমির মধ্যে ঐরূপ জলা ও পার্ব্বত্য ভূমি ব্যতীত ১৫২৭৫৩৪ একর স্থায়ী গোচারণ ভূমি আছে। স্কট্‌লণ্ডে মোট ১৯৬৩৯৩৭৭ একর জমির মধ্যে ১১১২২৬৯ একর জমী স্থায়ী গোচারণ ভূমি। এতদ্ব্যতীত তথায় আরও ৪৬৭৮৯৪০ একর অনাবাদী পতিত জমি আছে। মানব দ্বীপে (Ilse of Man) ১৮০০০০ একর জমির মধ্যে ১৬৮৬০ একর জমি স্থায়ী গোচারণ ভূমি। এবং তথায় আরও ৯৫৪৬৩ একর জমি অনাবাদী পতিত আছে।

এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হয় যে, ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিক জমি, মানব দ্বীপ ও আয়র্লণ্ডের অর্দ্ধেক ভূমি স্থায়ী গোচারণ ভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

আয়র্লণ্ডের সমস্তভূমির $\frac{১}{৫}$ অংশ, স্কটলণ্ডের $\frac{৩}{৪}$ অংশ জলা ও পার্ব্বত্য ভূমি বলিয়া পতিত। গ্রেটব্রিটেন দ্বীপ পুঞ্জে মোট ৭৭৫০০০০০ একর জমির মধ্যে ৪৬০০০০০০ একর ভূমিতে গোখাদ্য ঘাস জন্মে এবং ২৩০০০০০০ একর স্থায়ী গোচারণ ভূমি আছে। অবশিষ্ট জমি সমস্তই জলা ও পার্ব্বত্য ভূমি।

ইংলণ্ডের ন্যায় সুইজারলেণ্ড, হলেণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের সমস্ত রাজ্য এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি দেশে এত গোচারণ ভূমি গোচারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ঐ সকল দেশকে এক একটী গোষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহে বিশেষতঃ টেক্সাস্ প্রদেশে লিভিংষ্টোন্ কাউন্টিতে এল স্থলিভান নামক একজন গোপালকের ৮ মাইল দীর্ঘ ৮ মাইল প্রস্থ একটী গোচারণ মাঠ আছে। ঐ স্থানে উক্ত সাহেবের ৩২টী বাথান আছে। প্রত্যেক বাথানে এক এক জন কাপ্তান ও ২ জন লেপ্টেনেণ্ট ও সমস্ত বাথানের উপর এক জন কমেণ্ডার ইন্ চিফ্ নিযুক্ত আছে। সেই দেশে কি পরিমাণ স্থান গোচারণ জন্য পতিত আছে এবং সেই সকল দেশের লোকেরা কি পরিমাণ গোপালন করে তাহা সেই দেশের একটী জিলার গো পালকের নাম, তাহাদের পোষিত গো সংখ্যা দৃষ্টে সহজে অনুমতি হইতে পারে। উপরোক্ত টেকসাস্ প্রদেশের প্রসিদ্ধ গোপালক জন হিটসন্ সাহেবের ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার, জন চিস্‌ল্ সাহেবের ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার, কগিন্‌স্ এণ্ড পার্কের ২০,০০০ বিশ হাজার জেমস্ ব্রাউন সাহেবের ১৫,০০০ পনর হাজার বরার্ট শ্লোন্ সাহেবের ১২০০০ বার হাজার, চিপ্ বিভার্‌স্ সাহেবের ১০,০০০ দশ হাজার, মার্টিন চাইল্ডারস্ সাহেবের ১০,০০০ দশ হাজার উইলিয়ম হিটসন্ সাহেবের ৮০০০ আট হাজার, জনসন সহেবের ৮০০০ হাজার জর্জ্জ বিভার্স সাহেবের ৬০০০ ছয় হাজার গো আছে। সমস্ত টেকসাম্ প্রদেশে ৪০,০০০০০ চল্লিশ লক্ষ গো আছে। সেই সকল দেশের অনুপাতে আমাদের দেশের গোসংখ্যা যে কত কম তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। (১)

(১) In the United States * * there are vast tracts in that country devoted to cattle raising. The New York Tribune, discoursing on farming in the west, mentions that "Mr. L.

নিউজিলেণ্ডে ৬৭০৪০৪০৬৪০ একর জমি। তন্মধ্যে ২৭২০০০০ একর জমি গো-চারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ বলিয়া পতিত। আবাদী জমিরও অধিকাংশ স্থানে ঘাস রোপণ করিয়া পশু খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।*

ভারতে যথেষ্ট গোষ্ঠ ভূমি ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে একটি প্রকাণ্ড গোষ্ঠ ভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গোচারণ ভূমি না রাখিলে গোরক্ষা হইতে পারে না। এই অধঃপতিত জাতির এক দিন এই জ্ঞান ছিল। সংহিতাকারগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি মনু বিধান করিয়া ছিলেন যে গ্রামের চতুর্দ্দিগে শত ধনু অর্থাৎ চারি শত হস্ত স্থান ....গোগ্রাসের জন্য রাখিয়া গ্রাম স্থাপন করিবে। নগর স্থাপন

Sullivan has, in Livingstone Country, Illinois, a farm 8 (eight) miles square containing 40,960 acres (64 Sections, Government Survey). This great area is subdivided into 32 farms of 1280 acres each. Each farm has a Captain and first and second Lieutenants all under the control of a Commander-in-Chief. * * * *
* * * * * *

Speaking of the immense scale in which cattle-raising is carried on in Texas, it is stated that among the large cattle-raisers are John Hittson, who has 50000 head of cattle, William Hittson, who has 8000, George Beavers 6000, Chas. Reavers, 10,000, James Brown 15000, C. I. Johnson 8000, Roberts Sloans, 12000, Coggins and Parks 20,000, Martin Childers, 10000 and John Chesholm 30,000. The entire number of cattle owned in Texas is nearly 40,00000.

(*Vide* Macdonald's Cattle, Sheep and Deer page 194 and 195.)

* The area of the dominion is 104,751 square miles, or 67040640 acres of which 28000000 acre agricultural land and 27200000 acres pastoral land.

(*Vide* Standard Cyclopedea of Modern Agriculture page 88, Volume 9).

হইলে তাহার ত্রিগুণ স্থান নগরের প্রত্যেক দিগে গোগ্রাসের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। এই গোগ্রাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমির নিকটবর্ত্তী ভূমিতে ভূস্বামী শস্য বপন করিলে তাহা অতি উচ্চ ঘন ছিদ্রযুক্ত বেড়া দিয়া রক্ষা করিবে। বেড়া উচ্চতায় এরূপ হওয়া চাই যে, উষ্ট্র ও তাহার উপর দিয়া শস্য দেখিতে না পায়। ছিদ্রও এত ঘন হইবে যে, শূকর বা কুকুর উহার ভিতরে মুখ প্রবেশ করাইতে না পারে। যদি ভূস্বামী এরূপ বেড়া না দেয় তবে গোগণ ঐ ফসল খাইলে গোরক্ষক কোন প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে না। (১)

যাজ্ঞবল্ক্য ও গোচারণ ভূমি রক্ষার বিধান করিয়া ছিলেন।

উশনা সংহিতায় ও…………পর্ব্বত অরণ্য সর্ব্বসাধারণের বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে।

গোচারণ ভূমিকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) উৎকৃষ্ট শস্যের ভূমি চাষ করিয়া উহাতে গোগ্রাসের উপযোগী গিনি—প্রভৃতি বিলাতি ঘাসের কিম্বা আমাদিগের দেশী দূর্ব্বা……চালিয়া

---

(১) ধনুশতং পরিহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ
সম্যাপাতাস্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু
তত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি
ন তত্র প্রণয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্
বৃত্তিং তত্র প্রকুর্ব্বীত যামুষ্ট্রো ন বিলোকয়েৎ
ছিদ্রঞ্চ বারযেৎ সর্ব্বং শ্বশূকরমুখানুগম্।

মনুসংহিতা অষ্টম অধ্যায়।

ধনুশতং পরীনাহোগ্রামো ক্ষেত্রান্তরংভবেৎ
দ্বেশতে কর্কটস্য স্যান্নগরস্য চতুঃশতং।

২ অঃ ১৭০ শ্লো। যাজ্ঞবল্ক।

গ্রামেচ্ছয়া গোপ্রচারো ভূমিরাজবশেন বা।

২ অঃ ১৬৯ শ্লো। যাজ্ঞবল্ক্য।

অটব্যঃ পর্ব্বতাঃ পুণ্যাস্তীর্থা ন্যায়তনানিচ।
সর্ব্বাণ্যস্বামিকান্যাহুর্নহিতেষু পরিগ্রহঃ॥

৫ অঃ ১৬ শ্লো। উশনা সংহিতা।

প্রভৃতি জন্মাইয়া গো জাতিকে খাইতে দেওয়া যায়। এই সকল ঘাস ২।৩ মাস পর পরই কাটিয়া লইবার উপযোগী হয় এবং উহাতে গোগণকে চরাইতেও পারা যায়।

(২) চাষ না করিয়াও উহাতে গোচারণ করা যায়, কিন্তু তাহাতে তত ফল পাওয়ার আশা নাই। ভূমির মধ্যে যে সকল সার পদার্থ আছে, পুনঃ পুনঃ উহা ঘাসে পরিণত হইলে ভূমিতে আর সেই সার পদার্থ তত অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। তজ্জন্য ভূমি চাষ করিয়া ঐ ভূমিতে সার দিলে যে ঘাস জন্মিবে তাহা পশু শরীর রক্ষার জন্য অত্যন্ত উপযোগী হইবে। অস্থি চূর্ণ সার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে ভূমিতে যে ঘাস জন্মিবে তাহা পশু শরীরের অত্যন্ত উপযোগী হইবে।

অস্থিতে নিম্নলিখিত পদার্থ আছে ঃ—

লাইম	...	৫১ ভাগ
মেগ্নেসিয়া	...	২ ,,
ফস্ফরিক এসিড	...	৩৮ ,,
কার্ব্বলিক এসিড	...	৪·৫ ,,
অন্যান্য পদার্থ	...	৪·৫ ,,
		১০০ পদার্থ

হাড়ের গুঁড়াও তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ ডাইলিউটেড্ সাল্‌ফরিক এসিডের সহিত ঐ এসিডের চতুর্গুণ জল মিলাইয়া ২ দিন স্থির ভাবে রাখিয়া দিলেই সুপার ফস্ফেট তৈয়ার হয়, উহা উৎকৃষ্ট সার। সুপার ফস্ফেট ১ ভাগ ১০০ ভাগ জলে মিলাইয়া জমিতে ছিটাইয়া দিলে পর উহাতে বহু পরিমাণ ঘাস জন্মিবে।

(৩) জলাভূমি হইতে আবর্জ্জনাপূর্ণ পঁচা জল বাহির করিয়া দিয়া উহাতে গোয়ানো নামক সার দিলে উহাতে উৎকৃষ্ট পশু খাদ্য ঘাস জন্মিতে পারে। ঐ সার স্বভাবতঃ অত্যন্ত উত্তেজক। ভিজা ও স্যাত স্যাতে জমির জন্যই উহা উৎকৃষ্ট। বলবান উর্ব্বরা ভূমিতে এই সার দিলে ঘাসের গোড়া পচিয়া যাইবে। জিপ্‌সাম্ (Gypsum) নামক সারও ঘাসের জমির জন্য উৎকৃষ্ট।

(৪) পাহাড় জমিতে নালা কাটিয়া উহাকে গোচারণের মাঠ রূপে পরিণত করা যাইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোগণের পান ও আহার।

গোগণের পানীয় জল ও আহার্য্য দ্রব্য-দানের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ আহারের সময় ও পরিমাণের এ দিগ্ ও দিগ্ হইলে, গোগণের স্বাস্থ্যের হানি হয়। বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীগণের ঐ সব অনিয়মে অতি সহজেই দুগ্ধদানশক্তির ব্যাঘাত জন্মে। ইহাদের খাওয়ার স্থান ও খাদ্য দ্রব্য দেওয়ার লোকের পরিবর্ত্তনেও ইহাদিগের দুগ্ধ দানের হ্রাস হয়। তাহা লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগের ভোজনের সময়, পরিমাণ ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা ভাল। গো-গণকে বেলা ৯টায় ও সন্ধ্যার পর এই দুইবার দুইটি পূর্ণাহার দিয়া প্রত্যুষে শস্যাহার ও মধ্যাহ্নের পর মাঠে চরিতে দিলেই ভাল হয়।

ষাঁড়, বলদ, গাভী বৎসতরী, বন্ধ্যাগাভী দুগ্ধহীনা গাভী ইহাদিগের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের খাদ্য দেওয়া বিধেয়। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ষাঁড়, গাভী ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন রূপ খাদ্যের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে।

গোগণ :অতি তৃষ্ণাতুর জীব, ইহাদিগকে অকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া পরিষ্কার শীতল জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গো-গ্রাস

(গিনি ঘাসের চাষ)

এ দেশীয় গোগণের খাদ্যের বিশেষ উপযোগী বিলাতী ঘাস। দোয়াস মাটীতে এই ঘাস ভাল জন্মে। ইহা বীজও শিকড় উভয় হইতেই উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে উৎপন্ন করিতে হইলে, বীজ বুনিয়া চারা করিয়া ঐ চারা অর্দ্ধ হাত পরিমাণ লম্বা হইলে ক্ষেত্র চাষ করিয়া, ও জমি পাইট করিয়া গোবর সার দিয়া ৪।৬ অঙ্গুলি অন্তর, অন্তর গর্ত্ত করিয়া সারি করিয়া লাগাইতে হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ক্ষেত্রে চাষ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গোবর দিয়া বর্ষাকালে ঘাস রোপণ করিতে হয়। শীত ও গ্রীষ্মকালে রোপণ করা যায়, তখন রোপণ করিলে জমিতে জল সেচন করা আবশ্যক। ঐ প্রণালীতে শিকড় রোপণ করা যাইতে পারে। ঘাস বড় হইলে উহার নিম্নভাগের একভাগ রাখিয়া উপরদিগের তিনভাগ কাটিয়া আনিয়া গোকে দিতে হয়। গিনি ঘাস একবার লাগাইলে

অনেক বৎসর থাকে। নীচের দিগে যে একভাগ থাকে উহাই দুইমাস অন্তর পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। এইরূপে একবিঘা জমীতে এক বৎসরে ন্যূনাধিক ২০০ মণ গিনি ঘাস জন্মিতে পারে।

(কাসাবার চাষ)

গ্রীষ্ম প্রধান দেশের উপযোগী আর একটী উৎকৃষ্ট গো খাদ্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। উহা শুঁঠ জাতীয় গাছ। দোয়াস মাটী কাসাবা চাষের উপযুক্ত বটে, গিনি ঘাসের শিকড়ের মত ইহার মূলগুলি রোপণ করিতে হয়। ৮।১০ মাস পরে মূল তুলিবার উপযুক্ত হয়। ঐ মূল হইতে পালো প্রস্তুত হয়। উহা গোগণের অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য। কাসাবা দুই প্রকার, মিষ্ট ও তিক্ত। তিক্তগুলি ও পোড়াইয়া লইলে খাদ্য যোগ্য হয়।

ক্লোভার লুসার্ণ, সেইনফার্ণ, মেডিক, রিয়ানা, আল্‌ফাআল্‌ফা, প্রভৃতি বিলাতী ঘাসের বীজ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। উহা লাগাইলেও দেশে গোখাদ্য ঘাস বিস্তর জন্মিতে পারে। ক্লোভার ঘাস অত্যন্ত পুষ্টিকর, তবে ক্লোভার ঘাস রীতিমত চাষ করিয়া হাড়ের গুঁড়া সার দিয়া লাগাইলে অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাইলো ও সাইলেজ। (Silo and Silage)

গোগণের কাঁচা ঘাস খাওয়ার অত্যাবশ্যকতা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বার মাস কাঁচা ঘাস খাওয়ান সহজ নহে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সাইলো প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কাঁচা ঘাস রক্ষিত হয়। চতুর্দ্দিকে দৃঢ় সংবদ্ধ প্রাচীর বেষ্টিত আধার বিশেষের নাম সাইলো। ঐ প্রাচীর বায়ু ও আর্দ্রতা রোধক হওয়া চাই। উহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত ঘাস কাঁচা অবস্থায় সঞ্চিত রাখা যায়। সাইলোকে কাঁচা ঘাসের গোলাও বলা যাইতে পারে। উহা এমনভাবে গঠিত হয় যে, সুবিধা মত উহাতে ঘাস রাখা ও বাহির করা যায়। উহার ভিতরটী এমন মসৃণ যে, উহাতে সমস্ত ঘাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইতে পারে। উহা তাপ পরিচালক পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। উহা এমন দৃঢ় হওয়া উচিত যে, উহার প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চিতে বহুমণ চাপ প্রতিরোধ করিতে পারে।

সাইলোর আকার।—অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, সাইলো

গোলাকার হইলেই ভাল হয়। যতক্ষণ উহার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে ততক্ষণ উহার ভিতর ঘাস ভাল থাকে। বায়ু প্রবেশ করিলে ঘাস কিছু নষ্ট হইয়া যায়।

সাইলো নিৰ্ম্মাণের উপকরণ—উহা কাঠ, ইট, সিমেণ্ট প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। উহা মাটীর নীচে বা মাটীর উপরে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে অবস্থানুযায়ী কূপের ন্যায় মাটীর নীচে গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া সাইলো প্রস্তুত করাই সুবিধাজনক। মাটীর নীচের সাইলো ইন্দারার ন্যায় দেওয়াল বিশিষ্ট হইলে সুবিধা হয়। ঐ দেওয়ালের ভিতরের দিক চুনা দ্বারা আস্তর করা উচিত। বহু অর্থ ব্যয়করার সুবিধা থাকিলে মাটীর উপরে সাইলো প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(সাইলোর পরিমাণ ও পরিসর)

সাইলো ১০ ফুট ব্যাস ১৬ ফুট গভীরের কম করিবে না। মাটীর নীচের সাইলোর গভীরতা তথাকার যত নীচে জল থাকে, অর্থাৎ (ওয়াটার লেভেলের উপর নির্ভর করে।) যদি কোন স্থান খনন করিলে ১২ ফুট নীচে জল উঠে, তবে সেইস্থানে ১০ ফুট গভীর সাইলো করা যাইতে পারে। এইরূপ ওয়াটার লেভেলের দুইফুট বাদ দিয়া গভীর করিলেই হয়। সাইলোর মধ্য হইতে ঘাস সহজে বাহির করার জন্য দুই ফুট একটী গোলাকার পথ রাখিতে হয়। ঐ পথ দিয়া কুলীরা অবশ্যকমত ঘাস বাহির করিতে পারে। সাইলো যত গভীর হয় ততই ভাল। কারণ ঘাসের উপর যতই চাপ পড়ে ততই নীচের ঘাস ভাল থাকে। ১৬ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট সাইলো অপেক্ষা ৩২ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট সাইলোতে অধিক ঘাস ধরে। গোর সংখ্যানুসারে সাইলো ছোট বড় করিতে হয়। যদি ১০০ গরুর জন্য খাদ্য রাখিতে হয় তবে সাইলোর ব্যাস ২০ ফুট ও গভীরতা ৩২ ফুট হইবে। যদি ৫০ হইতে ১০০ গোরুর ঘাস রাখিতে হয় তবে সাইলোর ব্যাস ১০ফুট হইতে ২০ফুট হওয়া উচিত। যদি ১০ হইতে ৫০টী গোরুর ঘাস রাখিতে হয় তবে উহার ব্যাস ১০ফুট হইতে ১৬ফুট হওয়া উচিত। ১০টী গোর ন্যূন সংখ্যক গোরুর ঘাসের জন্য সাইলো প্রস্তুত করিয়া লাভ নাই। তাই দরিদ্র ভারতে সাইলো প্রস্তুত করিতে হইলে তৎসঙ্গে সমবায়সমিতি গঠন করা আবশ্যক। কারণ অনেক গোপালকের ২।৩টীর অধিক গো নাই।

যেস্থানে জল না উঠে এমন শুক্‌না খড়্‌খড়ে মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া উহাতে

দূর্ব্বা, চালিয়া প্রভৃতি ঘাস রাখিয়া উত্তমরূপে মাটি চাপা দিয়া রাখিলে ও ঘাস ঠিক কাঁচা অবস্থায়ই থাকে। তবে সতর্কতা লওয়া আবশ্যক যেন ঐ স্থানে বৃষ্টির জল ঢুকিতে না পারে। উপরিভাগে মাটির ঢিপি করিয়া দিলেই বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে।

সাইলোতে যে ঘাস রাখা হয় তাহার নাম সাইলেজ। সাইলেজ গোগণের পক্ষে অতি প্রিয় ও সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। সাইলোতে ঘাস ২।৩ বৎসর কিম্বা ততোধিক কাল কাঁচা অবস্থায় রাখা যায়।

ভূট্টা, জোয়ার ও বাজরার গাছে শর্করা ও পুষ্টিকর দ্রব্য অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া উহা সাইলোতে রাখার পক্ষে উৎকৃষ্ট। সর্ব্বপ্রকার কাঁচা ঘাস এমন কি যে সকল ঘাস গোগণ কাঁচা অবস্থায় খায় না, তাহাও সাইলোতে রাখিয়া সাইলেজ প্রস্তুত করিলে গোগণ অতি আগ্রহের সহিত আহার করে। গাভীগণের দুগ্ধ দায়িকাশক্তি ও শারীরিক বলবৃদ্ধি করার পক্ষে মাঠের কাঁচা ঘাস হইতে সাইলেজ অধিক উপযোগী।

ঘাস যখন পাকিয়া আসে অথবা শস্যের মধ্যে যখন দুগ্ধ হয়, তখনই ঐ সকল শস্য-গাছ কাটিয়া সাইলোতে রাখিতে হয়। ঘাসের অপরিণত অবস্থায় উহা সাইলোতে রাখিলে সাইলেজ টক্ হইয়া যায়। যদি শস্যের খড় সাইলোতে রাখিতে হয়, তবে শস্য কাটার অব্যবহিত পরই উহা সাইলোতে রাখিতে হয়, নচেৎ উহা ছাতা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। খড় যদি কিছু শুকাইয়া যায়, তবে উহাতে জলের ছিটা দিয়া উহা কিছু আর্দ্র করিয়া রাখিতে হয়। ঘাস কিম্বা শস্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া (এক কি অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে) কাটিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে উহা সাইলোতে রাখা উচিত। সাইলোতে ঘাস পূর্ণ করার সময় উহা উত্তমরূপে পা দিয়া মাড়াইয়া সাইলোতে ভরিতে হইবে। এইরূপ ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত ক্রমে সারাদিন মাড়াইয়া সাইলেতে ঘাস পূর্ণ করিতে হয়। সাইলোতে ঘাস পূর্ণ হইলে উহার উপরিভাগে কিছু লবণ মিশ্রিত জল ছিটা দিয়া তদুপরি মাটী চাপা দিতে হয়। সাইলোর উপরে চাল কিম্বা টিন দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। যে ভাবেই সাইলো পূর্ণ করা যাউক না কেন, উপরের কয়েক ইঞ্চি ঘাস নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে ঘাস অত্যন্ত গরম হইয়া ঘাস গুলিকে সিদ্ধ করিয়া দেয়। সাইলোর ঘাস সর্ব্বদাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। সুগঠিত সাইলোর মধ্যে ভালরূপে ঘাস পূর্ণ করিতে

পারিলে বহুবৎসর পর্য্যন্ত ঘাস টাট্‌কা থাকে। পূর্ব্বোক্ত মাটীর গর্ত্তেও সাইলেজ রাখিলে তাহা তিন বৎসর ভাল থাকে, তবে মাটিসংলগ্ন ঘাস কতক নষ্ট হইতে পারে।

সাইলো হইতে ঘাস বাহির করিতে হইলে উহাতে গর্ত্ত না করিয়া উপরি-ভাগের ঘাস সমানভাবে আনিতে হয়। সাইলেজের বিশেষ গুণ এই যে উহা গরমে সিদ্ধ ও সুস্বাদু হওয়ায় সহজে পরিপাক পায়। অন্যান্য সকল খাদ্য অপেক্ষা সাইলেজ গোগণের শক্তি বেশ বৃদ্ধি করে। যে পরিসর স্থানে এক মণ খড় রাখা যায়, সেখানে ৮।১০ মণ সাইলেজ রাখা যাইতে পারে। যে সকল ঘাস গোগণ অখাদ্য বলিয়া স্পর্শ করে না, তাহাও সাইলোতে রাখিলে গোগণ সুখাদ্য মনে করিয়াআহার করে।

উহা বহুকাল পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যায়। সাইলেজ অত্যন্ত গরমে সিদ্ধ হওয়ায় উহার সকল প্রকার দূষিত বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। সাইলেজের ঘাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিবার জন্য :কল আছে। তদ্দ্বারা অতি অল্প সময়ে অনেকমণ ঘাস কাটিতে পারা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(দুগ্ধ বৃদ্ধির উপায়)

সকলেই জানেন।গাভীর বাঁটে দুগ্ধ নহে, মুখে দুধ—অর্থাৎ উত্তমরূপ খাওয়াইলে গাভী বেশী পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। তাই বলিয়া সকল জিনিষেই যে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় এমত নহে। অনেক জিনিষ আছে তাহা খাওয়াইলে গাভী মোটা হয় বটে, কিন্তু দুগ্ধদান শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। প্রতিদিন প্রচুর,পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। গাভী বৎস প্রসব করিবার একমাস পূর্ব্ব হইতে তাহাকে প্রচুর কাঁচা ঘাস খাওয়াইবে। প্রত্যহ তাহার দৈনিক ঘাসের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিবে। প্রসবান্তে তৃতীয় দিবস আধা ভাজা মাস কলাই ⁄৷৹ দিবে ক্ষুদ কি চাউল ⁄৷৹ সের, লবণ এক ছটাক, হরিদ্রা অর্দ্ধ ছটাক, পিপুল চূর্ণ ১ ছটাক, একত্রে জল দিয়া পাতলা করিয়া সিদ্ধ করিয়া পরে এক পোওয়া গুড় দিয়া নামাইয়া ঈষৎদুষ্ণ থাকিতে সন্ধ্যার পর গাভীকে খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। যদি প্রসবের পর দুগ্ধ বন্ধ হইয়া পালান শক্ত হইয়া যায়, তবে এরণ্ড পাতা গরম করিয়া সেক দিয়া ঐ পাতা পালানে বান্ধিয়া দিলে দুগ্ধ নামিয়া আসে। কিন্তু

সাবধান, পাতা বেশী গরম করিলে পালানে ফোস্কা হইতে পারে। কাঁটানটের অর্থাৎ কাঁটা খুড়িয়ার গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া চাউলের ক্ষুদের সহিত সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়া খাওয়াইলে, গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। কয়েকটি সভরী কলা (চাটিম কলা) পূর্ব্ব দিবস জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে পান্তাভাতের জল সহ পান্তাভাতের সঙ্গে ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া কয়েক দিন খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ভেরাণ্ডার কয়েকটী ডগা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল গরম গরম খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

ইক্ষু (আকের গাছ) ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহা গোকে খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। আখ মাড়ার পর আখের যে ছোব্‌ড়া থাকে তাহাও গো-জাতীর অতি পুষ্টিকর খাদ্য। তিসির খৈল ও মটর সিদ্ধ খাওয়াইলেও গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। বাঁশপাতা সিদ্ধ অর্দ্ধছটাক জৈন ও কিছু গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাভীকে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। দুগ্ধবতী গাভী হইতে উৎপন্ন ষাঁড়ের সহিত কোন গাভীর গর্ভ হইলে শেষোক্ত গাভীর দুগ্ধের বৃদ্ধি হয়। ডাইল ধোয়া বিশেষতঃ খেসারির ডাইল ধোয়া জলে কিঞ্চিৎ তেতুল কিম্বা চালতার রস মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। খেসারির ডাইলের সঙ্গে কিম্বা চাউলের সঙ্গে লাউ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। কাঁজি গুড়ের সহিত খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। নিম্নলিখিত জিনিষগুলি একত্র চূর্ণ করিয়া খাদ্যের সঙ্গে প্রতিদিন ২।১ মুষ্টি সকালে ও বিকালে খাওয়াইলে গো দুগ্ধের বৃদ্ধি হয়। নাইট্রেট অব পটাসিয়াম ১ ভাগ, ফটকিরি ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, খড়িমাটি ১ ভাগ, জীরা ১০ ভাগ, শ্বেত চন্দন ২ ভাগ, লবণ ১০ ভাগ, মৌরী ১০ ভাগ, লবঙ্গ ৫ ভাগ।

প্রসবের কয়েকদিন পর দুগ্ধ জারণ গাছের ডালগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ কিম্বা চাউলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে, কিম্বা দুগ্ধবতী গাভী যখন হঠাৎ দুগ্ধ কম দিতে থাকে, এবং যখন তাহার কোন কারণই জানা যায় না, তখন পেঁপে পাতা ও কাঁচা পেপে একত্র বাটিয়া চিনির গাঁদের সঙ্গে অথবা গুড়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ময়দা সহযোগে গাভীকে খাওয়াইলে গাভী আবার পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ দিতে থাকে।

বাঁধা কপিপাতা ও ফুলকপিপাতা অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি কারক। গাজর

সালগম, মূলা খাওয়াইলে ও গাভীর দুগ্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। পেপে ও পেপের পাতা অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক। পলাশ ফুল ও শিমূল ফুল খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাকা বেল কাটিয়া অথবা কাঁচা বেল সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। চালিতা বা তেতুল খেসারীর ডাইল বা ভুষির সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলেও গাভীর দুগ্ধদানের শক্তি বৃদ্ধি হয়। গাভীকে তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া সেই দুধ খাওয়াইয়া দিলে গাভী অতিশয় দুধ দেয়। মদের বা চিনির গাঁদ প্রত্যহ এক পোয়া পরিমিত খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ঘৃত সংযোগে ময়দা ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধদান শক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। বাংলা মদের গাঁদ গাভীকে একদিন খাইতে দিলে পরদিনই গাভী পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুগ্ধ দিবে। শণ ফুল ও পাতা ও মহুয়া ফুল ঘাসের সহিত বা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া গুড়ের সহিত খাইতে দিলে গাভীর দুধ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আম কাঠাল.আতা কিম্বা ঐ সকল ফলের ছাল (খোসা) খাওয়াইলেও গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়।

আলুর পাতাও গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি কারক। বীচেকলা চাউলের ক্ষুদের সহিত সিদ্ধ করিয়া গাভীকে খাইতে দিলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। এবং ঐ সকল দুগ্ধ বৃদ্ধি কারক খাদ্য নিয়মিতরূপে দিলে গাভী দীর্ঘকাল দুগ্ধ দান করে। গুলঞ্চ পাতা ও উহার কাণ্ড, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া গাভীকে খাওয়াইলে, গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

ডাক্তার টমসনের মতে ৴১॥০ সের ভেলি গুড় ৯ পাউণ্ড বার্লি একত্র সিদ্ধ করিয়া গাভীকে খাইতে দিলে বহুকাল পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধদায়িকা শক্তি অক্ষুন্ন থাকে। কন্দমূলাদি সিদ্ধ করিয়া গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত। তাহাতেও গাভীর দুগ্ধ দায়িকা শক্তি বজায় থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোদোহন।

গোদোহন কার্য্য দুই প্রকারে সাধিত হয়। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমানে কলের সাহায্যে গোদোহন কার্য্য সমাধা করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে হাতের সাহায্যে দোহন করা হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে, যেখানে বৎসকে বাঁট চুষিয়া দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়না, সেখানে প্রথমে গাভীর বাঁটগুলি

জল দ্বারা ধৌত করিয়া পরে কাপড় দ্বারা মুছিয়া, পরিষ্কার করিয়া, দোহন কার্য্য আরম্ভ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রথমে বৎসকে কতক দুগ্ধ খাওয়াইয়া লইতে হয়। তাহা হইলে দুগ্ধ সহজে নামিয়া আইসে। গাভীর বামভাগে থাকিয়া দোহন করিতে হয়। হাতের সাহায্যেও আবার দুই প্রকারে দোহন কার্য্য সাধিতে হয়। প্রথমতঃ—গাভীর বাঁট মোটা ও বড় হইলে হস্তের তিনটী কি চারিটী অঙ্গুলির $\frac{৩}{৪}$ অংশের দ্বারা বাঁট চাপিয়া ধরিয়া ঐ অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি, বাঁট সহ হস্তের তালুর মধ্যে চাপিতে হয়। আবার ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় চাপ দিতে হয়। এই প্রকারে একবার চাপ দিতে হয়, আবার ছাড়িয়া দিতে হয়, এই প্রকারে দোহন করিতে করিতে শেষ ফোঁটা দুগ্ধ পর্য্যন্ত বাঁট হইতে বাহির করিয়া আনিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ—গাভীর বাঁটের গোড়া তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া দুগ্ধ টানিয়া বাঁটের অগ্রভাগে আনিতে হয়। বঙ্গদেশে শেষোক্ত প্রকারেই গাভী দোহন করা হয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে এবং আমাদের দেশের মহিষগুলি প্রথমোক্ত প্রকারেই দোহন করা হয়। গো দোহন করিবার সময় কেহ কেহ বিশষেতঃ গৃহস্থেরা সম্মুখের দুই বাঁট অগ্রে দোহন করে। কিন্তু প্রদেশীয় গোপেরা পশ্চাৎভাগের দুই বাঁট অগ্রে দোহন করিয়া থাকে। পশ্চিম প্রদেশে কোন কোন স্থানে আবার সম্মুখের এক বাঁট ও পশ্চাৎভাগের এক বাঁট দোহন করিয়া পরে আবার সম্মুখের এক বাঁট ও পশ্চাৎভাগের আর এক বাঁট দোহন করিয়া থাকে।

যন্ত্রের সাহায্যে দোহন করিলে দুগ্ধে, কোন প্রকার ময়লা বা কীটাণু প্রবেশ করিতে পারে না তজ্জন্য ইয়োরোপে ও আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যেই দোহন কার্য্য সমাধা করা হয়। কিন্তু যন্ত্র ব্যয় সাধ্য; আমাদের দেশীয় গাভীগণ উহাতে অভ্যস্ত নহে। উহাদিগকে অভ্যাস করান ও সময় সাপেক্ষ। কারণ যন্ত্রের সাহায্যে দোহন করিতে হইলে, বৎস রাখার কোন আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু বৎস সম্মুখে না রাখিলে আমাদের দেশীয় গাভীগণ দুগ্ধ দিবেনা। সুতরাং আমাদের দেশে হস্তের সাহায্যেই গো দোহন করা কর্ত্তব্য।

দোহন কার্য্য যত শীঘ্র লঘু হস্তে ও অচঞ্চলভাবে সমাধা করা যায়, ততই ভাল, তাহাতে দুগ্ধের পরিমাণ ও বেশী হয় কিন্তু দোহন কার্য্যে পটু না হইলে কেহই শীঘ্র শীঘ্র দোহন করিতে পারে না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এমন উৎকৃষ্ট গোদোহক ছিল তাহারা এত দ্রুত ও অচঞ্চলভাবে গোদোহন করিতে পারিত যে,

তাহারা কণুইয় নীচে হাতের উপর তৈল পূর্ণ বাটি রাখিয়া গোদোহন করিত, কিন্তু বাটি হইতে তৈল পড়িত না।

দোহনের সময় কখনই গাভীকে প্রহার করিবে না। তাহার সহিত সদয় ব্যবহার করা উচিত।

দুগ্ধ এমন ভাবে দোহন করিতে হইবে, যেন গাভী বাঁটে কোন প্রকারে যন্ত্রণা না পায়। দোহন পাত্র গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। গো দোহনের সময় ঠিক থাকা উচিত এবং একজন দোহক দ্বারা দোহন করা কর্ত্তব্য। গাভীর বাঁট খুব শক্ত বা খড়্‌খড়ে হইলে তাহাতে মাখন বা তৈল মাখিয়া নরম করিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে গাভীর সম্মুখে বৎস না থাকিলে গাভী দুগ্ধ দেয় না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় বৎস সম্মুখে না রাখিয়াও গাভী দোহন করা হয়। তাঁহাদের মতে গাভীর সম্মুখে বৎস না রাখিয়া দোহন করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। কারণ যদি বৎস মরিয়া যায় তবে গৃহস্থের অত্যন্ত ক্ষতি হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুগ্ধ দোহন যন্ত্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে নিউইয়ার্ক সহরে প্রথমে গাভীর বাটের মধ্যে নল দ্বারা গো দোহনের চেষ্টা করা হয়। তৎপর উহা অসম্ভব বোধে পরিত্যাগ করা হয়। তাহার বহুদিন পরে মেয়র নামক একজন আমেরিকাবাসী গো দোহনের একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন। উহাতে কলের সাহায্যে গাভীর বাটে চাপ দেওয়া হইত। তৎপর এই জাতীয় নানা প্রকার যন্ত্র আমেরিকা, জার্ম্মেনী, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু যন্ত্রগুলি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধা হয়। তৎপর ঐ প্রকার চাপের কল পরিত্যাগ করিয়া বায়ুনিষ্কাশন প্রণালীতে গো দোহনের যন্ত্র আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয়। স্কটলেণ্ডবাসীরা এই যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। এই প্রণালীতে স্কটলণ্ডের মার্চ্চলেণ্ড সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ও নিকলসন্ সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে গো দোহন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই প্রকারের যন্ত্রে গাভীর বাঁটে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়, এবং বাঁট ও পালান সঙ্কুচিত হয় বলিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার লিণ্ড সাহেব এক গো দোহন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু

তাহার যন্ত্রটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যয় সাধ্য হওয়ায় এবং সহজে পরিষ্কার করিতে অসুবিধা হওয়ায়, গ্লাসগো নিবাসী কেনেডী ও লরেন্স সাহেবের সমবেত চেষ্টায় "কেনেডী লরেন্স ইউনিভারসেল মিল্কার" নামক গো দোহন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। তৎপর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ালেস্ নামক একজন সাহেব উক্ত প্রাণালীতে একটী গো দোহন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে দুইটী গাভী ৬।৭ মিনিট মধ্যে এক সঙ্গে দোহন করিতে পারা যায়। এবং এই যন্ত্র দ্বারা গাভীর বাঁট হইতে বৎসের ন্যায় চুষিয়া দুগ্ধ বাহির করা হইয়া থাকে। যতই কেন চেষ্টা করা যাক্ না, কলের সাহায্যে দুগ্ধ দোহন করিলে গাভীর বাটের সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষ করিয়া বাহির করা যায় না, কিন্তু বৎস গাভীর বাঁট চুষিয়া সমস্ত দুগ্ধ বাহির করিয়া লইতে পারে। এদিকে আবার গাভীর বাঁটের সমস্ত দুধ নিঃশেষ করিয়া বাহির না করিলে গাভীর বাঁটে দুগ্ধ জমা হইয়া পালানে নানা প্রকার পীড়া জন্মিতে পারে, গো দোহন যন্ত্র ব্যবহার করিলেও হাত দ্বারা প্রথমে ও শেষে কিছু দুগ্ধ দোহন করিয়া লইতে হয়। কলের সাহায্যে দোহনের আর একটি দোষ এই যে, গাভী শীঘ্র দুগ্ধ দেওয়া ত্যাগ করে। এবং এই প্রকারে দোহন করা দুগ্ধে মাখনের ভাগ ও কম থাকে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে "ওমেগা" নামক একটী গো দোহন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্র পূর্ব্বাবিষ্কৃত অন্যান্য সকল যন্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া উহা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরষ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ যন্ত্রের সাহায্যে গো দোহন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই যন্ত্র আনাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

(স্নান)

গো গুলিকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। উহারা সুস্থ থাকিলে গ্রীষ্মকালে ১ কি ২ দিন এবং বর্ষাকালে সপ্তাহে ১ দিন এবং শীতকালে অন্ততঃ মাসে ১ দিন উহাদিগকে স্নান করান উচিত। ভাল রৌদ্রের দিনে উহাদিগকে স্নান করান উচিত। স্নানের পর গোকে পরিষ্কার করিয়া মুছাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। গাভীর গায়ে যাহাতে শীত না লাগে তৎপ্রতি

বিশেষ সতর্কতা লওয়া উচিত। ইহা মনে রাখা উচিত যে দুগ্ধবতী গাভীর শরীরে বিশেষতঃ উহার দুগ্ধাধারে সহজে ঠাণ্ডা লাগে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রসাধান (Grooming).

গাভীর শরীর প্রত্যহ ব্রাস দিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। গোরুর গায় আঠালু উকুণ প্রভৃতি জন্মিয়া গোরুর রক্ত পান করে। প্রত্যহ রীতিমত ব্রাস করিয়া দিলে উহাদিগের শরীরে ঐ সকল কীট জন্মিতে পারে না। গোগণ অতি সহজে বিরক্ত হয়। ঐ সকল কীট শরীরে থাকিলে গোগণ রীতিমত দুধ দেয় না। উহাদিগের শরীর হইতে ঐ সকল কীট বাহির করিয়া দিলে গোগণ অতি প্রীত থাকে। গাভীগণের দুগ্ধদান শক্তি উহাদিগের মনের সুখ ও সচ্ছন্দ-তার উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। ইহাদিগের শরীরের ধূলি বালি গুলি প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া দিলে ইহাদিগের মনের স্বচ্ছন্দতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তাহাতে ইহাদিগের দুগ্ধদানের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। গোর গায়ে আঠালু নামক যে কীট জন্মে, তাহা অনেক সময় হাত দিয়া টানিয়া ফেলিতে হয়। গোর গায়ের অনেক স্থান নিজেরাই চাটিয়া পরিষ্কার করে। কিন্তু গলাটী উহারা চাটিতে পারে না। গলায় হাত বুলাইয়া দিলে গোগণ বড় আহ্লাদিত হয়। গোগণকে বশীভূত করিতে হইলে ইহাদিগের গলা হাতাইয়া দিবে, উহাতে ইহারা বড় আনন্দ অনুভব করে। যে হাতাইয়া দেয় তাহার হাতের উপর চক্ষু বুজিয়া গলাটী উঠাইয়া ধরে। গো বৎসগণকেও প্রত্যহ এইরূপ ব্রাস করিয়া দেওয়া উচিত। ইহারা সহজেই মনুষ্যের বশীভূত হইয়া পড়ে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(ব্যায়াম

গোগণের শরীর সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকার জন্য এবং ভুক্তদ্রব্য রীতিমত পরিপাক হওয়ার জন্য ও ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য গোগণকে রীতিমত পরিশ্রম করান আবশ্যক। গাড়ী ও হালের বৃষ ও বলদগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করে, তাহাদিগের জন্য ব্যায়াম অনাবশ্যক। তবে ইহারা যখন কোন প্রকার কার্য্যের অভাবে বসিয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে রীতিমত পরিশ্রম করান আবশ্যক। দুগ্ধদাত্রী গাভীগণকে রীতিমত পরিশ্রম

করান আবশ্যক। ইহাদিগকে রীতিমত পরিশ্রম না করাইলে ইহাদিগের রক্তসঞ্চালন হয় না। ইহাদিগের দুগ্ধদান ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং গোশালারূপ কারাগারে নিয়ত বাঁধিয়া রাখিলে ক্রমশঃ ইহাদের ক্ষুধার হ্রাস হয়। পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হয়। এবং ইহারা পীড়িত হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে প্রত্যহ অবাধে গোষ্ঠে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। গোষ্ঠে ছাড়িয়া দিলে ইহারা ইচ্ছামত ছুটাছুটী করিয়া তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে। তাই অনেক সময় দেখা যায়, গোগণকে নিয়ত একস্থানে রাখিয়া ঘাস দেওয়ার পর হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে ইহারা লেজ উঠাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে একটা দৌড় দেয়। আবার পালের একটি গো এইরূপ দৌড় দিলে পালের সমস্ত গোগুলি দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়া দেয়। ঐ সাময়িক উত্তেজনা ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়। (১) দুগ্ধহীনা গাভী এবং বড় বৎস ও বৎসতরীগুলিকে অত্যন্ত রৌদ্রের সময় ও বৃষ্টি বাদল ছাড়া অন্য সময় সারাদিন গোষ্ঠে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তথায় তাহারা স্বেচ্ছামত ঘাস খাইতে পারে। এবং ছুটাছুটি করিয়া তাহাদের আবশ্যক মত ব্যায়াম করিতে পারে। গোষ্ঠের মধ্যে যদি দুই চারি খানা চালা ঘর থাকে, তবে তাহারা উহাতে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে, ঠাণ্ডা, বাতাসের সময় ও ঝড় বৃষ্টিতে আশ্রয় লইতে পারে। কিম্বা যদি তথায় দুই চারটী বড় বিস্তৃত বট গাছ থাকে, তবে তাহার নীচেও তাহারা ঐরূপ সময় আশ্রয় লইতে পারে। বৃষগুলির ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। নচেৎ অল্পদিনে তাহাদের গায় চর্ব্বি জন্মিয়া তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রত্যহ রীতিমত পরিশ্রম করান আবশ্যক। ইহাদিগকে হাল্‌কা গাড়ীতে জুড়িয়া দিয়া বা অন্য কোন সামান্য পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করান যাইতে পারে।

তাহাদিগকে মাঠে অন্য গোরুর সহিত ছাড়িয়া দিলে একটু বিপজ্জনক হইতে পারে। বৃষগুলি সাধারণতঃ কোপন স্বভাব হয়, ইহারা পালের অন্য গোগুলিকে কখন কখনও বা উপস্থিত মনুষ্যকেও আক্রমণ করে। কখনও বা তাহাদিগের তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গ দ্বারা জখম করিয়া দেয়। তজ্জন্য ইহাদিগকে খুব দৃঢ় ৩০।৪০ হাত লম্বা দড়ি দিয়া মাঠে খুঁট দিয়া দিলে বা দেওয়াল দেওয়া আঙ্গিনায় ছাড়িয়া দিলে

---

(১) গোগণের এইরূপ সাময়িক উত্তেজনাকে সাধারণ ভাষায় গোগণের বেঙ্গাই বলে।

ইহারা কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। এবং দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহাদিগের ব্যায়ামের কার্য্যও করিতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্রাম ও নিদ্রা।

গোগণের রীতিমত বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন। দুগ্ধবতী গাভীগণের কোন কারণে রীতিমত নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে তাহারা কখনই নিয়মিত দুগ্ধদান করিবে না। যদি রাত্রিতে ঘুমাইতে না পারে তবে পরদিবস দুগ্ধ কিছুই দিবে না। কোন দিন দুগ্ধ না দিলেই পর দিবস প্রথমেই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যে, গাভীর রাত্রিতে কি কারণে নিদ্রা হয় নাই। সেই বাধা দূর করা আবশ্যক। দুগ্ধবতীগণের প্রকৃতি অত্যন্ত মৃদু। রাত্রিতে মশা কি পিপ্‌ড়া কি অন্য কোন কীটে দংশন করিলে গাভীগণ ঘুমাইতে পারে না। তখন গাভীগণের দুগ্ধদান ক্ষমতা হ্রাস হয়। এইরূপে এক সপ্তাহ উৎপাত করিলে তাহাদিগের দুগ্ধদান ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গোগণকে শীতল স্থানে বিশ্রাম করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই সময় তাহারা তাহাদিগের ভুক্তদ্রব্য শান্তভাবে রোমন্থন অর্থাৎ গিলিত চর্ব্বণ করিতে থাকে। গোগণ এইরূপ ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে, ভোজনের সময় তাহারা শান্তভাবে বিশ্রাম করিয়া তাহাদিগের ভুক্ত দ্রব্য পুনঃ পুনঃ চর্ব্বন করিবে। আহার করিলেই তাহাদিগের ভুক্ত দ্রব্য তাহাদের জীর্ণকারী পাকস্থলীতে উপস্থিত হয় না। তাহাদিগের ভুক্ত দ্রব্য প্রথম একটী বৃহৎ রুমেণ নামক পাকস্থলীতে উপস্থিত হইয়া ২য় ও ৩য় পাকস্থলীতে যায় তথা হইতে লালা সংযোগে তাহা পুনরায় তাহাদিগের মুখে উপস্থিত হয়। তাহা তাহারা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করে তারপর উহা চতুর্থ পাকস্থলীতে আসে (১)

সন্ধ্যার সময় আহারের বন্দোবস্ত ও শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই গোগণ আহারান্তে শয়ন করিয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে সুখে নিদ্রা যায়।

---

(১) A portion of the food reaches the reticulum...........
..................the reticulum also communicated with the third stomach by an opening. The feeding of Animal, page 110.

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শয্যা।

শীতে ও বর্ষার দিনে খড় কি চাটাই বিস্তৃত করিয়া দিলে তাহাতে শুইয়া গোগণ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে। নরওয়ে দেশে গোগৃহ কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপর ভারতীয় রবার, বা গাটাপাচা দিয়া মেজ বাঁধিয়া দেয়। যেন গোগণের গায় যন্ত্রনা না লাগে। মশায় গোগণকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। মশায় কামড়াইলে উহারা নিদ্রা যাইতে পারে না। শয়নের স্থানে গোগণের মশারির বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। ছালা কি মোটা কাপড় দিয়া মশারি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মশারি মাটীতে লাগিয়া না থাকে তজ্জন্য দরমার বেড়া চতুর্দ্দিকে দিয়া তাহার বাহিরে মশারিটী খাটাইয়া দেওয়া উচিত। যেন মশারিটী গোমূত্র দ্বারা নষ্ট না হয়। মশারিটী ঐ বেড়ার বাহিরে দিয়া স্থানে স্থানে বাঁধিয়া বেড়ায় সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। অধিক গো থাকিলে আমাদিগের দেশীয় গৃহস্থগণ মশারি বন্দোবস্ত করিতে পারে না। সেই স্থলে গোগৃহের দরজায় ধূম দেওয়ার প্রথা আছে। তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের আবর্জ্জনা একত্র করিয়া ও গোগৃহের আবর্জ্জনা একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারাই ধূম দেওয়া যাইতে পারে।

তাহাতে গৃহটীও পরিষ্কার থাকে। ঐরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে মশাও অল্প হয়। পাটশোলা জ্বালাইলে তাহার ধূমেও মশা দূর হইয়া যায়। ধূম দিয়া মশা তাড়াইতে হইলে গোপালকের রাত্রিতে ২।৩ বার উঠিয়া ধূম দিয়া গৃহের মশা তাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহাও সতর্কতা লওয়া কর্ত্তব্য যে, ঐ ধূমের মধ্যস্থ আগুনে গোসকলের বা গোগৃহের কোন অনিষ্ট না হয়। অনেক সময় গোয়ালের আগুনে সমস্ত বাড়ী ছারখার হইয়া যায়। মশায় কামড়াইলে দুগ্ধবতী গাভীর দুধের পরিমাণ কমিয়া যায়। গোর শৃঙ্গে ও পায়ের খুরে সরিষার তৈল মাখিয়া দিলেও মশকের উপদ্রব কম হয়। তুলসী পাতার রস গোর গায় মাখিয়া দিলেও মশকের উপদ্রব হয় না। গোর শৃঙ্গে ও খুরে উত্তমরূপে সরিষার তৈল মাখিয়া দিলে গোরুর শীতও কম লাগে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গো-শালা বা গোগৃহ।

গো-শালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময়বর্জ্জিতা।
তস্যবাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতাঃ॥ ৮৪
শকৃন্মুত্রবিলিপ্তাঙ্গা বাহাযত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্রকিং পোষণাদিভিঃ॥ ৮৫
পঞ্চ পঞ্চাযতা শালা গবাং বৃদ্ধিকরী মতা।
সিংহস্থানে কৃতা সৈব গোনাশং কুরুতে ধ্রুবম্॥ ৮৬

(পরাশরকৃত কৃষিসংগ্রহ)

পরাশর ঋষি গোশালা নির্ম্মাণের বিধান করিয়াছেন যে, গোশালা সুদৃঢ় ও গোময় বর্জ্জিত হইবে। গোশালার দৈর্ঘ্য ৫৫ হাত হইবে। এবং যে স্থানে আলোক ও বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, এমন উচ্চ স্থানে গোগৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত। গোগৃহ কোন ভিজা বা স্যাত্ স্যাতে স্থানে হওয়া কখনও উচিত নহে। গোশালা এমন ভাবে নির্ম্মিত হওয়া কর্ত্তব্য যেন গৃহ অপরিষ্কার ও গোময় যুক্ত না হয়! তাহা করিতে হইলেই গোময় ও গোমূত্র নিঃসরণের জন্য একটী পয়ঃপ্রণালী থাকা কর্ত্তব্য; এবং গো সকল এমন ভাবে আবদ্ধ থাকা উচিত যেন গোগুলি তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ফিরিতে না পারে। যদি গো সকল বেশ স্বচ্ছন্দে শুইতে ও উঠিতে পারে অথচ ঘুরিতে না পারে আর তাঁহাদিগের পেছনের পায়ের কিছুদূরে পয়ঃ প্রণালীটী থাকিলেই গোময় ও গোমূত্র ঐ প্রণালীতে পড়িবে, গোর গায় পড়িবে না।

গোগৃহটী যদি উত্তরে ও দক্ষিণে লম্বা ও পূর্ব্বে পশ্চিমে চওড়া হয় এবং দক্ষিণে ও উত্তরে দুইটী দরজা থাকে তবে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে মাথা রাখিয়া দুই সারিতে গো বাঁধা যায় ও ঠিক মধ্যস্থলে দুই ফুট কি সোয়া দুই ফুট একটী পয়ঃ প্রণালী থাকে, তবে একটী পয়ঃপ্রণালীতে উভয় সারির গোর গোময় গোমূত্র পরিচালিত হইতে পারে। উভয় সারির গো গুলির দোহনের জন্য ও একটী স্থান দ্বারাই হইতে পারে। গোগুলির মুখ ও ভোজন-পাত্র মধ্যস্থলে রাখিয়া গোগুলির পেছন দেওয়ালের দিকে রাখিয়া ও দুই সারিতে গো বাঁধা যায়।

গোর মাথাগুলি দেওয়ালে ঠেকে, এই ভাবে হইলেও গোগণ ঘুরিতে পারে না। গোর খাদ্য দেওয়ার জন্য মাটির চাড়ি, কাঠেরটব, বা টিন-টব বা পিত্তলের টব দেওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে কাঠের টব অল্প ব্যয়ে মজবুত হয় বটে; কিন্তু উহা উত্তমরূপ ধৌত ও পরিষ্কৃত করা যায় না বলিয়া উহা ব্যবহার না করাই ভাল। খাদ্যভাণ্ড গুলি গোরুর গলার সমান উচুতে স্থাপিত হইলে গোগণ অনায়াসে আহার করিতে পারে। টবগুলি ইট দিয়া গাঁথিয়া সিমেণ্ট করিয়া দিলে বা পর্শলেনের টব বসাইয়া দিলে খাদ্য পাত্রগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা যায়। উহাতে কোন প্রকার পঁচা গন্ধ থাকিতে পারে না। ইট নির্ম্মিত ঐ টবের গায় এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র থাকিলে ঐ ছিদ্র দিয়া ধৌত করা জলগুলি সহজে পড়িয়া যাইতে পারে। এবং খাদ্য দেওয়ার সময় একটি কর্ক কি অন্য দ্রব্য দ্বারা উহা বন্ধ করিয়া রাখা যায়। যে সমস্ত নগরে জলের কল আছে সেই সমস্ত স্থানে দেওয়ালে একটি নল থাকিলে এবং প্রত্যেক টবের উপর একটি কলের মুখ থাকিলে তাহাদ্বারা টবে স্বেচ্ছামত পরিষ্কার জল ভরিয়া পানের জন্য রাখা যায়। এবং আবশ্যকমতে পাত্রটীও পরিষ্কার করা যায়।

প্রতি দুইটী গোর মধ্যস্থলে একটী ছোট ৪ ফুট উচ্চ দেওয়াল থাকিলে এক গোর সহিত অন্যগোরুর ঠেলাঠেলি বা ঝগড়া হইতে পারে না। দুইটী গাভীর খাদ্য-টবের মধ্যস্থলেও অনুচ্চ দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত করা উচিত। একটি গো নিজের খাদ্য খাইয়া ফেলিয়া অপর গোর খাদ্য খাইয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন গোর এইরূপ চোরা অভ্যাস আছে, যে, সে অপরের খাদ্যদ্রব্য খাইয়া ফেলে। প্রত্যেক গোর খাদ্যপাত্রের নিকট জানালা থাকা আবশ্যক। যেন আলো ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। প্রত্যেক গোর জন্য ৪ হাত দীর্ঘ ও ৩ হাত প্রস্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। বড় গো হইলে তজ্জন্য প্রয়োজন মত ৪॥ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ স্থান রাখা আবশ্যক। ভোজন পাত্রটী তিন পোয়া হাত গভীর ও এক হাত কি ১। হাত প্রস্থ হওয়া আবশ্যক। এবং পাত্রটী ১ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। নরদামাটী ৬ অঙ্গুলি (৪ ইঞ্চি) গভীর হওয়া আবশ্যক। এক দিকে সামান্য মত ঢালু থাকিবে, জল ঢালিয়া দিলেই সমস্ত গোময় ও গোমূত্র বাহির হইয়া যাইতে পারে।

ঘরের মেজেটী ১হাত কি দেড় হাত উচু হওয়া চাই। স্থানের অবস্থামত

ততোধিক উচ্চ করাও আবশ্যক হইতে পারে। ঘরের দেওয়াল বাঁশ কি নল বা টিনের কি মাটীর ইটের দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, ইটের হইলেই উৎকৃষ্ট হয়। তাহা হইলে গোর গায় শীত কি ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে পারে না। পাকা ঘর হইলে ১০ফুট উচু হইলেই যথেষ্ট হয়। তবে পাকা দেওয়াল দিলে তাহার আগা গোড়া ভালরূপ আস্তর করা আবশ্যক। তাহা হইলে ভোজন পাত্রে দেওয়ালের সুরকি ইটের টুক্‌রা পড়িতে পারে না ; ঘরের ভিট খোওয়া ভাঙ্গার উপর ইট কাত করিয়া ইহাতে সিমেণ্ট পয়েণ্টিং করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে অধিক পিচ্ছল হইবে না ; সুতরাং গোরুর পা পিছলাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। দুগ্ধবতী গাভীর পেছনের পায় ও পালানে (দুগ্ধধারে), বাঁটে গোময় গোমূত্র লাগিয়া থাকিলে গাভী নিয়মিত মত দুগ্ধ দেয় না। তজ্জন্য যাহাতে দুধের গাভীর গায় মল মূত্র লাগিয়া অপরিষ্কার না হয় তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বৎসরের সকল ঋতুতেই যেন ঘরের মেজেটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমাদিগের দেশের প্রজার অবস্থা তেমন ভাল নহে। এই অবস্থায় সকলে গোগৃহ পাকা বা মেজেটী পূর্ব্বোক্ত পাকা বা কাঠের প্রস্তুত করিতে পারে না। গো ঘরের মেজেটী মাটী দিয়া তৈয়ার করিয়া যাহাতে ভিট উচু ও সর্ব্বদা শুষ্ক থাকে তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

মধ্যে মধ্যে শুষ্ক বালি ছড়াইয়া দিলে ঘরটী সর্ব্বদা শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকিবে। গরমের দিন গোগৃহের দরজা ও জানালা দিবারাত্রই খোলা থাকিতে পারে। শীতে ও ঝড় বৃষ্টির দিনে উত্তরের দরজা বা জানালা দিবারাত্র বন্ধ থাকা আবশ্যক। অন্যান্য জানালা ও দরজা রাত্রিতে বন্ধ রাখা উচিত। দিনে খুলিয়া রাখা যাইতে পারে। দরজার উপরে দেওয়ালে বায়ু প্রবেশের পথ রাখা উচিত। জানালা ও দরজা গুলি দরমা বা কাঠের হইতে পারে। কাঠের হইলেই উত্তম হয়। খুব মোটা পরদাও দেওয়া যাইতে পারে। গো গৃহটী ১০।১২ ফুট উচ্চ হওয়া আবশ্যক এবং ২।১ দিন বাদ করিয়া সমস্ত মেজেটী ধুইয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া বিধেয়।

গো গৃহে গোময় ও গোমূত্র অধিক সময় পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকা উচিত নহে। আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে ফেনাইল বা কার্ব্বলিক পাউডার ছড়াইয়া দেওয়া

আবশ্যক। গোগৃহের পয়ঃপ্রণালীটিও প্রত্যহ পরিষ্কার করা উচিত। এবং ঐ পয়ঃপ্রণালীটি, বহুদূরে অন্য নরদামার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। যেন গোগৃহে তাহাদিগের মলমূত্রের গন্ধে তাহাদিগের শারীরিক পীড়া জন্মিতে না পারে। যে স্থানে গোময় ও গোমূত্র সারের জন্য ব্যবহৃত হয়, তথায় গোগৃহের পেছনে একটী বড় আধারে গোময় গোমূত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া তাহা যথা সময়ে ঐ স্থান হইতে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। গোগুলি দুইটী খুঁটায় ভোজন পাত্রের নিকট বাঁধিয়া দিতে হইবে, গলায় একটী দড়ি দিয়া বাঁধিয়া এবং ঐ দড়ির দুই দিকে ৪ ফুট তফাৎ দুইটি খোটা পুতিয়া এই দুই খোঁটায় দুইটী দড়ি এমনভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যেন গো ইচ্ছামত উঠিতে বসিতে ও শুইতে পারে। ঐ খোটা দুইটীতে দুইটী লোহার আঙ্গটী বা কড়া লাগাইয়া এই দুইটী দড়ি বাঁধিয়া গোর গলার দড়িতে লাগাইলে ঐ ভাবে গোগুলি সহজে উঠিতে ও বসিতে পারে। লোহার কড়া বা আঙ্গটী দুইটী অতি সহজে পরিচালিত হইতে পারে। ইহাতে গোর গলায় কোন যন্ত্রণা পাইবার আশঙ্কা থাকে না। বৃষ, বড়বৎস, বৎসতরী এইরূপে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। বৃষগুলিকে অন্য গো হইতে অধিক তফাৎ বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। যেহেতু উহারা কোন প্রকারে ছুটিতে পারিলে অন্য গোর উপর ভয়ানক আক্রমণ করিতে পারে। বৃষদিগকে অধিক মোটা দড়ি দিয়া বা লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গোশালায় দুগ্ধবতী গাভীর বৎস রক্ষার জন্য এক একটী পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। গাভী দোহনের জন্য, ঘাস রাখার জন্য, গো প্রসবের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। গোশালার সম্মুখে গোগণের বিশ্রামের একটি আঙ্গিনা থাকা আবশ্যক। তাহাতে গো সংখ্যানুযায়ী খোটা পোতা থাকিলে উহাতে আবশ্যক মত গোগণকে বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এবং দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা ছুটাছুটি করিতে পারে। প্রত্যেক গোশালায় গোপালনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি রাখার জন্য একটী পৃথক ঘর থাকা প্রয়োজনীয়। এবং গোশালা সংলগ্ন এক পার্শ্বে গোপালকের বাসের জন্য একটী ঘর থাকা আবশ্যক। গো গৃহের ভিতরটি এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন গো সকল সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে। দুগ্ধবতী গাভীগণের মন অতি সহজেই চঞ্চল হয়; গাভীগণের মনের চাঞ্চল্য হইলেই তাহাদের দুগ্ধদান শক্তি আহত হয়। গাভীর লেজে গোবর কি গোমূত্র

লাগিলে তাহা তাহাদিগের শরীরে লাগিতে পারে। তজ্জন্য কোন কোন দেশে রাত্রিতে গাভী বাঁধিয়া গাভীর লেজটী একটী তার কি মিহি দড়ি দিয়া উপর দিকে বাঁধিয়া রাখে। যেন কোন প্রকারে লেজ দ্বারা তাহাদিগের মল মূত্র স্পর্শ করিতে না পারে আমাদিগের তাহা সুবিধাজনক মনে হয় না।. যেহেতু গোগণ তাহাদের লেজ দিয়াই গায়ের মশামাছি তাড়ায় ও গাত্র কণ্ডুয়ন নিবারণ করে। লেজটি বাঁধিয়া রাখিলে গোগণ কষ্ট ও অসুবিধা অনুভব করিবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গোপ।

"উরু যদস্য তদ্বৈশ্যঃ" (১)

গোভ্যঃ বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধি তিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাংগতাঃ॥ (২)

(১) ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের একটি শাখা গোপালন কৃষিকার্য্য, কুসীদ ও বাণিজ্য করিতেন। উহারা সমাজের উরু অর্থাৎ মূলভিত্তি স্বরূপ ছিলেন। উহারাই আর্য্য সমাজের ধনকুবের ছিলেন।

(২) সমাজে ইহাদিগের স্থান অতি উচ্চ ছিল। দ্বাপরে নন্দ গোপ গৃহে ক্ষত্রিয় যদুবংশীয় কৃষ্ণ, বলরাম অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন দেখা যায়।

(৩) এখন ও কোন কোন স্থানে গোপগণকে বিশেষ পদস্থদৃষ্ট হয়। মেদিনীপুর জিলায় গোপ নামক স্থানে বিরাট রাজের গো ও গোপবাস করিত। এখন ও তথায় ঐ গোপবংশীয় নারাজোলের রাজারা বাস করেন। তবে দেশে গোচারণ ভূমির অভাবের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই গোপগণ স্বীয় স্বীয় বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সমাজে হীন হইয়া পড়িয়াছে।

(৪) পুনরায় গোপগণ যদি নিজ নিজ বৃত্তি রক্ষা করিয়া দৃঢ় পণ করিয়া গোজাতির উন্নতির চেষ্টা করেন তবে তাহাদিগের স্বজাতিরও উন্নতি হইবে।

(৫) গোপগণ যদি দৃঢ়ব্রত ও একনিষ্ঠ হইয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন যে, তাহাদিগের বৃত্তি অন্য কাহাকেও করিতে দিবেন না, তাহা হইলে পুনরায় দেশে দধি দুগ্ধ পূর্ব্বের ন্যায় সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে। দেশে গোজাতির বৃদ্ধি হইবে।

(১) ঋক্‌বেদ— (২) মহাভারত শান্তি পর্ব্ব।

(৬) এ দেশে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে গোপগণের অত্যন্ত অধঃপতন হইয়াছে। ইহারা এখন আপনাদিগকে গোপ বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে। যখন গোপালন করিয়া ভগবান গোপাল ও গোবিন্দ হইয়াছিলেন; তখন গোপালন করায় ঘৃণার বিষয় কি আছে? গোপগণ যদি বৈশ্যবর্ণ বলিয়া সমাজে আদৃত ও গৃহীত হইতে চায়, তবে তাহাদিগের গোপালন করা উচিত। গোপগণ গোপালন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া গোপালন করিয়া দেশে ধন বৃদ্ধির উপায় করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করিতে পারেন।

(৭) অষ্ট্রেলিয়ার কোন গোপালকের পঞ্চাশ হাজার গো আছে শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হই; কিন্তু আমাদিগের ও এক দিন এমন ছিল যে, নন্দ গোপের নব লক্ষ গো ছিল। ঐ কথা উপন্যাস নহে কবির কল্পনা নহে। গোপগণ পুনরায় স্বধর্ম্মে উদ্বোধিত হইলে দেখিতে পাইবেন উহা অতি সত্য।

(৮) গোপগণ সচ্চরিত্র ও গোজাতির প্রতি প্রীতিমান হওয়া কর্ত্তব্য। গোপালকগণ কর্ম্মঠ পরিশ্রমী হওয়া কর্ত্তব্য। রাত্রি অংশ থাকিতেই উঠিয়া গোগণের ভোজনপাত্রপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গোগণকে প্রত্যূষে আহার্য্য দেওয়া কর্ত্তব্য। গোপালকগণের সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্ত্তব্য।

(৯) গাভীগণকে অপরিষ্কার রাখিলে তাহারা দুগ্ধদানে বিমুখ হয়। গোপালকগণ কেবল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে গোসেবা না করিয়া যদি গোগণকে ভালবাসে তবে গোগণ নিশ্চয়ই ঐ ভালবাসার প্রতিদান করিবে। গোগণ অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিবে। গাভীগণ অধিক দুগ্ধবতী হইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গোবয়ঃ।

দন্ত ও শৃঙ্গ দ্বারা বয়ঃ নির্ণয়।

প্রচলিত কথায় বলে যে গোরু ২২ বৎসর বাঁচে (১) সাধারণতঃ গোজাতি ঐ পরিমাণ বাঁচিয়া থাকে; তবে কখন কখন গোরুকে ২৭।২৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে দেখা যায়। কোন একটি গাভীকে ২০টি পর্য্যন্ত বৎস দিতে দেখা গিয়াছে। ঐ গাভীটি তিনবৎসর বয়সে প্রথম বৎস দিতে আরম্ভ করিলে এবং গড়ে পনর মাস পর পর বৎস দিলে, দেখা যায় ২৬ বৎসর ৯ মাসে বৎসদান

নিবৃত্তি হইয়াছে। তারপর ১ বৎসর ৩ মাস বঁচিলে, ২৮ বৎসর বয়সের পরিমাণ হয়।

গোরুর ২ বৎসর বয়সে দুধ দাঁত পড়িয়া নূতন দুইটি চর্ব্বণ দন্ত উঠে। ইহার পর প্রত্যেক বৎসর দুটি দুটি দাঁত হয়, এইরূপে ৫ বৎসরে আটটি দাঁত উঠে। তখনই গোর পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি হয়। ইহার পর ৮ কি ১০ বৎসর বয়সে ঐ দাঁতগুলি ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়া ২০ বৎসরের মধ্যে একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। দন্তশূন্য হইয়াও কোন কোন গাভী বৎস দেয়, তাই কথায় বলে—"গাভীর বুড়ো আঁতে আর বলদের বুড়ো দাঁতে" অর্থাৎ গাভী বৎস দেওয়া বন্ধ করিলে এবং বলদ দন্ত শূন্য হইলে বুড়া হয়। এই রূপে বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বয়স নির্ণীত হয়।

সর্ব্বপ্রকার স্তন্যপায়ী জীবের স্ত্রীগণের গর্ভধারণ কালে শরীর ধারণোপযোগী রক্ত ভিন্ন বাকী রক্ত গর্ভের পুষ্টিসাধন করে। তাই গর্ভিনীর শরীরে ঘা হইলে কি রক্তাল্পতা জন্মিলে, উহা প্রসবের পর ভিন্ন কখনও আরোগ্য হয় না। চুলগুলি শরীরের অন্য অংশ হইতে স্বল্প প্রয়োজনীয়, তাই ঐ সময় স্ত্রীলোকের মাথার চুল পড়িয়া যায়। গো-শরীরের স্বল্প প্রয়োজনীয় তাহার শৃঙ্গ, তজ্জন্য গর্ভকালে শৃঙ্গের বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। পুনর্ব্বার প্রসবের পর শৃঙ্গটি স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ কারণে প্রত্যেক গর্ভকালে শৃঙ্গে একটি দাগ হয়। ঐ দাগ দ্বারা কয়টি বৎস জন্মিয়াছে তাহা স্থির করা যায়। ৩ বৎসর বয়সে গাভী প্রথম বৎস দেয়, ইহার পর পনর মাস পরে একটি বৎস দেওয়া ধরিয়া লইলে প্রতিদাগ দ্বারা পনর মাস হিসাব করিয়া তার সঙ্গে ৩ বৎসর যোগ দিলেই গোরুর বয়স ঠিক করা যায়; কিন্তু ঐ নিয়মের বহুব্যত্যয় হইতে পারে, কারণ সকল গাভী তিন বৎসর বয়সে প্রথম বৎস দেয়না, কোন কোন গাভী ১॥ বৎসর ২ বৎসর ৩ বৎসর অন্তরও বৎস দিয়া থাকে। অনেক সময় ব্যবসায়ীরা গাভীর শৃঙ্গের চিহ্ন ঘসিয়া উঠাইয়া ফেলে, তাহাতে বয়স ঠিক করা যায়না।

পূর্ব্ব কালে গাভীগণ প্রতি বারমাস অন্তর এক একটি বৎস প্রসব করিত; তাই বার মাসের নাম "বৎসর" (১) হইয়াছে।

(১) বৎস শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে র প্রত্যয়ঃ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গোগণকে শৃঙ্গহীন করার বিধান।

কষ্টিক পটাস্ জলের সহিত মিশাইয়া বৎসের শৃঙ্গের স্থানে লাগাইয়া দিলে ভবিষ্যতে গোর শৃঙ্গ জন্মেনা। শৃঙ্গ কাটাছুরী দিয়াও শৃঙ্গহীন করা যায়। ঐ ছুরী ইয়ুরোপীয়বহু দোকানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

দক্ষিণাত্যে ৭।৮ দিবসের বৎসের শৃঙ্গস্থানে লোহা পোড়াইয়া লাগাইয়া দেয়, তাহাতে ও শৃঙ্গোদ্গম হয় না। শৃঙ্গ গোগণের আত্মরক্ষার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল; এখন শৃঙ্গযুক্ত গোগণ একটু উগ্র প্রকৃতির হয়। শৃঙ্গহীন গাভীগণ অতি শান্ত ও স্থির ধীর হয়; তাই ইয়ুরোপীয়গণ গোগণকে শৃঙ্গহীন করিয়া ফেলিতেছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গো-মূল্য।

ভারতবাসীর পক্ষে গো অমূল্য ধন। অতি প্রাচীন কালে গোই ক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নির্ণায়ক প্রচলিত মুদ্রা স্বরূপছিল। গো-দ্বারাই সর্ব্বশ্রেণীর ক্রয় বিক্রয়ার্থ দ্রব্যের মূল্য আদান প্রদান হইত।

তারপর ভারতে কড়ি দ্বারা দ্রব্যের মুল্য আদান প্রদান হইত। তখন দুই কাহন কড়ি একটি দুগ্ধবতী গোর মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ঐ দুই কাহন কড়ির মূল্য একটাকার $\frac{২}{৩}$ অংশ। তবে সুলক্ষণাক্রান্ত বিশেষ গুণযুক্ত গাভীর বিশেষ মূল্য ছিল। আইন আকবরীতে লিখিত আছে, আকবর বাদসাহের সময়ে যখন একসের দুধের দাম এক পয়সা, একসের ঘৃতের দাম কিঞ্চিদধিক চারিপয়সা ছিল, তখনও ভাল দুগ্ধবতী গাভীর মূল্য ১০ হইতে ২০ মোহর ছিল। কোন কোন গোর মূল্য ১০০ মোহর হইত। বাদসাহ নিজে দুই লক্ষ "দাম" অর্থাৎ ৫০০০৲ হাজার রৌপ্য মুদ্রায় দুইটি গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন। (১)

গোর মূল্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিস্তর ন্যূনাধিক হয়।

(১) His Majesty once bought a pair of cows for 2 lacs of dams (Rs. 5000).

যে দেশে যে জাতীয় গো উৎপন্ন হয়, তথা হইতে ভিন্ন দেশে নীত হইলে উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জমীতে ফসল থাকায় এবং দেশের বহু জমি জলমগ্ন থাকায় পশুখাদ্যের অত্যন্ত অভাব হয়। তখন অনাহারেও নানা প্রকার দুর্দ্দমনীয় ব্যাধিতে গোসকল আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে। তৎকালে চাষের কার্য্য না থাকায় অনেক গৃহস্থ তাহাদিগের গো সকল ঐ সময় বিক্রয় করিয়া ফেলে। তজ্জন্য তৎকালে গো মূল্যের অত্যন্ত হ্রাস হয়।

গাভীর মূল্য তাহাদিগের বংশ ও দুগ্ধদান শক্তির উপর নির্ভর করে। হান্‌সী, গুজরাট, মুলতান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী বৎসের মূল্য ৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা। ঐ সকল গাভীই কলিকাতায় ১৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। নেলোর, অমৃতমহাল ও হান্‌সী এক জোড়া বৃষ ও দামড়ার মূল্য সাধারণতঃ ২০০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা।

১৩২১ সনের আশ্বিন মাসের হিতবাদী পত্রিকায় দেখা গেল, কিছুকাল পূর্ব্বে একটি হান্‌সী বৃষ ১৩০০৲ টাকা মূল্যে ব্রেজিল দেশে নীত হইয়াছে।

একটি দুগ্ধবতী গাভী ২৪ ঘণ্টায় যতসের দুগ্ধ দেয়, তার প্রতিসের ক্রমে পূর্ব্বে ৮৲ টাকা ১০৲ টাকা হিসাবে বিক্রীত হইত, এখন সের প্রতি ১৫৲ টাকা ১৬৲ টাকা এমন কি কোন স্থানে ২০৲ টাকা হিসাবে পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়; অর্থাৎ ⁄৪ সের দুগ্ধের গাভী ৮০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। ।০ সের দুধের গাভী ২০০৲ টাকা এবং ।২ সের দুধের গাভী ২৪০৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

এই গ্রন্থকার চিৎপুরের হাট হইতে একটি মুলতানী গাভী, যে প্রত্যহ ।২ সের দুধ দেয় তাহা ২৩২৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় গোদুগ্ধ কি নবনীত প্রদর্শনীর উৎকৃষ্ট পদকপ্রাপ্ত গো, অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। বিশিষ্ট বংশের গো সকল অধিক মূল্যে সর্ব্বদাই বিক্রীত হইয়া থাকে। কমেট নামক প্রসিদ্ধ বৃষ ১৫,০০০৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। কমেট বৃষের উৎপন্ন লরা ও লেরী নামক প্রসিদ্ধ গাভী দ্বয়ের গর্ভে উৎপন্ন একটি একবৎসর বয়স্ক ষাঁড় বৎস ও ঐ বয়সের একটি বৎসতরী যথাক্রমে ৪৫০০৲ ও ৩০০০৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। হারকুইলিস্ ডুবেক নামক বৃষ আমেরিকায় নিউইয়র্ক সায়ারের মিঃ কেম্পবেল নামক গো পালকের

ডাচেজ অব্ জেনভা নামক প্রসিদ্ধ বংশীয় ক্ষুদ্র শৃঙ্গী গো ইংলণ্ডের গ্লোচেষ্টার সায়র নিবাসী পেভিন্‌ডেভিস্ সাহেব ১,২১৮০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। (১)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গোপালনের উপযোগী দ্রব্য।

ইউরোপে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায় গো জাতির উন্নতির জন্য অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে। সমিতি, কণ্ট্রোলিং সমিতি, গোপ্রদর্শনী, দুগ্ধ প্রদর্শনী, ও মাখন প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়া নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গোপালনের ব্যবহার্য্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক সাজ, সরঞ্জাম, প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সকল দ্রব্য গোপালনে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে মাঠ হইতে ঘাস কাটিয়া আনিবার জন্য কাস্তে, দা ও মাটি হইতে ঘাস মূলাদি উঠাইবার জন্য খুরুপি ও ঘাস কাটার জন্য একটী বটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাদ্য দেওয়ার জন্য একটী মাটীর চাঁড়ি দুধের কেড়ে ও গোরু বাঁধার দড়ি ইহা মাত্রই আবশ্যকীয় দ্রব্য।

কিন্তু বিলাতী গোশালায় এতদ্ব্যতীত বহু প্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বিলাতে ঘাস কাটার যন্ত্র, সাইলেজ কাটার যন্ত্র এবং দুগ্ধ দোহনীয় কল, দুগ্ধ পরীক্ষার কল (লেক্‌ট্রোমেটার) মাখন তোলার কল, ছানা ও পনীর প্রস্তুতের কল তদনুসঙ্গীয় বহু প্রকারের যন্ত্র ও দুগ্ধ পরিমাপের যন্ত্র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কল গোশালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) of the sale by auction,............the herd of Mr. Campbell of New York Mills, near Utica, when 108 animals realised £380,000 of these 10 were bought by British Breeder, 6 of which of the Duchess family, averaged £24,517, and one of them, "English Duchess of Geneva," was bought for Mr. Pavin Davies of Goucester shire at the unprecedented price of £8120.

Encyclopaedia Britannica (9th Edition) page 387-388.

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোগণের শুভাশুভ লক্ষণ

গো পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে যদি একটী চক্র চিহ্ন থাকে তবে তাহাকে দল চিহ্ন বলে। ঐ গো যে ক্রয় করে তাহার বাড়ীতে সত্বরেই এক দল বা একপাল গো হয়। গোর বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে দুইটী লোমের চক্র থাকে, কিন্তু ঐ চক্র এক দিকে থাকিলে উহা গোর অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। যে গোর এইরূপ একটী চক্র থাকে সেই গো যে গৃহে থাকে সেই গৃহ অচিরে গো শূন্য হয়। গোর কপালে চক্ষুর উপরি ভাগের লাইনে মাল্য চিহ্ন থাকিলে ক্রেতা অবিবাহিত কি বিপত্নিক থাকিলে অচিরে বিবাহিত হয়। এবং সস্ত্রীক থাকিলে তাহার পুনঃ স্ত্রী পাওয়ার সম্ভাবনা হয়। ককুদ বা গজে বা তাহার ঠিক সম্মুখে কি পেছনে চক্র চিহ্ন থাকিলে উহা অত্যন্ত শুভ চিহ্ন। গোর এই চিহ্ন থাকিলে গো স্বামীর অত্যন্ত শুভ হয়। পেটের মধ্যস্থলে মূত্র নালীর উপর একটী চিহ্ন থাকে তাহাকে নীর চিহ্ন বলে। ঐ চিহ্নটী চিনিয়া গো ক্রয় করিলে ক্রেতার বংশ নদী প্রবাহের ন্যায় বৃদ্ধি হয়; বা ভস্ম হয়। সুতরাং ক্রেতাগণ ঐরূপ সন্দিগ্ধ স্থলে ঐ গো ক্রয় করিতে ভীত হয়। যদি গোর পৃষ্ঠ দেশ বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধমুখে চক্র থাকে তবে উহা ক্রেতার ভবিষ্যত উন্নতি সূচক; যদি ঐ চক্র নিম্নমুখী হয় তবে তাহা গোস্বামীর অধঃপতন সূচক। গলকম্বলের কিছু উপর গলার এক পাশে যদি আবর্ত্ত থাকে তবে তাহাকে লক্ষ্মী চিহ্ন বলে। উহা গোস্বামীর অত্যন্ত শুভসূচক। ঐরূপ চিহ্নযুক্ত গো অতি দৈবাৎ পাওয়া যায়। এই চিহ্নযুক্ত বৃষ অত্যন্ত শুভফল প্রদ। ঐরূপ বৃষের মূল্য অত্যন্ত অধিক হয়।

অশুভ চিহ্ন।

গোর কপালে তিনটী চক্র থাকিয়া তাহারা যদি একটি ত্রিভুজের আকৃতি হয় তবে তাহাকে শিবের ত্রিনেত্র বলে। ঐ ত্রিভুজের একটি কোন খোলা থাকিলে উহা অশুভসূচক। ঐ গো সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই ভস্মীভূত হয়। কপালে একটি চক্রের উপর আর একটি চক্র থাকিলে উহাতে গোস্বামীর বিপদের উপর বিপদ হয়। যদি কোন পায়ের মনিবন্ধ রেখায় আবর্ত্ত থাকে তবে গোস্বামী কারাগারে আবদ্ধ হয়। পৃষ্ঠের মধ্যস্থলের উভয় দিকে দুইটী রোমের

আবর্ত্ত থাকিলে গোস্বামী সত্বর কবরগত হয়। কোন গোর পাছার নিকট রোমের আবর্ত্ত থাকিলে গোস্বামী যে ব্যবসা করিবে তাহাতে সে অকৃত কার্য্য হইবে।

শুভলক্ষণ।

ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু তাম্রবর্ণ; কর্ণ ক্ষুদ্র, হ্রস্ব; পেট দেখিতে সুন্দর ও ঝুড়ির ন্যায় লাঙ্গুল ভূস্পর্শী ও সূক্ষ্ম রোম বিশিষ্ট; গাত্র রোম কোমল মনোহর, দন্ত সংখ্যা নয় বা ছয় হইলে গোস্বামীর শুভ হয়। দন্ত সংখ্যা ৭টী হইলে তাহা অশুভ জনক। যে সকল ষাঁড়ের চক্ষু কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ মিশ্রিত, গাত্র শ্বেতবর্ণ, শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ সেই সকল ষাঁড় শুভদায়ক।

ওষ্ঠ, তালু, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট ষাঁড় কুলক্ষণ যুক্ত, উহা গৃহস্থের অনিষ্ট দায়ক।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুগ্ধ।

দুগ্ধ মানবজীবন পোষণোপযোগী, শ্বেতবর্ণ অস্বচ্ছ তরল পদার্থ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মানবজীবন ধারণোপযোগী সমস্ত উপাদান এক গোদুগ্ধেই বিদ্যমান আছে। এই যে বৃহৎকায় হস্তী কি অশ্বারোহণে বিশালবপুঃ যোদ্ধৃপ্রবর ভীমবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে আস্ফালনপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে, সেই হস্তী, অশ্ব, ও যোদ্ধা ইহারা সকলেই একদিন মাতৃগর্ভ হইতে চৈতন্য বিশিষ্ট জড়-পিণ্ড স্বরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রথমতঃ স্তন্যদুগ্ধ পান দ্বারাই ইহারা পুষ্ট ও সুগঠিত দেহ জীবে পরিণত হইয়াছে। গোদুগ্ধে শিশুর জীবনধারণোপযোগী এনাবোলিক ও মেটাবোলিক পদার্থদ্বয় বিদ্যমান আছে। (১)

দুগ্ধের অস্বচ্ছতার কারণ এই যে, উহাতে জলীয় পরমাণুর সহিত ঘৃতের পরমাণু লিউকো সাইটিস্ (Liucocytes) কেসিন, ও কেলসিয়াম পরমাণু সকল এরূপভাবে বিদ্যমান আছে যে, দুগ্ধ অধিক সময় রাখিয়া দিলেও ঐ সকল পরমাণু জলীয় পরমাণু হইতে পৃথক হইয়া নীচে জমিয়া যাইতে পারে না।

গোদুগ্ধই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। সকল স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধ কতকাংশে একরূপ হইলেও উহাদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে, বিশেষ পার্থক্য আছে।

গোদুগ্ধের বিশেষত্ব প্রদর্শন জন্য এই প্রসঙ্গে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধের সহিত গোদুগ্ধের তুলনা করিয়া দেখান যাইতেছে।

দুগ্ধকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) গোদুগ্ধ।

(২) মানুষী, অশ্বী ও গর্দ্দভীর দুগ্ধ।

(৩) ছাগ, মেষ, ও মহিষী দুগ্ধ।

(৪) শিশুক ও তিমি প্রভৃতি জলচর জন্তুর দুগ্ধ।

---

(১) Anabolic, Matabolic,

প্রথম শ্রেণী।—গো দুগ্ধ।

গোর বিবরণ	দুগ্ধ	আপেক্ষিক গুরুত্ব	নিরেট পদার্থ	এস্ অর্থাৎ ক্ষার নামক পদার্থ	নবনীত	প্রোটীন	দুগ্ধশর্করা	জল
মহিশূর দেশীয় গোর	„	১০·২৭	১৩·১১	·৬৯	৪·৫৮	৩·৮১	৪·০৩	৮৬·৮৯
আজমীর	„	১০·২৮	১২·৫৫	·৭২	৪·১৬	৩·৬৪	৪·০৩	৮৭·৪৫
বরোদা	„	১০·২৮	১২·৪৪	·৭০	৪·০২	৩·৬৯	৪·০৩	৮৭·৫৬
দিল্লী	„	১০·২৫	১২·৯৫	·৯৯	৪·৫১	৩·৫১	৪·২৪	৮৭·০৫
ইংলিশ	„	১০·২৭	১৩·৪৪	·৭৫	৪·৮৯	৩·৭৯	৪·০১	৮৬·৫৬
নেলোর	„	১০·২৭	১২·৭৯	·৭২	৪·৪৭	৩·৪৯	৪·১১	৮৬·২৭
সনিবল	„	১০·২৪	১৪·০৮	·৬৯	৪·৯৭	৩·৩৮	৪·০৪	৮৬·৯২

২য় শ্রেণী।

	জল	চর্ব্বী	শর্করা	প্রটিন	এস
মানব	৮৮·২০	৩·৩০	৬·৮০	১·৫০	০·৩
অশ্ব	৮৯·৮০	১·১৭	৬·৮৯	১·৮৪	০·৩০
গর্দ্দভ	৯০·১২	১·২৬	৬·৫০	১·৬৬	০·৩৬

৩য় শ্রেণী।

	জল	চর্ব্বী	শর্করা	প্রটিন	এস
ছাগ	৮৬·০৪	৪·৬৩	৪·২২	৪·৩৫	০·৭৬
মহিষ	৮২·৬৩	৭·৬১	৪·৭২	৪·১৪	০·৯০
মেষ	৭৯·৪৬	৮·৬৩	৪·২৮	৬·৬৮	০·২৭

৪র্থ শ্রেণী।

	জল	চর্ব্বী	শর্করা	প্রটিন	এস
শিশুক	৪১·১১	৪৮·৫০	১·২৩	৮·৫৯	০·৫৭
তিমি	৪৮·৬৭	৪৩·৬৭	৭·১১	×	০·৪৬

কোন কোন বিষয়ে অন্য কোন দুগ্ধের উৎকর্ষতা থাকিলেও সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হইবে, যে, গোদুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে দুগ্ধে চর্ব্বী, শর্করা, কেসিন, এলবুমিনম, ধাতব পদার্থ ও ঘন পদার্থের পরমাণু সকল ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে।

ইউরোপীয় গোদুগ্ধে সাধারণতঃ গড়ে চর্ব্বী ৩·৭৫ ভাগ, দুগ্ধশর্করা ৪·৭৫ ভাগ, প্রটিন ৩·৭৫ ভাগ থাকে।

মহিশূরের অন্তর্গত বাঙ্গালোরের ডাক্তার শ্রীনিবাস রাও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতীয় গোদুগ্ধে নিম্নলিখিত উপাদান বিদ্যমান আছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দুগ্ধে শর্করার ভাগ গোদুগ্ধ হইতে একটু অধিক থাকিলেও উহাতে চর্ব্বী ও প্রোটিনের ভাগ গো দুগ্ধ হইতে অল্প। সুতরাং গোদুগ্ধ হইতে ছানা ও মাখন উঁহাতে কম হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর দুগ্ধে শর্করা ও চর্ব্বীর ভাগ একটু বেশী থাকায় উহার দধি ভাল হয় কিন্তু গোদুগ্ধ হইতে প্রোটিনের ভাগ কম থাকায় উহাতে ছানা কম হয়।

চতুর্থ শ্রেণীর দুগ্ধে চর্ব্বীর ভাগ অত্যন্ত অধিক থাকিলে ও উহাতে শর্করার ভাগ অত্যন্ত কম বলিয়া উহা তেমন সুখাদ্য নহে। সামুদ্রিক জীবের দুগ্ধের নবনীতে বিউট্রিক এসিড বিদ্যমান আছে। সকল প্রকারে দৃষ্টি করিলে গোদুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

দেশ, কাল, খাদ্য ও পাত্র ভেদে গোদুগ্ধের মধ্যেও বিস্তর ইতর বিশেষ হয়। নিম্ন জলাভূমির জলীয় ঘাস খাইয়া যে সমস্ত গো নিম্ন জলাভূমিতে বাস করে, তাহাদিগের দুগ্ধ হইতে উলুখড় ইত্যাদি ঘাস খাইয়া উচ্চ ভূমিতে যে সকল গো বাস করে, ঐ সকল গোর দুগ্ধে জলীয় ভাগ কম থাকে, চর্ব্বী অধিক থাকে। এইরূপ স্থানে স্থানেই গোদুগ্ধের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

বর্ষা ঋতুর দুগ্ধ অপেক্ষা শীত ঋতুর দুগ্ধে জলীয় ভাগ কম থাকে, চর্ব্বী অধিক থাকে। এইরূপ বিভিন্ন ঋতুতে এক গোরুর দুধের মধ্যেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালের দুগ্ধ হইতে অপরাহ্নের দুধে অধিক নবনীতের ভাগ থাকে।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের জন্যও গোদুগ্ধের বিস্তর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আখ, গুড়, চিনি, খাওয়াইলে গাভী যে দুগ্ধ দিবে, অন্য গোরুর দুধ হইতে তাহাতে শর্করার ভাগ অধিক থাকিবে। নিম ও গুলঞ্চ খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ তিক্ত হয়, তাহাতে শর্করার ভাগ কম থাকে। রসুন বা পিঁয়াজ খাওয়াইলে গোর দুগ্ধ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোর দুগ্ধের গুণের বিস্তর ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতীয় গো দুগ্ধে ইউরোপীয় গো দুগ্ধ হইতে নবনীতের

ভাগ অধিক। আবার একজাতীয় একই স্থানের পৃথক পৃথক গোরুর দুধেও বিস্তর ইতর বিশেষ হয়।

লণ্ডন সহরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯ বৎসরের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, কোন কোন জাতীয় গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ ও ঐ দুগ্ধের মাখনের পরিমাণ অন্যান্য জাতীয় গাভীর দুগ্ধ ও মাখন অপেক্ষা অধিক।

একটি সর্টহরণ জাতীয় গাভী, যে দৈনিক ২৪॥০সের হিসাবে দুগ্ধ দিয়াছিল, ঐ দুধে শতকরা ৩·৬৬ ভাগ মাখন ছিল। জার্সি গাভী, যে দৈনিক ১৬।০সের দুগ্ধ দিয়াছিল, ঐ দুধে শতকরা ৫·০৯ ভাগ মাখন ছিল। একটি গারণসি গাভী, যে দৈনিক ১৬।৵০দেড় পোয়া দুগ্ধ দান করিয়াছিল, উহার ঐ দুধে ৪·৪৯ ভাগ মাখন ছিল। একটি রেড্‌পোল্ড গাভী, যে দৈনিক ১৯৶০ তের ছটাক দুগ্ধ দিয়াছিল, তাহাতে শতকরা ৩·৬০ ভাগ মাখন ছিল। একটি কেরী গাভী, যে দৈনিক ১৫৶৵০ চৌদ্দ ছটাক দুগ্ধ দিয়াছিল, ঐ দুধে শতকরা ৪·১০ ভাগ মাখন ছিল।

গোদুগ্ধ দোহন কালে প্রথম অংশের দুগ্ধে পরবর্ত্তী দোহন কালের দুগ্ধ অপেক্ষা নবনীতের ভাগ অল্প থাকে। অতি তাড়াতাড়ি দোহন কার্য্য শেষ করিলে ঐ দুগ্ধে মাখনের ভাগ অধিক হয়। হস্ত দ্বারা গো দোহন করিলে দুগ্ধে নবনীত অধিক জন্মে। দুগ্ধ দোহনের কল দিয়া গাভী দোহন করিলে যে দুধ পাওয়া যায় তাহাতে নবনীত অপেক্ষাকৃত কম হয়।

কোন কোন গাভীর দুধ হরিদ্রাবর্ণ ও ঘন। উহাতে নবনীতের ভাগ অধিক থাকে। কোন কোন গাভীর দুধ সাদা ও ঘন। ঐ দুধে ছানা অধিক হয়, দধি ভাল হয় কিন্তু উহাতে নবনীতের ভাগ অল্প থাকে।

কোন কোন দুধ পাত্‌লা নীলাভ, উহাতে ছানা ও মাখনের ভাগ অল্প থাকে উহাতে দধি ভাল হয় না। কিন্তু উহা শিশু ও রোগীর পথ্য।

নব প্রসবিত্রী গাভী (যাহার বৎস ছোট) তাহার দুধ প্রথম প্রথম পাত্‌লা হয়। পরে বৎস যতই বড় হইতে থাকে দুগ্ধে ততই নবনীতের ভাগ বৃদ্ধি হইয়া দুগ্ধ ক্রমশঃ ঘন হইতে থাকে। প্রসবের অব্যবহিত পরে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ পাওয়া যায় তাহার নাম "গাজুর" (১) দুধ। উহা পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য খাদ্যের জন্য তেমন উপযোগী নহে। প্রসবের পর ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত

(১) Calustrum,

উহা ব্যবহার করা উচিত নহে। বৎসহীনা ও মৃতবৎসার দুগ্ধও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক। ভাল পুরাতন গাভীর দুগ্ধে সের প্রতি ৵। পোয়া ছানা ও সের প্রতি ৴০ ছটাক মাখন হয়।

গাভীর বর্ণ ভেদেও উহার দুগ্ধের গুণের ইতর বিশেষ হয়। কৃষ্ণ বর্ণা গাভীর দুগ্ধ পিত্তনাশক; শ্বেত বর্ণার দুধ বাতঘ্ন; রক্তবর্ণার দুধ কফঘ্ন; কপিলার দুধ ত্রিদোষঘ্ন। (১)

অনেকে মনে করেন যে, অধিক দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা অল্প দুগ্ধ বতী গাভীর দুধ অধিক ভাল কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা ঐ ধারণা ভ্রম বলিয়া স্থিরী-কৃত হইয়াছে।

দুগ্ধ পান করিতে হইলে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া নামাইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে পান করা উচিত। উহা খাইতেও সুস্বাদু। অধিক গরম কিম্বা অধিক ঠাণ্ডা কি পূর্ব্ব দিবসের দুগ্ধ খাইলে উহা পরি-পাক হয় না। পেটের অসুখ হয়। উহা খাইতেও তেমন সুস্বাদ নহে। আবার অধিক জ্বালের ঘন দুগ্ধ গুরুপাক, তাহাতেও পেটের অসুখ হইতে পারে। চিকিৎসকগণ রোগীকে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য দুগ্ধ জ্বাল দিয়া রাখিতে হয়। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। বৈদ্য শাস্ত্রমতে দুগ্ধ শুক্রবর্দ্ধক, জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ, ও বায়ু নাশক এবং শীতল অবস্থায় পান করিলে পিত্ত নাশক হয়। চিনি ও মিশ্রি সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষ নাশক। গুড় মিশ্রিত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং পিত্তশ্লেষ্ম বর্দ্ধক। দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত উঠাইয়া লইলে তাহাকে মথিত দুগ্ধ বলে। মথিত দুগ্ধ লঘুপাক ও ত্রিদোষ নাশক। পান করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নিদীপ্তি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয়। মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফহারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক। বাল্যকালে দুগ্ধপান করিলে শরীর পুষ্ট হয়। ক্ষয়রোগে দুগ্ধপান করিলে ক্ষয়ের নিবারণ, বৃদ্ধ অবস্থায় পান করিলে শরীরের হিত সাধন ও নানা দোষ হরণ করে ও চক্ষুর দৃষ্টি বৃদ্ধি করে। রাত্রিতে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ পান না

---

(১) সিতানাং বাতঘ্নং কৃষ্ণানাং পিত্তনাশকং।
শ্লেষ্মঘ্নং রক্তবর্ণানাং ত্রিন্‌হন্তি কপিলাপয়ঃ॥

করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করা উচিত ও দুগ্ধ পান করার কিছুক্ষণ পরে শয়ন করিলে আর অজীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

শিশু, বৃদ্ধ, কৃষ, ও দুর্ব্বলের পক্ষে দুগ্ধ অমৃততুল্য রসায়ন। দুগ্ধ জাল দিয়া ঘন করিলে তাহাকে প্রচলিত ভাষায় ক্ষীর, গাঢ় ও কঠিন করিলে তাহাকে মেওয়া বলে। ক্ষীর ও মেওয়া গুরুপাক খাদ্য। চিনি ও মিশ্রি সংযোগে ক্ষীর ও মেওয়া হইতে ক্ষীরমোহন, পেড়া, বরফি প্রভৃতি দেব দুর্লভ খাদ্য প্রস্তুত হয়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে আমাদের দেশের ন্যায় জাল দিয়া দুগ্ধ পান করার নিয়ম নাই। তাঁহারা কাঁচা দুগ্ধই পান, ও কাঁচা দুগ্ধোদ্ভব মাখন, পনীর, ছানা, সর (ক্রীম) আহার করিয়া থাকেন। কাঁচা দুগ্ধ পান করা কখনই উচিত নহে। কারণ দুগ্ধ দোহন করার কিছুকাল পরই উহাতে একপ্রকার কীটাণু জন্মে। উহারা উদরস্থ হইলে শরীরের অনিষ্ট হয়। দুগ্ধ জাল দিলে ঐ সকল কীটাণু মরিয়া যায়। তখন ঐ দুধ নির্ব্বিঘ্নে পান করা যাইতে পারে। দুগ্ধ ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় ঐ সকল কীটাণু জন্মিয়া থাকে। তজ্জন্যই দুগ্ধ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, তাহা পুনরায় জাল দিয়া গরম করিয়া ব্যবহার করা উচিত। কেহ কেহ দুধে লবণ সংযোগে ব্যবহার করেন কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্রমতে এরূপ ব্যবহার অতীব দূষ্য।

ইয়ুরোপীয়গণ দুধ কেবল চা ও পুডিং প্রভৃতিতে ব্যবহার করেন। মাংসাশী বলিয়া ইঁহারা শুধু দুধ তত ভালবাসেন না। যখনই ইঁহারা দুগ্ধ পান করেন, তখন ইঁহারা কাঁচা দুধই খাইয়া থাকেন। কাঁচা দুধ সুখাদ্য নহে।

তবে দুগ্ধ দোহনের পর কতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা গরম থাকে। তখন তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। ধারোষ্ণ অবস্থায় কাঁচা দুগ্ধ সুপেয়। ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলকারক, লঘু শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষ নাশক।

দুগ্ধ শীতল হইলে উহাতে কীটাণু জন্মিয়া থাকে, ও তাহাতে দুগ্ধজাত অম্লত্বের বৃদ্ধি হয়। কাঁচা দুগ্ধ অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে মাইক্রো অর্গেনিজম দ্বারা লেক্‌টিক এসিড্ বৃদ্ধি পাইয়া দুগ্ধ টক হইয়া যায়। তাপ এ বিষয়ে অধিক সাহায্য করিয়া থাকে।

দুধ জাল দিয়া রাখিলে সহজে নষ্ট হয় না। কাঁচা দুধ খুব শীতল স্থানে রাখিলে কিম্বা বরফ দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিলে উহা অধিক সময় অবিকৃত অবস্থায় থাকে। জল মিশাইয়া দুগ্ধপাত্র অল্প আগুনে রাখিলে দুগ্ধ শীঘ্র নষ্ট হয় না। কাঁচা দুগ্ধে

গুটিকতক বিচালি অথবা খেজুরপাতা অথবা লঙ্কা মরিচ মগ্ন করিয়া রাখিলে দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না।

দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে সেই দুগ্ধ নীলাভ দৃষ্ট হয়। পরিষ্কার কাচের গ্লাসে ঐ দুগ্ধ ঢালিয়া দৃষ্টি করিলে তাহা সহজে ঠিক করিতে পারা যায়। জল মিশ্রিত দুগ্ধ, খাটী দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ। জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করিলেও দুগ্ধ জল মিশ্রিত কি না ঠিক করিতে পারা যায়। জল মিশ্রিত দুগ্ধ স্বাদহীন ও রুক্ষ কিন্তু খাটী দুগ্ধ মিষ্ট, কোমল ও সুস্বাদু। নবপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা পুরাতন গাভীর দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক। গাভীর খাদ্যের তারতম্য অনুসারে গাভীর দুগ্ধে আপেক্ষিক গুরুত্বের ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। খাঁটী দুগ্ধ কতকক্ষণ কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে দুগ্ধের উপরিভাগে নবনীতের অংশ (ক্রীম) ভাসিয়া উঠে।

লেক্টোমিটার অর্থাৎ দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণায়ক যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধের পবিত্রতা পরীক্ষিত হয়।

লেক্টোমিটার যন্ত্রটি একটি কাচের নল। উহার নীচে একটি (Bulb) ছোট বাটির মত থাকে উহাতে পারদ বা ছোট গুলি ভরা থাকে উপরিভাগের নলটিতে চিহ্ন করা থাকে। একস্থানে W জলের চিহ্ন ও M দুগ্ধের চিহ্ন দেওয়া থাকে ; ও মধ্যস্থানে ১, ২, এবং ৩ ইত্যাদি অঙ্ক দেওয়া থাকে। একটি ছোট কাচের গ্লাসের মধ্যে দুধ রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত চিহ্নিত নলটি উহাতে ডুবাইলে যদি গ্লাসে খাটি দুধ থাকে, তবে M চিহ্ন পর্য্যন্ত নলটী ডুবে। আর যদি ঐ গ্লাসে শুধু জল থাকে, তবে W চিহ্ন পর্য্যন্ত নলটি ডুবে। জল মিশ্রিত দুধ গ্লাসে দিয়া নলটি ডুবাইলে গ্লাসে কত জল তাহা ১, ২, এবং ৩ ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা স্থির করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত প্রণালী।

ভাল দুগ্ধ এবং ননীতোলা দুগ্ধ উভয় প্রকার দুগ্ধ দ্বারাই জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের জমাট দুগ্ধে চিনি দেওয়া হয়। কিন্তু আমেরিকার জমাট দুগ্ধে চিনি দেওয়া হয় না। জমাট দুগ্ধ অনেকদিন ভাল থাকে। এবং যেখানে সেখানে প্রেরণ করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত প্রকারে জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হয়।

/৫সের দুগ্ধের সহিত /॥৵০পোয়া ইক্ষু চিনি মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া চিনি ভাল করিয়া মিশাইয়া লইতে হয়। দুগ্ধ এরূপ উত্তপ্ত করিতে হইবে যেন, দুগ্ধ বায়ুশূন্য পাত্রে ঢালিয়া দিলে তাহা ফুটিতে থাকে। তৎপর ঐ উত্তপ্ত দুগ্ধ বায়ুশূন্য পাত্রে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিতে হয়। এই পাত্রের উপরিভাগে এরূপ কাচের দরজা থাকে যে, উহাদ্বারা মধ্যস্থিত দুগ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; অথচ বুদ্‌বুদ্ উঠিলেও দুগ্ধ পড়িয়া না যায়। তৎপর উক্ত পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রদ্বারা গ্যাস বাহির করিয়া লইয়া কণ্ডেন্‌সারের ফুটন্ত জলে ঐ পাত্র রাখিয়া উত্তাপ দিতে হয়। তৎপর প্রায় এক তৃতীয়াংশ দুগ্ধ কমিয়া গেলে কন্‌ডেন্‌সারে কাঁচা জল মিশাইয়া দুগ্ধপাত্র ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা করিলে দুগ্ধের বুদ্‌বুদ্ কমিয়া যায়। তখন পাত্রের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলে জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। /৫ সের দুগ্ধে /২৸/ জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধের জলীয় ভাগ অগ্নির উত্তাপে বাহির করিয়া দিয়া এরূপভাবে টিন বন্ধ করিতে হয়, যেন তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। তাহা হইলেই জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হইল।

একভাগ জমাট দুগ্ধে ৫ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইতে হয়। ননী তোলা জমাট দুগ্ধ শিশুগণের ব্যবহার্য্য নহে। (১)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দধি।

দুধ যে, দধিতে পরিণত হয়, উহা একজাতীয় বীজাণুর কার্য্য। ঐ সকল বীজাণু বায়ুতে বিচরণ করে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যন্ত্রদ্বারা ঐ বীজাণু সংগ্রহ করিয়া দুগ্ধে ছাড়িয়া দেন; তাহাতেই দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। আমাদিগের দেশে যে, দুধে সাজা দেওয়ার প্রথা আছে, তাহাও দুধে বীজাণুযুক্ত সাজা সংযোগ করা বা দুধে বীজাণু সংযোগ করা একই কথা।

(১) If Condensed milk is used for infant feeding, it sould be mixed with not more than 5 Valumes of water to one of milk, and the whole milk only should be used, the Condensed separated milk is not suitable for this purpose.

S. C. M. Agriculture
Vol 4, P 28.

মেচনিকফ্ (Matchnikoff) নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে অম্লরসে বার্দ্ধক্য উৎপাদক বীজাণু সকল পুষ্ট বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। যে বীজাণু দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে তাহার নাম লেক্‌টিক এসিড্ বেক্টেরিয়া (Lactic Asid Bacteria)। উহা পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের বার্দ্ধক্য উৎপাদক বীজাণু সকল নষ্ট করিয়া শরীর নীরোগ ও পুষ্ট করে।

সেইজন্য ইউরোপে সম্প্রতি দধির অত্যন্ত আদর হইয়াছে। আমাদিগের শাস্ত্রেও গব্য দধির বিশেষ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। হেমন্ত, শিশির এবং বর্ষা ঋতুতে দধি অধিকতর উপকারী। (১) দধির সর অত্যন্ত রুচিকর। আমাদিগের গ্রাম্য কথায় বলে যে, তরুণ ছাগ, বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্র ঘোলের শেষ॥ দধির উপরিভাগে ও ঘোলের শেষভাগে মাখনের অংশ অধিক থাকে। মাংস ও মৎস্য দধি সংযোগে পাক হইলে, মাংস ও মৎস্য অধিক মোলায়াম ও সুখাদ্য হয়। উহা পরিপাকেরও বিশেষ সাহায্য করে। মাংস আহারের পর এতদ্দেশে বৃদ্ধেরা বিষমাহার বলিয়া দুগ্ধ পান করেন না। কিন্তু আকণ্ঠ পুরিয়া দধি ভোজন করেন। ব্রাহ্মণগণ আকণ্ঠ পুরিয়া দধি চিড়া সংযোগে ফলাহার করিয়া বিশেষ দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যাইত। দধিও বেসন সংযোগে দই বড়া বা ফুলুরি নামক এক প্রকার মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে রেলওয়ে ষ্টেশনে উহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দধি প্রস্তুত প্রণালী

ও

(দধির মাত।)

আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে দধি প্রস্তুতের নিয়ম নাই। দধি প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধ অগ্রে ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া নামাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। তৎপর কোন পাত্রে রাখিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে ঐ দুগ্ধে সঞ্চয় অর্থাৎ এক ফোঁটা দধি সংযোগে ঢাকিয়া দিতে হয়। অত্যন্ত শীত হইলে দধির পাত্র কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখিতে হয়। যেন উহার উষ্ণতার হ্রাস না হয়।

---

(১) "হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাসু দধি শস্যতে।"

ভাল রকম সঞ্চয় দিতে পারিলে ৪।৫ ঘণ্টায় দধি প্রস্তুত হয়। কাঁচা দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, কাঁচা দুগ্ধে ঐ প্রকার সঞ্চয় অর্থাৎ এক ফোঁটা দধি দিয়া, দধির পাত্র ঢাকিয়া দিতে হয়। এই প্রকারে ৯।১০ ঘণ্টার মধ্যে দধি প্রস্তুত হয়। ইউরোপে কাঁচা দধিকে Carted milk বা Sour milk বলে। কাঁচা দুগ্ধে সঞ্চয় না দিলেও কখনও কখনও একটু অধিক সময় থাকিলে আপনা আপনি কাঁচা দুগ্ধ জমিয়া দধি হইয়া যায়। সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্য দধিই শ্রেষ্ঠ। বৈদ্যশাস্ত্রমতে উহা অতি মধুর, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বায়ু নাশক। দধি জমিয়া অনেকক্ষণ থাকিলে দধি টক হয়। তখন দধি হইতে জলীয় পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে। ঐ জলীয় পদার্থকে দধির মাত বলে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে দধির মাত ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু-কফঘ্ন, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, ও তৃপ্তিজনক। চিনি মিশ্রিত (চিনিপাতা) দই শ্রেষ্ঠ এবং উহা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক। গুড় মিশ্রিত দধি বাতনাশক, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক। রাত্রিকালে দধি ভোজন নিষেধ। (১) কিন্তু রাত্রে চিনি ও জল মিশ্রিত দধি আহার করিলে দোষ হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘোল ও তক্র।

ঘোলকে সাধারণ ভাষায় মাঠা বলে। ইউরোপে ঘোলের প্রচলন নাই। সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। সরবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছ পদার্থ হয়, তাহাকে ছচ্ছিকা বলে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ঘোল ও মথিত, বায়ু ও পিত্ত নাশক। চিনিযুক্ত ঘোল মহোপকারী রসায়ন। তক্র ধারক, কষায় অম্ল মধুররস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, কফ ও বায়ু নাশক। গ্রহনী রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে হিতকর। লঘু বলিয়া ধারক, বিপাকে মধুর হয় বলিয়া তাহা পিত্ত প্রকোপক নহে। উদশ্বিৎ কফ বর্দ্ধক, বলকারক ও শ্রান্তিনাশক।

---

(১) ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত।

ছাচ্ছিকা শীতবীর্য্য, লঘু, কফ কারক, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্রম ও পিপাসা নাশক। লবণ সংযুক্ত হইলে অগ্নি বর্দ্ধক। তক্র সেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তক্র নরলোকের অমৃত। যে তক্রের ঘৃত সম্যক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, শুক্রকারক ও কফ জনক। যে তক্র হইতে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয় নাই, উহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক ও কফজনক।

বায়ু শান্তির জন্য শুণ্ঠি ও সৈন্ধব সমন্বিত অম্লরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত। পিত্ত প্রশমনের জন্য চিনি সংযুক্ত মধুর রসান্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য। কফ উপশমনার্থ ত্রিকটু সংযুক্ত ঘোল প্রয়োজ্য। হিঙ্গ, জীরা, ও সৈন্ধব সংযুক্ত ঘোল বায়ুনাশক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও বস্তিগত শূল নাশক। ইহা অর্শ ও অতিসার বিনাশের জন্য শ্রেষ্ঠ পথ্য। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে গুড়ের সহিত ও পাণ্ডুরোগে চিতা-মূলের সহিত ঘোল প্রযোজ্য।

শীতকালে, মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে, ও অরুচিতে তক্র অমৃতের ন্যায় কাজ করে। ইহা বমি, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদ, গ্রহণী, অর্শ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি, কোষ্ঠগত রোগ, কোষ্ঠশোথ, পিপাসা ও ক্রিমি বিনষ্ট করে। ক্ষতরোগে গ্রীষ্মকালে দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মূর্চ্ছা-রোগে, ভ্রমরোগে, দাহরোগে, ও রক্তপিত্তে তক্র প্রয়োগ করিবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সর, ক্রীম, রাবড়ী।

দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঠাণ্ডা করিলে তাহার উপরিভাগের স্নেহ সমন্বিত ঘনীভূত পদার্থকে সর বা মলাই বলে। দধির উপস্থিত সরকে দধির সর বলে। বৈদ্য-শাস্ত্রমতে দধির সর মধুর রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক। উহা বায়ু ও অগ্নি নাশক ঐ সর অম্ল রসান্বিত হইলে বস্তি শোধক এবং পিত্ত ও কফ বর্দ্ধক হইয়া থাকে।

কাঁচা দুগ্ধ কোন নাতি গভীর ও প্রশস্ত পাত্রে শীতল স্থানে রাখিয়া দিলে ১২।১৪ ঘণ্টার পর ঐ দুগ্ধের উপরিভাগে ঘন কোমল নবনীতের মত এক প্রকার পদার্থ ভাসিয়া উঠে উহাকে ক্রীম বলে। বাঙ্গালা ভাষায় উহাকে "আগড়"

বলে। চামচ দ্বারা ঐ ক্রীম উঠাইয়া লইলে যে দুগ্ধ থাকে, তাহাকে ইংরেজীতে স্কিম্‌ডমিল্ক (Skimmed milk) বলে। বঙ্গ ভাষায় তাহাকে ক্রীম উঠান অথবা "আগদ" তোলা দুগ্ধ বলা যাইতে পারে। ঐ ক্রীমে মাখনের পরমাণু সমুদয় থাকে। কিন্তু উহাতে মাখনের সমস্ত পরমাণু উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে না। কতকগুলি পরমাণু নিম্নেও থাকে।

ভারতবাসীর পক্ষে সর অতি রসনা তৃপ্তিকর বস্তু। সর হইতে সরভাজা সরপোরিয়া প্রভৃতি উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ার হয়। বাদাম, পেস্তা, ও কিস্‌মিস্ প্রভৃতি মেওয়া সংযোগে কৃষ্ণনগরে যে, সরপোরিয়া হয়, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রশংসিত, ও ভোগীগণের সুপরিচিত।

একটি অগভীর পাত্রে মিশ্রি সংযোগে দুধ অল্প জলে চড়াইলে দুধের উপরিভাগে পাতলা একটি সর পতিত হয়। ঐ সর দুধ হইতে উঠাইয়া পাত্রের ভিতরে পাত্রের গায় সংলগ্ন করিয়া রাখিলে পুনরায় একটি পাতলা সর হয়। উহাও পূর্ব্ববৎ পাত্রের গায় রাখিয়া দিবে। ঐরূপে পুনঃ পুনঃ যে সর হয় তাহা উঠাইয়া রাখিলে দুধের অধিকাংশ সরে এবং অবশিষ্ট দুধ যাহা পাত্রে থাকে তাহা ক্ষীরে পরিণত হয়। তখন ঐ সমস্ত সর ক্ষীরের সহিত একত্র করিলে ঐ সরময় ক্ষীরের নাম রাবড়ী উহাও অতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর বস্তু।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবনীত বা মাখন।

নবনীত বা মাখন নানা প্রকারেই প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতের প্রণালী অনুসারে উহাদিগকে দুগ্ধের মাখন, দধির মাখন, সরের মাখন, ও ক্রীমের মাখন বলে। দুগ্ধে জ্বাল দিয়া খুব নাড়িয়া চাড়িয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়, যেন তাহাতে সর পড়িতে না পারে। তাহার পর ঐ দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহার উপরিভাগে মাখন উৎপন্ন হয়। তাহাকে দুধের মাখন বলে। মাখন উঠাইলে যে দুগ্ধ থাকে তাহাকে টানাদুগ্ধ বা ননীতোলা দুগ্ধ বলে। দধি প্রস্তুত করিয়া তাহা মন্থন করিলে যে মাখন উৎপন্ন হয় তাহাকে দধির মাখন বলে।

জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের বা দধির সর মন্থন করিলে যে মাখন হয় তাহাকে সরের মাখন বলে। সরের মাখন অত্যন্ত সুস্বাদু ও সদ্‌গন্ধযুক্ত। সরের ঘোল গুরুপাক কিন্তু মুখরোচক তৃপ্তিকারক সদ্‌গন্ধযুক্ত ও অত্যন্ত সুস্বাদু। কাঁচা

দুগ্ধের ক্রিম উঠাইয়া তাহা মন্থন করিলে যে মাখন হয় তাহা ক্রিমের মাখন। এই ক্রিমের মাখনই পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত। বর্ত্তমানে উক্ত ক্রিম সঞ্চয় যোগে জমাইয়া তাহা মন্থনে মাখন তোলা হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে কাঁচা দুগ্ধ মন্থন করিয়া এবং ক্রীম মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত করা হয়। কাঁচা দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন উদ্ধৃত করিলে যে দুগ্ধ থাকে, তাহাকে সেপারেটেড মিল্ক বলে। (Seperated milk) বাঙ্গালা ভাষায় উহাকে মাখন টানা বা টানা দুধ বলে। পাশ্চাত্যদেশে এই মাখনই প্রচলিত। কাঁচা দুধ অপেক্ষা জ্বাল দেওয়া দুগ্ধে অধিক মাখন উৎপন্ন হয়। ক্রীমের মাখন বা কাঁচা দুগ্ধের মাখন, কয়েক দিন লবণ মাখিয়া না রাখিলে উহা ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের মাখন প্রস্তুত হওয়ার পরেই ব্যবহার করা যায় এবং তাহা খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। আমাদের দেশে কাঁচা দুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তুত করা হয় না। বৈদ্যশাস্ত্রমতে নবনীত হিতজনক, পুষ্টিকারক বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে মহোপকারী।

মাখন ঠাণ্ডাজলে রাখিয়া প্রতিদিন দুইবার জল পরিবর্ত্তন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত উহা টাট্‌কা থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে মাখনের জল ফেলিয়া দিয়া, মাখনে লবণ সংযুক্ত করিয়া রাখে। তাহাতে মাখন অনেক দিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রকার প্রথা নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অবধারিত হইয়াছে যে, মাখনে শতকরা ১৬ ভাগ জল থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ মাখন বলিয়া গৃহীত হইবে। ইত্যধিক জল থাকিলে তাহাকে অবিশুদ্ধ মাখন বলা হয়। ঋক্‌বেদ পাঠে অবগত হওয়া যায় অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে দধি, দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত প্রস্তুতের প্রথা আছে। উক্ত ঋক্‌বেদে চতুঃশৃঙ্গ, দশঃশৃঙ্গ প্রভৃতি দধি মন্থন যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে মাখন প্রস্তুত প্রণালী অপরিজ্ঞাত ছিল। তথায় কাঁচা দুগ্ধ প্রশস্ত ও শীতল স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইত। ২।৩ দিবস পর ক্রীম উঠাইয়া তাহা কয়েকদিন রাখিয়া দিলে ক্রীম পচিয়া মাখন প্রস্তুত হইত। উহার আস্বাদ ভাল হওয়ার কখনই আশা করা যায় না। পূর্ব্বকালে তথায় নারিকেলের মালা অথবা ছাগ চর্ম্মের থলিয়ায় ক্রীম পূর্ণ করিয়া উহা দ্রুত সঞ্চালন দ্বারা মাখন প্রস্তুত করা হইত। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লরেন্স সাহেব প্রথমে মাখন প্রস্তুতের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তৎপর

বর্ত্তমানে উহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তথায় এখন অনেক মন্থন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা মাখন প্রস্তুত করা হয়। টাট্‌কা ক্রীমে মাখন উৎপন্ন হয় না; হইলেও পরিমাণে উহা অতি কম হয়। তজ্জন্য ক্রীম টক্ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত গরম কিম্বা অত্যন্ত টক্ ক্রীমেও মাখন ভালরূপ উঠে না। ক্রীম অত্যন্ত গরম কিম্বা অত্যন্ত টক্ হইলে উহাতে মন্থনকালে অধিক পরিমাণে বুদ্‌বুদ্ উঠে, তখন ক্রীম জল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। আবার অত্যন্ত শীতের সময় ক্রীম জমিয়া শক্ত হইয়া গেলে, গরম জল দিয়া ক্রীম পাত্‌লা করিয়া লইতে হয়। এখন এই ক্রীমে সঞ্চয় দিয়া টক্ করিয়া মাখন উৎপাদনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সঞ্চয়কে ইংরেজীতে ষ্টার্‌টার (Starter) বলে। এই সঞ্চয়ে দুগ্ধাম্ল কীটাণু থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ সঞ্চয় দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ভাল করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মাখন উঠাইলে আমাদের দেশোৎপন্ন মাখন বিদেশজাত মাখন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হয়। ইংরেজগণও তাহা আগ্রহের সহিত ব্যবহার করেন। ময়মনসিংহ সহরে কেশব ঘোষ নামক এক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট মাখন প্রস্তুত করিতেন। ইংরেজগণ বিদেশজাত মাখন ফেলিয়া তাহার মাখন সাদরে ব্যবহার করিতেন। উক্ত গোপের তৈয়ারী ঘোলেরও অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সুখ্যাতি ছিল।

মিশ্রিসংযোগে মাখন, অতি উৎকৃষ্ট বলকারক রসায়ন। ঐরূপ কিছুদিন মাখন ব্যবহার করিলে কৃশব্যক্তিও স্থূলকায় হইতে পারে। মাখন বাহ্য প্রয়োগে, বর্ণের উজ্জ্বলতা ও কান্তি বৃদ্ধিকারক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘৃত।

মাখন কোন পাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে মৃদু তাপে ফুটাইলেই ঘৃত হয়। কতক্ষণ ফুটাইলেই উপরে বুদ্‌বুদ্ উঠিতে থাকে; এবং নিম্নে দুগ্ধের অংশ সমুদয় পাত্রের নীচে জমা হয়, ঐরূপ উত্তাপে যখন নিম্নের দুগ্ধের পরমাণু সমুদয় পীতবর্ণ হইয়া যায়, এবং উপরিভাগে শ্বেতবর্ণ বুদ্‌বুদ্ উঠিতে থাকে তখন ঘৃত স্বচ্ছ পরিষ্কার জলের মত দেখায়, সেই সময় উহা নামাইয়া ছাকিয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হয়। ঘৃত বহুদিন টাট্‌কা থাকে। ইয়ুরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ঘৃত ব্যবহার

প্রচলিত নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঘৃতের প্রচলন দেখা যায়।

ঋক্‌বেদে ঘৃতের বহুল উল্লেখ আছে। উহাই ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ। অবিশুদ্ধ ঘৃতকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, উপরোক্ত প্রকারে উহাকে অগ্নিতে জ্বাল দিয়া নামাইয়া উহাতে কয়েকটী লেবুপাতা ও কিঞ্চিৎ দধি, ঘোল বা দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই ঘৃত পরিষ্কার হইয়া যায়। ঘৃত খাইতে যেরূপ সুস্বাদু তাহার গুণও অনেক। ঘৃত শুক্র, আয়ুঃ ও কান্তিবৃদ্ধিকারক। ঘৃতই পুরুষের আয়ুঃ বলিয়া আর্য্য শাস্ত্রে বহু উল্লেখ আছে। (১)

ঘৃত অতি পবিত্র পদার্থ। ইহা হিন্দুগণের সমস্ত যাগযজ্ঞ পূজা, অর্চ্চনাতেই ব্যবহৃত হয়। ঘৃত ভিন্ন কোন ক্রিয়া-কাণ্ডই সম্পন্ন হয় না। গব্যের মধ্যে ঘৃত প্রধান গব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতবাসীর রসনা তৃপ্তিকর যত পদার্থ আছে তাহার অধিকাংশই ঘৃতপক্ক বা ঘৃতমিশ্র।

ঘৃত যোগে ময়দা, সুজী, চাউল, চাউলের গুড়া, বুটের বেসন, ছানা, ক্ষীর, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি দ্বারা উপাদেয় দেবভোগ্য খাদ্য দ্রব্য তৈয়ার হয়।

ঘৃত ও চিনি ঘরে থাকিলে সুগৃহিনীগণ নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন।

ঘৃত দ্বারা বহুবিধ বীর্য্যবান্ ঔষধ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষীয় বৈদ্যগণ নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য অমৃত-প্রাস, ছাগলাদ্য, পঞ্চতিক্ত, হংসাদি, গোধূমাদ্য, অশোক ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া /১ ঘৃত ৮৲, ১৬৲, ৩২৲, ৬৪৲ এমন কি ১০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। ঐ সকল ঔষধের আশ্চর্য্যগুণ দেখিয়া ইয়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছেন।

পুরাতন ঘৃত আকন্দ পত্র সংযোগে গরম করিয়া কঠিন কাশি, নিউমনিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে সেক দিলে শুষ্ক কাসি তরল হয়।

ঘৃত বাহ্য প্রয়োগে উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

ছানা ও ছানার জল।

ছানাকে ইংরেজীতে কার্ড (curd) বলে। ভাল দুগ্ধ দ্বারা অথবা ক্রীম তোলা

---

(১) "ঘৃতমায়ুঃ পুরুষস্ত।"

বা ননী তোলা দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে ভাল দুগ্ধ হইতেই ছানা প্রস্তুত করা হয়। কাঁচা ক্রীম তোলা বা ননী তোলা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ছানা কোমল ও সুস্বাদু হয় না। গো-দোহনের অনেকক্ষণ পরে কাঁচা দুগ্ধ জ্বালে চড়াইলে উহাতে লেকটীক এসিড বৃদ্ধি হইয়া দুগ্ধ কখন কখন আপনা আপনি জল ছাড়িয়া ছানাতে পরিণত হয়। তখন ঐ দুগ্ধকে নষ্ট দুগ্ধ বলে। উহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে কাঁচা ক্রীম উঠান বা ননী তোলা বা মথিত দুগ্ধের অথবা নষ্ট দুগ্ধের ছানা ব্যবহৃত হয়। ছানা প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধ কোন পাত্রে রাখিয়া উহা অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিতে হয়। যখন দুগ্ধ ফুটিতে থাকে তখন উহাকে উনন হইতে নামাইতে হয়। উপরিভাগের দুগ্ধে ক্রমশঃ অল্প অল্প ছানার জল বা দধির মাত বা ঘোল দিতে হয়। তখন উপরিভাগে ছানা জমিতে থাকে। তখন একটি দণ্ড বা কাটি দ্বারা আস্তে আস্তে নাড়িয়া দিলে নীচের দুগ্ধও ছানায় পরিণত হয়। অল্পক্ষণ পরেই শ্বেতবর্ণ ছানা হরিৎবর্ণ জল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন উহা কাপড়ে বান্ধিয়া টানাইয়া রাখিলে জল পড়িয়া যায় এবং কাপড়ের মধ্যে ছানা থাকিয়া যায়। অত্যুৎকৃষ্ট এক সের দুগ্ধে ⁄।০ পোয়া ছানা হইতে পারে। কিন্তু সচরাচর সের প্রতি ৶০ ছটাক ছানা হইয়া থাকে। দুগ্ধ ছানাতে পরিণত হইলে যে জল থাকে সেই জলকে ছানার জল বলে। ছানার জল দ্বারা এদেশে কোন কাজ হয় না। উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই ছানার জল মন্থন করিলে শতকরা ·২৫ মাখন পাওয়া যাইতে পারে। ছানার জল ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গৃহপালিত পশু পক্ষীকে খাইতে দেওয়া হয়। তথায় ছানার জল (Whay) লঘুপথ্য বলিয়া ক্রীম ও চিনি মিশ্রিত করিয়া শিশু ছেলেদিগের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুস্‌ফুসের রক্তাল্পতা, উদরাময় প্রভৃতি বহুবিধ রোগে ছানার জল পথ্য। চিনি ও ঘৃত সংযোগে ছানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য যেমন পুষ্টিকর, তেমনই রুচিকর। ছানা হইতে কত প্রকার মিষ্ট দ্রব্য যে, তৈয়ার হয় তাহা এ দেশী ভোগী মাত্রই সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন।

বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলে ছানা প্রস্তুত করার বিধান ছিল না। তথায় ক্ষীর হইতে মিষ্ট দ্রব্য তৈয়ার হইত। এখন পশ্চিম প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ছানার দ্রব্য প্রচলিত করিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পনীর।

কাঁচা দুগ্ধের ছানাকে পনীর বলে। আমাদের দেশে কাঁচা দুগ্ধ একটী পাত্রে রাখিয়া উহাতে লবণ পূর্ণ ছাগের কিম্বা গোর অন্ত্র (rennet) ডুবাইয়া দিলেই রাসায়নিক ক্রিয়ার বলে পাত্রস্থিত দুগ্ধ চঞ্চল হইয়া উঠে ও তৎক্ষণাৎ উহা জমাট বাঁধিয়া যায়, ঐ জমাট পদার্থ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া কতক্ষণ টানাইয়া রাখিলে উহা হইতে জলীয়ভাগ নিঃসৃত হইয়া যায়। তার পর উহা একটি পাত্রে লবণ সহযোগে রাখিয়া দিলে উহা হইতে আরও জলীয় ভাগ বাহির হইয়া যায়। তৎপর উহা পুনরায় কাপড়ে বান্ধিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া উহার উপর ভারী জিনিষ চাপা দিয়া সম্পূর্ণ জলশূন্য করিয়া কয়েকদিন একটি পাত্রে রাখিয়া ছায়ায় ও বায়ুতে শুষ্ক করিয়া লইলে উহা পনীর বলিয়া কথিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই পনীরের খুব আদর। মহিষের দুগ্ধেই পনীর ভাল হয়। গো দুগ্ধেও পনীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা লালবাগ নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের মহিষের বাথানে পনীর প্রস্তুত হয়। ইংরেজ মহলে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের পনীরের বেশ আদর আছে। তাঁহাদের অনেকে বিদেশজাত পনীর অপেক্ষা এই পনীরের পক্ষপাতী। তাঁহারা এই পনীরকে "বাবুপনীর" বলেন।

হিন্দুগণ পনীর ব্যবহার করে না। কিন্তু ছাগের অন্ত্র (রেনেট) দ্বারা পনীর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অম্ল সংযোগ করিয়া হিন্দুগণের ব্যবহার করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে পনীর প্রস্তুত করার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দ্বারাই গব্যজাত জিনিষের উৎকর্ষতা সাধিত হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চেডডার চিজ্‌ বা চেডডার পনীর।

সমারসেট সায়ারের অন্তর্গত চেড্ডার নামক গ্রামে এই পনীর প্রথম প্রস্তুত হয় বলিয়া উক্ত গ্রামের নামানুসারে এই পনীরের নাম চেড্ডার পনীর হইয়াছে, চেড্ডার পনীর খাদ্যের পক্ষে অতি উপাদেয়। তজ্জন্য ইয়ুরোপীয়গণ উহার অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। এই পনীরে নবনীত, কেসিন, জল এবং অল্প পরিমাণ শর্করা ও ধাতব পদার্থ বিদ্যমান আছে। উহা প্রস্তুত করিতে

হইলে, দুগ্ধ প্রথমে সঞ্চয় দ্বারাই হউক কিম্বা অন্য প্রকারেই হউক দধির ন্যায় জমাইয়া উহাতে রেণেট দিতে হয়; এবং পরে রেনেট বাহির করিয়া লইলেই দুগ্ধ জমিয়া ছানা ও জল পৃথক হইয়া যায়। তখন উহা দীর্ঘ প্রস্থ ও উর্দ্ধের সমভাগে ঘন চতুষ্কোণ আকারে কাটিয়া লইয়া পরে চাপ দ্বারা জল নিষ্কাশন করিয়া ছায়া ও বায়ু যুক্ত স্থানে শুকাইয়া লইতে হয়। ৫।৭ দিন বাতাসে রাখিয়া দিলে উহা রীতিমত প্রস্তুত হইয়া খাদ্যের উপযুক্ত হয়। এই পনীর গুলির গঠন ও রং সুন্দর এবং খাইতেও সুস্বাদু। তজ্জন্যই এই পনীরের নাম ও আদর অধিক। চেড্ডার চিজ প্রস্তুত করণের গৃহটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। উহার মেজে এরূপ উপাদানে প্রস্তুত করিতে হয় যেন, উহা জল দ্বারা ধুইয়া সহজে পরিষ্কার ও শুষ্ক করা যাইতে পারে। গৃহে ৩টী কুঠরী থাকা আবশ্যক। প্রথম কুঠরীতে পনীর প্রস্তুত করিতে হয়। দ্বিতীয় কুঠরীতে চাপ দিয়া জল নিষ্কাশন করিতে হয়। তৃতীয় কুঠরীতে পনীর শুষ্ক করার জন্য বাতাসে রাখিয়া দিতে হয়। এই জন্য তৃতীয় কুঠরীটী উপর তলায় হইলে ভাল হয়। এই কুঠরীতে বায়ু চলাচলের জন্য যথেষ্ট বাতায়ন থাকা আবশ্যক; এবং এই কুঠরীতে যাহাতে তাপের সমতা রক্ষিত হয়, তদ্‌বিষয়েও দৃষ্টি রাখা উচিত। অর্থাৎ এই কুঠরীর বায়ু ও উত্তাপ যেন সহজে অত্যন্ত উষ্ণ বা সহজে অত্যন্ত শীতল হইয়া না যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক শীতপ্রধান দেশে এই জন্য এই কুঠরীতে গরমজলের পাইপ বা বাষ্প রাখার বন্দোবস্ত থাকে। এই কুঠরীতে পনীর রাখার উপযোগী অনেকগুলি তাক্‌ রাখা উচিত। এই তাক একটী অক্ষদণ্ডের উপর স্থাপন করা উচিত, যেন তাকগুলি আবশ্যক হইলে চারিদিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। প্রথম কুঠরীটীর মেজে একদিকে একটু ঢালু রাখা উচিত, এবং উহার এক পার্শ্বে একটি অগভীর নর্দ্দমা রাখা আবশ্যক যেন পনীরের জল ঐ নর্দ্দমা দ্বারা বাহিরের নর্দ্দমায় গিয়া পড়িতে পারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গোময়।

"গবাং মূত্র পুরীষঞ্চ পবিত্রং পরমং মতং" (১)

উহা হিন্দুগণের শুদ্ধি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উহা ফেনাইলের ন্যায় দুর্গন্ধ

(১) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড।

হারক তবে ইহা অতি সহজ লভ্য। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য উহা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। উহাতে ফস্ফারিক এসিড, চূণ মেগ্নেসিয়া ও সেলিকা নামক বৈজ্ঞানিক পদার্থ বিদ্যমান আছে। ফস্ফারিক এসিড, ও চূণের ভাগই ইহাতে অধিক। গোময়ের পরিমাণ ও গুণ গোগণের ব্যবহার্য্য খাদ্য ও গোগণের বয়সের উপর নির্ভর করে। উহাতে নাইট্রোজানও আছে। গোময় অশ্বের মল হইতে বহুপরিমাণে স্নিগ্ধ। গাভীর মল অপেক্ষা মোটা ষাঁড়ের মলে লাইম ইত্যাদির ভাগ বেশী। বাছুরের মলে ৩০ ভাগ, দুগ্ধবতীর মলে ৭৫ ভাগ এবং ষাঁড়ের মলে ৯৫ ভাগ নাইট্রোজান আছে।

এই উৎকৃষ্ট সার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে আলু, সালগম, ওলকপি, ফুলকপি, বান্ধাকপি এবং পাট, ধান্য, ইক্ষু প্রভৃতি অধিক জন্মিতে পারে। গোময় যে ভাবে আমাদিগের দেশে রক্ষিত হয়, তাহাতে উহার অধিকাংশ সারভাগ রৌদ্র ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায়। ইংলণ্ডে এ বিষয়ে রয়েল এগ্রিকালচারেল সোসাইটী পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, গোময় রৌদ্র বৃষ্টিতে ৩ মাস ফেলিয়া রাখিলে শতকরা উহার ২০ ভাগ নষ্ট হইয়া যায়, ৪॥০ মাসে শতকরা ২৫ ভাগ; এবং ৬ মাসে ৪০ ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা রক্ষার উপায় এই যে, একটি গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে গোবর প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে ফেলিবে। ঐ গর্ত্ত ভরিয়া উঠিলে কতক জল দিয়া গোবর পাতলা করিয়া উহার উপর আধ হাত পরিমিত মাটী দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং ঐ গর্ত্তের উপরিভাগে টিন কি অন্য কোন চাল বাঁধিয়া দিলে উত্তম হয়। তাহাতে আর উহার কিছুই নষ্ট হইতে পারে না। গোবরগুলি এখানে সেখানে ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা অন্ততঃ এক স্থানে গাদা করিয়া রাখিলেও নীচের গোবর তত অধিক পরিমিত নষ্ট হইতে পারে না।

অনেক স্থানে জ্বালানি কাষ্টের অভাবে কৃষকগণ গোবরের চাক্তি তৈয়ার করিয়া বা ঢেলা করিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া জ্বালানি স্বরূপ ব্যবহার করে। গোবরের এই ব্যবহার দেশের ক্ষতিজনক। গোবর দ্বারা যে মূল্যবান সার হয়, তাহার পরিবর্ত্তে তুচ্ছ মূল্যের জ্বালানি স্বরূপ গোবর ব্যবহার করিলে উহা অপচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

গোবর দ্বারা কাগজ জুড়িবার জন্য একটি উৎকৃষ্ট আঠা তৈয়ার করা যায়। তাহা দ্বারা কাগজ জুড়িয়া নানা প্রকার পুতুল, খেলানা তৈয়ার করা যায়।

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার অধীন ডৌহাখলা গ্রাম নিবাসী পরলোকগত দুর্গাচরণ দে নামক একজন উদ্যোগী পুরুষ এইরূপে খেলানা, পুতুল তৈয়ার করিয়া তাহার একটি বিস্তৃত কারবার করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন।

গোবর ভস্ম গায় মাখিয়া যোগী সন্ন্যাসীগণ প্রবল শীতেও বিনা বস্ত্র ব্যবহারে থাকিতে পারেন, তাই গোময় ভস্ম শীত নিবারক বলিয়া বিবেচিত হয়। গোময় ভস্ম দ্বারা দন্তধাবন করিলে দন্তশূল, দন্তবেষ্ট ও দন্ত রোগ নিবারিত হইয়া দন্তমূলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। গোময় ভস্ম প্লীহা নাশক বলিয়া অনেকে উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া যন্ত্রণা পাইলে ঐ যন্ত্রণাস্থলে গোবর সিদ্ধ করিয়া উহার ধূম দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

শুষ্ক গোবরকে ঘুটে বলে। ঐ ঘুটের আগুণে ভাত রাধিলে ঐ ভাত অতি লঘুপাক হয়। উহা উদরাময় কলেরা প্রভৃতি রোগীর পথ্য। গোময় সিদ্ধ করিয়া সেক দিলে বাতব্যাধি রোগের বিশেষ উপকার হয়। শুষ্ক গোময় দ্বারা এদেশী কবিরাজগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রবাল প্রভৃতি জারিত করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ প্রভাতে উঠিয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে গোবর ছড়া দিয়া থাকেন। কাটা ঘায় টাট্‌কা গোবরের প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়। এবং কয়েক দিন পর কাটা স্থান জোড় লাগিয়া যায়; ঘা হয় না। তবে সতর্কতা নেওয়া কর্ত্তব্য যেন, গোবর টাট্‌কা হয়। পচা গোবরের মধ্যে নানা প্রকার কীট জন্মিতে পারে, উহা ক্ষতস্থানে লাগিলে ঘা বৃদ্ধি হইতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গোমূত্র।

গোমূত্রও হিন্দুর শুদ্ধি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বৈদ্য শাস্ত্র মতে :—

গোমূত্র ক্ষার, কটুতিক্ত, কষায় রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, দীপ্তিকারক, মেধাজনক ও পিত্তজনক। আময়িক প্রয়োগে, ইহা কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাশরোগ, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক।

গোমূত্র পান করিলে কণ্ডু, কিলাশ, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্মরোগ,

অতিসার, বাতরোগ, মূত্রাঘাত, কাস, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রন্থান্তরোক্ত গুণাদি।—কষায় তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, এবং ইহা প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে। (১)

গোমূত্র মধ্যে ফস্ফেট, পটাস্, লবণ, নাইট্রোজান, পদার্থ আছে। নাইট্রোজান মধ্যে ইউরিয়া এবং ইউরিক এসিড আছে। শস্যাদির সারস্বরূপে ইহা গোবর হইতে অধিক মূল্যবান সার পদার্থ। কিন্তু ইহাকে রক্ষা করা অতীব কঠিন। আমাদিগের দেশীয় কৃষকগণ ইহার ব্যবহার একেবারেই পরিজ্ঞাত নহে, তাই তাহারা গোমূত্র রক্ষা করে না। গোগণ গোষ্ঠে যখন বিচরণ করে তখন তাহাদিগের মূত্র সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু গোগৃহের নর্দ্দমা দিয়া গোমূত্র সকল গোগৃহের পশ্চাদ্ভাগে একটী চৌবাচ্চা করিয়া তাহাতে পরিচালিত করিয়া দেওয়াইলে গোমূত্র ঐ চৌবাচ্চায় রক্ষিত হইতে পারে। এবং তথা হইতে ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। রাত্রিতে গোশালায় গোগণের শয্যার জন্য খড় কি করাতের গুঁড়া দিয়া রাখিলে উহাতে গোগণ শয়নও করিতে পারে; এবং উহা পরদিবস প্রাতে একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে গোময় রক্ষার বিধানমত

(১) গোমূত্রং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং ক্ষারং তিক্তকষায়কম্।
লঘগ্নিদীপকং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ॥
শূল গুল্মোদরানহকণ্ডুক্ষিমুখরোগজিৎ।
কিলাসগদবাতামবস্তিরুক্ কুষ্ঠনাশনম্॥
কাস শ্বাসাপহং শোথ কামলা পাণ্ডু রোগহৃৎ।
কণ্ডু কিলাসগদশূলমুখাক্ষিরোগান্ গুল্মাতিসারমুদরাময়মূত্ররোধান্॥
কাসং কুষ্ঠ জটর ক্রিমি পাণ্ডু রোগান্ গোমূত্র মেকমপি শীতমপা করোতি।
সর্ব্বেষ্বপিচ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্।
অতোবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে॥
প্লীহোদর শ্বাস কাস শোথবর্চ্চো গ্রহাপহম্।
শূলগুল্মরুজানাহকামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ।
কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণ-শূল-নুৎ॥

রক্ষা করিলে তৎপর যথাসময় ক্ষেত্রে দিলেই চলিতে পারে। গোগৃহে বালুকা ছড়াইয়া দিয়া তাহাতে গোমূত্র পতিত হইলে ঐ গোমূত্রযুক্ত বালুকা একত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থানের লোকেরা গোমূত্র দ্বারা মলিন বস্ত্র পরিষ্কার ও ধৌত করে। গোমূত্র দ্বারা প্রত্যহ চক্ষু ধৌত করিলে বার্দ্ধক্য-কাল পর্য্যন্ত চক্ষুর জ্যোতিঃ অক্ষুণ্ণ থাকে। গোমূত্র পানে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। গোমূত্র প্লীহা রোগের মহৌষধ।

গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া তাহা লৌহপাত্রে পেষণ করিয়া ধবল রোগে বাহ্য প্রয়োগ করিলে ঐ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া তাহা দ্বারা অমৃত হরিতকী প্রস্তুত হয়। উহা উদরাময়, অরুচি, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। গোমূত্রে ধান ভিজাইয়া ঐ ধান ঘুঁঠের আগুণে সিদ্ধ করিলে ঐ ধান্যের যে চাউল হয়, তাহা কুষ্ঠরোগী ব্যবহার করিলে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারে। গোমূত্রে নিসুন্ধা পাতার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবনেও কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হইতে পারে।

ষষ্ঠ খণ্ড।

গব্যয়ী (১)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(গোরোচনা)

"পৃষ্ঠে ব্রহ্মা গলে বিষ্ণুর্মুখে রুদ্রঃপ্রতিষ্ঠিতঃ।
মধ্যে দেবগণাঃ সর্ব্বে লোমকূপে মহর্ষয়ঃ।
নাগাঃ পুচ্ছে খুরাগ্রেষু যে চাষ্টৌ কুলপর্ব্বতাঃ।
মূত্রে গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ নেত্রয়োঃশশিভাস্করৌ।
এতে যস্যাস্তনৌ দেবাঃ সা ধেনু র্বরদাস্তু মে।"

ভবিষ্যপুরাণ

কোন কোন উৎকৃষ্ট গোর মস্তকে হরিদ্রাবর্ণ শুষ্ক পিত্ত থাকে তাহাকে গোরোচনা বলে। উহা এদেশে নানা প্রকার জটিল রোগে মহৌষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। পরম পবিত্র জ্ঞানে উহা হিন্দুগণ শরীরে ধারণ করিয়া থাকেন। তন্ত্রোক্ত বিধান মত পূজায় গোরোচনা দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অবস্থাপন্ন লোকের স্ত্রীগণ ইহাদ্বারা তাঁহাদিগের কেশ রচনা করিতেন। ইহা তরল করিয়া লেখ্য মসীস্বরূপ ব্যবহার করা হইত।

ভাব প্রকাশের মতে ইহার গুণ শীতল, তিক্ত, বশ্য, মঙ্গল ও কান্তিপ্রদ। উহা বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহ, উন্মাদ, গর্ত্তস্রাব, ক্ষতজনিত রক্তরোধক।

রাজনির্ঘণ্ট মতে উহা রুচিকর, পবিত্র, বাজীকরণক্ষম। কৃমি ও কুষ্ঠনাশক ভূতোপশমনকারী, মোহজনক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(গো শৃঙ্গ)

গোগণের মস্তকের উভয় পার্শ্বে তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট কঠিন সুদৃঢ় দুইটি অংশের উদ্ভব হইয়া থাকে। উহাই গোগণের শৃঙ্গ। উহা পুরাকালে গোগণের আত্ম

---

(১) গোরিদং ত্বক্ ইত্যাদি বিশ্বকোষ।
গব্যায়ী ত্বগ্‌ভবতি ঋক্ (৯।৭০।৭) গব্যয়ী গোময়ী (সায়ন)

রক্ষার্থ সৃষ্টি হইয়াছিল। গোগণ ইহা দ্বারাই তাহাদিগকে আততায়ীর আক্রমণ হইতে স্বীয় ও স্বীয় স্ত্রীগণের রক্ষা করিত। অনেক সময় গোগণ তাহাদিগের নব প্রসূত বৎসকে কেহ ধরিতে গেলে তাহাকে আক্রমণ করে। বৃষগণের শৃঙ্গ গাভীগণের শৃঙ্গ অপেক্ষা অধিক স্থূল ও দৃঢ়; গাভীগণ হইতে বৃষগণ অধিক ক্রোধী। ইহারা শৃঙ্গ দ্বারা অনেক সময় তুল্য বলশালী অন্য বৃষের সহিত আমরণ পর্য্যন্ত লড়াই করিয়া থাকে।

গো, ছাগল, মৃগের শৃঙ্গকে (Cavicornia) কেভিকর্ণিয়া বলে। উহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম গোড়ার অংশ (Basal part) দ্বিতীয় মধ্যভাগ, তৃতীয় অংশ ইহার উপরি ভাগ। মধ্য ও উপরিভাগের অংশ হরিণগণের বৎসর বৎসর পড়িয়া যায়। গোগণের শৃঙ্গের গোল চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগের বয়স নির্ণীত হইয়া থাকে। গো শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ভূমির সার স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সার আঙ্গুর বাগানে ও পুষ্পোদ্যানে ব্যবহৃত হয়। ঐ চূর্ণের মধ্যে শতকরা ১৪·১৬ ভাগ নাইট্রোজান ও ১৯ ভাগ এমোনিয়া আছে। ইহাদিগের ভাল শৃঙ্গ দ্বারা ছড়ি ও ছাতির হেণ্ডল, ছড়ির বাঁট, বোতাম প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অপকৃষ্ট শৃঙ্গ গলাইয়া শিরিশ নামক আঠা প্রস্তুত হয়। শৃঙ্গ ভগ্ন ভিন্ন শৃঙ্গের কোন ব্যারাম হয় না। তবে শৃঙ্গের তীক্ষ্ণাগ্র কখনও বক্র হইয়া গোরুর মাথায় লাগিয়া মাথার অস্থি ভেদ করিয়া থাকে। শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া শৃঙ্গের গোড়ায় কখনও কখনও অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়। তখন কার্ব্বলিক তৈল বা লৌহ তপ্ত করিয়া বা পারক্লোরাইড অব আয়রণ কি অন্য কোন ঔষধ দিয়া যাহাতে ঘা দূষিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। এখন আর গো-শৃঙ্গ গোগণের আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় না কেবল ইহা উৎপাত জন্মান ও আক্রমণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই বিলাতি গোপালকগণ গোগণের শৃঙ্গ কাটিয়া বা ঔষধ দিয়া শৃঙ্গ নষ্ট করিয়া দেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(গোরক্ত)

গোরক্ত অতি সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া তরল নাইট্রোজান পদার্থে পরিণত হয়। শুষ্ক গোরক্তে শতকরা ১০ ভাগ নাইট্রোজান, কতক লবণ ও পটাস্

আছে। ইংলণ্ডে উহা অন্য দ্রব্যের সংযোগে সাররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদ্বারা সুরা ও চিনি পরিষ্কৃত হয় এবং প্রুসিয়ান ব্লু নামক লিখিবার কালী প্রস্তুত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(গো অস্থি)

গোর অস্থি গোর শরীরের মূল ভিত্তি। গোর অস্থি চূর্ণ অতি উত্তম সার। ইহাতে চূণ, লবণ, কেলসিকাম, ফস্ফেট্, কার্ব্বোনেট, ক্লোরাইড নামক পদার্থ আছে। আমাদিগের দেশে মৃত গো মাঠে পড়িয়া থাকিত। উহা কিছুদিন মাঠে থাকিয়া অতি উৎকৃষ্ট সাররূপে পরিণত হইত। কিন্তু অধুনা আর আমাদের দেশের গো অস্থি সকল মাঠে পড়িয়া থাকে না। ইউরোপীয় শিক্ষিত মহাজনগণ এদেশের গো অস্থি সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া বোন্‌মিলে চূর্ণ করিয়া উহা বহুমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। পুনরায় ঐ চূর্ণ সাররূপে এদেশে ক্রীত হইয়া ভূমিতে দেওয়া হইতেছে।

অস্থি সকল সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ উহা হইতে চর্ব্বির অংশ বাহির করিয়া লইয়া তাহা বদ্ধ লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া দগ্ধ করা হয়। উত্তাপেই অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া যায়। এবং উহার জলীয় ভাগ পৃথক হইয়া যায়। তৎপর ঐ তরল অংশ চোয়াইয়া এমোনিয়া লিকার (amonia liquor) এবং অস্থি নির্য্যাস (Bonetar) প্রস্তুত হয়। এমোনিয়া লিকরের মধ্যে অস্থির নাইট্রোজান অংশই অধিক থাকে। ইহা হইতে এমোনিয়া সল্ট তৈয়ার হয়। অস্থি নির্য্যাস হইতেও নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহার অবশিষ্টাংশই প্রাণীজ অঙ্গার। ইহা পুনঃপুনঃ পোড়াইলে উহার বর্ণ সাদা হয়। উহা দ্বারাই চিনি পরিষ্কৃত হয়। পুনঃপুনঃ উহা তরল চিনিতে ডুবাইলে চিনির রক্তাংশ দূর হইয়া চিনি সাদা হয়। পুনঃ পুনঃ চিনি পরিষ্কার করার পর আর উহার পরিষ্কার করার কোন ক্ষমতা থাকে না। তখন উহা পুনরায় পোড়াইয়া সার স্বরূপে বাজারে বিক্রীত হয়। যতই চিনি পরিষ্কার করা যায় ততই উহাতে কার্ব্বণের ভাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। উহাতে শতকরা ২০ ভাগ কার্ব্বণ, কিছু নাইট্রোজেন ও ফস্ফেট থাকে।

বর্ত্তমান সময় অস্থিচূর্ণ সার যেরূপ মূল্যবান্ ও সারবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়, আর কোন সার এরূপ বিবেচিত হয় না। ইহা এত আদরণীয় হওয়ার

৩টী কারণ দেখা যায়। প্রথমতঃ ইহা ইউরোপে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে। ২য় উহার ফল বর্ষব্যাপী। তৃতীয় কৃষকগণ এই সারের সুফল সম্বন্ধে নিশ্চিত।

ইংলণ্ডে এই অস্থি চূর্ণসার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নীত হয়। ইহার অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে যায়। ১৯০৫ খৃঃ ৪৭৩৪৬ টন গবাস্থি ইংলণ্ডে নীত হইয়াছে (১) ইংলণ্ডে নানাপ্রকারে প্রতিবর্ষে লক্ষ টন এই অস্থিচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতীয় অস্থিচূর্ণ অধিক সারবান্।

হাড়ের ভিতরে যে চর্ব্বীর ভাগ (marrow) থাকে, উহা হাড়ের সার অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। এই চর্ব্বিদ্বারা মোমবাতি, গ্লিসারিণ (Glycerine) নামক ঔষধ এবং সাবান তৈয়ার হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(গো চর্ম্ম)

ভারতে গোচর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ জ্ঞানে বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতি শুভকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। এমন কি ব্রহ্মচারীগণও উপনয়নকালে চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিতেন। ক্রমে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রভাবে গোচর্ম্ম অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (২)

---

(১) "We import bones from a great many different parts of the world but the chief sources of supply are the East Indies and the Argentine." Page 183. Vol. II S. E. M. Agriculture.

(২) সামবেদীয়বিবাহপদ্ধতৌ—

প্রাগ্‌গ্রীবাস্তৃতলোহিতবৃষচর্ম্মণি অবিধবাঃ পুত্রবত্যোব্রাহ্মণ্যোবধূমুপবেশয়েয়ুঃ ইতি। অত্র গোভিলসূত্রং। গৃহগতাং পতিপুত্রশীলসম্পন্নাব্রাহ্মণ্যোহব রোপ্যানডুহেচর্ম্মণ্যুপবেশয়ন্তি ইতি।

উপনয়নপদ্ধতৌ

অনেনমন্ত্রেণ চর্ম্মপাদুকাযুগলেপাদৌ নিদধ্যাৎ॥

অত্রগোভিলসূত্রং। নেত্র্যোস্থোনয়ত মামিত্যুপানহৌ।

অস্যার্থঃ আবধ্নীত ইত্যনুবর্ত্ততে। উপানহৌ চর্ম্মপাদুকাযুগলে যোগ্যত্বাৎ পাদয়োঃ॥

অত্রগোভিলঃ

অপরেণাগ্নিমানডুহঃ রোহিতঃ চর্ম্মপ্রাগ্‌গ্রীব মুত্তরলোমাস্তীর্ণং ভবতি॥

গোচর্ম্ম দ্বারা জুতা, জিন, গদি, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, বসিবার আসন, ব্যাগ ট্রাঙ্ক, তরবারির খাপ ইত্যাদি মূল্যবান্ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। তজ্জন্য প্রতিবর্ষে ভারতবর্ষ হইতে বহুকোটী টাকার গোচর্ম্ম বিলাতে রপ্তানী হয়। তথায় চর্ম্ম সকল পাকা করে। এবং পুনরায় ঐ চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য ভারতবর্ষে আসিয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হয়।

ভূমিতে পুতিয়া রাখিলে উহাদ্বারাও সারের কার্য্য হয়। গোচর্ম্ম ইংলণ্ডে নীত হইলে চর্ম্ম-ইনস্পেক্টার ইহাদিগের লেজে ১।২।৩ চিহ্নিত করিয়া চর্ম্মের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেন; তদনুসারে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চর্ম্ম পাকা করার প্রণালী।

(ক্রোম ট্রেনিং)

"কষায় চর্ম্ম চেলবৎ"

India possesses an extensive series of excellent tanning materials such as acacia pods and bark cutch, Indian sumach, tanner's cassia, mangroves, myrabolams and others.

I. G.

Vol. II p. 189.

The imports of boots and shoes have for some years been increasing rapidly. In 1886-7 the supply was valued Rs. 11,30000 and in 1903-4 at Rs. 2790000 lacs.

Imperial Gazettear.

Vol. III p. 190.

পুরাকালে ভারতে কষায় দ্রব্য সংযোগে চর্ম্ম পরিশোধন (টেন)

করার বিধান ছিল! ঐ চর্ম্ম কোষেয় বস্ত্রের ন্যায় শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

ভারতে চর্ম্ম পাকা করার উৎকৃষ্ট মাল মসল্লা সমস্ত বিদ্যমান থাকিতেও এদেশবাসীগণ অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চর্ম্ম পাকা করা ভুলিয়া গিয়াছে; ইহাতে ঐ হইতেছে যে, আমাদিগের দেশের ১০০০,০০০০ দশ কোটী টাকায় চর্ম্ম পাঁচ কোটী টাকায় বেচিয়া পুনরায় উহা ২০০-০, ০০০ বিশ কোটী টাকায় ক্রয় করি। বুট, জুতা, স্লিপার, ঘোড়ার সাজ, ট্রাঙ্ক, ব্যাগ, বই বাণ্ডিং চামড়া প্রভৃতি শত শত প্রয়োজনীয় চামড়ার দ্রব্য আমরা বিদেশ হইতে আনিয়া ব্যবহার করি। ১৮৭৬-৭ অব্দে ১১৩০০০০০ টাকার জুতা ও বুট এদেশে আসিয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ২৭৯০০০০০ টাকার জুতা ও বুট বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৪৪টী টেনারি ছিল। তাহাতে ৩৮০৪ জন মজুর খাটিত। ১৯০৩ সনে ৪৩ টেনারি হইয়াছে। ৭০০০ লোক খাটিতেছে। ঐ ৪৩টীর মধ্যে মান্দ্রাজেই ৩৭টি।

পৃথিবীব্যাপী চর্ম্মের অতি বিস্তৃত ব্যবসায় চলিতেছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ৫,৩০০০০০০ কোটী টাকার চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। আমাদের দেশে নিতান্ত অজ্ঞের মত পশুগুলির চর্ম্ম উত্তোলন করা হয়, তজ্জন্য ইহা অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পশুগুলির চর্ম্মোৎপাটন না করায় হয়ত ১০ কোটী টাকার চর্ম্ম ৫,০০০০০০০৲ কোটী টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও এতদিন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চর্ম্মোত্তলনের প্রথা ছিল না। এখন যে চর্ম্ম উত্তোলিত হয়, তাহাতে কোন কাটা বা ক্ষত হয় না।

উহা দ্বারা জুতার তলা, কমরবন্ধ, ঘোড়ার সাজ তৈয়ার হইতে পারে। একটী উৎকৃষ্ট গোচর্ম্মের মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৭½ পেনি অর্থাৎ ৵১সের চর্ম্মের মূল্য ১ শিলিং ৩ পেন্স (৸৵০)। একটী ভাল চর্ম্মের ওজন ৭০ পাউণ্ড ধরিলে উহার মূল্য ৩২৲ টাকার উপর হয়। আমাদিগের দেশে একটী ভাল চর্ম্মের মূল্য ৩।৪৲ টাকার অধিক নহে। সমস্ত চর্ম্মটি—মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত উঠাইলে উহার মূল্য অধিক হয়। আমেরিকাতে ঐ চর্ম্ম উত্তোলনকারীদিগের কার্য্য পরিদর্শন জন্য ইনস্পেক্টার আছে। যাহারা ভালরূপ চর্ম্ম উঠাইতে পারে না, তাহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া তাহাদিগের স্থলে উৎকৃষ্ট লোক নিযুক্ত করা হইয়া

থাকে। কারণ খারাপ ভাবে গোচর্ম্ম উত্তোলন করায় দেশের কোটী কোটী টাকা ক্ষতি হয়। দেশের ধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধির জন্য এই চেষ্টা। হায়! এদেশের ধনের যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহা কে দেখে!

গোচর্ম্মকে টেন অর্থাৎ পাকা চর্ম্ম বা বিলাতী চর্ম্মে পরিণত করিলে উহাতে জাতীয় ধনভাণ্ডারের অসীম উন্নতি হইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্বদেশে মনুষ্য নানা প্রকারে গোচর্ম্ম ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ চর্ম্ম সুদৃঢ়, মসৃণ ও সুরঞ্জিত করার বিধান হইয়াছে।

ঐ ব্যবসায়ে দেশে কোটী কোটী টাকার ধনাগম হইতে পারে। চর্ম্ম মধ্যে দুই প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। একটী রোম অপরটী রোম বিহীন চর্ম্ম। রোম, শৃঙ্গ, খুর ইহারা একই উপাদানে গঠিত। চর্ম্মের মধ্যে রোমের গোড়ায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রগুলি দ্বারাই চর্ম্ম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়। তজ্জন্যই বিশেষ সতর্কতা নেওয়া কর্ত্তব্য। চর্ম্মের উপদান গুলিও জানা আবশ্যক।

চর্ম্মে :—

কার্ব্বন ...	...	৪৯ - ৫৫ ভাগ।
নাইট্রোজান···	...	১৫ - ১৯ ভাগ।
হাইড্রোজান	...	৬$\frac{১}{২}$ - ৭$\frac{১}{২}$ ভাগ।
অক্সিজান ···	···	১৭ - ২৬ ভাগ।
গন্ধক ...	···.	কিছু পরিমাণ।
ফস্ফরাস ...	...	কিছু পরিমাণ।

ঐ চর্ম্ম প্রথমতঃ পচিয়া না যায় তজ্জন্য উহা ৩ প্রকারে রক্ষা করার বিধান

(১) চর্ম্ম শুষ্ক করা, (২) লবণ দিয়া রাখা, (৩) লবণ সংযোগে শুষ্ক করা। শুষ্ক করা চর্ম্ম স্যেঁতস্যেঁতে হইয়া নষ্ট হইতে পারে। লবণ দিয়া রাখাই উৎকৃষ্ট প্রণালী। চর্ম্মের ভিতরের দিকে অর্থাৎ মাংসের দিকে চর্ম্মের ওজনের শতকরা ২৫ ভাগ লবণ দিয়া রাখিলেই চর্ম্ম উত্তম থাকে। চিকাগোতে এই প্রথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় লবণ সংযোগে শুষ্ক করিয়া থাকে। পাহাড় অঞ্চলে যে সকল পশু বিচরণ করে, তাহাদিগের চর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিম্ন জলাভূমির প্রভৃত দুগ্ধবতী গাভীর চর্ম্ম, চর্ম্মের হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট।

বাছুরের চর্ম্মও উৎকৃষ্ট। বৃষের চর্ম্ম তত উৎকৃষ্ট নহে।

চর্ম্ম উঠানের উপর চর্ম্মের মূল্য নির্ভর করে। মাংস ও চর্ব্বিহীন ভাবে, চর্ম্মে কোন চিহ্ন না করিয়া চর্ম্ম উঠাইতে পারিলেই তাহার মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

রৌদ্রে শুকানের সময় খোঁটার দাগ, ছুরির দাগ, ছুরির ছাল তোলা দাগ, রাখালের আঘাতের চিহ্ন বা জীবিত পশুর শরীরে অন্য কোন প্রকার দাগের চিহ্ন থাকিলে চর্ম্মের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। বিশেষতঃ গোরু দাগানের চিহ্ন দ্বারা চর্ম্মটির অত্যধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। জীবিত গোর গায় একপ্রকার দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট কীট জন্মে। উহারা চর্ম্মের ভিতর ছিদ্র করিয়া চর্ম্মের ভিতর দিকে বাসা তৈয়ার করিয়া বাস করে। ঐ কীটে নষ্ট করিলে চর্ম্মের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যায়। ঐরূপ দাগী চর্ম্ম অত্যন্ত কম মূল্যে বিক্রীত হয়। যাহাতে জীবিত পশুর গায় ঐ কীট জন্মিতে না পারে, গৃহস্থের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোমহীন অবস্থার চর্ম্ম ওজনে খরিদ, বিক্রয় হইয়া থাকে। লেজে ওজনটী লিখিত হইয়া থাকে। যে চর্ম্ম ওজনে যত অধিক হয় তাহা তত ভাল জাতীয়।

ইংলণ্ডের হেরিফোর্ড প্রভৃতি স্থানের ও সুইজারলেণ্ড, হলণ্ড প্রভৃতি দেশীয় চর্ম্মও ভাল। উপরের কার্য্যের জন্য ভারতবর্ষীয় চর্ম্মও অতি উৎকৃষ্ট। (১)

চর্ম্ম টেন অর্থাৎ পাকা করিতে হইলে, প্রথমতঃ চর্ম্ম ভিজাইয়া উহার মধ্যে যে গোবর মাটী থাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। চামড়ায় যে লবণ থাকে তাহাও প্রচুর জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। অধিক দিবস জলে রাখিলে চামড়া পচিয়া যাইতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা আবশ্যক। শুষ্ক চামড়া নরম করা একটু কঠিন তবে এখন কষ্টিক সোডার জলে বা ০·১ শক্তির সোডিয়াম সাল্‌ফাইড জলে ভিজাইয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ লোমহীন করা।—ইহা দুই প্রকারে সম্পাদিত হয়।

(ক) চামড়া ঘামাইয়া (খ) চামড়া চুণের জলে ভিজাইয়া। চামড়া ঘামান অর্থাৎ বায়ুবদ্ধ করিয়া ৭০°F হইতে ৮০°F পর্য্যন্ত উত্তপ্ত একটা ঘরে ৪ হইতে ৬

(১) East India Kips are very suitable for upper leather.
S. E. M. A. Vol. VIII p. 46.

দিন রাখিলে লোমের গোড়া শিথিল হইয়া যায়। তখন উহা সহজেই লোমহীন করা যায়।

চূণের জলে সোডিয়ামসালফাইড ($Na_2S, 9H_2O$) মিশাইয়া উহাতে চামড়া ডুবাইলে সহজেই উহা লোমহীন হইয়া যায়। চূণের জলে আর্সেনিক সালফাইড (realgar, As_2S_2) কিংবা কেলসিয়াম হাইড্রোসালফাইড ($Ca(SH)_2$) মিশাইয়া ঐ জলে চামড়া ভিজাইলেও সহজে লোমহীন করা যায়। চামড়ায় চর্ব্বীর ভাগও দূর হইয়া চামড়াটী বেশ তৈয়ার হয়। চামড়ার ভিতর দিকে অর্থাৎ মাংস যে দিকে থাকে ঐ দিকে ঐ মিশ্রজল দিতে হয়। ঐরূপে চামড়ার অবস্থানুযায়ী এক সপ্তাহ হইতে ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় লাগে। একটী তির্য্যগ্ (হেলান) ভাবে ঝুলান কাঠের উপর চামড়া রাখিয়া একটী দুইদিগে বাঁটওয়ালা ছুরী দিয়া চাঁচিয়া লইলেই চামড়ার লোম পড়িয়া যায়। চামড়ার চর্ব্বীও ছুরী দিয়া চাঁচিয়া ফেলাইতে হয়।

তৃতীয় প্রক্রিয়া।—চূণের প্রতিক্রিয়া করা ও ভিজা চামড়া যে একটু ফুলিয়া উঠে ঐ স্ফীতি দূরীকরণ এবং চামড়া মোলায়েম করণ।

কুকুরের বিষ্ঠাসহ জল গরম করিয়া ঐ জলে চামড়া ভিজাইলে চামড়ার চূণের ভাগ দূর হয়, এবং চামড়ার ফোলা দূর হয়। ঐ ঘৃণাজনক কার্য্য ভিন্ন এই প্রক্রিয়া অন্য কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পাদনের বিস্তর চেষ্টা হইতেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাসিত হয় নাই। তবে পাত্লা চাম্ড়ার চূণা দূর করিতে কুকুরের বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে পায়রা ও মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ভূষি জলে ফুটাইয়া ঐ ফুটন্তজলে চামড়া ভিজাইয়া রাখিলে ঐ ভূষি চূণের প্রতিক্রিয়া করিয়া চামড়া হইতে চূণের ভাগ সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া দেয়। মোটা চামড়া অধিককাল চূণে ভিজান থাকিলে লেক্‌টিক্ (Lactic), এসেটিক (Acetic), বোরিক (Boric) এসিডের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া চূণ দূর করা হইয়া থাকে। ইহার পর ঐ হেলানবীমে তুলিয়া ছুরী দিয়া চাঁচিয়া চামড়াটী পরিষ্কার করা হয়। ইহার পরই চামড়া প্রকৃত পাকা করার কার্য্য আরম্ভের যোগ্য হয়। বহু প্রকারে চামড়া পাকা করা যায় তন্মধ্যে উদ্ভিদ্ পদার্থ দ্বারা, ধাতব পদার্থ দ্বারা, ও তৈলদ্বারা এই তিন প্রকারই অধিক উল্লেখযোগ্য।

ওক, ডুমুর, পাইন (Pine), হেমলক (Hemlock), গাম্বিয়ার (Gombior Wattle), (Mimosa), Berch, Larch, Mangrove Malac এই সকল গাছের ছাল জালায় ভিজাইয়া রাখিলে উহা পচিয়া যে কস তৈয়ার হয়, তাহার নাম টেনলিকার (Tan liquors) বাজারেও টেন-লিকারের বা টেনরসের খরিদ বিক্রয় হয়। সুয়ার্চ (Surch) গাম্বিয়ার (Gombior) পাতায় এবং মারোবেলাস (Myrobalaus) ভেলোনিয়া (Valonia) গাছের ফল হইতেও টেনলিকার তৈয়ার হয়। অধিক দিনের পুরাতন টেনলিকারই অধিক কার্য্যকারী হয়। উহাতে হাল্কা চামড়া ও মোটা চামড়া অনুসারে ছয়মাস হইতে একবৎসর ভিজাইয়া রাখিলে চামড়া পাকা হয়।

ধাতব প্রক্রিয়ায় চামড়া পাকা করা।—ফিটকারী, লবণ, ডিমের খোসা (Yolk), জলপাইর তৈল, ময়দা দ্বারায়ও পাকা করা যায়। তবে এখন ক্রোম (Chrome) দ্বারা পাকা করার প্রথাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইয়াছে। ক্রোমিক সল্ট (Chromic salt) $Cr(OH)SO_4$ উহাতে সোডা মিশাইয়া ক্রোম এলাম তৈয়ার হয়। হাইড্রো-ক্লোরিক (Hydro chloric acid) সহ পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট (Potassium-dichromate) যোগ করিয়া (CrO_3) উহাতে চামড়া ভিজাইয়া ক্রমে উহার শক্তি বৃদ্ধি করিলে চামড়া পাকা হয়।

তৈল দ্বারা পাকা করার নিয়ম।—কড মাছের কি অন্য কোন সামুদ্রিক মাছের তৈল চামড়াতে ছড়াইয়া একঘণ্টা চামড়া পিটিয়া একদিন টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দিতে হয়, যে পর্য্যন্ত চামড়া পাকা না হয় সেই পর্য্যন্ত এইরূপে পুনঃ পুনঃ তৈল দেওয়া ও পুনঃ পুনঃ পিটিয়া ঐরূপ এক একদিন টাঙ্গাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

শেষ ক্রিয়া।—ইহার পর মসৃণ পাথর ব্রাস এবং (Slicker) দ্বারা উত্তমরূপে ঘসিয়া উহার উপরের সকল ময়লা দূর করিয়া পুনরায় শুকাইয়া উহা উত্তমরূপে রুল দিয়া ঘসিয়া ব্রাস করিয়া তৈল দিয়া রাখিলেই চামড়া উত্তমরূপে পাকা হয়। ড্রেসিং চামড়ায় অধিক তৈল ও চর্ব্বি দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে চামড়া মোলায়েম হয়, জলে নষ্ট হইতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গো-রোম।

স্তন্যপায়ী জন্তুমাত্রেই চর্ম্মের উপর অল্প বিস্তর রোম হয়। তিমি, সিন্ধু-ঘোটক, হস্তী প্রভৃতির চর্ম্ম স্থূল, তাহাদিগের গায়ের রোমের সংখ্যা কম। কিন্তু গবাদি পশুর সর্ব্ব শরীর সূক্ষ্ম রোমরাজি দ্বারা আবৃত। উহাদ্বারা তাহাদের শরীর শীততাপ হইতে রক্ষিত হয়। লোমের নিম্নভাগের নাম রোমকূপ। শৃঙ্গগুলি দৃঢ়, তাহাতে রোম থাকে না। রোম সকল সাদা, কাল, লাল ও নানা বর্ণের হইয়া থাকে। বসন্তকালে প্রকৃতি যখন নব সাজে সজ্জিত হয়, বৃক্ষ লতা নব পল্লবিত হয়, গোগণও তাহাদিগের পুরাতন রোম সকল ত্যাগ করিয়া নব রোমরাজি দ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে। রোম সকল শরীরের অভ্যন্তরস্থিত রক্ত দ্বারা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। শরীরের ভিতরের রক্ত দূষিত হইলে কি গো শরীরাভ্যন্তরে গো-শরীরের ক্ষয়কারী কোন পীড়া হইলে বাহিরের রোমেও তাহা প্রকাশ পায়। কোন কোন স্থানে রোমগুলি উঠিয়া যায়। রোম সকল আচড়াইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। গোলাঙ্গুলের অগ্রভাগের রোম সাধারণতঃ দীর্ঘ থাকে। চমরী গোর লাঙ্গুলে অতি দীর্ঘ সাদা ও কাল রোমরাজি থাকে। উহা দ্বারা চামর প্রস্তুত হয়।

৮ম পরিচ্ছেদ।

(গো দন্ত)

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, একটী পূর্ণ বয়স্ক গোর নীচের পাটীতে ২০টী, ও উপরের পাটীতে ১২টী, মোট ৩২টী দাঁত হয়। তন্মধ্যে নীচের পাটীর চর্ব্বণ দন্তগুলি দুধ দাঁত পড়িয়া গিয়া পুনরায় উত্থিত হয়।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে, দন্তগুলি গবাস্থির ন্যায় পদার্থ। উহাদিগকে চূর্ণ করিলেও অস্থির ন্যায় সার ও অস্থি স্বরূপে অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। গোদন্ত চূর্ণ করিয়া বিস্ফোটকে প্রলেপ দিলে ঐ বিস্ফোটক বিনা অস্ত্র প্রয়োগে ফাটিয়া যায়।

৯ম পরিচ্ছেদ।

(গো অন্ত্র)

গো অন্ত্র দ্বারা আমাদের দেশীয় ধুনকরগণ তাহাদিগের ধুনন যন্ত্রটীতে ব্যবহার করে। এবং উহা ঢোলক প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

আমাদিগের দেশে গোর বাথানেও গোঅন্ত্র দুধে সংযোগ করিয়া পনীর প্রস্তুত করে। গো অন্ত্র হইতে পেপ্‌সিন নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারে প্রত্যহ যে গোবধ হয় তাহার অন্ত্রগুলি বহুমূল্যে বিক্রীত হয়।

১০ম পরিচ্ছেদ।

(গো মাংস)

ইউরোপে গোমাংস খাদ্যরূপে প্রভূত ব্যবহৃত হয়। গরীব দিগের পক্ষে গোমাংস খাদ্য একমাত্র সম্বল। এই জন্য গ্রেট ব্রিটেনও ইউরোপের নানা স্থানে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশে গো রীতিমত প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও মুসলমানগণ মধ্যে গোমাংস খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

তবে ভারতে হিন্দু, বুদ্ধ, জৈন, শিখ গোগণকে তাহাদিগের মহোপকার স্মরণ করিয়া বধ করা বা তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করা মহাপাপ বলিয়া মনে করেন।

বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও গো হনন করা মহাপাপ বলিয়া বিধি বদ্ধ হইয়াছে। তাই গোর একটি নাম অঘ্ন্যা (১) বিশেষতঃ গো মাংস এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় লোকের পক্ষে বিষতুল্য। গো মাংস ভোজনে গলিত কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে।

---

(১) অঘ্ন্যা (হননের অযোগ্যা)—ঋক্ বেদ

সপ্তম খণ্ড।

গোজাতির রোগ ও চিকিৎসা।

গো চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়।

চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ একটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যেন পীড়িত গো দিগকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করা অপেক্ষা যাহাতে উহাদের পীড়া না জন্মে, তৎপ্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

রুগ্ন পশুকে প্রথমতঃ অতি সহজ লভ্য অনিষ্টাশঙ্কাহীন সামান্য সামান্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত।

পশুদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, শুষ্ক ও বায়ু সঞ্চালিত গৃহে রাখিলে, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বায়ু সেবন করাইলে, অপর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্য দিলে, ও শীতাতপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিলে পশু শরীরে সহজে পীড়া প্রবেশ করিতে পারে না। পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত জল ও ঐ জলজ খাদ্য পশুদিগকে খাইতে না দিলে, পশুদিগের উপর রোগের আক্রমণ অতি অল্পই হইয়া থাকে।

তরল ঔষধই পশুদিগকে খাওয়ান সুবিধা জনক। আদা, শুঁঠ, রাই কি সরিষা চূর্ণ প্রভৃতি সামান্য উত্তেজক পদার্থ সংযোগে ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঐ ঔষধ প্রথম তিনটী পাকস্থলীতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে। গাভীর ঔষধের মাত্রা ঘোড়ার ঔষধের মাত্রার দ্বিগুণ। এপছম সল্ট (লবণ) গো জাতির অতি উৎকৃষ্ট বিরেচক ঔষধ।

পীড়িত পশুর চিকিৎসা করিতে হইলে সুস্থাবস্থায় উহার শরীরের উত্তাপ, নাড়ীর গতি ও শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

গোরুর নাড়ী তাহার চোয়ালে (Jaw) পরীক্ষা করা সুবিধা জনক, কারণ শরীরের ভিতর হইতে একটী নাড়ী (submaxilary artery) দাঁতের গোড়া দিয়া মুখে গিয়াছে।

লেজের গোড়ায় অথবা ১ম পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থলেও নাড়ী পরীক্ষা করা যায়।

তর্জ্জনী ও মধ্যমা একদিগে ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অপরদিগে দিয়া টিপিয়া ধরিলেই নাড়ী পাওয়া যায়।

বয়সের ব্যতিক্রম অনুসারে নাড়ীর গতির ব্যতিক্রম হয়। অল্প বয়স্ক গোর নাড়ী প্রতি মিনিটে ৫৫ হইতে ৬৫ বার স্পন্দিত হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা ও তাহার গতির প্রকৃতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। গোরুর বক্ষঃস্থলে কাণ দিয়া উহা নির্ণয় করা যায়। গোরুর শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া উহার বুকে উত্থান পতন গণনা করিয়া স্থির করা যায়।

শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা প্রতি মিনিটে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ বার হইয়া থাকে।

নাড়ীর গতির অনুপাতে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যার অনুপাতে ১৪$\frac{২}{৩}$ হইয়া থাকে। (১)

মানুষের যে সমস্ত পীড়া হয়, গো শরীরেও প্রায় ঐ সকল পীড়া হইতে দেখা যায়। ঐ সকল রোগ ব্যতীত ও অন্য ২। ৪ টী পীড়ায় গোগণ আক্রান্ত হয়।

মনুষ্যের ব্যাধিতে গোগণ আক্রান্ত হইলে তাহার চিকিৎসাও মনুষ্যের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিলে ফল পওয়া যায়।

মানুষের চিকিৎসাও গো চিকিৎসায় এক রূপ ঔষধাদি দ্বারা ফল পাওয়ার কয়েকটি কারণ দেখা যায়।

(১) গো দুগ্ধ পান করিয়া মানব শরীর অতি সুন্দর রূপে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে পারে।

(২) পশুর মধ্যে গোগণই মানবের ন্যায় ৯ মাস ১০ দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করে।

(৩) গোবসন্তের বীজ দ্বারা টিকা দিলে মানব শরীরে রীতি মত বসন্ত প্রকাশিত হয়।

(৪) প্রবল রক্তামাশয়ে আক্রান্ত একটি গাভীকে (গোচিকিৎসক ও গো ঔষধের অভাবে) মানুষের ব্যবহার্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য হইতে ও একটি বিকারগ্রস্থ গাভীকে কেবল মকরধ্বজ প্রয়োগে আরোগ্য হইতে দেখাগিয়াছে।

(৫) বহু বিজ্ঞ চিকিৎসকেরও এই মত যে মানুষের ব্যাধির ঔষধ ব্যবহার করিলে গোগণ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

(১) Farmer's Eucyclopedia by D Magner p. 375.

গো শরীরের উত্তাপাদি।

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ফরেনহিট তাপমাণের ৯৮·৪ ডিগ্রী। গো শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ঐ তাপমানের ১০১·৮। গো শরীরে ঐ পরিমাণ তাপের উর্দ্ধ হইলে গোগণের জ্বর হইয়াছে অনুমাণ করিতে হইবে।

গোরুর ঔষধের মাত্রা মানুষের ঔষধ মাত্রার ৬ হইতে ১০ গুণ।

মাঝারি রকম গোকে মানুষের ঔষধের ৮ গুণ ঔষধ দিলে ফল পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র গোকে ৬ গুণ ও হান্সী, নেলোর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ গোর জন্য মানুষের ঔষধের ১০ গুণ ঔষধ দেওয়া উচিত।

এক মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত বৎসের ঔষধের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের ঔষধের মাত্রার অর্দ্ধেক।

এক মাসের ন্যূন বয়স্ক বৎসের ঔষধের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের ১ চতুর্থাংশ।

ঔষধ খাওয়ান—

(১) যদি ঔষধ সহ মিষ্ট দ্রব্য সংযোগে কলার কি বাঁশের পাতা দিয়া গ্রাস তৈয়ার করিয়া ঐ গ্রাস খাইতে দেওয়া যায় তবে গোগণ সহজে ঐ ঔষধ খায়।

(২) তরল ঔষধ ও মিষ্ট দ্রব্য সংযোগে খাইতে দিলে ঐ তরল দ্রব্য চাটিয়া খায়।

(৩) ঐ রূপে না খাইলে,

সরুমুখ বোতলে, বাঁশের কি নলের চোঙ্গে ঔষধ ভরিয়া ২জনে মুখটি ফাঁক করিয়া (হা করাইয়া) অন্য এক জনে মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া ধরিয়া রাখিলে, গো ঢোক গিলিলেই ঔষধ পেটে প্রবেশ করে। এই ভাবে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে সতর্কতা লওয়া প্রয়োজন, যেন গোরুর নাকের ভিতর ঔষধ প্রবেশ না করে।

গোরুর উপর জোর জবরদস্তি না করিয়া যাহাতে সহজে ঔষধ খাওয়ান যাইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ সতর্কতা লওয়া আবশ্যক।

নলের ও বাঁশের চোঙ্গা তৈয়ার করিতে হইলে বাঁশের চোঙ্গের মুখটা টেরা ভাবে কাটিয়া বেশ মসৃণ করিয়া দেওয়া উচিত যেন কর্ত্তিত অংশ ধারাল না হয়।

গোজাতির রোগ।

গোজাতির পরিপাক শক্তি অত্যন্ত প্রবল।

ডাইল, কলাই, ও খাদ্য দ্রব্যের খোসা ভূষী ছাল যাহা মনুষ্য অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করে গোগণ তাহা খাইয়া অনায়াসে হজম করিতে পারে।

সেই জন্য সহজেই অনুমিতি হয় যে গোগণকে সযত্নে রাখিয়া উত্তম রূপ আহার্য্য দ্রব্য দিলে গোগণ দৈবাৎ পীড়িত হয়।

নিম্নের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখিলে গোগণের শরীরে তত রোগই জন্মিতে পারেনা।

(১) পালে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে অন্য গোগণকে পাল হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত।

গোগণকে কদাহার, অল্পাহার বা অত্যধিক আহার দিলে গোগণ পীড়িত হয়।

গোগ্রাস, খড়, নেড়া, ভুষি সময়মত সংগ্রহ করিয়া রাখিলে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি; জল প্লাবন নিবন্ধন গোগ্রাসের অভাবে গোগণ পীড়িত হয় না।

আনাহারক্লিষ্ট গোগণকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা খাদ্য স্বরূপ বাহা সম্মুখে পায় তাহাই আহার করে, তখন কুখাদ্য খাইয়া গোগণ পীড়িত হয়। গোগণকে উপযুক্ত মত আহার দিলে গোগণ পীড়িত হয় না।

বঙ্গের অনেক স্থানে বর্ষার অপগমে জলমগ্ন স্থানের পঁচা ঘাস খাইয়া গোগণ পীড়িত হয়। ঐ সকল ঘাস অতীব অস্বাস্থ্যকর।

ঐ সকল স্থানের পঁচা দুর্গন্ধ যুক্ত পঙ্কিল জল খাইলেও গোগণ পীড়িত হয়।

গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে, পৌষ মাঘ মাসের ভীষণ শীতে, বর্ষাকালের প্রবল বারি ধারায় অনাবৃত স্থানে থাকিলে গোগণ পীড়িত হয়।

উহার নিবৃত্তি করা উচিত।

আর্দ্র, দুর্গন্ধ বায়ু যুক্ত স্থানে বাস করিলে গোগণ পীড়িত হয়। তাহা ও যাহাতে না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সংক্রামক রোগ।-

গোজাতির নানা প্রকার সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পালে পালে গতাসু হয়। গো মাংস ভোজীদিগের দ্বারা যে পরিমাণ গো হানি

হয়, গোমড়কে ততোধিক গোহানি হয়; তজ্জন্য গোগণ যাহাতে মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এবং যদি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধিতে গোগণ আক্রান্ত হয়, তবে যাহাতে ব্যাধি-মুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য সাবধানে ঔষধাদি প্রদান করা উচিত। এবং সংক্রামক ব্যাধিতে কোন একটি গো আক্রান্ত হইলে উহাকে পৃথক স্থানে রাখিয়া সম্পূর্ণ ভাবে সংস্পর্শ-বিহীন অবস্থায় ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেশে ঋষিগণ গো-চিকিৎসার নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এখন পরাশর সংহিতা (১) বৃহৎ সংহিতা (২) শাঙ্গধর পদ্ধতি (৩) অগ্নিপুরাণ (৪) গরুড় পুরাণে মাত্র কতক দৃষ্ট হয়। অন্যান্য গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে। চিকিৎসা গ্রন্থপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় সুশ্রুতের গুরুপ্রণীত একখানা গো চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল (৫)।

বসন্ত বা গুটি Rinder pest

এই ব্যাধি গোজাতির সর্ব্বাপেক্ষা সংক্রামক ও মারাত্মক। দক্ষিণ আফ্রিকায় গত যে ভীষণ গোমড়ক হইয়াছিল, তাহাতে শতকরা ৮০ হইতে ৯০ টি গো নিহত হইয়াছে কেবল এক ট্রেন্সভালে ৮ লক্ষ গো বসন্ত ব্যায়ারামে নিহত হইয়াছে। এবং আড়াই লক্ষ এইরোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওযায় তাহাদিগকে

(১) অতঃপর গৃহস্থস্য ইত্যাদি ৩য় শ্লোক (২) পরাশরঃ প্রাহ বৃহদ্রথায় ইত্যাদি (৬ষ্ঠশ্লোক) (৩) পশু লক্ষণে অন্তাবিল রুক্ষক্ষো (৪১১পৃ) (৪) ২৯২ অধ্যায় ২২ শ্লোক হইতে—

(৫) লক্ষ্ণৌ রাজকীয় পুস্তকালয়ে গো চিকিৎসা বিষয়ক একখানি পারসী গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা সংস্কৃতের অনুবাদ। গিয়াসউদ্দিন মোহম্মদ সাহেবের আদেশে এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল। এই দুর্লভগ্রন্থ খণ্ড ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে অনুবাদিত হইয়াছিল। (মুল) সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা সুশ্রুতের শিক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

মোগল বংশ ১৯৩ পৃ

রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত।

ঐ সকল গ্রন্থের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিশিষ্ট অংশে প্রদত্ত হইল।

বধ করিয়া ফেলা হইয়াছে। তুরস্ক ও রোমেনিয়াতে শতকরা ৭০—৮০টি গো এই ব্যাধিতে নষ্ট হইয়াছে।

রিণ্ডারপেষ্ট নামটি জার্ম্মেন; অর্থ গো-মড়ক। এই ব্যাধি উৎপত্তির কারণ ও সংক্রমণের কারণ এ পর্য্যন্ত স্থির করা যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাক্তার কোচ এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহাতে কোন ফল হয় নাই।* তবে রোমকূপ, মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও স্তনরন্ধ্র দ্বারা ঘর্ম্ম চক্ষুজল, শ্লেষ্মা ও দুগ্ধ প্রভৃতি সহ এই রোগের বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ৪র্থ পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে ইহার প্রকোপ অধিক।

রোমন্থনকারী পশু মাত্রেরই এই ব্যাধি হয়। তবে গো জাতির অধিক পরিমাণ হয়। গো হইতে ছাগ, মেষ, হরিণ, উষ্ট্র, চমরী ও কৃষ্ণসার প্রভৃতিতে এবং ইহা মানুষেও সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৬ হইতে ৯ দিবসে এই ব্যাধি সংক্রামক হইয়া পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শরীরের উত্তাপ ৩৬ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টায়ই বৃদ্ধি পাপ্ত হয়।

ভারতীয় ইম্পিরিয়াল বাক্টেরিওলজিষ্ট ডাক্তার লিঙ্গার্ড (Dr Lingard) এর মত যে, সন্তানসহ তাহাদিগের পিতামাতার সংযোগ হইতে না দিলে গো জাতি এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় না।

এই রোগ হওয়া মাত্র পীড়িত গোকে অন্য গো হইতে পৃথক করা কর্ত্তব্য। তবে শীঘ্র রোগ পরিচয় করাই কঠিন।

লক্ষণ—

প্রথমতঃ শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। শরীরের উত্তাপ ১০৫° হইতে ১০৭° ডিগ্রি হয়। শরীরে গুটি বাহির হইতে আরম্ভ হইলে তাপ কমিতে থাকে, নাড়ী চঞ্চল ও দুর্ব্বল হয় ও প্রতি মিনিটে ৬০ হইতে ১২০ বার আঘাত করে।

প্রথম অবস্থা,—

আলস্য, কম্প, গা শিহরিয়া উঠে, মুখ গরম হইয়া মুখে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকার রক্ত সংস্থান হয়। গো খুস্ খুস্ করিয়া কাশে, কাণ ঝুলিয়া পড়ে। কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ হইয়া যায়, গোবর শ্লেষ্মা যুক্ত হয়। ক্ষুধামান্দ্য হয়। অনেক সময় পিপাসা

* S. C. M. Agriculture Vol. 10 p 123.

থাকে। নানা অঙ্গে বিশেষতঃ পিঠের ও কাঁধের কিম্বা দাবনার মাংস পেশী খেঁচিয়া ধরে। পিঠ বাঁকিয়া যায়, চারিটি পা একত্র করিয়া থাকে। আস্তে আস্তে ও অনিয়মিতরূপে জাবর কাটে, দাঁত কড়মড় করে, হাই তুলিতে থাকে। পিঠের দাঁড়ায় হাত সহেনা, বেদনা পায়, নাড়ী দ্রুত চলে। গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় অবস্থা,—

মুখ, কাণ, ও শিং, পা ও শরীরের অন্যান্য অংশের তাপ স্থির থাকেনা। কখন ২ গরম কখন ২ শীতল হয়। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, ক্ষুধা মান্দ্য হয়; জাবর কাটেনা। চক্ষুতে অল্প ২ পিঁচুটী পড়ে। পিঠের দাঁড়ায় বেদনা বৃদ্ধি হয়। পেঠের নীচে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, জ্বর প্রবল ও পিপাসা অধিক হয়, ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়। মাংস পেশীর খেঁচুনী অধিক টের পাওয়া যায় না। নাড়ী বেগে চলে কিন্তু ঠিক চলেনা। নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়, মাড়ি, গালের ঝিল্লি ও কুড়কনি অতিশয় লাল হয়। জিহ্বা কাঁটা কাঁটা হয়। কোষ্ঠ বন্ধ হয়। গোবরের গুট্‌লীতে শ্লেষ্মা ও রক্ত লেপা থাকে, মল মূত্র দ্বারের ঝিল্লি অত্যন্ত রুদ্ধ ও শুষ্ক হয়। মলত্যাগের সময় কোঁথ দেয়। কখন কখন মল-মূত্রদ্বার ঝুলিয়া পড়ে। মুখের ভিতরের ভাগ লাল হয়।

তৃতীয় অবস্থা,—

মুখ, চোক ও নাকের ছিদ্র দিয়া অনর্গল অত্যন্ত আটালে শ্লেষ্মা বাহির হয়। নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। মাড়ি, কস ও গালের ভিতরের ফুড়কুনি ও টাক্‌রা ও মুখের নিম্ন ভাগ ও জিহ্বা, কখন কখন নাকের ছিদ্র ও চক্ষুর পাতার ভিতরের ছাল উঠিয়া যায় ও ন্যূনাধিকরূপে হলদে ফুস্কুড়ীতে আবৃত থাকে। সম্মুখের দাঁত নড়ে। এই সময়ে পেটের অসুখ হয়। প্রথমে গোবরে ছোট ২ শক্ত গুট্‌লি থাকে, সেই গুট্‌লী রক্ত, শ্লেষ্মা ও জলবৎ মলে লেপা থাকে। পরে শ্লেষ্মা ও রক্ত ফুড়কুনির রসযুক্ত গুটির সহিত কেবল জলবৎ অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ভেদ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে চক্ষের নীচে ফুলা থাকে টিপিলে বসিয়া যায়। পশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, পিপাসা থাকে। ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, ঢোক গিলিলে কাসে। চর্ম্ম, শিং, কাণ, পা ও মুখ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। গর্ভ থাকিলে গর্ভপাত হয়। পশুটি শুইয়া থাকে দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না। গোঁ গোঁ করে, কষ্টে শ্বাস ফেলে ও কোঁতায়। আপনিই রক্তময় তরল ভেদ হয়, নাড়ী ডুবিয়া যায়। ২দিন

হইতে ৭দিন মধ্যে মরিয়া যায়, কোন কোনটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। আবার ১৫।১৬ দিন পরেও মরে। কোন কোন স্থলে গলকম্বলের, পালানের, কুঁচ্কীর, কাঁধের ও পাঁজরার চামড়ায় ফুস্কুড়ী দেখা যায়। চর্ম্মে ফুস্কুড়ী হইলে অনেক সময় পশু আরাম হয়। চর্ম্মে ফুস্কুড়ী দেখা গেলে এই রোগকে "মাড়া" বলে। আর পাকস্থলীর ও পেটের ঝিল্লির রোগ হইয়া রক্তশ্লেষ্মা ও পূজ পড়িলে তাহাকে "ভিতর মাড়া" বলে। রোগ ত্বরায় প্রবল হইলে পশু যাতনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করে, পরে অজ্ঞান হইয়া মারা যায়।

বিশেষ লক্ষণ—

এই রোগের বিশেষ প্রসিদ্ধ লক্ষণ এই যে চোক, নাক ও মুখের ছাল উঠিয়া গিয়া পুঁজ পড়ে। মাড়িতে, মুখের ভিতরে ও অন্যান্য স্থানে ফুস্কুড়ী হয়। রক্তামাশয়ের মত মল হয়। পরে গায়ে ফুস্কুড়ী বাহির হয়। সর্ব্বদা সকল লক্ষণ সকল অবস্থাতে প্রকাশ পায় না। ফুস্কুড়ী অর্থাৎ গুটি অধিক বাহির হইলে পশুর আরাম হওয়ার সম্ভাবনা অধিক হয়।

ব্যবস্থা—

শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া না গেলে পশু আরাম হয় না। গায়ে ফুস্কুড়ি অর্থাৎ বসন্ত বেশী হইলে আরাম হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী হয়। সুতরাং শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির করিতে যে স্বাভাবিক উদ্যোগ হয়, তৎপক্ষে সাহায্য করা, ভালমতে যত্ন ও শুশ্রূষা করা, সুপথ্য দিয়া পশুকে সবল রাখা উচিত।

রোগের প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলে, পেট নরম না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে এক কি দুইবার করিয়া তিন কাঁচ্চা অবধি ৬ কাঁচ্চা পর্য্যন্ত লবণ কি এপসমসল্ট প্রভৃতি লবণাক্ত রেচক দিবে। দিনে দুই তিন বার তপ্ত জল ও তৈল দিয়া পিচকারীও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শক্ত জোলাপ দিবে না কারণ তাহাতে পশু নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

রেচক এবং রক্ত ও শ্লেষ্মা ২৪ ঘণ্টার অধিক বাহির হইতে থাকিলে পেট ধরাইবার জন্য নিম্নলিখিত দুইটি ঔষধের মধ্যে যেটি ইচ্ছা দিবে।

(১) কর্পূর ৷৵০ বার আনা।
(২) সোরা ৷৵০ „ „
(৩) ধুতুরার বিচি চূর্ণ ৵১ সিকি কাঁচ্চা

(৪) চিরতা ৫০ „ আনা

(৫) সরাপ ৵৹ আধপোয়া

প্রথমোক্ত চারিটি গুঁড়া করিয়া সকলগুলি একত্রে ভাতের মাড়ের সঙ্গে খাওয়াইবে।

যদি ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পর্য্যন্ত ভেদ থাকে তবে ৸৹ পৌনে এক তোলা মাজুফল গুঁড়া করিয়া উক্ত ঔষধের সঙ্গে খাওয়াইবে। ভেদ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ খাওয়াইবে।

(২) চাথড়ির গুঁড়া ৩৸ পৌণে চারি তোলা

পলাশ বীজ ৸ বার আনা

আফিম ।৵৹ আনা

চিরতার গুঁড়া ১।৹ সওয়া তোলা

ভালরূপে চূর্ণ করিয়া একছটাক সরাপ দিয়া একসের ভাতের মাড়ে মিশাইয়া দিতে হইবে। এই ঔষধ ধারক ও অম্লনাশক।

মুষ্টিযোগ—

বসন্ত রোগের আর একটি মহৌষধ শিমুলের বীজ। বসন্ত পাকিবার পূর্ব্বে ব্যবহার করিতে হয়। বসন্ত পাকিলে খাওয়াইবে না। শিমুলের বীজ ইক্ষু গুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করাইবে। এই ঔষধটি অব্যর্থ ফলপ্রদ ১ম দিনে ১ম বার ২৫টি, ২য় বার ১৮টি, ৩য় বার ১০টি ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর; ২য় দিনে ১ম বার ১৫টি, ২য় বার ১০টি দুইবারে ১২ ঘণ্টা অন্তর; ৩য় দিনে ১০টি মাত্র বীজ একবারমাত্র বসন্ত পাকিবার পূর্ব্বে খাওয়াইতে হইবে। (১)

কুম্ভীরের ডিম্ব বসন্ত রোগের অপর একটি মহৌষধ। ৫।৭ রতি কুম্ভীরের ডিম ৭টী হইতে ৭গণ্ডা গোলমরিচসহ প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় ব্যাধি থামিয়া যায়। বসন্তের লক্ষণ প্রকাশে প্রত্যহ তিনবার, আরোগ্য উন্মুখ অবস্থায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া ৭।৮ দিন সেব্য।

দেশীয় কৃষকগণ আর একটি ঔষধ বসন্ত রোগগ্রস্ত পশুকে খাইতে দেয়।

চির চেরীর মূল ৪ তোলা

জয়বালতার মূল ৪ তোলা

শিমূলের কাঁটা, ৪ তোলা

---

(১) বঙ্গবাসী পত্রিকা

একত্র চূর্ণ করিয়া পূর্ণবয়স্ক গোরু পক্ষে দিবসে ২০ গ্রেণ করিয়া ৩ বার সেবনীয়। তিন দিন এই ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

কবিরাজী মতে চিকিৎসা বিধি :—

জ্বর হইলেই পীড়িত গোটিকে নির্জ্জন স্থানে রাখিতে হইবে। জলপান ত্যাগ করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে জয়ন্তীপত্রচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে এবং সপত্র জয়ন্তীর ডাল দিয়া গা ঝাড়িয়া দিবে।

রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ বাসি জলের সহিত পীড়িত গোকে পান করাইলে গো সত্বর আরোগ্য লাভ করিবে।

বসন্ত রোগ পরিচয় হওয়ামাত্রই পীড়িত পশুটিকে হয় জোলাপ দিতে হইবে বা বমন করাইতে হইবে। অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে এই উভয় ক্রিয়াই ত্যজ্য।

পটল পাতা, নিম পাতা, কুটজের পাতা প্রত্যেকে এক ছটাক ⁄১॥ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄॥ সের থাকিতে নামাইয়া ইন্দ্রযব ও যষ্ঠীমধু প্রত্যেকে আধ ছটাক বাটিয়া ঐ ক্বাথের সহিত খাওয়াইলে বমি হইবে। উহাতে বসন্তের প্রকোপ হ্রাস হয়।

হলুদের গুঁড়া ⁄০ এক ছটাক ও উচ্ছেপাতার রস ৶০ ছটাক একত্র করিয়া পীড়িত পশুকে পুনঃপুনঃ খাইতে দিলে পশুটি সত্বর আরোগ্য লাভ করে।

শেয়াল কাঁটার মূল, হরিদ্রা, তেঁতুলপাতা মরিচ বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করাইলে গো মেষাদির বসন্ত রোগ নিবারিত হয়।

পটলপাতা, গুলঞ্চ, মুথা, বাসক ছাল, চিরতা, নিম ছাল, ক্ষেতপাপ্ড়া, কট্কী প্রত্যেকে একতোলা ⁄২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄॥০ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ পান করাইলে বসন্ত নিবারিত হয়।

ছাতিম ছাল, বাসক ছাল, গুলঞ্চ ছাল, পটল লতা, খদির ছাল, নিম ছাল, বেতের ছাল, ছালসহ হরিদ্রা, প্রত্যেকে একতোলা ⁄২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄॥০ সের অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ সেবনে বসন্ত রোগ উপসমিত হয়।

আমলকী ⁄০ ছটাক হরিতকী ⁄০ ছটাক বয়ড়া ⁄০ এক ছটাক ⁄২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে সর্ব্ব প্রকারের বসন্ত নিবারিত হয়।

নিমছাল, বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারীর ক্বাথ পান করাইলে ও ঐ ক্বাথ

দিয়া গা ধুইয়া দিলে বসন্তের সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় উপকার হয়। কণ্টকারী (১) এই রোগের মহৌষধ।

পীড়িত গোকে হেলঞ্চা শাক খাইতে দিলে, উহা রোগীর ঔষধ ও পথ্য উভয়ের কার্য্য করে।

আফুলা কণ্টকারীর মূল ৪টি ২১ গণ্ডা গোল মরিচের সহিত বাটিয়া রোগীকে ও রোগ উপস্থিত হওয়'র পূর্ব্বে গোকে খাওয়াইলে বসন্ত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হোমিওপ্যাথি—

রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাইলে—

একোনাইটনেপ (Aconitum Naf)

আর্সেনিক এলব (Arsinicum Alb)

১০ ফোঁটা করিয়া দিবসে তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। গুটি দেখা দিলে এণ্টি-মোনিয়াম টার্ট তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

গুটি বসিয়া গেলে স্পিরিট কেম্ফার ১০ হইতে ২০ ফোঁটা ১০।১৫ মিনিট অন্তর খাইতে দিবে। গুটি অদৃশ্য হইয়া চুলকানি থাকিলে গন্ধক (Sulphur) সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। হোমিওপ্যাথি ঔষধ ভাল ক্রিয়া করে।

সতর্কতা।—

রোগের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে জল দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু পেট নরম হইয়া রেচন আরম্ভ ইহলে পীড়িত পশুকে কখনই জল দেওয়া উচিত নয়, পীপাসা হইলে কেবল ভাতের মাড় অল্প পরিমাণে এক একবার দিবে। মাড়ের সঙ্গে অল্প লবণ মিশাইয়া দিবে। রেচক বন্ধ হইলে আর ঔষধ দিতে হইবে না।

পথ্য—

চাউল ও কলাই উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘন মাড় দিতে হইবে। অল্প টাট্‌কা কচি ঘাস ও কচি লতা পাতা দেওয়া যাইতে পারে। মাড়ের সঙ্গে লবণ মিশাইয়া দিতে হইবে। পথ্য ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। গরম কোন বস্তু দিবে না।

(১) কণ্টকারী নদীর চরে ও বেণের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যায়

বসন্ত রোগের উপশম হইলে শক্ত, শুষ্ক, ও আঁশাল দ্রব্য খাইতে দিবে না। কারণ উহাতে অজীর্ণ ও পেটের অসুখ হইতে পারে এবং তজ্জনিত পীড়িত পশুর মৃত্যু হইতে পারে।

বসন্তকালীন জ্বর বেশী হইলে দিনে দুইবার নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

সোরা এক কাঁচ্চা
রসাঞ্জন কালসূর্ম্মা আধ তোলা
কাল লবণ ⁄০ এক ছটাক
গন্ধক এক কাঁচ্চা
খইল বা ভূষি সিদ্ধজল ⁄২ সের অথবা
দেশী সরাপ ৵০ পোয়া

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—

গোরুটী পীড়িত হইলে তাহাকে পাল হইতে একটু দূরতর স্থানে পৃথক করিয়া পরিষ্কার গৃহে রাখিবে। যেন পরিষ্কার বায়ু সেবন করিতে পারে। গোময়, গোমূত্র ফেলিয়া দিয়া দুগ্ধবতী গাভী হইলে দুগ্ধ দোহন করিয়া মাটীতে পুতিয়া ফেলিবে। দুধ বৎসকে খাইতে দিবে না।

প্রতিষেধক—

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি খাওয়াইলে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা।

হোমিওপ্যাথিক—

(১) সলফার টিংচার ২০ ফোঁটা প্রত্যহ প্রাতে ৩দিন খাওয়াইলে রোগ হইতেমুক্ত পাওয়া যায়।

(২) কাঁচা হরিদ্রা ৪ তোলা ও গুড় ৪ তোলা নিত্য ৩ বার ৫। ৭ দিন খাওয়াইলে বসন্ত আক্রমণ করেনা।

(৩) ৪টি কণ্টকারীর (যে গাছে ফুল হয় নাই) মূল, ২১ গণ্ডা গোল মরিচ সহ ৩ হইতে ৭ দিন খাওয়াইলে বসন্ত হয় না।

(৪) গাধার দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া হইতে দেড় পোয়া পরিমাণ ২ সপ্তাহ খাওয়াইলে বসন্ত হইবেনা।

(৫) প্রত্যহ ৵০ পোয়া উচ্ছেপাতার রস ৭ দিন খাওয়াইলে বসন্ত রোগ হয় না।

শোথজ্বর।

ভাব—

রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। গলা জিহ্বা কি পার্শ্বদেশের কোনস্থান ফুলিয়া উঠে। ফুলাস্থান বায়ু পূর্ণ বোধ হয়। হাত দিয়া টিপিলে চড় চড় করে।

মানুষে ছুঁইলেও মানুষের গায় সাংঘাতিক ফুস্কুড়ি হইতে পারে। অন্য কোন জন্তু ঐরূপ পশুকে ছুঁইলে তাহারও ঠিক গোরুর ন্যায় ব্যারাম হইতে পারে।

কারণ—

কতক দিন যাবৎ যদি গো অপকৃষ্ট জলাভূমি কিংস্যাঁতস্যাঁতে (Damp) ভূমিতে উৎপন্ন ঘাস খায় বা কতক দিবস ঘাস শূন্য শুষ্ক মাঠে বিচরণ করিয়া ইহার অব্যবহিত পরে হঠাৎ জলগোষ্ঠে চরে বা উত্তম খাদ্য প্রাপ্ত হয় তবে গোগণের ঐ রোগ জন্মিতে পারে। পশুর গায়ের রক্ত হঠাৎ গাঢ় হইয়া উঠে। বৃদ্ধ পশু অপেক্ষা পূর্ণ বয়স্ক বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট গোর এই ব্যারামে সহজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অধিক। বিশেষতঃ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ গো যদি হঠাৎ হৃষ্টপুষ্ট হয় তবেই তাহার উপর এই রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে দেখা যায়। যে সময় দিবাভাগে অত্যন্ত গরম ও রাত্রিতে অত্যন্ত শীত বোধ হয় এইরূপ সময়েই এই ব্যারামের প্রকোপ হইয়া থাকে।

রক্ত গাঢ় হইলেই উহা দূষিত হইয়া পড়ে এবং শরীরের কোমল মর্ম্মস্থান গলা, জিভ, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থান ফুলিয়া উঠে।

এতদ্দেশে জলাভূমিতে ঘাস খাইয়াই অনেক গো এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—

হঠাৎ এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। যে গোটি বেশ সুস্থ অবস্থায় চরিয়া বেড়াইতেছে ক্ষণমধ্যে এই রোগের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই ম্লান ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। পা নাড়িতে কষ্ট পায়। অল্পক্ষণ মধ্যে শরীরের কোমল কোনস্থান, গলা, জিভ প্রভৃতি স্ফীত হইয়া উঠে।

কোন কোন গোর বুক পেট বা মজ্জাতে এই রোগের আক্রমণ দৃষ্টি গোচর হয়। এই রোগে শরীরের রক্ত দূষিত হওয়ায় শরীরে এক প্রকার তাপ জন্মে। গলায় ও ফুস্‌ফুসে ব্যারাম হইলে শ্বাস কষ্ট হয়। রোগ মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে

পশুটি অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পেটে ও প্লীহাতে রোগ হইলে পেটে দুঃখ পায় বাহিরে বেদনার চিহ্ন প্রকাশ হয়। পায়ে রোগ হইলে অল্পক্ষণ মধ্যেই পশুটি পা উঠাইতে পারে না এবং কিছুক্ষণ পরে একেবারে খঞ্জ হইয়া পড়ে, নির্জ্জীব পুত্তলিকার ন্যায় ঠিক একই স্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। হঠাৎ বন্দুকের গুলীদ্বারা যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণহীন হয় সেইরূপ এই রোগেও মুহূর্ত্তমধ্যে নির্জ্জীব হইয়া যায় বলিয়া পঞ্জাবে এই রোগের নাম "গোলী"।

ঘন শ্বাস হয়, পশু পুনঃ পুনঃ কোঁথ দেয়, নাড়ী দুর্ব্বল হয় এবং ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পশুটি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ফুলাস্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং কয়েকঘণ্টার মধ্যে পীড়িত পশু প্রাণত্যাগ করে।

রোগের স্থিতিকাল।—

দুই হইতে ২৪ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। কিন্তু সচরাচর দুই হইতে ৯ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে।

চিকিৎসা।—

কোনস্থান ফুলিয়া উঠার পূর্ব্বে গোর পীড়ার পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাৎ নিম্ন লিখিত ঔষধ দ্বারা জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

১নং—

মসিনার তৈল /।০ একপোয়া
গন্ধকের গুঁড়া /৵০ আধপোয়া
শুঁঠের গুঁড়া ৫ এক কাঁচ্চা

/॥০ আধসের ভাতের তপ্ত মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

২নং—

লবণ /।৵০ দেড় পোওয়া
মুছব্বর ৫ এক কাঁচ্চা
গন্ধকের গুঁড়া /০ এক ছটাক
শুঁঠের চূর্ণ ১০ আধ ছটাক
ইক্ষু গুড় /৵০ আধ পোয়া
তপ্তজল /১ সের

একত্র করিয়া খাওয়াইলে জোলাপ হয়। যতক্ষণ জোলাপ না হয় ততক্ষণ ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য।

এতদ্ব্যতীত ভাতের মাড়ের সহিত মদ /০ এক ছটাক, কর্পূর ১৲ একতোলা খাইতে দিলে পীড়িত পশুর শক্তি থাকিবে।

কেহ কেহ এই রোগে রক্ত মোক্ষণের পরামর্শ দেন। কিন্তু এই রোগে রক্ত গাঢ় হইয়া যায় বলিয়া শিরা কাটিলেও রক্ত বাহির হয় না। সুতরাং রোগের অতি প্রথম অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ না করিলে পরে রক্ত মোক্ষণ করা অসম্ভব।

পীড়িত গোকে মধ্যে মধ্যে লবণ মিশ্রিত জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

গোর গল-কম্বলের মধ্যে ধারাল ছুরী দিয়া এক ইঞ্চি লম্বা করিয়া চিরিয়া তথা হইতে দুই ইঞ্চি তফাৎ আর একটি স্থানে চামড়া ঐরূপভাবে কাটিয়া, দুই কাটা স্থানে মোটা ছুঁচের ভিতর ঘোড়ার লেজের কি ঘাড়ের লোম দিয়া ঐ লোমটার দুই মাথা টানিয়া বাঁধিয়া দিয়া ঐ কর্ত্তিত স্থানে একখানা সাদা লম্বা নেকৃড়া ভরিয়া দিতে হইবে। ঐ নেকৃড়া বাহির করিয়া ঘা ও নেকৃড়া মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—

পালের একটী গোরুর এই রোগ উপস্থিত হইলে অন্য সকল গোরুর এই ব্যারাম হওয়া খুব সম্ভবপর। তাই সকল গোকেই জোলাপের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ দেওয়া আবশ্যক।

লবণ	/√০ আধপোয়া
গ	/১০ দেড়ছটাক
শুঁঠে গুঁড়া ৵৫	এককাঁচ্চা
গুড়	/১০ দেড়ছটাক

/২ দুই সের গরম জলের সহিত ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পালের অন্য গো সকলের গলকম্বলে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে একটী পলিতা ভরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পানীয় জলে লবণ মিশাইয়া পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যেরূপ ঘাস সহজে জীর্ণ হয় সেইরূপ ঘাস খাইতে দিবে এবং যাহাতে গোগণের ব্যারাম না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।

মৃত্যুর পর রুগ্ন গোর লক্ষণ।—

এই রোগগ্রস্থ পশুর মৃত্যুর পর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা যায় রক্ত জমাট হইয়া গিয়াছে। কেবল ফুসফুসে বহুপরিমাণ কাল রক্ত জমিয়া আছে।

রক্ত জমিয়া যাওয়ায় মৃত্যুর পরই রক্ত মাংস পচিতে আরম্ভ করে। মৃত পশুর রক্ত, পরীক্ষকের গায়ের রক্তের সহিত যাহাতে সংযুক্ত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গোজাতির এই রোগ হইতে মনুষ্য শরীরে সাংঘাতিক ফোড়া সংক্রামিত হইতে দেখা গিয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

রোগের প্রথম অবস্থায় এমোনিয়াম কষ্টিকাম IX ও একোনাইটনেপ IX ৮ ফোঁটা পর্য্যায়ক্রমে ১৫ মিনিট পর পর দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি ১ ঘণ্টা কি ১॥০ ঘণ্টা মধ্যে কোন উপকার না হয়, তবে বেলেডোনা এবং একোনাইট নেপ IX বা আর্সেনিকাম এলব পর্য্যায়ক্রমে ৮ ফোঁটা একঘণ্টা পর পর দেওয়া যায়। যদি পেছন পায়ের দিগে আক্রমণ হয় তবে আর্সেনিকাম এলব IX ব্রায়নিয়া IX সহ পর্য্যায়ক্রমে আধঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে।

ব্লেইন।

মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধি।

কারণ—

দূষিত বায়ু সেবন, বিষাক্ত খাদ্য আহার দ্বারা এই রোগ জন্মিয়া থাকে। মৃত পশুর মুখনিঃসৃত শ্লেষ্মা বা তরল পদার্থ সুস্থ পশুর গায় লাগিলে তাহাতেও এই পীড়া জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।—

গো স্ফুর্ত্তিহীন, জড়বৎ হয়, খায় না, জাবর কাটে না, মুখ হইতে গন্ধ বিহীন সাদা স্রাব নিঃসৃত হয়। মাথা এবং গলা ক্রমে অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে। শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। মুখের ঐ শ্লেষ্মাস্রাব ক্রমে ঘন রক্তমিশ্র ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। জিহ্বা ফুলিয়া উঠে, উহার দুইদিকে আবরণের ন্যায় দেখা যায়, এবং অবশেষে ফাটিয়া যায় ও ঘা হয়। জ্বর আরম্ভ হয়, সমস্ত জিভ ফুলিয়া উঠে, পশুটী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

স্থিতিকাল।—

কয়েক ঘণ্টায় রোগের পরিণতি হয়।

চিকিৎসা।—

জিভের দুই দিগে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেওয়া উচিত। দিনে তিনবার মুখ

কার্ব্বলিক এসিড ও গরম জলে অথবা কেণ্ডিস্ ফ্লুইড নামক (Candy's fluid) ঔষধ ও জলদ্বারা ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নিমপাতাসিদ্ধজলে ধৌত করিয়া দিলেও চলিতে পারে।

মার্কুরিয়াস আয়ড ৫ গ্রেণ এবং বেলাডোনা ৮ফোঁটা করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

সহকারী উপায়—

পশুটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বায়ুপূর্ণ স্থানে রাখা ও মুখ জিভ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

খাদ্য।—

ভাতের, যবের বা বুট চূর্ণের মণ্ড অল্প অল্প দেওয়া আবশ্যক। গিলিতে না পারিলে হস্ত দ্বারা মুখগহ্বরে দেওয়া উচিত।

পীড়িত পশু ও তাহার শুশ্রূষাকারীকে অন্য পশু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য।

গলা ফুলা বা মুখে ও কণ্ঠে সাংঘাতিক ঘা।

ইহা শোথ জ্বরের ন্যায় রোগ, অনেকাংশে উহার সহিত মিল আছে। রক্ত দূষিত হইয়াই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। এই রোগে জিহ্বা ও মুখ গহ্বরে ঘা হয়। কণ্ঠ ও গলনালীর ঊর্দ্ধভাগের সকল স্থান সত্বর ফুলিয়া উঠে।

এই রোগে প্রবল জ্বর হয়। রুগ্ন পশু ঢোক গিলিতে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে।

লক্ষণ—

প্রবল জ্বর হয়; কণ্ঠ, কর্ণ, চোয়ালের নিকট যত গ্রন্থি আছে তাহা সকল ফুলিয়া উঠে। মুখ হইতে অনবরত লালা নির্গত হইতে থাকে। নাসিকার রন্ধ্র ও চক্ষুর পরদা লাল হইয়া উঠে। ইহা একরূপ প্লেগের ও শোথজ্বরের ন্যায় বোধ হয়। ইহা ভয়ানক সংক্রামক ও সাংঘাতিক। রোগ যতই প্রবল হইতে থাকে ততই শ্বাস কষ্ট আরম্ভ হয়, গলার ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুনা যায়। মুখে দুর্গন্ধ হয় জিভ বাহির হইয়া ঝুলিয়া পড়ে; ও উহা কাল ও ক্ষতযুক্ত হয় এবং পুঁজযুক্ত ও চিহ্নিত দেখা যায়।

শ্বাসকষ্ট অল্পকাল মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ক্রমে দম বন্ধ হইয়া পশুটীর মৃত্যু হয়।

স্থিতিকাল—

রোগের স্থিতিকাল "একঘণ্টা হইতে তিন দিন।" মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৮০টী।

চিকিৎসা—

রোগ হওয়া মাত্রই পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিতমত একটী তীব্র জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে কণ্ঠরোধ ও শ্বাসবদ্ধ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এক কাণের নিকট হইতে অপর কাণের নিকট পর্য্যন্ত কণ্ঠদেশের উপরে চোয়ালের নীচে তপ্ত লৌহ দ্বারা ২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর ৩।৪ বার দাগ দিয়া দিতে হইবে।

৬ ভাগ মসিনার তৈল ৬ ভাগ মোম একত্র গালাইয়া তাহাতে একভাগ তেলাপোকা দিয়া একটী মালিস তৈয়ার করিয়া উহাদ্বারা মালিস করিতে হইবে। অথবা জয়পালের তৈল ৫ এক কাঁচ্চা ও মসিনার তৈল /৵০ আধপোয়া একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা গলায় ও চোয়ালে জোরে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এই মালিসে উপকার হইলে পশুটীর বাঁচিবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

একতোলা ফট্‌কিরি ও কিছু গুড় ও জল মিশাইয়া ফট্‌কিরির জল তৈয়ার করিয়া উহাদ্বারা পীড়িত পশুর মুখ বার বার ধোয়াইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। দুই সের তপ্ত জলে সাবান ফেনাইয়া তাহাতে /০ এক ছটাক সরিষার তৈল দিয়া উহা বাঁশের নলের বা টিনের পিচকারী দিয়া প্রতি আধ ঘণ্টায় একবার যদি পশুটির গুহ্যদ্বারে পিচকারী দেওয়া যায় তবে জোলাপ হইয়া পীড়িত গো আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

ধুতুরার বীজ চূর্ণ।৵০ আনা, কর্পূর ৮০ আনা, মদ ৵০ পোয়া একত্র করিয়া ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া কিয়ৎপরিমাণ লবণ সংযোগে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

লোহার পাত্রে পীড়িত গোর সম্মুখে গন্ধক বা আলকাত্‌রা পোড়াইয়া ধূম দিলে এইসব রোগে বিশেষ উপকার হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন পশুটি ঐ ধূম নাকে টানিয়া গ্রহণ করে। আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ধূম ভিন্ন বিশুদ্ধ বায়ু গৃহে প্রবাহিত হয়। ঘর কেবল ধূমময় করিয়া ফেলিলে ঐ ধূমই মৃত্যুর কারণ হইতে পারে।

অস্ত্রচিকিৎসা—

গলা অত্যন্ত ফুলিয়া দম বন্ধ হইয়া গো প্রাণ ত্যাগ করার আশঙ্কা হইলে ঐ ফুলা স্থানের নীচে দুই একস্থানের কণ্ঠনালী চিরিয়া দিয়া ঐ ছিদ্রদ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায়। দুই একটী গো এই কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া যায়।

ঘার চিকিৎসা—

কর্পূর একভাগ, মসিনার তৈল সিকিভাগ, সরিষার তৈল ৪ ভাগ একত্র করিয়া ঐ কাটাস্থানে দিলে ঘা লাল হইয়া উঠিবে উহাতে তুঁতের গুঁড়া দিলে ঘা অতি সত্বর আরোগ্য হয়। গোর যে কোন প্রকার ঘায় এই ঔষধ বাহ্য প্রয়োগে আরোগ্য হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

বেলেডোনা এবং মার্কুরিয়াস আইয়োডিস্। ৫ হইতে ১০ ফোটা দুই ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। উহাতে ফল না হইলে বেপ্টেসিয়া এবং আর্সেনিকএলব দুই ঘণ্টা পর পর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিবে।

মৃত্যুর পর দেহের লক্ষণ—

জিহ্বা ও মুখের পশ্চাৎভাগ ও গলার নালীর উপরি ভাগ অত্যন্ত স্ফীত ও অত্যন্ত লাল হয় এবং স্থানে স্থানে ক্ষত দেখা যায় এবং পূজ বাহির হয়।

শোথজ্বর (Atheroma) জনিত মৃত্যুতে দেহের যে অবস্থা হয়, এই ব্যারামে মৃত্যুর পরও অনেকটা সেইরূপ হয়।

সহকারী উপায়—

পালের একটী গোর এই পীড়া হইলে ঐ গো হইতে পালের অন্য সকল গো পৃথক করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

সতর্কতা—

এই রোগ পশু হইতে মনুষ্যে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়।

গলনালী রোধ—Choking.

ভাব—

আহার্য্য দ্রব্য গিলিতে কষ্ট বোধ হয়।

কারণ—

গো কোন শক্ত খাদ্যখণ্ড তাড়াতাড়ি গিলিতে চেষ্টা করিলে, কিম্বা প্রেক, ধারাল কাঁটা, কাঠের টুকরা, চর্ম্মখণ্ড কি এই প্রকারের কোন অখাদ্য তীক্ষ্ণ কঠিন দ্রব্য গোর গলনালীতে আটকাইয়া গেলে এই রোগ হইতে পারে।

লক্ষণ—

পশু কাসিতে থাকে, তাহার মুখদিয়া লাল পড়ে, জল খাইলে ঐ জল নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়। পশু অস্থির হয়। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পায়। গলায় যে দ্রব্য আটকাইয়াছে, তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে বা গিলিয়া ফেলিতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে। মুখগহ্বরের কেবল নীচে ঠেকিলে হাত দিলে টের পাওয়া যায়; অধিক নীচে ঠেকিলে হাত দিয়া আস্তে আস্তে টিপিলে টের পাওয়া যায়।

ঔষধ—

তিষি, তিল কি সরিষার তৈল আধ পোওয়া গরম করিয়া অল্পে অল্পে খাইতে দিলে ঐ কঠিন দ্রব্যটী পিচ্ছিল হইয়া দ্রব্যটী নামিয়া যাইবে।

সহকারী উপায়—

মুখ গহ্বরের অল্প নীচে থাকিলে শুধু হাত দিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল হয়। একটু নীচে থাকিলে এবং বাহির হইতে স্থান নির্ণয় হইলে হাত দিয়া টিপিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। আরও নীচে বুকের নিকট দ্রব্যটী থাকিলে একটী বেতের আগায় তুলা, পাট, কাপড় কি অন্য কোন নরম দ্রব্য জড়াইয়া একটী ডিম্বাকার পুটুলী তৈয়ার করিয়া তাহা বেতের আগায় খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে; তৈল কি ঘি সহ কলা মিলাইয়া উহাদ্বারা ঐ পুটুলীও বেতটী পিচ্ছিল করিয়া লইতে হইবে।

তৎপর দুইজনে ঐ গোর মুখ তুলিয়া ধরিয়া একজনে ঐ পিচ্ছিল বেতটী গলনালীতে প্রবেশ করাইয়া আস্তে আস্তে ঘাদিলে ঐ কঠিন দ্রব্যটী স্থানচ্যুত হইয়া যাইতে পারে। সাবধান যেন বেত ও তাহার আগার পুঁটলিদ্বারা গোর কোন যন্ত্রণা না হয়।

যদি ইহাতেও সারিয়া না যায় তবে অনেক সময় গলনালী চিরিয়া উহা বাহির করিতে হয়। ঐ কার্য্যে সুচিকিৎসকের প্রয়োজন।

ঐরূপ যন্ত্রণাক্লিষ্ট পশুকে ভাতের মাড় ও কাঁচা নরম ঘাস খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

সিমলা—Grain Sick.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গোজাতির চারিটী পাকস্থলী। প্রথম পাকস্থলীতে বাষ্প কি বায়ু বৃদ্ধি হইয়া ঐ পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠে, তাহাতেই এই রোগ হয়।

কারণ—

অনিয়মিত আহারে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ আহারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেক স্থলে গ্রীষ্মকালে কতিপয় দিবস গোগণ রীতিমত আহার পায় না, তারপর বর্ষার প্রারম্ভে বৃষ্টির পর নরম ঘাস ও পল্লব উৎপন্ন হয়; গোগণ উহা আকণ্ঠ পর্য্যন্ত আহার করিয়া এই রোগে আক্রান্ত হয়।

ইহাও সংক্রামক। ইহাতে গো মড়ক ঘটাইয়া থাকে।

লক্ষণ—

পেটের বামদিকের পশ্চাৎভাগ ফুলিয়া উঠে। আঙ্গুল দিয়া টোকা দিলে প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু জমিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। গো শ্বাস ফেলিতে কষ্ট পায়, মাথা সোজা করিয়া রাখে। গোঁ গোঁ শব্দ করে, নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পেট ফোলা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে। গো শুইয়া শ্বাস ফেলিতে পারে না; তাই দাঁড়াইয়া থাকে। শ্বাস কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পশু আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। মাটীতে পড়িয়া যায়, শ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

স্থিতিকাল—

এক হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যেও মৃত্যু হইতে পারে।

ব্যবস্থা—

শ্বাস ফেলিবার উপায় করিয়া দিতে পারিলে গোর জীবন রক্ষা হয়।

মদ আধ পোয়া শুঠের চূর্ণ /০ ছটাক ও গোল মরিচ ৫ এক কাঁচ্চা, তপ্ত

জলের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিলে পীড়িত পশু ঢেকুর দিতে আরম্ভ করে, যতই ঢেকুর উঠে, ততই শ্বাস কষ্ট দূর হয়। তাহাতেও গো বাঁচিয়া যাইতে পারে।

ইহাতেও উপকার না হইলে গোর পাঁজরের শেষ অস্থি ও উরুর সন্ধির মধ্যস্থলে বাঁদিগে দাবনার উপরিভাগে ঐ পাঁজরের শেষ অস্থি ও উরুর সন্ধি ও কটীদেশের পার্শ্বের অস্থি হইতে সমান দূর ধরিয়া কলম কাটা ছুরির মত ধারাল ছুরি দিয়া খোঁচামারিয়া ফাঁপা পাকস্থলীর উপর পর্য্যন্ত ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে। ছিদ্র দিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত মোটা ৬ ইঞ্চি লম্বা একটী বাঁশের কি নলের চোঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিলে বেগে বদ্ধ বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। ঐ চুঙ্গির মাথায় ক্রস্‌ভাবে (আড়া আড়ি ভাবে) একটী কাঠি বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; যেন ঐ চোঙ্গটী গোর পেটের মধ্যে ঢুকিতে না পারে।

সহকারী উপায়—

পূর্ব্ব বর্ণিত মত মসিনার তৈল কি লবণ দ্বারায় জোলাপ দিতে হইবে।

কেবল সামান্য মাত্র কাঁচা ঘাস অতি অল্প অল্প পরিমাণ খাইতে দেওয়া উচিত।

পালের একটী গোর এই রোগ হইলে সকল গোর আহার কমাইয়া দেওয়া উচিত এবং কেবল সামান্য মাত্র কাঁচা ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

পীড়া উপস্থিত হওয়া মাত্রই নক্সভোমিকা দশফোঁটা করিয়া শীতল জলের সহিত ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি পশুটী অত্যন্ত যন্ত্রনার ভাব প্রকাশ করে, তবে নক্সভোমিকা খাইতে দেওয়ার পূর্ব্বে ৪০ ফোঁটা রুবিনির কেম্ফার খাইতে দেওয়া উচিত।

/২ সের গরম জলে /০/ পোয়া গ্লিসারিন মিশাইয়া পিচকারী দিলে উপকার হইবে।

পেট ফুলিয়া উঠিলে বেলেডোনা ৮।১০ ফোঁটা খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

পেট ভার।

(প্রথম পাকস্থলী ফুলিয়া উঠা) Hoven

ভাব—

অত্যন্ত পাকা উলুখড় প্রভৃতি মোটা বা শক্ত বা দুষ্পাচ্য দ্রব্য খাইলে

বড় পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠে। কখন কখন অনেকদিন অনাহারে থাকিয়া একবারে অধিক পরিমাণে সুস্বাদু দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী ভরিয়া উঠে। একেবারে বহুশস্য খাইলেও এই রোগ হইতে পারে।

কারণ—

উপযুক্ত জল না পাইলেও কখন কখন পশুর এই রোগ জন্মে। পাকস্থলী অধিক পূর্ণ করিয়া আহার করিলে প্রথমতঃ পাকস্থলীর কার্য্য শিথিল হয় পরে ক্রমশঃ একেবারে অবশ হইয়া যায়।

লক্ষণ—

পশু প্রথমতঃ লাল হয়; তারপর জাবরকাটা বন্ধ করে। বাম দিগের দাবনা প্রথম ফুলিয়া উঠে। অঙ্গুলী দিয়া টিপিলে গর্ত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সিমলা রোগের মত পেটে ঢাকের ন্যায় শব্দ হয় না। বাহ্যে বন্ধ হইয়া যায়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষণ মন্দ হইয়া উঠে। চক্ষু লালহয়, চক্ষু গোলক বাহির হইয়া পড়িতে চায়। শ্বাস টানিবার জন্য নাক উপর দিগে তোলে, হাঁপানি আরম্ভ হয়, গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। মুখে ফেণা ফেণা দৃষ্ট হয়। শুইতে ডান পাশে ভরদিয়া শুইয়া পড়ে। শুইলে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় বলিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়ায়। একবার শ্বাস ফেলিলেই কোঁথ দেয় ও দাঁত কড়মড় করে। এই সময়ে পাকস্থলীস্থিত দ্রব্য অম্বল হয়; নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পশু মাটিতে পড়িয়া যায় এবং শ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যায়।

স্থিতিকাল—

একদিন হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত।

চিকিৎসা—

প্রথমতঃই ঐ রোগগ্রস্থ পশুকে নিম্নলিখিত রূপ একটী তীব্র জোলাপ দিয়া পেটটী পরিষ্কার করা আবশ্যক।

লবণ ✓।৴ দেড় পোওয়া; মোছাব্বর ✓১ এক ছটাক; মসিনার তৈল ✓৴ আধ পোয়া; শুঁঠের গুড়া ✓১ এক ছটাক; বাঙ্গালা মদ ✓০ এক ছটাক।

✓২ সের তপ্তজলে মিশাইয়া গরম থাকিতে খাইতে দিবে।

তপ্ত জলে সাবান ফেনাইয়া তাহাতে দেড় ছটাক সরিষার তৈল বা কেষ্টর অয়েল মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দেওয়া আবশ্যক।

গরম জলে কম্বল ভিজাইয়া সেঁক দিয়া সরিষার তৈল ও তার্পিণ তৈল একত্র মিশাইয়া পীড়িত পশুর পেটের বাঁদিকে মালিশ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং নিম্নলিখিত উত্তেজক ঔষধ দেওয়া আবশ্যক।

যথা—

বাঙ্গলা মদ আধপোওয়া
শুঁঠের গুঁড়া এক কাঁচ্চা
গোল মরিচ এক কাঁচ্চা
গুড় দেড় ছটাক
মসিনার তৈল এক ছটাক

১৫ ঘণ্টার মধ্যে জোলাপ না হইলে পুনরায় জোলাপের ঔষধ দেওয়া উচিত। এবং পিচকারী দেওয়াও কর্ত্তব্য। পশুটী অজ্ঞান হইবার চিহ্ন দেখা গেলে পূর্ব্বোল্লিখিত মত উত্তেজক ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। উত্তেজক ঔষধ দিয়া পশুর বল রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তপ্ত জল বা তিসির পাতলা মাড় ইচ্ছামত পশুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

রেচন আরম্ভ হইলে উক্ত কুলক্ষণ সকল দূর হইতে আরম্ভ হয়। পীড়িত গোটীর শ্বাস কষ্ট দূর হইয়া আরোগ্য হইতে আরম্ভ করে। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তিসির মাড় কি ভূষির জাব দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পরও কতকদিন পর্য্যন্ত কেবল নরম কাঁচা ঘাস দেওয়া উচিত, কারণ অধিক খাইলে পুনরায় ঐ রোগের আক্রমণ হইতে পারে।

যদি রেচন ক্রিয়া আরম্ভ না হয় তবে পাঁজরের শেষ অস্থির ও উরুর সন্ধির মধ্যস্থলে কলম কাটা ছুরি দিয়া দাবনা চিরিয়া দিতে হইবে।

কোমরের আড় ভাবের অস্থি অবধি প্রায় দুই ইঞ্চিস্থান হইতে নীচের দিকে চিরিতে আরম্ভ করিয়া উদরাবরক মাংস ছয় কি আট ইঞ্চি চিরিয়া পাকস্থলীর আবরণ কাটিয়া সেই স্থানের প্রায় সকল খাদ্য দ্রব্য হাত দিয়া বাহির করিয়া তন্মধ্যে দুই এক সের তিসির মাড়ের সঙ্গে মসিনার তৈল এক পোওয়া গন্ধক, তৈল আধ পোওয়া ও শুঁঠের গুঁড়া এক কাঁচ্চা, এই রেচক ঔষধটী ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে পাকস্থলীর ঐ ছিদ্র ও পাঁজরের ঐ চেরাস্থান সেলাই করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফট্‌কিরির মলমদিয়া ও কর্পূর তৈল দিয়া বাহিরের ঘা বাঁধিয়া দিলেই অল্পদিনের মধ্যে ঘা শুকাইয়া যাইবে। এই

রূপ অস্ত্র প্রয়োগ করা বিশেষ শিক্ষিত লোক ভিন্ন অন্য কাহারও সাহস করা উচিত নহে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

রোগ পরিচয় হওয়া মাত্রই ৪০ ফোটা রুবিনির কেম্ফার অর্থাৎ কর্পূরের আরক একগ্লাস জলে পনর মিনিট পরপর দুইবার খাওয়াইলে ও নক্স ভোমিকা ও ব্রাওনিয়া ৮।১০ ফোঁটা আধ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

/২ সের গরমজলে (১০৩ ডিক্রি) ৵ আধ পোওয়া গ্লিসারিন মিশাইয়া পিচকারী দিলে দাস্ত হইয়া পশুটী আরোগ্য হইতে পারে।

মুখটী পরিষ্কার জলদিয়া ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত।

পথ্য—

আরোগ্য লক্ষণ দেখা দিলে খুব পাতলা ভাতের মাড় ও দুর্ব্বা ঘাস খাইতে দেওয়া যায়। কিন্তু পেট ফুলা থাকিলে কখনই খাদ্য দেওয়া উচিত নহে।

পেটফাঁপা—"Fardel bound"

(তৃতীয় পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠা)

ভাব—

শক্ত ও শুষ্ক, দুষ্পাচ্য দ্রব্যে তৃতীয় পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠিলেই এই রোগ হয়। ঐ সকল দ্রব্য পাকস্থলীর পরদার স্তরে স্তরে এত কঠিন হয় যে, পাকস্থলীর কার্য্যকরী শক্তি অল্লাধিক রোধ করিয়া ফেলে।

সময়—

যে ঋতুতে ভাল পানীয় জল ও ঘাস দুষ্প্রাপ্য হয়, সাধারণতঃ সেই সময়ে এই রোগ হইয়া থাকে। এই সময় গোগণ আহারাভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বৃক্ষের ডাল, নল প্রভৃতি শক্ত দ্রব্য আহার করে। তৃতীয় পাকস্থলীতে উহা জীর্ণ হইতে পারে না, ঐ সকল শক্ত ও পীড়াদায়ক দ্রব্য ক্রমশঃ ঐ পাকস্থলীতে জমিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

লক্ষণ—

পশুর ক্ষুধা কমিয়া যায়, জাবর কাটেনা, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, এই সময়ে পশু গোঁ গোঁ শব্দ করে, কখন কখন বাহে বন্ধ হয়, কখনও বা পাতলা বাহে হয়, ঐ সময় পাতলা মলের সহিত চাকা চাকা ঐ কঠিন দ্রব্য বাহির হয়। মূত্র রক্ত বর্ণ হয়, ক্রমে গোঁ গোঁ শব্দ অধিক শুনা যায়, দাঁত কড়মড় করে ও মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা যায়। মুখ, শিং, কাণ, ঠাণ্ডা হইয়া উঠে। নাড়ী অতি ক্ষীণ হয়। প্রতিমিনিটে ৮৫ হইতে ১০০ বার স্পন্দিত হয়। অতিশয় দুর্গন্ধ জনক পাতলা মল ও কতক শক্ত গুট্‌লী রেচনের সঙ্গে বাহির হয়। এই সময় গোঁ গোঁ শব্দ থামিয়া গিয়া কোঁথানী আরম্ভ হয়। ক্রমে পশুটী অজ্ঞান হইয়া পড়ে কখন কখন বা যন্ত্রনায় ছটফট করে।

স্থিতিকাল— ৫ দিন হইতে ১৫ দিন।

চিকিৎসা—

প্রথমতঃ পূর্ব্ব অধ্যায়ের লিখিত মত তীব্র জোলাপের ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। তিসির তপ্তমাড় আধসেরের সহিত একছটাক বাংলা মদ মিশাইয়া ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। কেবল তিসি বা ভাতের পাতলা মাড় দিলেও জোলাপ হইয়া পশুটীর তৃতীয় পাকস্থলীর জমাট কঠিন পদার্থ ক্রমশঃ নরম হইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত না হইলে অর্দ্ধ মাত্রায় উক্ত তীব্র জোলাপের ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাহে না হওয়া পর্য্যন্ত বাংলা মদ ও তিসির মাড় খাওয়াইয়া রাখিতে হইবে ও পূর্ব্বাধ্যায়ের লিখিত মত পেটে গরম সেক দিতে হইবে। কখন কখন শক্ত জমাট পদার্থ সকল বাহির হইতে অনেক দিন লাগে। যে পর্য্যন্ত গোবরের সঙ্গে গুট্‌লী বাহির না হয় ততদিন ভাতের মাড় দিলে ভাল হয়। পশুর আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেলে নরম কাঁচা ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত।

জ্ঞাতব্যবিষয়—

পালের একটি গরুর এই ব্যারাম হইলে অন্য গরুকে শক্ত ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

আধ কি এক পোওয়া ইপসমফুট সল্ট /১ সের গরম জলের সহিত ১৫ মিনিট

পর ৭ দুইবার খাওয়াইয়া দিয়া ইহার আধ ঘণ্টা পর নক্সভোমিক IX ও বেলে-ডোনা IXএক ঘণ্টা পর পর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে।

গরম জলে কম্বল ভিজাইয়া সেক দিলে আশু উপকার হয়।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহ।—প্লুরিসিস্—Plurisis.

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব সিন্ধু ও বোম্বের স্থানে স্থানে এই ব্যাধি দৃষ্ট হয়, অন্যত্র ইহার প্রকোপ কম।

লক্ষণ—

অভ্যন্তরে ঝিল্লিতে এই রোগ জন্মে, প্রথমতঃ পশুটি বেশ সুস্থ দেখায় এবং হৃষ্টপুষ্টও হইয়া উঠে, দিনকতক গেলে পর গোরুর কাঁপুনি ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি পায়, মুখ গরম ও ওষ্ঠ শুষ্ক দেখা যায়। কাসি এবং অরুচি হয়, দুধের গাভীর দুধ কমিয়া যায়।

দুই একদিনের মধ্যে জ্বরের লক্ষণ দেখা যায়, গা শিহরিয়া উঠে, শ্লেষ্মিক ঝিল্লি কুঁকড়িয়া যায়, মুখ অতিশয় গরম হয়, শ্বাসে গন্ধ বাহির হয়, কাসি বাড়িয়া উঠে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে হয়, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, নাড়ী প্রতি মিনিটে ৮০ হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। যেন সহজে শ্বাস ফেলিবার জন্য নাক উঠাইয়া রাখে, প্রত্যেকবার শ্বাস ফেলিবার সময় কোঁতায়, নাকের ছিদ্র বড় ফাঁক হয়, ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, দাঁড়াইবার সময় হাঁটু বাঁকিয়া যায়, শুইবার সময়ে হুবড়িয়া শুইয়া পড়ে যেন বুক চিতাইয়া রাখিবার অভিপ্রায় থাকে। চক্ষু এবং নাক দিয়া অল্প অল্প পিঁচুটি পড়ে, চারি পা এবং শিং হিম হইয়া পড়ে, শ্বাস অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, ঘন ঘন কাসে (কিন্তু অতি আস্তে) এই কাশিকে চোরা কাশি কহে। জোরে কাশিতে পারে না, তাহাতে বোধ হয় যেন অধিক শব্দ না হওয়ার জন্য চেপে চেপে কাসে। চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক হয়। গো ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া পড়ে।

পাঁজরের মধ্যস্থলে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধরিলে লাগে এবং গোরুটি গোঁ গোঁ করে বা কোঁথ দেয়। রোগের চরম অবস্থায় পেটের অসুখ হয়। এই রোগে সর্ব্বদাই অল্প বিস্তর জ্বর হইয়া থাকে। জ্বর কমিয়া গেলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু রোগ থাকায় ক্রমে ক্রমে ফুস্ ফুস্ বদ্ধ হইয়া ভারি হয় এবং শ্বাস ফেলিতে ভয়ানক কষ্ট হয়, রক্ত উপযুক্তমত পরিষ্কার হয় না, ইহাতে ক্রমে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া শেষে গলা আটকাইয়া মরিয়া যায়। রোগ কঠিন হইলে ফুস্ফুসের একাংশে একদিক দিয়া রোগ হয়। বুকের একদিকে রোগ থাকিলে অন্য দিকের ফুস্ফুসে সহজে কার্য্য চলিতে পারে।

স্থিতিকাল—

এই রোগ ভাবানুসারে অল্প বা দীর্ঘকাল থাকে, উৎকট হইলেও ত্বরায় বৃদ্ধি পাইলে সপ্তাহ কি দশ দিনের মধ্যে পশুটির মৃত্যু হয়। রোগ মৃদুভাবের হইলে দুই কি তিন কি ছয় মাস পরও মৃত্যু হইতে দেখা যায়।

ব্যবস্থা—

এই রোগ হইলে গোকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এই রোগ যেরূপ মারাত্মক তেমনই সংক্রামক। পূর্ব্বে এই রোগ সংক্রামক কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল, এখন ইউরোপের ডাক্তারগণ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক। পালে একটি গরুর এই ব্যাধি হইলে ক্রমে সমস্ত পাল নষ্ট করিয়া ফেলে। তবে একটির এই ব্যাধি হইলে তাহার ঠিক পার্শ্ববর্ত্তীর না হইয়া একটু দূরবর্ত্তী স্থানে বাঁধা গোকেও এই ব্যাধিগ্রস্থ হইতে দেখা যায়। তবে বর্ত্তমান চিকিৎসাবিদ্ ইহাকে সংক্রামক রোগ বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক এই ব্যাধিগ্রস্থ গোটিকে একটি নির্জ্জন গৃহে রাখিয়া যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করা আবশ্যক। গৃহটি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য—

এইরূপ পীড়িত গোকে টাট্কা কোমল রেচক দ্রব্য, কাঁচা ঘাস ও ভাতের মাড় খাইতে দিবে। পরিষ্কার শীতল জল খাইতে দেওয়া যায়।

কুপথ্য—

ইহাদিগকে শুষ্ক খড় কি অন্য শুষ্ক খাদ্য খাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য।

জ্বর অবস্থায় ঔষধ—

১০ দশ তোলা মদে $\frac{৩}{৪}$ তোলা কর্পুর মিশাইয়া $\frac{৩}{৪}$ তোলা সোরা ও অংশ ধুতুরার বিচির চূর্ণ একত্র মিশাইয়া আধ সের ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিবে।

কোষ্ঠ বদ্ধ অবস্থায়—

এপছম সল্ট বা লবণ ৶০
গন্ধক চূর্ণ— /১০
শুঁঠের শুঁড়া— ১।০ তোলা
গুড়— /১০

এই সকল দ্রব্য দুই সের তপ্ত জলে মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবনীয়।

জ্বর ত্যাগ হইলে—

হিরাকস চূর্ণ— ।৶০

তাহার জল একত্র করিয়া ভাতের মাড়ের সহিত দিনে দুইবার খাইতে দিলে সহজেই অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও পশুটি পুষ্ট হয়।

পশুটির শ্বাস কষ্ট হইলে—

খুব গরম জলে ফ্লানেল কি কম্বল ভিজাইয়া জল চিপিয়া ফেলিয়া ঐ ফ্লানেল কি কম্বল দ্বারা সেক্ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সরিষার তৈল ৪ ভাগ ও তার্পিণ তৈল ২ ভাগ একত্র কর্পূরের সহিত মিশাইয়া উহা মালিশ করিলে কিম্বা আকন্দ পাতায় পুরাতন ঘি দিয়া ঐ পাতা আগুনে গরম করিয়া বুকে সেক দিলে শ্বাস কষ্ট দূর হইয়া পশু আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

কোষ্ঠ বদ্ধের সূচনাতে—

এক ছটাক গুড়, এক ছটাক লবণ ও দেড় পোওয়া মসিনার তৈল, একত্র করিয়া আস্তে আস্তে জ্বালদিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে ক্রমে খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

পীড়িত গোটি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে—

এক ছটাক মদের সহিত /১ একসের ভাতের মাড় প্রাতে ও বৈকালে দুইবার খাওয়াইলে সহজেই পুষ্ট ও সবল হয়।

আনুষঙ্গিক উপদেশ—

(১) পালের একটি গোর এই ব্যারাম হইলে তাহাকে পালের অন্য গোরু হইতে পৃথক রাখিবে। পীড়িত গোর যে রাখালে সেবা করিবে তাহা দ্বারা অন্য গোর সেবা করান অকর্ত্তব্য।

(২) মৃত গোর ফুস্‌ফুসের পুজ দ্বারা অন্য গোর গায় টিকা দেওয়া বিধান আছে ; তাহাতে ভবিষ্যতে এই গোটিকে সহজে এই ব্যারামে আক্রমণ করিতে পারেনা বা আক্রমণ তত সাংঘাতিক হয় না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

এই ব্যারামে মৃত পশুর ফুসফুসের ওজন ।৫ সের হইতে ৫৭॥ সের পর্য্যন্ত হয়, সাধারণতঃ গোর ফুস্‌ফুসের ওজন /২॥ কি জোর /৩ সের।

জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে এই ব্যারাম অতি সাংঘাতিক। অতি অল্প সংখ্যক রোগী আরোগ্য হয়।

সহকারী উপায়—

পশুটিকে গরম, শুষ্ক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত গৃহে রক্ষা করা উচিত। গরম জলে কাপড় ভিজাইয়া সেক দেওয়া উচিত ও গরম কাপড় গায় দেওয়া উচিত। আকন্দ পাতায় পুরাতন ঘৃত সংযোগে গরম করিয়া সেক দিলে বিশেষ উপকার হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

যদি পীড়িত পশুর নাড়ীর গতি দ্রুত ও কঠিন, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অল্প হয়, কাতরতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করে এবং কোঁকায়, মুখ হা করিয়া থাকে, মুখের শুষ্কতা ও উত্তাপ থাকে, শরীর কাঁপিয়া উঠে ও শরীর ঠাণ্ডা বিশেষতঃ পাগুলি—এই অবস্থায় একোনাইট IX ৮ ফোঁটা তিন ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য।

যদি অল্প অল্প কাসি থাকে এবং কাসিতে পশুটি দুঃখ পায় এবং তজ্জন্য কাসি চাপিয়া রাখিতে ইচ্ছাকরে এবং তজ্জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অল্প হয় শ্বাসের ক্রিয়ার সঙ্গে যন্ত্রণা হয় পার্শ্বের পাঁজরের হাড়ে আঙ্গুল দিয়া টিপ দিলে দুঃখ পায়, পশুটি একস্থানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে— বক্ষস্থলে ব্যথা থাকে, তখন ৮ ফোটা ব্রাওনিয়া IX তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে।

যদি গোটির শ্বাস কষ্ট অত্যধিক হয় এবং শাঁ শাঁ শব্দ হয়, যন্ত্রণার চিহ্ন লক্ষিত হয়, শ্বাসের সংখ্যা কম হয়। কাসি থাকে এবং গলনালীতে কফ ভরা থাকে, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে, অবসাদ দেখা যায়, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত হয়, অত্যন্ত কম্প হয় শরীর গরম শুষ্ক হয় তবে এমোনিয়াম কষ্টিকাম IX ৮ ফোটা তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়।

যদি—শ্বাস কষ্ট, ক্ষীণ ও দ্রুত নাড়ীর গতি হয়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতাও অরুচি হয়, দাঁত কড়্ কড়্ করে, শরীর শীতল হয় ঘর্ম্ম হয়, অল্পক্ষণ পর পরই ক্ষণস্থায়ী কাসি হয়, পাতলা বাহ্যে হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে আর্সেনিক IX দেওয়া যায়।

যদি—শ্বাশকষ্ট হয়, ছট্‌ফট্ করে, বুকে বেদনা থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসে বিশেষ ক্লেশ হয়, পার্শ্বের হাড়ের ভিতর যন্ত্রণা হয়, অল্প পর পরই ক্ষণস্থায়ী কাসি হয়, ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, উহার সহিত কখন কখন রক্ত মিশ্রিত থাকে তখন—ফস্ফারাস IX ঐ প্রণালীতে দেওয়া উচিত।

যদি—পীড়িত পশুর গুরুতর দুর্লক্ষণ সকল দূর হইয়া আরোগ্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয় তখন সালফর ৬ ডাইলিউশন ৮ ফোটা ৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেওয়া যায়।

এষো বা বাতন রোগ বা খুর পাকা।

এফ্‌থাস ফিভার।

বহু গোরুর এই রোগ হইতেছে দেখা যায়।

ভাব—

এই রোগটি ছোঁয়াচে জ্বর। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে ও পায়ে (গাভীর পালানে) ফুস্কুড়ি বাহির হয়। ঐ প্রকার রুগ্ন গোরুর দুগ্ধ পান করিলে মনুষ্যের ও ঐ রূপ ফুস্কুড়ী হইয়া থাকে।

নিদান বা কারণ—

অধিকাংশ স্থলে ছুঁইলেই এই রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু আপনা আপনিও হইতে পারে। গবাদি দাঁড়াইবার স্থান কাদা ময়লা ও অপরিষ্কার থাকাই এই রোগ উৎপত্তির একটি বিশেষ কারণ।

অনেকস্থানে ইহার কারণ লক্ষ্য করা কঠিন কিন্তু গবাদিকে পরিষ্কার রাখিলে এবং অন্য গবাদির সঙ্গে ও পথের ধারে চরিতে না দিলে এই রোগ প্রায় হয় না। এই রোগের বীজ গবাদির দেহে একদিন হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত থাকে কিন্তু প্রায়ই ৩৬ ঘণ্টা অর্থাৎ দেড় দিন থাকিয়া প্রকাশ পায়।

লক্ষণ—

এই রোগের প্রথম লক্ষণ এই যে, কম্প দিয়া জ্বর হয়, মুখ, শিং ও চারিপা গরম হয় এবং মুখ চক্‌চক্‌ করে ও লালা পড়ে। পরে মুখে ও পায়ে ফুস্কুড়ি বাহির হয়। গাভীর হইলে পালানে ও বাঁটে ফুস্কুড়ি বাহির হইয়া থাকে। ঐ ফুস্কুড়ি শীমের বীজের মত বড় হয়।

কখন কখন ঐ ফোস্কা নাকের ভিতরেও দেখা যায়। উহা ১৮ কি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া গিয়া লালবর্ণ ঘা হয়। তাহা শীঘ্র ভাল না হইলে নালি হয়।

মুখের মধ্যে অন্য স্থান অপেক্ষা জিহ্বাতেই অধিক হয়। কখন কখন দাঁতের গোড়ায়, টাক্‌রায় (তালুতে) গালের ভিতরেও ফুস্কুড়ি হয়।

পায়ে ফুস্কুড়ি হইলে খুরের সঙ্গে যে স্থানে চর্ম্মের যোগ থাকে সেই স্থানে ও খুরের জোড়ের মধ্যে হয়। মুখে টাটানী ও জ্বর থাকাতে পশুটী খায়না ও যে পায়ে ঘা থাকে সেই পা খোঁড়া হইয়া যায়। বলদ হইলে তাহাকে খাটাইলে ঐ লক্ষণ আরও অধিক হইয়া উঠে, পা ফুলিয়া যায়, অনেক স্থলে খুরও খসিয়া পড়ে। কখন কখন পায়ে ফোঁড়া হয়, পালানে ও বাঁটে ফুস্কুড়ি হইলে তাহা ফুলিয়া উঠে ও ছুঁইলেই লাগে। বাছুর ঐ গোরুর দুধ চুষিয়া খাইলে তাহারও সেই রোগ হইবে। দুগ্ধবতী গাভীর ঐ রোগ হইলে দুহিবার সময়ে ফোস্কায় হাত লাগিলে অধিক টাটাইয়া উঠে। না দুহিলে পালান ফুলিয়া দাহ হয়। গোয়ালারা রুগ্ন গোরু দুহিয়া যদি ভাল করিয়া হাত না ধোয় তবে সুস্থ গোরুর পালান ছুঁইলেই ঐ গোরুরও এই রোগ হয়। রুগ্ন গোরুর প্রতি উপযুক্ত যত্নকরিলে ৩।৪ দিন পর জ্বর যায় এবং গো অধিক কৃশ না হইলে ১০।১৫ দিন মধ্যে সুস্থ হয়। কিন্তু উপযুক্ত যত্ন না করিলে জ্বর অত্যন্ত অধিক হয়। ক্ষুধামান্দ্য হইয়া যায় এবং খুরের ও পায়ের মধ্যে নালীঘা থাকাতে খুর খসিয়া পড়িতে পারে। এবং পা ফুলিয়া উঠে ও ফোড়া হয়; পরে ১০।১২ দিন মধ্যে মরিয়া যায়।

ব্যবস্থা—

এই রোগ তত মারাত্মক নহে কিন্তু যন্ত্রনা দায়ক। অযত্ন করিলে এই রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে।

রুগ্ন জন্তুকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া পরিষ্কার রাখা উচিত এবং ঘরের মেজে বিশেষ রূপে পরিষ্কার রাখিতে হইবে ও ঘরের মধ্যে যেন অনায়াসে

বাতাস খেলিতে পারে। দিনে ২।৩ বার গরম জলদিয়া মুখ ধোয়াইয়া পরে ঔষধের জল দিয়া ধুইয়া দিতে হইবে। দিনে দুইবার তপ্ত জল দিয়া পা ধোয়াইয়া সকল ময়লা বিশেষতঃ খুরের যোড়ের মাঝখানের ময়লা সাবধানে বাহির করিয়া সেঁক দিতে হইবে এবং ঘা সকল নিম্নলিখিত ১নং কি ২নং মলমের পটি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। পালান, বাঁট প্রভৃতি যে যে স্থানে ঘা হয় তাহা পরিষ্কার রাখা ও বারংবার উক্ত ১।২ নং মলমের পটি দিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে ঘায়ে মাছি বসিয়া মাস্তে পড়িতে পারে না। বাঁটে বা মুখে মাছি বসিলে প্রত্যহ একবার কিংবা দুইবার কর্পূর মিশান তৈল দিয়া মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

অধিক জ্বর থাকিলে নিম্নের ৩ নং জ্বরঘ্ন ঔষধ (ফটকিরির জল) দিনে দুইবার দিতে হইবে।

পথ্য—

দূর্ব্বা ঘাস কি মটরের কোমল ঘাস প্রভৃতি নরম নরম টাট্‌কা দ্রব্য পথ্য। ভাতের পাতলা মাড় অধিক খাওয়ান যাইতে পারে। তাহাতে দিনে দুই একবার দেড় ছটাক চিটে গুড় ও আধ ছটাক সামান্য লবণ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশে রুগ্ন গোরুর পায়ের গোছ পর্য্যন্ত জলে বা কাদায় ডুবাইয়া বাঁধিয়া রাখে, ইহা মাস্তে পড়া নিবারণ পক্ষে ব্যবস্থেয়; কিন্তু কখন কখন লোমের ও খুরের মাঝ খানে বালি ও কাদা ঢুকিয়া যাওয়াতে খুর খসিয়া পড়িতে পারে।

নিবারণ উপায়—

অধিকাংশস্থলে ছুঁইলেই এই পীড়া হইয়া থাকে, এই জন্য যাহাতে পরস্পর মেশামেশী না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ঔষধ ১ নং

প্রলেপ—

কর্পূর	...	...	... ১ ভাগ
তার্পিন তৈল		...	... ।০ সিকিভাগ
মসিনার তৈল		...	... ৪ চারি ভাগ

এই সকল ভাল করিয়া মিশাইয়া লাগাইয়া দিবে।

মাংস বৃদ্ধি হইলে তুঁতের গুড়া দিবে।

ঔষধ ২ নং—

কার্বলিক এসিড	... ...	৪ ড্রাম
গ্লিসারিণ	... ...	১ আউন্স
জল	... ...	১ পাইণ্ট

ঔষধ ৩ নং—

ফট্‌কিরি	... ...	।১০ তোলা
জল	... ...	⁄।। সের

এই ঔষধ দ্বারা ধুইয়া দিবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

১। রোগ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই আর্সেনিক এলব IX ৮ ফোঁটা করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা উচিত।

২। রোগ বিশেষ রূপ লক্ষিত হইলে আর্সেনিক ও বেলেডোনা ৮ ফোঁটা অন্তর পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করা উচিত।

পীড়িত গোর দুগ্ধ পান করিয়া মনুষ্যের মুখে ও অন্যান্য স্থানে পুজযুক্ত ফুস্কুড়ি হইতে দেখা গিয়াছে।

নিমপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দিয়া পীড়িত স্থান ধোওয়াইয়া দিলে রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

মুষ্টিযোগ—

নিম পাতা, তিল তৈল বা নারিকেল তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল পীড়িত স্থানে দিলে রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

গাঁদা ফুলের পাতা তিল তৈল বা নারিকেল তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল দিলেও উপকার হয়। গাঁদা ফুলের পাতার রস পীড়িত স্থানে দিলে পীড়ার উপসম হয়।

সোঁদাল পাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঐ রোগ আরোগ্য হয়।

তিল ফুল, সৈন্ধব লবণ, গোমূত্র, কটু তৈল একত্র মর্দ্দন করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে ঐ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। মেটে সিন্দুর ও মরিচচূর্ণ মহিষের নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ঐ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়। চাল মুগরীর তৈল পীড়িত স্থানে দিলেও সত্বর পীড়া আরোগ্য হয়।

গরম জল ও সাবান দিয়া ঘা সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দেওয়া অবশ্যক।

গো-ফোটা।

ইহা বড় ছোঁয়াচে ব্যারাম, কিন্তু ইহা মারাত্মক নহে। তবে এই পীড়ায় আক্রান্ত পশুর প্রতি অযত্ন হইলে ঐ পশুর দুগ্ধ দান ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া যায়, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই ব্যারাম গোর জীবনে একবার মাত্র হয়।

কারণ—

রোগ সংক্রামক,—সংক্রামিত হইয়াই ইহার বীজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

লক্ষণ—

দুগ্ধাধারে (ওলান) গাভীর বাঁটের আগায় ও গোড়ায় ছোট ছোট ফুট হয়। ফুট গুলি পূর্ণায়তন হইলে একটি শিকির ন্যায় বড় হয়। দুধের গাভীর না হইলে সহজে এই রোগ পরিচয় করা কঠিন। অল্প কয়েক দিনেই রোগ পূর্ণায়তন হয়। অন্য গোজাতির এই ব্যারাম হইলে পরিণতির পূর্ব্বে তাহা বড় টের পাওয়া যায় না।

ফুটগুলি ওলানে ও বাঁটেই হইয়া থাকে। দুগ্ধ দোহাইতে ও বাছুরকে দুধ খাইতে দেয় না। গাভীগুলি অস্থির হইয়া পড়ে। ফুট গুলি গোলাকার মধ্য ভাগ গর্ত্ত এবং চতুর্দ্দিগ উচু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। কিছু দিনের মধ্যেই ফুট গুলি ফাটিয়া যায়, ভিতরে পুঁজ হয়। ওলান ফুলিয়া উঠে দুধ ভিতরেই শুকাইয়া যায়। বিশেষ সতর্কতা না নিলে গাভীটি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

কোন কোন গরুর সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া চক্রাকার চিহ্ন হইয়া যায়।

ব্যবস্থা—

অগৌণে পীড়িত গোটিকে অন্য গো হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দিয়া ওলানটি বেশ ধুইয়া শুকনা কাপড় দিয়া মুছিয়া নিমপাতা তিলের তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল ওলানে মাখিয়া দিলে, কিম্বা মাখন কি ঘৃত জলে পুনঃ ২ ধুইয়া, ঐ ঘৃত মাখাইয়া দিলে সত্বর ক্ষত আরোগ্য হয়।

যেরূপেই হউক পালানের দুধ বাহির করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। গাভী সহজে স্বীকৃত না হইলে গাভীর পেছনের পা দুইটি উত্তমরূপে বাঁধিয়া গাভীর পালানের শেষ ফোটা পর্য্যন্ত দুধ বাহির করিয়া ফেলান কর্ত্তব্য।

একোনাইট IX ও আর্সেনিক IX ৮ ফোটা করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর

পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। পালানে বিশেষ ফুলা থাকিলে, আর্সেনিকের পরিবর্ত্তে বেলেডোনা IX দিতে হইবে।

সহকারী উপায়—

গরুটিকে সতত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

পরিশিষ্ট।

সংক্রামক রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তজ্জন্য কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

১। গো হাট বাজার হইতে ক্রয় করিতে হইলে গো যে স্থান হইতে আসিয়াছে তথায় সংক্রাম রোগ আছে কিনা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তথায় কোন প্রকার সংক্রামক রোগ নাই নিশ্চয় জানিয়া তবে গো ক্রয় করা উচিত।

২। গো ক্রয় করিয়া স্থানান্তরিত করিতে হইলে পথে কি রাত্রিতে বিশ্রাম করার স্থানে তথাকার অন্য গোর সঙ্গে ক্রীত গোকে মিলিত হইতে দেওয়া উচিত নয়।

৩। অপরিজ্ঞাত স্থান হইতে ক্রীত গোকে এক কি দেড়মাস পর্য্যন্ত পালের অন্য গো হইতে পৃথক রাখিয়া পানাহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। বিদেশ হইতে বাড়ীতে গো আনিয়াই বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত যে, গো পথে কোন প্রকারে সংক্রামক রোগ গ্রস্থ হইয়াছে কিনা। এবং তৎপরেও কিছু দিন গোটিকে পৃথক রাখা উচিত।

৫। পালের কোন গোর শরীরে সংক্রামক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃথক করা উচিত।

৬। গো সকল একত্র না রাখিয়া যতদূর সম্ভব পৃথক পৃথক করিয়া রাখা সঙ্গত।

৭। পীড়িত গো ভিন্ন স্থানে রাখিয়া তাহাদের বাসস্থান বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া দিতে হইবে।

পীড়িত-গো-সেবাকারী কি তদ্দিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র, অন্য গোর নিকট লইতে দেওয়া উচিত নহে।

৮। পীড়িত গোর ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য অন্য গো না খায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ঐ সকল দ্রব্য পৃথক স্থানে গর্ত্ত করিয়া তদুপরি চুণ দিয়া তদুপরি ১।০ হাত মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৯। পীড়িত গোর নিকট কুকুর যাতায়াত করিলে তাহাকে সুস্থ গোর নিকট যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

১০। পীড়িত গোর বাসস্থান অতি যত্নের সহিত ২।৩ বার পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহাতে ফেনাইল, চূণ কি শুষ্ক মাটি ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

১১। পীড়িত গোর গৃহে প্রত্যহ এক ঘণ্টা গন্ধক পোড়ান কর্ত্তব্য। গন্ধক পোড়ানের সময় বায়ু প্রবেশের পথ রাখিয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

১২। পীড়িত গোগৃহে মাছির উপদ্রব না হয় তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। গোগৃহের সম্মুখে আগুন রাখিলেই ঐ সকল উপদ্রব হয় না।

৩। পীড়িত গোকে ভাতের মাড় ও কাঁচা ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে গোর পাতলা বাহে হয়। ইহাতে ব্যারাম তেমন কঠিন হইতে পারে না। পীড়িত গোকে শুক্‌না ঘাস কখনও খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

১৪। পীড়িত গো আরোগ্য হওয়ার দেড় মাস পর আর ঐ রোগ অন্য পশুতে সংক্রমনের আশঙ্কা থাকে না। অতএব ঐ সময়ের পর কার্বলিক সাবান ও গরম জলে কি এক ছটাক কার্বলিক সাবান ও গরম জলে কি এক ছটাক কার্বলিক এসিড্ /৪ সের গরম জলে মিশাইয়া পীড়িত পশুকে স্নান করান উচিত।

১৫। সংক্রামক রোগে মৃত পশুদেহ ২॥ হাত মাটির নীচে চূণ ফেনাইল কি অন্য দুর্গন্ধ হারক দ্রব্য সংযোগে পুতিয়া রাখা উচিত।

১৬। পীড়িত পশুগৃহের মাটির ভিটের কতক মাটি কোদাল দিয়া চাঁচিয়া তাহা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া উহাতে রাখিয়া মাটি চাপা দেওয়া উচিত এবং ভিট আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। ইটের ভিট হইলে তাহা ভাল করিয়া চূণ কি কার্বলিক এসিড কি ফেনাইল সংযোগে ধুইয়া ফেলান কর্ত্তব্য।

১৭। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পশুর ব্যবহার্য্য দ্রব্যও উত্তমরূপে দুর্গন্ধ হারক দ্রব্য সংযোগে ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

১৮। বসন্ত, বাত, পার্শ্বদেশের নালিঘা ও শোথ জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পশুর গায়ে রোগের বীজাণু ৪ সপ্তাহ অপ্রকাশ অবস্থায় থাকিতে পারে। তজ্জন্য ঐ সকল রোগে একমাসের পরই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। ফুস্‌ফুসের (প্লুরিসি) রোগের বীজাণু ছয় সপ্তাহ গুপ্তভাবে শরীরে থাকিতে পারে তজ্জন্য দেড় মাসে ঐ ব্যারাম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে।

জ্বর।

মানুষের মত গোজাতির জ্বর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গো জাতির গায়ের উত্তাপ ·৩৮ ইহার অধিক উত্তাপ হইলেই জ্বর হয়।

লক্ষণ—

নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখের ভিতর গরম লোম খাড়া হইয়া উঠে, কোষ্ঠ কঠিন বা বদ্ধ হয়। প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়, চক্ষের পাতা ও নাকের ভিতর রক্তাভ বর্ণ হয়। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। জাবর কাটা ত্যাগ করে। কিছু খায় না কেবল জল পিপাসায় ছটফট করে।

ব্যবস্থা—

বেলপাতা, আদা ও ক্ষেত পাপ্ড়া সিদ্ধ করিয়া ঐ জল গুড়ের সহিত খাইতে দিলে জ্বর ত্যাগ হয়।

বালা পাতা, শুঁঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেত পাপ্ড়া সিদ্ধ জল মধু বা গুড়ের সহিত খাইতে দিলেও সহজে জ্বর ত্যাগ হয়।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে প্রথমতঃ গোটিকে জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত ঔষধেও জ্বর ত্যাগ হয়।

(১)

কর্পূর ৶০ আনা
সোরা ১ তোলা
মদ ৷১০ ছটাক
মদের মধ্যে কর্পূর গলাইয়া উহাতে সোরা দিয়া একসের জলের সহিত খাইতে দিবে।

(২)

সোরা এক কাঁচ্চা
লবণ আধ ছটাক
চিরতার গুড়া ঐ
গুড় ⁄১০ ছটাক
আধসের জল সহ সেবনীয়।

(৩)

কর্পূর ৶০ আনা
সোরা ঐ
ধুতরার বীচির গুড়া ।৵০ আনা
মদ ৷১০ ছটাক
কর্পূর মদে গলাইয়া ধুতরার বীচি চূর্ণ দিয়া আধসেরের জল সহ সেবনীয়।

(৪)

লবণ ⁄০
আদার রস ⁄০
গুড় ৴০
একত্র করিয়া ⁄১৷ জল সহ মিশাইয়া খাইতে দিলে উপকার হয়।

(৫)

আয়াপান গাছের শিকড় একতোলা, কালজিরা
২ তোলার সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে
জ্বর ত্যাগ হয়।

সহকারী উপায়—

গোগৃহে খড় বিছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গোকে এই অবস্থায় ঠাণ্ডা জল খাইতে দেওয়া উচিত নহে। গোগৃহে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। এই সময় ঠাণ্ডা লাগিলে সহজে নিউমনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস হইতে পারে।

এই সময় গোকে গরম জল খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। পীড়িত পশুটিকে কম্বল, চট, যাহার যেমন জুটিয়া উঠে তদ্দ্বারায় আবৃত করিয়া রাখা উচিত।

পথ্য—

এই সময় বাঁশ পাতা ও মুসুরীর ভূষী সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

মুষ্টিযোগ—

(১) ধুতুরার শিকড় ২ তোলা, গোলমরিজ ৪ তোলা একত্র জলে বাটিয়া ব্রহ্মতালুতে দিবে।

(২) বৃশ্চিকালী (বিছুটী) বৃক্ষের শিকড় ২১ গণ্ডা গোলমরিচের সহিত গোরুর নাসিকায় ফুঁ দিবে তাহাতে জ্বর ত্যাগ হইতে পারে।

(৩) তেলাকুচা লতার মূল, হরিদ্রা, কালজিরা, প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া একছটাক একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করাইবে।

(৪) ঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণ করিয়া নস্য দিবে ও সেবন করাইবে।

(৫) নাসিকার দুই পাশে লৌহ পোড়াইয়া দাগদিলে উপকার হয়।

(৬) শুঁঠ, চিরতা, গোলমরিচ, যোয়ান ও লবণ প্রত্যেকে ৫ তোলা চূর্ণ করিয়া একত্র করিয়া অন্ন মণ্ডের সহিত খাইতে দিবে।

হোমিওপ্যাথিক—একোনাইট IX ৮ ফোটা জ্বরের প্রথম অবস্থায় খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

জ্বর ও কাস চিকিৎসা।

শুঁঠ, চিরতা, গোলমরিচ, যোয়ান ও লবণ প্রত্যেকে এক ছটাক একত্র করিয়া /১ সের ভাতের মাড়ের সহিত দিনে দুই বার খাওয়াইলে জ্বর ও কাসি আরোগ্য হয়

গলার বাহিরে কোন স্থানে ফুলিলে ধুতরা পাতা ও কাটানটে একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঐ ফোলা আরোগ্য হয়।

প্লীহা।

জ্বর হইতে কখন কখন গোর প্লীহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে তখন মানুষের প্লীহা রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে ঐ প্লীহা আরোগ্য হয়। কুম্ভীরের দন্ত বা নাভি-শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া খাওয়াইলে প্লীহা রোগ আরোগ্য হয়।

কাসিরোগ।

ভাব—

শ্বাসনালী ও তাহার যে শাখা ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রদাহ হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

কারণ—

বাছুরের খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে সুতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্রিমির বীজাণু শ্বাসনালীতে গিয়া তাহারা ঐ প্রদাহ উৎপন্ন করে। পূর্ণবয়স্ক ও বৃদ্ধ পশু বৃষ্টিতে ভিজিলে বা শীতের সময় বাহিরে থাকিলে অথবা হঠাৎ গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিলে এই রোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ—

পশু সর্ব্বদা কাসে ও গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়। বাছুরের গলায় সুতার ন্যায় ক্রিমি জন্মিলে বাছুর কাশিয়া ঐ ক্রিমি ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে। পশু ক্রমশঃ কৃষ হইয়া পড়ে। এবং সচরাচর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই মরিয়া যায়। ইহা বাছুরের পক্ষে সংক্রামক।

ঔষধ—

গলার নীচে নিম্নলিখিত ঔষধ মালিস করিয়া দিলে ফল দর্শে।

তেলা পোকা	...	১ ভাগ।
মসিনার তৈল	...	৬ ভাগ।
মোম	...	৬ ভাগ।

মোম ও মসিনার তৈল একত্র গরম করিয়া উহাতে তেলাপোকা ফেলিয়া দিলেই মালিস প্রস্তুত হয়।

তার্পিণ তৈল ... ১ ছটাক।
মসিনার তৈল ... ৩ „

তপ্ত জলে দিয়া উহা খাওয়াইয়া দিলেও ফল হয়। ভাত কি তিসি বা ভুষির মাড়ের সঙ্গে হীরাকষের গুড়া ।৶০ আনা ও চিরতার গুড়া ১ কাঁচ্চা মিশাইয়া খাওয়াইলে ইহাতেও ফল হয়।

বাছুরের গলায় সুতার মত ক্রিমি ঘটিত যে কাসি হয়, তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত তার্পিণের ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। বাছুরকে ঐ অবস্থায় ভাতের মাড়ের সহিত লবণ মিশাইয়া খাদ্য দিলে ক্রিমি মরিয়া যায়।

গন্ধক পোড়াইলে পশুর কাসির উপশম হয়। কাসি হইলে পশুদিগকে শোওয়ার জন্য খড় বিছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

প্রাতে একোনাইট নেপ IX ও অপরাহ্নে নক্সভোমিকা IX ৬ হইতে ৮ ফোঁটা করিয়া খাইতে দিলে সহজেই কাসি আরোগ্য হয়। কৃমি ঘটিত কাসি রোগে সিনা (200) চারি কি ছয় ফোঁটা খাওয়াইলে উপকার হয়।

পথ্য—বাঁশপাতা, যেমন মানুষের পক্ষে খৈ, বিস্কুট, গোগণের পক্ষে বাঁশপাতাও সেইরূপ লঘু পথ্য।

সর্দ্দি-কাসি (সামান্য)

বাছুর ও দুধের গাইই সহজে এই ব্যারামে পীড়িত হইয়া পড়ে।

কারণ—

ঠাণ্ডা লাগিলে, বৃষ্টিতে ভিজিলে, স্নানের পর গা মুছিয়া না দিলে, আর্দ্র (ডেম্প) স্থানে থাকিলে, শীতে বাতে চতুর্দ্দিকে আবরণ শূন্য গৃহে বা স্থানে বাস করিলে, প্রবল হিমে, প্রবল বায়ুতে থাকায় বা অত্যন্ত ধূলি বালি নাকে প্রবেশ করিলে বা বহু গো একত্র বাস করিলে এই ব্যারাম হয়।

লক্ষণ—

চক্ষুতে ও নাকে জল বা তরলস্রাব নির্গত হয়। পশুটি ঘাস খায় না। জড় পদার্থের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অল্পাধিক জ্বর থাকে।

চিকিৎসা।—

প্রথমতঃ যে কারণে ব্যাধি হইয়াছে ঐ কারণ অনুসন্ধান করিয়া ঐ কারণ দূর করা কর্ত্তব্য। শীতের জন্য চট, কম্বল বা অন্য কোন গরম কাপড় গায়

জড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভিজা ঠাণ্ডা স্থান হইতে গরম স্থানে লইয়া যাওয়া বিধেয়। পশুকে একদিন পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা তরল দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। গরম চা'র জল লবণ বা চিনি সংযোগে খাইতে দিলে সহজে উপকার দর্শিয়া থাকে।

গোলমরিচ, কবাবচিনি, শুঠ, যষ্টিমধু, প্রত্যেকে একতোলা ৪ তোলা মিছরির সহিত মিলাইয়া প্রাতে ও বৈকালে শুকনা ঘাসের সহিত খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। এই সময় পশুকে বাঁশপাতা ও চালভাজা ও কলাই ভাজা খাইতে দেওয়া উচিত।

বাসক, আদা পেঁয়াজ, মরিচ, প্রত্যেকে /০ ছটাক বাটিয়া গরম জল দিয়া খাওয়াইলে সর্দ্দি কাসি আরোগ্য হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঔষধ সেবনীয়।

ঝিঙ্গে পোড়াইয়া তাহার ধূম নাকে দিলে প্রবল সর্দ্দি কাসি দূর হয়।

শুষ্ক মূলা, চিতামুল, পিপ্পলী সমভাগে চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত খাওয়াইলে সর্দ্দি কাসি দূর হয়। যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপুল, মরিচ চূর্ণ সমভাগে লইয়া গুড়ের সহিত খাওয়াইলে সর্দ্দি কাসি দূর হয়। বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টিকারী, বসাক ইহাদের কাথ চিনি বা গুড়সহ সেবনীয়।

শঠি, কলা, কণ্টকারী, শুঠ, ও চিনি একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত সেব্য।

আদার রস মধু সহ পান করাইলে সর্দ্দি কাসি দূর হয়।

ব্রণকাইটিস্ (ঠাণ্ডা লাগিয়া)

কারণ—

শীতে ও বৃষ্টিতে বাহিরে থাকিলে, বা হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনে, সর্দ্দি কাশির প্রতি উপেক্ষা করিলে, কখন বা সংক্রামিত হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—

সাধারণ সর্দ্দি কাশির লক্ষণ হয়, নাক ও মুখ হইতে তরল শ্লেষ্মা নির্গত হয়, কাশি হয়, কাশি ক্রমে কষ্ট জনক হয়। গলার নালীতে শ্লেষ্মা জমিয়া উঠায় শ্বাস একটু ঘন কষ্টপ্রদ ও উষ্ণ হয়। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। পশুটি বড় নড়িতে চড়িতে চায় না। খাদ্যে অরুচি হয়। পশুটি ক্রমে শুকাইয়া যায়। অবশেষে প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা—

আদা এক ছটাক ও পিয়াজ এক ছটাক থেথো করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে থাওয়াইলে সর্দ্দি কাসির বিশেষ উপকার হয়।

কুলত্থ কলাই বা মূলা সিদ্ধ করিয়া তাহার রসে পিপলী চূর্ণ ⁄০ যবক্ষার চূর্ণ ⁄০ এক ছটাক সহ পান করাইলে সর্দ্দি কাসি দূর হয়।

পিপুল ⁄০, পিপুল মূল ⁄০, চই ⁄০, চিতার মূল ⁄০, শুঠ ⁄০, এক ছটাক কুটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া গুড়ের সহিত খাইতে দিলে কফ, কাস, শ্বাস ও জ্বর নিবৃত্তি হয়।

কটফল, কুড়, শুঠ, পিপলী প্রত্যেকে একছটাক ⁄২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া উহা ⁄॥০ সের থাকিতে নামাইয়া খাওয়াইলে সর্দ্দিজ্বর আরোগ্য হয়।

আদার রস ⁄০ গোলমরিচ চূর্ণ ⁄০ গুড়ের সহিত খাইতে দিলে সর্দ্দি কাসি জ্বর আরোগ্য হয়।

বাসক পত্রের রস ৵০ গুড়ের সহিত একত্র করিয়া তুই বেলা খাইতে দিলে তুরারোগ্য সর্দ্দিকাসি নিবৃত্তি হয়।

বাসক পত্র আগুণে সেঁকিয়া তাহার রস লওয়া আবশ্যক, অথবা রস করিয়া তাহা গরম করিয়া লইলে ভাল হয়।

কণ্টকারী ⁄০ ছটাক ⁄১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄॥০ সের থাকিতে নামাইয়া পিপুল চূর্ণসহ পান করাইলে সর্দ্দি কাসি আরোগ্য হয়।

চিতার মূল ⁄০ শুষ্কমূলা ⁄০ পিপ্পলী চূর্ণ ⁄০ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে কাসি আরোগ্য হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

একোনাইট IX, ব্রাওনিয়া IX ৮ ফোটা, ৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে সর্দ্দি কাসি জ্বর আরোগ্য হয়।

যদি চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠে; চক্ষু মুখ, নাক দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিলে একোনাইট IX ও আসেনিক IX ঐ ভাবে দেওয়া যায়।

যদি স্রাব ঘন হয় তবে—

মাকু´রিয়াস সল IXবা মাকু´রিয়াস আইড IXএকোনাইটের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সরিষার তৈল ।৴০ কর্পূর ৴০ একত্র করিয়া বুকে মালিস করিলে উপকার হয়।

পথ্য—

ভাতের মাড় ও বাঁশের পাতা পথ্য।

পশুটিকে গরম স্থানে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা উচিত।

ক্রিমি ঘটিত ব্রন্‌কাইটিস্—

এই ব্যারাম অতিশয় সংক্রামক। গো-বৎসের মধ্যেই এই রোগ অধিক দৃষ্ট হয়।

কারণ—

ছোট সাদা ক্রিমি কণ্ঠনালী ও নাসিকায় প্রবেশ করিয়া গলায় সুড় সুড়ানি হয়, তাহাতে কাশি উৎপন্ন হয়। পচা খাদ্য আহার ও পচা জল পানে ও অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধ ও পূতিগন্ধময় বায়ু সেবনে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ—

সামান্য তরল পদার্থ নাক দিয়া নির্গত হয়, কিন্তু ভয়ানক শুষ্ক কাসিতে আক্রমণ করে। পশুটি জড় ও নির্জ্জীব হয়, আহারে অনিচ্ছা হয়, শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হয় এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা—

ক্রিমি রোগে যে ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে এই ব্যারামেও ঐ ঔষধ ও পথ্য প্রযোজ্য।

ক্রিমিগুলি যত সত্বর পারা যায় দূর করিতে হইবে।

উদরাময়।

ভাব—

এই রোগে বার বার দাস্ত হয়।

কারণ—

কদর্য্য খাদ্য দ্রব্য বিষময় গাছগাছড়া খাওয়ায় সচরাচর এই রোগ হইয়া থাকে। বর্ষার পর ড্যাম্প ও পচা জলযুক্ত স্থানের ঘাস খাইয়া অনেক সময় এই রোগ হয়। ফুস্‌ফুসের প্রদাহ ও রক্ত দোষ জনিত রোগের চরম অবস্থায়ও উদরাময় দেখা দেয়। অত্যন্ত শীতে অথবা গ্রীষ্মের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস

লাগিয়া এই রোগ হয়। রৌদ্রের অত্যন্ত উত্তাপে উত্তপ্ত পশুরও এই রোগ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—

পুনঃ পুনঃ জলবৎ পাতলা দাস্ত হয়, সামান্যতঃ ক্ষুধার কোন লাঘব হয় না। দীর্ঘকাল পেটের অসুখ থাকিলে ক্রমশঃ পেটের ব্যথা ও গোবরের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয়।

ব্যবস্থা—

প্রথমতঃ রোগের উৎপত্তির কারণ স্থির করিয়া ঐ কারণ নিবারণ করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ঔষধটি ব্যবহার করিতে হইবে—

সফেদা ৵০ আনা, চাথড়ির গুড়া আধ ছটাক, আফিম ৸০ আনা ঘন মাড়ের সহিত দিনে দুইবার প্রযোজ্য।

উত্তম পানীয় জল দেওয়া আবশ্যক। রোগ সাধারণ হইলে নূতন কাচা ঘাস খাইতে দেওয়া যায়; নচেৎ ভাতের মাড় বা ভূষির জাউ দেওয়া আবশ্যক। ঐ ঔষধে ফল না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দেওয়া আবশ্যক।

চাউলের গুঁড়া	...	১ ছটাক
খয়েরের গুঁড়া	...	$\frac{১}{২}$ আধ ছটাক
শুঠের গুঁড়া	...	১ কাচ্চা
আফিম	...	।৵০ আনা
বাংলামদ	...	৴০ আনা

ভাল করিয়া মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিবে।

পশু দুর্ব্বল ও কৃষ হইয়া পড়িলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

শুঠের গুঁড়া	...	১ কাচ্চা
চিরতার গুঁড়া	...	১ কাচ্চা
জৈনের গুঁড়া	...	১ কাচ্চা
লবণ	...	১ ছটাক

উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া সিকি ভাগ গুড় দিয়া তপ্ত মাড়ের সঙ্গে খাইতে

দেওয়া বিধেয়। অথবা লবণ আধাভাগ হীরাকষের গুঁড়া ৵০ আনা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

তুতের গুঁড়া	...	।৵০ আনা অবধি ៷০ আনা পর্য্যন্ত
জল	...	/॥০ সের
সফেদা	...	৵০ আনা
চা খড়ির গুঁড়া	...	/২॥০ তোলা
আফিম	...	/৮০

গবাদির উদরাময় ও আমাশয় রোগ হইলে ঘন মাড়ের সঙ্গে দিনে দুইবার দিলে উপকার হয়।

কাঁচাবেল পোড়াইয়া কাপড়ে ছাকিয়া গুড়ের সহিত খাইতে দিলে তাহাতেও উদরাময় আরোগ্য হয়।

কাঁচা বেল ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে পাঠালতার (মুছি লতার) পাতা ভরিয়া বেলটি পুনরায় জোড়া দিয়া আগুনে পোড়াইয়া খাওয়াইলে পেটের অসুখ নিশ্চিত নিবারিত হইবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

আর্সেনিক এলব IX ৮ ফোঁটা পরিষ্কার জলের সহিত দুই ঘণ্টা পর পর দিলে বিশেষ উপকার হয়। পেটে বেদনা থাকিলে এবং মলের সহিত রক্ত নির্গত হইলে মার্কুরিয়াস কর IX ৪ ফোঁটা দুই ঘণ্টা পর ব্যবস্থেয়।

রক্তামাশয়।

ভাব—

এই রোগ অন্ত্রের ঝিল্লির প্রদাহ হইতে উৎপন্ন হয়। কখন কখন উহাতে ঘা হইয়া যায়। পুন পুনঃ পাতলা বাহে হয়। ঐ বাহের সঙ্গে আম, রক্ত, পূঁয নির্গত হয়।

লক্ষণ—

কখনও পেটের অসুখের পরিণতিতে আমাশয় দেখা যায়। কখনও বা হঠাৎ জ্বর হইয়া বারম্বার বাহে করে। বাহের সঙ্গে আম, রক্ত, নির্গত হয়, পচা ডিম ভাঙ্গা পদার্থের ন্যায় পদার্থও নির্গত হয়।

ভয়ানক রূপের আমাশয়ে অন্ত্রের কোন কোন অংশই বাহের সঙ্গে নির্গত

হয় উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ জনক। ঐরূপ আমাশয়কে "স্লাফিং আমাশয়" বলে উহা ভয়ানক মারাত্মক।

পেটে বেদনা, পুনঃ পুনঃ কোঁথ দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণও ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। মুখের ছাল, চক্ষুর পাতা ও চর্ম্ম হলুদ বর্ণ, রক্ত শূন্য দৃষ্ট হয়।

কারণ—

আহারের দোষে, প্রবল শীত লাগিয়া বা পেটের অসুখের পরিণতি হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

ঔষধ—

মসিনার তৈল ✓। পোওয়া, আফিম ১৵ আনা মিশাইয়া ভাতের মাড়ের সহিত দিবসে দুইবার খাইতে দিলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

অথবা—

ধুতরার বীচির গুঁড়া ।৵ আনা, কর্পূর ৵ আনা, দেশীমদ ৵ আধ পোওয়া। মদে কর্পূর ডুবাইয়া তাহাতে ধুতরার বীচির চূর্ণ দিয়া ভাতের মাড়ের সহিত খাইতে দিলে সহজে আরোগ্য হয়।

সফেদা ৵ আনা, চাথড়ির গুঁড়া ৻১০ আধ ছটাক, আফিম ৶৹ আনা। ভাতের মাড়ের সহিত দিনে দুইবার খাওয়াইলে আমাশয় বন্ধ হয়।

ভাতের মাড় ১ সের আফিম ৶৹ আনা ভালমতে মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

গ্লিসারিণ, বোরাসিক এসিড চূর্ণ গরম জলের সহিত মিশাইয়া মলদ্বারে পীচকারী দিলে অন্ত্রের দূষিত মল বাহির হইয়া যায় ও ঘা শুকাইয়া যায়।

সহকারী উপায়—

গরম জলে কম্বল ভিজাইয়া পেটে সেক দিলে আমাশয়ের বিশেষ উপকার হয়।

পেটে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিলেও উপকার হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন। কোঁথ দেওয়া অধিক হইলে এক গাছা দড়ী দিয়া গোরুর মাজা কসিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

পথ্য—

মল না হওয়া পর্য্যন্ত লবণ সংযোগে ভাতের মাড় বা অর্দ্ধেক তিসি সিদ্ধ কি কলাই সিদ্ধ অথবা বেল সিদ্ধ ও অর্দ্ধেক ভাতের মাড় দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সহজ পাচ্য নূতন কাঁচা ঘাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

পশুটিকে রাত্রির শীতে কম্বল কি ছালার চট দিয়া গা ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পেটটি বিশেষ সতর্কতার সহিত শীত হইতে রক্ষা করা উচিত।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

মার্কুরিয়াস কর ৫ ফোঁটা, দুই ঘণ্টা পর পর প্রযোজ্য। যদি বাহ্যে অধিক পরিমাণে হয়, তবে—আর্সেনিকাম এলব IX ৮ ফোঁটা দুই ঘণ্টা পর পর মার্কু-রিয়াস করের সঙ্গে পর্য্যায় ক্রমে দেওয়া উচিত।

মুষ্টিযোগ চিকিৎসা—

আমড়া, আম, জাম ও আমলকীর কচি পাতা ছেচিয়া তাহার রস গুড় বা ছাগ দুগ্ধের সহিত খাওয়াইলে প্রবল রক্তামাশয় নিবারিত হয়।

কাঁটানটের মূল ৮ তোলা গুড়ের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে আমরক্ত নিবারিত হয়।

কৃষ্ণতিল ৵০ ছটাক, এক ছটাক গুড়ের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে রক্তা-মাশয় আরোগ্য হয়।

বেলশুঠ, মুথা, ধাইফুল, শুঠ এই সমুদয় দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা গুড় ও মাঠার সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

এরণ্ডের কস ৩২ ফোটা কিছু গুড়ের সহিত খাওয়াইলে গোজাতির রক্তা-মাশয় নিবারিত হয়।

ডালিম পাতা ও ডালিম ছাল /০ এক ছটাক, কুড়চি /০ এক চটাক একত্র কুটিয়া /২॥ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ॥৵ পোওয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া /০ এক ছটাক গুড়সহ পান করাইলে গোজাতির দুর্জয় রক্তামাশয় নিবারিত হয়।

চিকিৎসা—

পীড়ার স্থান গরম জলে অথবা ফেনাইল মিশ্রিত জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

১। শতমূলীর ক্বাথ, মসিনার ক্বাথ, গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা মেদী পাতার ক্বাথ অল্প পরিমাণে সেবন করাইলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

২। কাববচিনি চূর্ণ ১ তোলা, সোরা চূর্ণ ১ তোলা, চন্দন তৈল $\frac{1}{2}$ তোলা ঠাণ্ডা অন্নমণ্ডের সহিত দিনে দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইলে এই রোগ আরাম হয়।

রক্ত প্রস্রাব।

ভাব—

রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। আহার্য্য দ্রব্যের দোষে ভুক্ত দ্রব্য উত্তম রূপে পরিপাক হয় না; এবং তজ্জন্য রক্তের স্বাভাবিক উপাদান সমস্তের অভাব হইয়া রক্ত নিস্তেজ ও পাতলা হইয়া এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

এই রোগে পশু অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া যায়। রোগ কঠিন হইলে পশুটি একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হয়। অনেক গাভীর প্রসবের অল্প কাল পরেই এই রোগ দেখা দেয়। অত্যধিক দুগ্ধ ক্ষরণে এই রোগ হওয়া অসম্ভব নহে।

কারণ—

ডেম্প বা স্যাঁতসাঁতে ও আবদ্ধ পঁচাজলে যে তৃণাদি জন্মে তাহা খাইয়া অনেক সময় পশু এইরোগে আক্রান্ত হয়।

ঐ রূপ স্থানের তৃণাদি বিস্বাদ ও অপকারী। ঐরূপ স্থান হইতে আবদ্ধ জল বাহির করিয়া সার গোবর দিয়া ঘাস জন্মাইলে ঐ ঘাস আহার করিলে কখনও ঐ প্রকার রোগ হইতে পারেনা। ঐরূপ আবদ্ধ স্থানের পঁচাজল খাইলেও এই রোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ—

প্রথমতঃ পশুগুলি দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। তারপর রোমন্থন করা ত্যাগ করে; এবং দুধের গোরু হইলে দুধ কমিয়া যায়; গা শিহরিয়া উঠে বর্ণ ফেকাসে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ হয়। পাল ছাড়িয়া একা নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে। পেটের বেদনার লক্ষণও দৃষ্ট হয়। কয়েক দিন পর্য্যন্ত তরল বাহ্যে হয়। তারপর কোষ্ঠ কঠিন হয়। কোষ্ঠ বদ্ধ হইলেই প্রস্রাব বিবর্ণ হইতে থাকে তৎপর ক্রমে রক্ত প্রস্রাব হয়। ৪।৫ দিন বাহ্যে বদ্ধ থাকিলে ইহার পর কালবর্ণের প্রস্রাব করে, প্রস্রাব করার সময় কষ্ট অনুভব করে। প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হয়, পশু ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে, মুখের ও চক্ষুর পাতা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া চক্ষু বসিয়া যায়, মুখ কাল, পা ঠাণ্ডা হয়। নাড়ী দুর্ব্বল হয়, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে থাকে, গো অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়া মরিয়া যায়।

স্থিতিকাল—

৫ হইতে ২৫ দিন।

চকিৎসা—

রোগ টের পাওয়া মাত্রই খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এবং জোলাপ দিয়া যে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য পেটে আছে তাহা বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। ইহার পর উত্তেজক ও বল কারক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য—

কম্‌লী শাক অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাইতে দিবে। উহা ঔষধ ও পথ্য উভয়ের কার্য্য করে।

তিসি বা ভাতের মাড় ও নরম কাঁচা ঘাস দেওয়া কর্ত্তব্য। পাতলা বাহে আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত ধারক ঔষধ খাইতে দেওয়া আবশ্যক।

চা খড়ির গুঁড়া	আধছটাক	
খয়ারের	„	„
শুঁঠের	„	১ কাচ্চা
আফিম	।৵০	আনা
জল	॥০	সের

পশুটিকে সবল রাখার জন্য প্রত্যহ ভাতের মাড় দেওয়া আবশ্যক। ভাতের মাড়ের সঙ্গে চা খড়ির গুড়া ও কিঞ্চিৎ শুঠের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিলে উপকার হয়। ঐ ভাতের মাড়ের সঙ্গে তার্পিণ কি তিসির তৈল মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতেও উপকার হয়।

হোমিওপ্যাথিক চি কৎসা—

একোনাইট IX ব্রাওনিয়া IX এবং নক্সভোমিকা ২ ঘণ্টা অন্তর ৮ ফোঁটা করিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

মৃত্যুর সময় দেহের লক্ষণ—

চর্ম্মবেষ্টিত কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা—

কোন একটি পশুর এই রোগ উপস্থিত হইলে অন্যান্য পশুদিগকে প্রথমতঃ জোলাপ দিয়া পেটের দূষিত খাদ্যগুলি বাহির করিয়া ভাতের মাড়

দুর্ব্বাঘাস প্রভৃতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। পশুর স্থানপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় এই রোগ হইতে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

"প্লেগ রোগ"

গলা ফুলা রোগের সমস্ত লক্ষণ এই রোগে দৃষ্ট হয়। অন্যান্য সন্ধিস্থান ফুলিয়া উঠে, প্রবল জ্বর হয়। তদ্ভিন্ন সর্ব্বশরীর লালবর্ণ হয়। লোম সকল খাড়া হয়, পশুটি ঝিমাইতে থাকে এবং ক্রমে অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয় উহা অত্যন্ত সংক্রামক।

গলাফুলা রোগের সকল চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

প্রথমই দাস্ত বা বমি করাইয়া পেটের ভুক্ত দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে।

সিদ্ধি চূর্ণ ১ তোলা
কর্পূর ১ তোলা
আপাং ১ তোলা
সজিনাবীজ ১ তোলা
এরণ্ডবীজ ১ তোলা
রাস্নাচূর্ণ ১ তোলা
পিপুল চূর্ণ ১ তোলা

একত্র করিয়া মসিনার মাড়ের সহিত দিনে তিনবার সেবন করাইবে।

প্রলেপ।

ধূতরা পাতা ২ ভাগ
বাবুই তুলসী পত্র ১ ভাগ
সমুদ্র ফেণা ১ ভাগ

বাটিয়া গরম করিয়া ফুলার স্থানে প্রলেপ দিবে।

বাতরোগ।

এদেশের অনেক স্থানে এই রোগ সর্ব্বদা হইতে দেখা যায়।

সাধারণ লক্ষণ,—

নড়িতে চড়িতে, দাঁড়াইতে ও শুইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। পদের সন্ধিস্থান সকল ফুলিয়া উঠে, পীড়া পুরাতন হইলে জ্বর হয়।

চিকিৎসা—

জ্বর থাকিলে জ্বর-নাশক ঔষধ দিবে, প্রথমে পীড়িত গোকে জোলাপ দিবে।

স্ফীত স্থানে লৌহ পোড়াইয়া দাগ দিবে কিম্বা এক ছটাক জয়পালের বীচি বাটিয়া এক পোওয়া সরিষার তৈলে মিশাইয়া উষ্ণ করিয়া মালিশ করিবে।

রোগ পুরাতন হইলে ৫ গ্রেণ আইওডাইড্ অব্ পটাশ দিবসে সেবন করাইবে। কিম্বা ⁄ আনা মাত্রায় আফিং সেবন করাইবে।

স্ফীতস্থানে—	কান্থারাইডিন	১ ভাগ
	মসিনার তৈল	৫ ভাগ
	দেশী মোম	৫ ভাগ

একত্র করতঃ উষ্ণ করিয়া তুলী দ্বারা লাগাইবে। ফোস্কা পড়িলে আর লাগাইবে না।

রোগ কঠিন হইলে—

অনন্তমূল ১ তোলা
তোপচিনি ১তোলা
শুঁঠ ১তোলা
চিরতা ১তোলা
গোলমরিচ ১তোলা
লবঙ্গ ১তোলা
সৈন্ধব ১তোলা
ইক্ষুগুড় ৻১০ আধছটাক

একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণমণ্ডের সহিত সেবন করাইবে।

সজিনার ছাল ⁄০
নিসিন্দা ছাল ⁄০
আদা ⁄০

একত্রে থেতো করিয়া উহা এরণ্ড পাতায় লইয়া পুটলি করিয়া গরম করতঃ পীড়িত স্থানে দিলে সত্বর আরোগ্য হয়।

মাষকলাই গরম করিয়া অথবা বালু গরম করিয়া সেক দিলে বিশেষ উপকার হয়।

গোবর সিদ্ধ করিয়া ঐ সিদ্ধ জলের ধূম লাগাইলে বা গরম গোবর লাগাইলে বিশেষ ফল হয়।

পথ্য—

রসাল দ্রব্য খাইতে দিবে না। শুষ্ক ঘাস, ভূষি, খইল ও তিসির মাড় খাইতে দিবে।

রোগের কারণ—

ভিজা ও ঠাণ্ডা জাগায় বাস করা, শীত বাত অনাবৃত স্থানে থাকা, গোয়াল ঘর সেঁতসেতে ও নিম্নস্থানে থাকায়, কুখাদ্য পচা জল পান দ্বারা এই রোগ হইতে দেখা যায়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

একোনাইট IX ও রসটক্স IX তিন ঘণ্টা অন্তর ৮।১০ফোঁটা অবস্থামতে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হয়। ব্রায়োনিয়াও ফল দায়ক হয়। রসটক্স মাদার টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগেও ফল হয়।

সহকারী উপায়—

গোটিকে বায়ুপূর্ণ গরম গৃহে রাখা উচিত। একটি গরম কম্বল গায় দেওয়া উচিত। পীড়িত স্থান কদমপাতা দিয়া বাঁধিয়া তার উপর গরম কাপড় ফ্লানেল দিয়া বাধিয়া দিলে সত্বর আরোগ্য হয়। গরমজল ও গরম খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। কখনই ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

পক্ষাঘাত।

লক্ষণ—

শরীরের কোন অংশে বা একাধিকভাগে বোধশক্তিহীন হইয়া পড়ে।

কারণ—

আঘাতজনিত বিশেষতঃ মস্তিষ্কে আঘাত লাগায়, বোঝার গোরুর উপর গুরুতর বোঝা চাপাইলে, ভিজাস্থানে নিয়ত বাস, অত্যন্ত প্রবল শীতাতপ সহ্য করার দরুণ বা কোন প্রকার অখাদ্য ভোজন জনিত এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

এই রোগে পশুটী হঠাৎ এক দিবস পড়িয়া যায়, পা উঠাইতে পারে না।

উঠিতে পারে না, নাড়ী পূর্ণ, ধীরগতি হয়। আহারে অনিচ্ছা, বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, কখনও বা অনিচ্ছায় বাহ্যে প্রস্রাব হয়।

চিকিৎসা—

প্রথমতঃ তীব্র জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। মাষকলাই, আলকুশী বীজ, এরণ্ড মূল, বেড়েলা প্রত্যেকে /• এক ছটাক থেতো করিয়া /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /।০ পোওয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে হিং ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

গোবর সিদ্ধ করিয়া উহার ধূম লাগাইলে, মাষকলাই বা বালু গরম করিয়া সেক দিলে উপকার হয়।

পীড়িতস্থানে মাখন মালিশ করিলে অচিরে বিশেষ ফল হয়। নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া লবণসংযোগে মালিশ করিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

একোনাইট IX ও নক্সভোমিকা IX তিনঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ৮।১০ ফোটা করিয়া খাইতে দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

মৃগীরোগ।

কারণ—

অল্পবয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট গোগণের কখন কখন এই রোগ হইতে দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় গাভীকে অত্যধিক পরিমাণে খৈল প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য খাওয়াইলে ঐ গাভীর বৎসের এই রোগ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—

পশুটী মাথা ঘুরাইয়া হঠাৎ পড়িয়া যায়। ভীতিব্যঞ্জকস্বরে চীৎকার করে। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোচড়ায় ও কম্পিত হয়। দাঁত কড়মড় করে। মুখ বন্ধ হয়। চাপা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যায়, দাঁতে দাঁতে খিল ধরে। মুখ দিয়া কখন কখন ফেনা নির্গত হয়। লেজ আছড়াইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে। দুই পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত দৃষ্ট হয়। বাহ্যে প্রস্রাব করার ধারণাশক্তি রহিত হইয়া যায়। ক্রমশঃ রোগের তীব্রতা কমিয়া আসে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছড়ানের ভাব কমিয়া যায় এবং অবশেষে পশু সম্পূর্ণসুস্থ হয়, যেন কিছুই ঘটে নাই।

চিকিৎসা—

গোমুত্রের নস্য দিলে উপকার হয়। অন্য তীব্র নস্যেও উপকার হয়। তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমুলী, মধুর সহিত ব্রাহ্মী শাকের রস খাওয়াইলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়।

পীড়া উপস্থিতির ২।৪দিন পূর্ব্ব হইতে বেলেডোনা ও নক্সভোমিকা 1X ৮ ফোটা করিয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রাতে ও বৈকালে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয় ধূতরা পাতার ধুম নাকে দিলেও উপকার হয়। (শুকনা পাতার ধুম বিশেষ উপকারী।)

সন্ন্যাস রোগ।

অংশুঘাত।

ভারতীয় গো এই রোগে আক্রান্ত হইতে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না।

রোগের কারণ—

অত্যন্ত সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া হঠাৎ শীতল স্থানে গেলে, অত্যধিক পরিশ্রমে বা অত্যধিক আহারে এই রোগ জন্মিতে পারে। মস্তকে অত্যধিক রক্ত সঞ্চালিত হইয়া মস্তকে চাপ পড়িয়া রক্তবাহিকা শিরা সমূহ ছিন্ন ও আহত হইয়া এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ—

হঠাৎ সংজ্ঞাহীন অচৈতন্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া নিশ্চল নির্জীবের ন্যায় হইয়া পড়ে। আক্রমণ অতি দ্রুত হইয়া থাকে। নিশ্চলতা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। শ্বাস ঘন ও ধীর হইয়া যায়। চক্ষুর গোলক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নাড়ী পূর্ণ ও ধীর মুখ হইতে ফেনা ফেনা পদার্থ নির্গত হয়। শরীর শীতল হইয়া যায়। চক্ষুর বর্ণ শাদা হয়। পাকস্থলী অসাড় হয়। অল্প সময়ে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া যায়। গো অতি অল্পক্ষণ পরই প্রাণত্যাগ করে।

স্থিতিকাল—

পীড়া এক ঘণ্টা হইতে একদিন স্থায়ী হইতে পারে।

ব্যবস্থা—

ছায়াযুক্ত বায়ু-প্রবাহ-বিশিষ্ট সুগন্ধ-ব্যাপ্ত জনতারহিত ফাকা স্থানে শয়ান করাইয়া, তালবৃন্ত ব্যজন ও শীতল জল সেচন ও অল্প অল্প জলপান করাইবে।

অধিক জল খাইতে দিবে না। শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া পশুর সর্ব্বশরীর আবৃত করাইয়া দিবে।

উচ্চস্থান হইতে সহস্র ধারায় জলদিয়া স্নান করাইলে এই পীড়ার শান্তি হয়। জয়পালের তৈল সেবন করাইয়া এই পীড়ায় তীব্র জোলাপ দেওয়া বিধেয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

পীড়া উত্তাপজনিত হইলে,—

বেলেডোনা IX ও একোনাইট নেপ IX ৮ ফোঁটা পর্য্যায় ক্রমে আধঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। তৎপর ২ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ বিধেয়।

অধিক আহারজনিত হইলে—

বেলেডোনা ও নক্সভোমিকা IXঐরূপ পর্য্যায় মাত্রায় প্রযুজ্য।

/২ সের গরম জল ও আধ পোওয়া ভেরণ তৈল (কেষ্টার তৈল) বা গ্লিসারিণ মিশাইয়া পিচকারী দিয়াও ফল পাওয়া যায়।

পথ্য—

কেবল ভাতের মাড় ও নরম কচি ঘাস পথ্য।

সহকারী উপায়—

পশুটিকে অধিক নড়িতে চড়িতে দিবে না। চুপ চাপ একস্থানে রাখিয়া দিবে।

ধনিয়া	২	তোলা—
তিসি	২	তোলা—
ইসপ্‌গুল	৪	তোলা—
সোদাল পাতা	৪	তোলা—
বিট লবণ	১	তোলা—

বাটিয়া অন্নমণ্ডের সহিত সেবনীয়।

পেটে শূল বেদনা।

কারণ—

অত্যন্ত শীত ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া, পচা খাদ্য খাইয়া, তূষ, ভূষী ইত্যাদি সিদ্ধ না করিয়া খাওয়ায়, মুরগ প্রভৃতির ফল খাইয়া এই রোগ হয়।

যুবক বৃষের এই রোগ হইতে দেখা যায় অন্য গো'র এই রোগের আক্রমণ দৈবাৎ দৃষ্ট হয়।

লক্ষণ—

পাকস্থলীতে ব্যথা হয়। পশু অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। মাটি খোঁড়ে, পেটে পেছনের পা ও শিং দ্বারা গুতা দেয়, দাঁত কড়মড় করে, কাতরায়। পেটে লাথি দিতে চেষ্টা করে। চারিপদ একত্র করিয়া পেট ফুলাইতে চেষ্টা করে। উদরে ভর দিয়া শয়ন করে।

পাকস্থলীতে বায়ু জন্মিয়া থাকিলে বাম দিকে ফাপা দেখা যায়, মুখ ও মলদ্বার দিয়া বায়ু নির্গত হয়।

চিকিৎসা—

আদৌ তীব্র জোলাপ দ্বারা পেটের মল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে।

নালিতা পাতা	...	৪ তোলা
বিট লবণ	...	১ তোলা
মিশ্রি	...	১ তোলা

বাটিয়া দিনে দুইবার সেবন করাইবে।

হিং	...	১ তোলা
সিদ্ধি	...	২ তোলা
জিরা	...	১ ছটাক

একত্র করিয়া উষ্ণজলে দিনে দুইবার সেবনীয়।

আফিং	...	৵০ আনা
হিং	...	॥০ তোলা
লঙ্কা	...	॥০ তোলা

একত্র করিয়া সেবনীয়।

সহকারী উপায়—

মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া জল নিঃশেষপ্রায় হইয়া ঘনীভূত

হইলে, উহা বস্ত্র খণ্ডে পোট্‌লী বাঁধিয়া উষ্ণ থাকিতে শূলস্থানে সেক প্রদান করিবে।

বৃদ্ধ দারক /০ ছটাক, বিট লবণ /০ ছটাক, সজিনা বীজ /০ ছটাক, হরিতকী /০ ছটাক, বিড়ঙ্গ /০ ছটাক, আমলকী চূর্ণ /০ ছটাক, শল্লকী /০ ছটাক /৩ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৷৵০ পোওয়া থাকিতে নামাইয়া উহার কাথ মদ্যের সহিত পান করাইলে শূল বিনষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল হয়।

মদ	/।০	
সৈন্ধব লবণ—		
বা বিট লবণ	৲১০	ছটাক
শুঠের চূর্ণ	৲১০	„
গোল মরিচ	৲১০	„
কর্পূর	৲৫	কাচ্চা
আফিং	৲২০	গ্রেইন

একত্র করিয়া এক ডোজ ঔষধ খাওয়াইলে ফল পাওয়া যায়।

হিঙ্গ, অম্লবেতস, পিপ্পলী, সচল লবণ, যমানী, যবক্ষার, হরিতকী, সৈন্ধব লবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাড়ি ও ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইলে শূল রোগ নষ্ট হয়।

কাল লবণ ১ ভাগ, তেতুল ২ ভাগ, কাল জীরা ৪ ভাগ, গোল মরিচ ৮ভাগ একত্র করিয়া টাবা লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১॥ তোলা পরিমাণ বড়ি করিয়া খাওয়াইলে পশুর শূল রোগ নষ্ট হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

৩০ হইতে ৪০ ফোটা রুবিণীর কেম্ফার ১।২ ঘণ্টা পরপর ৩।৪ বার খাওয়াইলে ১ বা ২ ঘণ্টা পর বেলেডোনা 1X ও নক্স্‌ভোমিকা 1X ৮ ফোঁটা করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

কদর্য্য জল খাওয়ায় এই রোগ জন্মিয়া থাকিলে বেলেডোনার স্থলে ব্রায়োনিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দুধ জ্বর।

অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও খুব মোটা গাভীরই এই ব্যারাম হইয়া থাকে। এই ব্যারাম হইলে শতকরা ৭৫টি গাভীই মারা যায়।

কারণ—

গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের অব্যবহিত পর অধিক দুধ প্রাপ্তির আশায় অতি মাত্রায় আহার করাইলে. হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে, জল বা ঠাণ্ডা লাগিয়া, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, অথবা সংক্রামিত হইয়া গাভীগণের এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ—

প্রসবের ৪।৫ দিনের মধ্যেই রোগ হইতে দেখা যায়। শিং নাক গরম হয়। দৃষ্টিস্থির হয়। মাথা ঝুলিয়া পড়ে, আহারে অরুচি হয়, বাহ্যে প্রস্রাব কম হয়, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়।

দুধ শুকাইয়া যায়, চক্ষুর পাতার বিবর্ণতা জন্মে,গাভীটি চঞ্চলতা ও ব্যাকুলতা প্রকা শ করে, পাছা পা দুইটি ছড়াইয়া দেয়। নাড়ী ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। আহারও ক্রমশঃ বন্ধ হইতে থাকে। ওলান ফুলিয়া উঠে ও কঠিন হয়। ক্রমে শ্বাস-কষ্ট হয়। পশুটি হা করিয়া থাকে, মুখদিয়া লালা নির্গত হইতে থাকে। পশুটি মাটিতে লোটাইয়া পড়ে, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়ই এই রোগে বিশেষ ফল হয়।

একোনাইট IX ও বেলেডোনা IX ৪ ফোঁটা পর্য্যায় ক্রমে ঘণ্টায় ২ বার প্রযোজ্য।

ইহাতে ফল না হইলে আর্সেনিক এলব IX ও এণ্টিমনিয়া-কষ্টিকাম IX ঐ মাত্রায় $\frac{১}{২}$ ঘণ্টা পর পর দিলে ফল দর্শিয়া থাকে।

কিছু উপকার দেখাগেলে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া নক্স ভোমিকা IX ও ব্রায়োনিয়া IX ঐ মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইহার পর অর্দ্ধেক বোতল ইন্‌সফ্রুট সল্ট, /১ সের গরম জল, ও ১ পোওয়া লবণ একত্র করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

সহকারী উপায়—

পশুটিকে গরমে রাখা উচিত গায় কম্বল কি অন্য মোটা কাপড় দেওয়া এবং বিশুদ্ধ বায়ু পূর্ণ গৃহে রাখা উচিত।

গরম ভাতের মাড় ও গরম জল খাইতে দেওয়া এবং বাঁশ পাতা খাইতে দেওয়া উচিত। কণ্টিকারীর গাছ, গুলঞ্চ ছোট ছোট করিয়া কিম্বা ক্ষেত পাপ্ড়ার গাছ খাইতে দেওয়া যায়।

গাভীর ওলানের সমস্ত দুধ সযত্নে বাহির করিয়া ফেলান উচিত।

অন্য নব প্রসূতি গাভীকে পীড়িত গাভীর নিকট যাইতে দিবেনা, এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক।

পালান, বা ওলান ফুলা।

ভাব—

গাভীর উধঃ বা ওলান বা পালানে এই রোগ জন্মিয়া গাভীর ৪টি, ২টি বা একটি বাঁট একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। কখনও বা সম্পূর্ণ পালানটি একেবারে পচিয়া পড়িয়া যায়।

এই রোগে দুগ্ধবতী গাভীকে, বিশেষতঃ যে সমস্ত গাভী অধিক দুগ্ধবতী তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। সাধারণতঃ বৎস প্রসবের পর কখনও স্থলবিশেষে বৎস প্রসূত হওয়ার পূর্ব্বেই এইরোগের আক্রমণ দেখা যায়। এই রোগের সঙ্গে গাভীর জ্বর হয়। উহাকে দুধজ্বর বলা যায়।

এতদ্দেশে এই রোগকে "নজর" লাগা বা দৃষ্টিপাত হওয়া বলে। লোকের বিশ্বাস যে, দুষ্ট লোকের কু দৃষ্টিতে ঐরূপ হয়, বস্তুতঃ দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধাধার বা ওলান অতি কোমলস্থান ; উহাতে অত্যাধিক দুগ্ধের চাপ পড়িলে উহা ফাটিয়া যায়, দুগ্ধ অধিক হইলে দোহন করিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। নচেৎ অনেক সময় দুধ জমিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।

অনেক সময় এই কোমল স্থানে অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বা গরমের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া বা ওলামে কোনরূপ আঘাত লাগিয়া বা গাভী কোন প্রকার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে বা গর্ভাবস্থায় অত্যধিক আহার করাইলেও এই রোগ জন্মিতে পারে। কোন কারণে অধিক সময় দুগ্ধ দোহন না করিলেও এই রোগ উৎপন্ন হয়।

গাভীর শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, ওলান গরম ও বেদনাযুক্ত হয় ও ফুলিয়া উঠে এবং শক্ত হয়, গাভী ওলানে হাত দিতে দেয় না বা বাছুরকে দুধ খাইতে দেয় না, লাথি দেয়, গাভী কথনও বা খোড়াইয়া চলে দুধের পরিমাণ কমিয়া যায়। কোন প্রকারে দোহাইলে গাভীর পালান হইতে ছানা বা দধির জলের ন্যায় বা রক্ত মিশ্রিত পাতলা দুধ বাহির হয়। তাড়াতাড়ি আরোগ্য না হইলে পূর্ব্বোক্ত শক্ত স্থানে পুঁজ জন্মে ও ক্রমশঃ উহাতে ঘা হয় এমন কি কথনও একটি দুইটি ৪টি বাঁট অন্ধ হইয়া যায়। কথনও বা সমস্ত ওলান একেবারে পচিয়া যায়।

সহকারী উপায়—

কোন প্রকারে ওলানে দুধ জমিতে না দিলে বা জমাট দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিতে পারিলে এই ব্যারাম আরোগ্য হইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগিয়া এই রোগ হইলে পালানটি ফ্লানেল কি কম্বল কি চট দিয়া বা কোন প্রকার গরম কাপড় দিয়া বাধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা—

সহজে এই রোগ দূর না হইলে প্রথমতঃ একটী জোলাপ দিয়া গাভীর শরীর হাল্‌কা করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য।

১ তোলা সোরা জলে ভিজাইয়া ঐ জল পান করিতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে; গরম সেক দিলেও উপকার দর্শে; ভেরণ পাতা আগুনে গরম করিয়া উহার দ্বারা সেক দিলে বা আকন্দ পাতায় পুরাণ ঘি দিয়া উহা আগুণে সেকিয়া তাহা দ্বারা সেক দিলে বিশেষ উপকার হয়।

নিমপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ গরম জলের ধুম দিলে বিশেষ উপকার হয়, নিমপাতা সিদ্ধ গরম জল দিয়া পালান ধুইয়া দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

নিমপাতা ও ধুতরা পাতা সমান সমান লইয়া একত্র বাটিয়া গরম করিয়া পীড়িত স্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। মুছিলতের পাতা ও ময়দা একত্র বাটিয়া পালানে পুল্‌টিস দিলে উপকার হয়।

ডাকাত লতা বা যালতা ও আদা একত্র বাটিয়া পীড়িত স্থানে লাগাইলে ওলান ফুলা অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

চূণ ও হরিদ্রা একত্র করিয়া উহা ঈষৎ গরম করিয়া পীড়িত স্থানে লাগাইলেও বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ অব বেলেডোনা লাগাইয়া দিলেও এইরোগ আরোগ্য হয়।

পাকিয়া পুঁয জন্মিলে ধারাল অস্ত্র কি কাঁটা দিয়া পুঁয বাহির করিয়া নিমপাতা সিদ্ধ জলদ্বারা ধৌত করা উচিত। এবং নিমপাতা তিলের তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল ক্ষতস্থানে দিলে ঘা শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া একভাগ কারবলিক এসিড্‌ ও ৮ ভাগ নারিকেল তৈল একত্র করিয়া দিলেও ঘা শুকাইয়া যায়।

ওলানের ঘা শুকাইয়া শক্ত হইয়া ফুলিয়া থাকিলে টিংচার আইয়োডিন ও বেলেডোনা একত্র করিয়া লাগাইয়া দিলেও ঐ ফুলা কমিয়া যায়। একোনাইট IX ও ব্রাওনিয়া IX ৮ ফোঁটা করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। ফুলা অধিক হইলে বেলেডোনা IXতিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত। পুঁয জন্মিলে হেপার সালফর ও তিন X এক গ্রেইন করিয়া ঐ ভাবে খাইতে দিলে সত্বর উপকার হয়।

সহকারী উপায়—

ইংলণ্ডে গাভীর সমস্ত দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলান হয়। বাছুরকে পৃথক দুধ খাইতে দেওয়া হয়। তথায় এই রোগের আশঙ্কা কম। ওলানের সকল দুধ টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলে এবং সরিষার তৈল ও কর্পূর একত্র করিয়া পালানে মালিস:করিলে এই রোগের আশঙ্কা থাকে না। পালান অত্যন্ত বৃহৎ ও গুরুভার হইলে একখণ্ড কাল বস্ত্রদ্বারা পালানটি পিঠের সহিত বাঁধিয়া দিলে এই ব্যারামের আশঙ্কা থাকেনা নজর বা দৃষ্টিপাতেরও আশঙ্কা থাকে না।

শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া।

প্রমেহ।

অনেক পশু এই রোগে আক্রান্ত হয়। প্রস্রাবের সঙ্গে শুক্রক্ষরণ হয়। ইহাতে ষণ্ড দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন তামাক পাতা ও পানার শিকড় সম পরিমাণে ভিজাইয়া এক দিবস অন্তর ছাঁকিয়া উহার কাথ ৵৹ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে খাওয়াইবে।

কারণ—

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, বারংবার গাভী সহবাস, পীড়িত গোরুর

সহিত সহবাস, এবং পীড়িত গোর ব্যবহৃত জল ইত্যাদি গায় লাগায় এই ব্যারাম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ—

ষণ্ডের প্রস্রাবকালীন জ্বালা হয়, তখন লেজ নাড়ে ও পেছনের পা ছুড়িতে থাকে, অত্যন্ত কষ্ট হইলে গোঁ গোঁ শব্দ করে ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে।

গাভীর প্রস্রাবের সময় আটাবৎ ধুসর কিম্বা হরিদ্রা বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, প্রসব দ্বারে ক্ষত হয়। তখন গাভীর সঙ্গমেচ্ছা প্রবল হয় কিন্তু গর্ভধারণে অক্ষম হয়।

চিকিৎসা—

পীড়ার স্থান গরমজলে অথবা ফেনাইল মিশ্রিত জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

। শতমূলীর ক্বাথ, মসিনার ক্বাথ, গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা মেহেদী পাতার ক্বাথ অল্প পরিমাণে সেবন করাইলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

২। কাবাব চিনি চূর্ণ ১ তোলা, সোরা চূর্ণ ১ তোলা, চন্দন তৈল ১ তোলা ঠাণ্ডা অন্নমণ্ডের সহিত দিনে দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

কচি সিমুল মূলের রস /০ এক ছটাক। আমলকীর রস /০ এক ছটাক।

গুলঞ্চ মূলের রস /০ এক ছটাক। চিনি বা গুড়ের সহিত খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

আধপোওয়া শ্বেত চন্দন দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া /॥০ আধ সের থাকিতে নামাইয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। এক সের দুধে এক সের জল মিশাইয়া খাওয়াইলেও উপকার হয়।

মূত্র রোধ হইলে পাথর কুচির পাতা বাটিয়া প্রস্রাব দ্বারে প্রলেপ দিলে মূত্র রোধ দুর হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

কেন্থারাইডিস IX ৮ ফোটা তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে ও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সহজ ও সাধারণ রোগ চিকিৎসা।

পেটের অসুখ।

(৩) লোমের বিবর্ণতা বা লোমহীনতা—

ইহাও পেটের অসুখ হইতেই জন্মিয়া থাকে। ইহা ব্যারাম নহে, ব্যারামের চিহ্ন। লোমগুলির স্বাভাবিক চক্‌চকে বর্ণ লোপ হইয়া ইহা বিবর্ণ কোক্‌ড়ন ও দেখিলেই অস্বাভাবিক বোধ হয়। কখন কখন গায় লোমহীন শাদা চক্রাকার দাগ দৃষ্ট হয়। ক্রমে লোমগুলি পড়িয়া যাইতে থাকে। পশুটি অলস জড়প্রায় বোধ হয়, তাহার আহারে অরুচি দেখা যায় এবং শরীরের সারাংশ হীন হইয়া অস্থি চর্ম্ম সার হয়। পশুটি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ব্যবস্থা—

শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, কাল লবণ, জৈন, চিরতা, প্রত্যেকে এক তোলা বাটিয়া মানুষের ব্যবহার্য্য বটিকার ছয়গুণ এক একটি বড়ি তৈয়ার করিয়া প্রাতে ও বৈকালে ইক্ষুগুড়ের সহিত খাইতে দিলে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া আহারে রুচি হয়।

হোমিওপ্যাথিক—

একোনাইট্ 1X ও আর্সেনিক এলব 1X, সলফর 1X ৮ ড্রপ করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত খাইতে দিলে পশুর ক্রমশঃ আহারে রুচি ও শরীরের পুষ্টি হয়। পেটের অসুখ দূর হয়। যখন জীবনীশক্তির হ্রাস হইতেছে দেখা যাইবে তখন আর্সেনিক প্রযোজ্য।

সহকারী উপায়—

সরিষার তৈল ৶০ ছটাক, গন্ধকচূর্ণ ⁄০ ছটাক, কর্পূর স্পিরিট টার্পেণ্টাইন ⁄০ ছটাক এক কাঁচ্চা ফেনাইল একত্র মিশাইয়া পশুর গায় মাখিলে উপকার হয়। এই ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে অবস্থামতে গরম জল ও সাবান দ্বারা গা ধৌত করিলে ভাল হয়।

বাছুরের ক্ষীণতা বা এড়েলাগা।

ভাব—

সাধারণতঃ বৎসগণের আহারে রুচি থাকে এবং সর্ব্বদা বেশ স্ফুর্ত্তি দেখা যায়,

কিন্তু যখন তাহাদিগের আহারে অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য লক্ষ্য হয় তখনই বুঝিতে হইবে যে, ইহাদের কোন পীড়া হইয়াছে।

সহকারী উপায়—

তখন ইহাদিগের আহার্য্য দ্রব্য পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা উচিত। ইহাতেও ফল হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ফল না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ দিবে।

ব্যবস্থা—

গোলমরিচ, লবঙ্গ, শুঁঠ, চিরতা ও কাল লবণ এবং জৈন সমভাগে চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশাইয়া মানুষের পাকের বড়ির চতুর্গুণ পরিমাণ এক একটী বড়ি তৈয়ার করিয়া কিছুদিন খাইতে দিলে উপকার দর্শিবে।

হোমিওপ্যাথিক—

নক্সভোমিকা IX ৪ ফোটা করিয়া খাইতে দিলেও বিশেষ উপকার দর্শিবে।

যদি ইহাতেও উপকার না হয় তবে ঐ বৎসের ক্রিমি হইয়াছে কি না অনুসন্ধান করিয়া ক্রিমিরোগ স্থির করিলে ক্রিমির ঔষধ ব্যবহার করাইবে।

পেটের অসুখজনিত রোগ।

(১) মুখ ও জিহ্বার রোগ—

গোজাতির মুখ গহ্বর ও জিহ্বার মধ্যে কাঁটা কাঁটা আছে, উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গোজাতির আহার বন্ধ হইয়া যায়, মুখ গহ্বর হরিদ্রাভ হয়, মুখে দুর্গন্ধ হয়, শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মারা যায়। পেটের অসুখ হইতেই অনেক সময় এই রোগ জন্মে। প্রত্যহ কিছু লবণ ঘসিয়া দিলে অনেক সময় এই রোগ দূর হয়। ফিটকারী গরম জলে ভিজাইয়া উহাদ্বারা মুখ ধোয়াইলে এই রোগ উপশম হয়।

জৈন, লবণ, গন্ধক, গোলমরিচ ২তোলা চূর্ণ করিয়া পশুকে খাইতে দিলে পশুটি সহজে আরোগ্য লাভ করে।

নক্সভোমিকা IX ৬ ড্রপ খাইতে দিলেও পশু আরোগ্য হয়।

এই সময় গোগণকে তরল খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন সহজে গিলিয়া ফেলিতে পারে। ভাতের বা যবের মাড় প্রচুর পরিমাণে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি সহজে না খাইতে পারে তবে চোঙ্গা দিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া উচিত।

(২) দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া উঠা—

গোর মুখের উপরের মাড়ি ফুলিয়া উঠে, উপরের মাড়ি ফাঁপা বোধ হয়। উহা এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে, গো ঘাস খাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। পীড়িত মাড়ি টিপিলে ফাঁপা বোধ হয়, পীড়িত স্থান ছুইতে দেয় না।

কারণ—

পেটের অসুখই এই পীড়ার মূল কারণ খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা—

নক্সভোমিকা IX ৮ ড্রপ করিয়া প্রাতে ও বৈকালে দিলে উপকার হয়। কণ্ডিসন পাউডার ৻১০ ছটাক প্রত্যহ প্রাতে দেওয়া যায়।

আপাং মূল পোড়াইয়া স্ফীত স্থানে দিলে বা তৈল লবণ একত্র করিয়া ঐ স্থানে দিলে কিম্বা আম্র পল্লবের ডাঁটা পোড়াইয়া ঐ ডাঁটা গরম গরম পীড়িত স্থানে লাগাইলে পশুটি বেশ আরাম পায় অথচ ফুলাস্থান হইতে কতকগুলি লালার মত পদার্থ নির্গত হইয়া পশুটী ক্রমশঃ সুস্থ হয়।

পথ্য—

জিহ্বার রোগের ন্যায় তরল দ্রব্য।

অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে,—

গাভিটীকে শান্তভাবে শোওয়াইয়া রাখিবে। ভিজা কাপড় দিয়া পেটটি বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কমরে ও প্রসব দ্বারেও আর একখানা কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। শীতল জল দিয়া প্রসব দ্বারে পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে। যখন রক্ত কাল বর্ণের ও দুর্গন্ধ যুক্ত হয় তখন সিকেলি IX ৮ ফোটা করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিবে। স্রাবের রক্ত লাল হইলে সেবাইনা IX ৮ ফোটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দেওয়া উচিত। বল রক্ষার জন্য মধ্যে চায়না IX ৮ ফোটা খাওয়াইলে উপকার হয়। রক্ত সালুকের ফুল ও রক্ত উত্তালের বীজ প্রত্যেকে এক তোলা শীতল জলে বাটিয়া খাওয়াইয়া দিলে রক্ত-স্রাব নিবারিত হয়। রক্তচন্দনের বীজও উপকারী।

যাহাতে গাভীটি শান্তভাবে থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

গর্ভধারণ বিচ্যুতি।

অধিক বয়স্ক গাভীদিগের ও ঢিলা বাঁধের গাভীদিগের এই রোগ হইতে

দেখা যায়। এদেশে এই ব্যাধির কোন চিকিৎসা হয় না। সাধারণ অজ্ঞ লোকে ইহার চিকিৎসার বিষয় কিছু জ্ঞাত নহে। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে গাভী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

কারণ—

প্রসবকালীন বা প্রসবান্তে খুব জোরে কোথ দেওয়াতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রসব দ্বারে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রসব করাইলেও এই রোগ হইতে পারে।

লক্ষণ—

পাছা পা দুইটির মধ্যস্থলে গর্ভাধারটি ঝুলিয়া পড়ে।

চিকিৎসা—

গরম জলে ৵০ আধ পোওয়া কি ╱১০ ছটাক ফিটকারী ভিজাইয়া ঐ জল দিয়া গর্ভাধার ধৌত করিয়া দিয়া উহা উত্তম রূপ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তারপর পুনরায় ঐ ভাবে ঠাণ্ডা জলে ╱১০ ছটাক ফিটকারী ভিজাইয়া উহা দ্বারা গর্ভধারটি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া, অতি সাবধান সতর্কতার সহিত গর্ভাধারটী প্রসব দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কোন প্রকার জোর বা বল প্রকাশে এই কার্য্য করিতে হইবে না। গর্ভাধারটি প্রবিষ্ট হইলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত হাত দিয়া ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

এই সব কার্য্য অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা উচিত, নচেৎ দেরী হইলে উহা পুনঃ স্থাপন করা কঠিন। তারপর প্রসব দ্বারটী একটি শক্ত ৪।৫ আঙ্গুলী প্রশস্ত কাপড় দিয়া দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

গাভীটাকে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। যন্ত্রণায় কোথাইলে এবং চক্ষুর বিবর্ণতা দৃষ্ট হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকাইয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক।

আর্ণিকার মাদার টিংচার ১০ ফোটা বা বেলাডোনার মাদার টিংচার ৫ ফোটা করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় একদিন খাইতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

গাভীকে ভাতের মাড় ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গরম-বা উত্তেজক খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অতিশান্ত ও স্থিরভাবে গাভীটিকে রাখা উচিত।

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত।

সংক্রামক রোগ

সম্পূর্ণকাল উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই গর্ভ মোচন করে। গাভী সাধারণতঃ ৫ হইতে ৮ মাসের মধ্যেই গর্ভপাত করে।

কারণ—

আঘাত, পতন, লাফ দেওয়া, অতিশয় দ্রুত দৌড়ান, অন্য ক্লেশ এবং বসন্ত, সিমলা প্রভৃতি উৎকট রোগের আক্রমণ, বিষাক্ত দ্রব্যাহার, জলমগ্ন স্থানের উৎপন্ন ঘাস আহার, পচা আবদ্ধ জল পান, গর্ভাবস্থায় ষাঁড় সংযোগ ও মৃত পশুর চর্ম্মোৎপাটন করিয়া ফেলিলে উহার গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে বা অন্য দুর্গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে, অত্যন্ত আহার করিলে, অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য উত্তেজক দ্রব্য আহার করিলে, অনাহারে ও পরস্পর লড়াই করিয়া গাভী অসময়ে গর্ভপাত করিয়া থাকে।

লক্ষণ—

লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম সূচনায় যদি লক্ষ্য না করা যায় তবে গর্ভপাতের বিশেষ আশঙ্কা হয়।

যদি হঠাৎ গর্ভিনী গাভী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হয়, ঘাস খাওয়া বন্ধ করে, জাবর কাটা বন্ধ করে, পেটের নিম্নভাগ বিস্তৃত হয়, চলিতে না পারে, শ্বাস ঘন হয়, হরিদ্রাভ তরল পদার্থ প্রসব দ্বার দিয়া নির্গত হয়, জ্বর হয় গাভীটি কাতর শব্দ প্রকাশ করে, তবে প্রায়শঃ অবশেষে জীবিত বা মৃত সন্তান প্রসব করে।

চিকিৎসা—

যদি স্রাবের তরল পদার্থ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে গর্ভস্থ বৎস মৃত বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

পালসেটিলা IX ৮ ফোটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত খাওয়ান আবশ্যক।

যদি বৎস পেটে জীবিত আছে বলিয়া বুঝা যায় তবে কমরে শীতল জলের ঝাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সিকেলি IX ৮ ফোটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রযুজ্য।

গর্ভপাত হইয়া গেলে সিকেলি IX ৮ ফোটা করিয়া ১৫ মিনিট পর পর দেওয়া উচিত।

যদি অত্যন্ত লাল রক্ত পাত হয় তবে সেবাইনা IX ৮ ফোটা ১৫ মিনিট পর দেওয়া কর্ত্তব্য।

যদি আঘাত জনিত গর্ভপাত হয় তবে আর্ণিকা মণ্ট IX ৮ ফোটা ঐ ভাবে দেওয়া বিধেয়।

ঐ গোটিকে পালের বাহির করিয়া ফেলান কর্ত্তব্য। উত্তম বায়ুপূর্ণ গৃহে স্থিরভাবে গোটি রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাতের মাড় ও পরিষ্কার পানীয় জল খাইতে দেওয়া উচিত।

গর্ভস্রাব ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পদার্থ গভীর গর্ত্তের মধ্যে পুতিয়া ফেলান কর্ত্তব্য।

বাঁটে ঘা।

ভিজা থাকিলে, প্রবল শীত কি বাতাস লাগিলে, কি অপরিষ্কার থাকিলে বাঁটে ঘা হইতে পারে। বাঁট সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

(১) পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা বাঁটের জন্যও ফলপ্রদ তবে কেবল কোন বাঁটে ঘা হইলে গরম জল দিয়া ধুইয়া উহাতে মাখন দিলে সহজে সারিয়া যায়।

(২) যদি উহাতে আরোগ্য না হয় তবে নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধুইয়া নিমপাতা তিল তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল দিলে আরোগ্য হয়।

দুই তোলা মোম ও এক ছটাক ঘৃত একত্র গলাইয়া সফেদা ⁄০ আনা ও ফিটকারী ৵০ আনা একত্র উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া ঐ মলম দিলে ঐ ঘা আরোগ্য হয়।

বা কর্পূরাস্ত মলম দিলে উপকার হয়। শত ধৌত ঘৃত দিলেও ঘা শুকাইয়া যায়।

শত ধৌত ঘৃত ও ধূপচূর্ণ একত্র করিয়া লাগাইয়া দিলেও ঐ ঘা সত্বর আরোগ্য হয়।

সতর্কতা—

সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গরমে রাখা উচিত। এবং গো দোহনের পর বাঁটগুলি পরিষ্কৃত শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা প্রত্যহ মুছিয়া দেওয়া উচিত।

বাঁট কাণা।

বাঁট কাণা হইলে ছোট একটি নলের চোঙ্গে বাঁটটি ভরিয়া ঐ নলের চোঙ্গ চুষিয়া দুগ্ধ বাহির করিলে ঐ কাণা বাঁট আরোগ্য হয়।

প্রসবকালের বিপত্তি—

সাংঘাতিক রোগ।

যদি প্রসব দ্বারে বাছুরের পেছনের ভাগ আগে দেখা যায় বা একটি পা বাহির হইতে দেখা যায় বা একটি পা ও মাথা বাহির হইতে দেখাযায় তবে গর্ভে বিপত্তি হইবে জানিতে হইবে। যদি প্রসব দ্বারের অসম্পন্নতা থাকে বা বৎস অত্যন্ত বৃহদাকার হয় অথবা গাভীর শোথ দৃষ্ট হয় তবে শিক্ষিত ডাক্তার দ্বারা প্রসব করান উচিত।

গর্ভ বেদনা দীর্ঘকালব্যাপী হইলে,—

গর্ভবেদনায় গাভী ছটফট্ করিলে, এবং গাভী একবার বসে একবার উঠে এইরূপ করিলে হোমিওপ্যাথিক জেলসিয়াম। IX দশ ফোঁটা প্রত্যেক ঘণ্টায় ২ বার দিলে বা কুনাইন ৫০ গ্রেণ দুই ঘণ্টা অন্তর দিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে।

প্রসবান্তে বেদনা—

প্রসবের পর বেদনায় গাভী ছট্ফট্ করিলে আর্ণিকা মাদার টিংচার দুই ঘণ্টা পর দুইবার দিলে উপকার হয়।

ফুল বাহির হইতে বিলম্ব হইলে,—

পালসেটিলা IX দশ ফোঁটা দিলে ফুল বাহির হইবে। যদি ১২ ঘণ্টায় ঐ ঔষধে ফল না হয় তবে সিকেলি IX, ৮।১০ ফোঁটা একবার দিলে ফুল পড়িবে।

তারা গাছ গরুর গলায় বাঁধিয়া দিলে বা উকুণ গোরুর মাথায় দিলে বা সিজের আঠা গোর মাথায় দিলে সহজে ফুলটি বাহির হয়।

ফুল না পড়া চিকিৎসা।

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

প্রসবদ্বার ফাটা।

নারিকেল তৈল /০ ছটাক, ৪টি রশুন দিয়া পাক করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে প্রসব দ্বারে লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হয়।

মস্তিষ্কের স্ফীতি ও প্রদাহ।

কারণ—

সিং ভাঙ্গা হইতে, মাথার গুরুতর আঘাত জন্য ও অন্য কারণে মস্তিষ্কের বিকার জন্মিতে পারে।

লক্ষণ—

পশুটির জড়তা হয়, চক্ষুর দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়, শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়, নাড়ী পূর্ণ ও ধীর হইয়া আসে। সম্মুখে যাহাকেই দেখে তাহাকেই মারিতে চায়, লেজ উঠাইয়া মাথা বাঁকাইয়া দৌড়িতে থাকে, সিং দিয়া ও পাদিয়া মাটি খোড়ে, ডাকিতে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা—

উত্তমরূপে পশুটিকে বাঁধিয়া মাথায় জল ঝাড়া বা জল পটি দিয়া উহাকে কিছু পরিমাণ কস্তরি খাইতে দিলে বা মকরধ্বজ কি স্বর্ণ সিন্দুর (মানুষের ব্যবহার্য্য ঔষধের ৬ গুণ) পরিমাণ মধুর সহিত খল করিয়া খাইতে দিলে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

একোনাইট নেপ IX বেলেডোনা IX ৮।১০ ফোঁটা করিয়া পর্য্যায়ক্রমে দুই ঘণ্টা অন্তর প্রযুজ্য।

আর্ণিকা IX ও জেলসিনাম IX ঐরূপভাবে দিলেও উপকার হয়।

পথ্য—

দুর্ব্বা ঘাস, মুসুরীর ভূষী সিদ্ধ ও বাঁশপাতা ভিন্ন অন্য খাদ্য দেওয়া উচিত নহে।

এইরোগে যত্নের সহিত উৎকৃষ্টরূপ চিকিৎসা না করিলে পশুটিকে রক্ষা করা কঠিন।

পিঠে বা কাঁধে ঘা বা দাদ।

কারণ—

গোজাতির কাঁধে পিঠে ঘা হয়। উহার প্রকৃত কারণ যে, ঐ ঘার ভিতর পোকা জন্মে; উষ্ণ রক্ত পশুর গায় বিশেষতঃ যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পশু স্বীয় জিভ দ্বারা চাটিতে পারে না ঐ সমস্ত স্থানে থাকে। জিভ দিয়া চাটিলে ঐ সকল কীটের ডিম পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তথায় কিছু দিবস থাকিয়া মলের সঙ্গে জীবন্ত

অবস্থায় বাহির হয়। ডিমগুলি হরিদ্রাবর্ণ। গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে বা অন্যত্র গ্রীষ্মকালে এই কীট পশুর গায় জন্মিয়া থাকে। উহারা চর্ম্মের নীচে নিজেদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া চর্ম্মকে ছিদ্র ছিদ্র করিয়া ফেলে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, এক লক্ষ চর্ম্মের মধ্যে ৬০০০০ ষাট হাজার চর্ম্মেই রোগ দেখা গিয়াছিল।

সময়—

গ্রীষ্মপ্রধানদেশে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের দিনে এই পোকা উড়িয়া থাকে।

চিকিৎসা—

পীঠের বা কাঁধের ঘায় দুই আঙ্গুলে টিপিয়া বরফ জল ঢুকাইয়া দিলে ঐ পোকা সহজে মরিয়া যায়, উহারা শীত সহ্য করিতে পারে না। ফেনাইলের জল বা কর্পূরের আরক দ্বারা পিচকারী দিলেও ঐ কীট ও কীটের ডিম নষ্ট হইয়া যায়। গন্ধক ঘসিয়া দিলেও ঐ কীটের ডিম মরিয়া যায়। আলকাতরা, ক্রিয়োজোট, ট্রেইন তৈল (train oil) বা গন্ধকের মলম দিলেও উপকার হয়।

খাদ্য দ্রব্যের সহিত লবণ ও প্রত্যহ এক কাচ্চা গন্ধক চূর্ণ পশুকে খাইতে দিলেও ঐ সকল কীট নষ্ট হয়। বিসুল ফাইড্ কারবন (Bisulphide of carbon) এর বটি এই রোগের পরীক্ষিত মহোষধি। মার্কুরিয়েস অয়েণ্টমেণ্ট অঙ্গুলিতে লইয়া ঘসিয়া দিলেও ঐ কীট নির্ম্মূল হয়।

গবাদির শরীরের যাবতীয় ঘা পুঁঠি মাছের তৈল লাগাইলে আরোগ্য হয়। ঐ তৈল দিলে ঘায়ে মাছি বসিতে পারেনা এবং সত্বর ঘা আরোগ্য হয়। গোয়ালে লতার পাতা অথবা জবা ফুল বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়। তুতিয়া ভস্ম অর্দ্ধ ছটাক, পাথর চূর্ণ /০ এক ছটাক, তামাক পাতা ভিজান জল /০ সরিষার তৈল অর্দ্ধ ছটাক কিঞ্চিৎ খয়ের একত্র করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে ক্ষতস্থান আরোগ্য হয়। গাঁদা ফুলের পাতার রস নিমপাতা তিলের তৈলে ভাজিয়া ঐ তৈল দিলে বা বোরাসিক অয়েণ্টমেণ্ট দিলে ঘা আরোগ্য হয়।

সহকারী উপায়—

সাবান জল, নিমপাতা সিদ্ধজল বা ফেনাইল মিশ্র জল দিয়া ঘা পরিষ্কার রাখা উচিত।

কাউর ক্ষত—

গরুর কাঁধে এই ঘা হয়। কাকে ঠোকরাইয়া কিম্বা গরু নিজেই বৃক্ষে ঘর্ষণ করিয়া এই ক্ষত বৃদ্ধি করে।

১। উহাতে পুঁঠি মাছের তৈলের সহিত সোহাগার খৈ চূর্ণ মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে কাউর ক্ষত আরোগ্য হয়।

২। মতিহার তামাক পাতা ভিজান জল সিদ্ধ করিয়া ঘন হইলে উহাতে সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়।

৩। মতিহার তামাকের পাতা আগুনে সেকিয়া উহা কালবর্ণ হইলে চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ ৵০ এক ছটাক পরিমাণ লইয়া উহাতে মুদ্রাশঙ্খ অর্দ্ধ তোলা, কর্পূর ।০ চারি আনা একত্র করিয়া হুঁকার জলে মিশ্রিত করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ সরিষার তৈল দিয়া মলম তৈয়ার করিয়া কাউর ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়।

কাউর ক্ষতে নীল বা আলকাত্‌রা লাগাইলেও ক্ষত আরোগ্য হয়।

ক্ষতস্থানে পোকা বা মাছতে জন্মিলে নিম্নলিখিত ঔষধ দিতে হয়।

১। সরিষার তৈল ৵০
কলি চূণ ... ... ১ তোলা—
তুতিয়া ভস্ম ... ... $\frac{১}{২}$ তোলা—
মতিহার তামাক পাতা ... ... $\frac{১}{২}$ ছটাক—

একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া লইবে। তৈল গরম হইয়া তামাক পাতা পুড়িয়া গেলে উহা নামাইয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

২। সুরাজ তৈল লাগাইলে ক্ষতস্থানের পোকা মরিয়া যায়।

৩। আতা ফলের কচি পাতা কলি চূণের সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়। পাটবীজ বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলেও ফল দর্শে।

জিহ্বার ক্ষত।

অনেক সময় দেখা যায় গরুর জিহ্বার নীচে ক্ষত হয়, ঘাস খাইতে পারেনা। এবং জাবর কাটিতে কাসে, মধ্যে ২ অর্দ্ধ চর্ব্বিত ঘাস ফেলিয়া দেয়। জিহ্বা

টানিয়া বাহির করিয়া উলটাইয়া দেখিলে জিহ্বার নীচে গর্ত্তের মত ঘা দেখিতে পাওয়া যায় ও জিহ্বার স্থানে ২ কাঁটার মত হয়। তখন চিতল মাছের আইস পোড়াইয়া তাহার ছাই ক্ষত স্থানে লাগাইয়া গরুর মুখ ৩।৪ ঘণ্টা কাল বান্ধিয়া রাখিতে হয় এবং গরুকে কয়েক দিন গরম জল খাওয়াইতে হয়। অশ্বথ গাছের ছাল ভস্মও ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত ভাল হয়। জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া ক্ষত স্থান নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিয়া সরিষার তৈলের সহিত হরিদ্রার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলেও আরোগ্য হয়।

নাকের ঘা।

এই ঘাকে পীনাস বলে।

লক্ষণ—

এই রোগের প্রথম অবস্থায় নিশ্বাস জোরে ফেলে কিছুদিন পরে ঘড় ঘড় শব্দ হয় ও নাসিকা হইতে রক্ত পুঁয নির্গত হয়।

ঔষধ—

কেশুরের রস	...	৴০ এক ছটাক
অশ্বমূত্র	...	৴০ এক ছটাক
মেটে সিন্দুর	...	$\frac{১}{২}$ তোলা

একত্র করিয়া একটি শিশিতে ২ দিন রাখিয়া পর ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়।

ছানি রোগ।

গরুর চক্ষুতে ছানি পড়িলে ঢোলা পাতার রস অথবা তামাক পাতা ভিজান জল অথবা লবণ চক্ষে দিলে ছানি রোগ আরোগ্য হয়। একটি আন্তথলিসা মৎস্য ভাল করিয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া ঐ ছাই চক্ষে দিলে ছানি কাটিয়া যায়।

ঘুঁটী রোগ।

এই রোগ বাছুরের অধিক হয়। শরীরের স্থানে স্থানে রোম উঠিয়া যায়, প্রথমে মুখ ও গলদেশের পরে সর্ব্বাঙ্গের লোম উঠিয়া যায় ও চাকা চাকা দাগ হয় উহা এক প্রকার দাউদ রোগ। কখন কখন ঐ সকল স্থান ফাটিয়া ঘা হয়। এই রোগ হইলে গ্রাম্য লোকেরা জুতার চামড়া ও শামুখ গরুর গলায়

বান্ধিয়া দেয় এবং পীড়িত স্থানে ঘুটের ছাইও মাথাইয়া দেয় তাহাতেই আরোগ্য হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটি এই রোগে অত্যন্ত উপকারী—

১। কেলী কদম্ব গাছের ছাল ও কাঁচা হরিদ্রা হুঁকার জলে বাটিয়া লাগাইলে রোগ আরোগ্য হয়।

২। সোহাগার খৈ, গন্ধক, ও সরিষার তৈল একত্র করিয়া পীড়িত স্থানে লাগাইলে উপকার হয়।

শিং ভাঙ্গা।

কারণ—

অন্য পশুর সহিত লড়াই করিয়া কি আঘাত লাগিয়া কি পড়িয়া গিয়া যন্ত্রণা পাইতে পারে।

শিং ভাঙ্গা তিন প্রকার—

(১) ভিতরের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া উপরের শিং পড়িয়া না গেলে, চটি দিয়া শিংটি দৃঢ় করিয়া বাধিয়া দিয়া আর্নিকার (হোমিওপ্যাথিক) জল দিয়া কিম্বা ফেনাইল দিয়া ভিজাইয়া রাখা উচিত।

শিং ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাতে ঘুঁটের ছাই চূর্ণ দিয়া বান্ধিয়া দিবে। অথবা উহাতে মাছের তৈল দিবে।

(২) যদি শিং ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায় নীচের হাড় বাহির হইয়া রক্তপাত হয় তবে ভগ্ন অংশ আর্নিকার জলে তূলা ভিজাইয়া বা ফেনাইল জলে তূলা ভিজাইয়া ঐ তূলার সঙ্গে কাপড় জড়াইয়া বাধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৩) যদি শিং ও হাড় উভয়ই ভাঙ্গিয়া যায় তবে খুব অধিক রক্তপাত হইতে পারে, উহা হইতে মস্তিষ্ক প্রদাহিত ও স্ফীত হইতে পারে, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া যাইতে পারে ও গেংগ্রিণ হইতে পারে।

ব্যবস্থা—

ভগ্নস্থানে শিং এর গোড়া কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

ঔষধ—

দূর্ব্বাঘাসের রস, মুছিলতের পাতা, আপাং মূলের রস, কি গাঁদা ফুলের পাতার রস দিয়া রক্ত বন্ধ করা আবশ্যক।

আইডোফরম দিয়া ঘা বাঁধিয়া দিবে।

একোনাইট IX বা আর্ণিকা IX ৬ ফোঁটা পর্য্যায় ক্রমে ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে উপকার দর্শিবে।

ফুলা।

গাড়ী কিম্বা লাঙ্গল টানিয়া কাঁধ ফুলিলে শামুখের জল ফুলা স্থানে মালিশ করিলে ভাল হয়। মেদীপাতা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে ফুলা সারিয়া যায়। দুগ্ধবতী গাভীর স্তন ফুলিলে মেদী পাতা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ফুলাস্থানে লৌহ পোড়াইয়া দাগ দিলে ভাল হয়।

নাভী মূলের পীড়া—

এই পীড়া হইতে বাছুর অনেক যন্ত্রণা পায়। অযত্নে বা অসতর্কভাবে নাভীর নাড়ী কাটিয়া ফেলিলে এই রোগ জন্মিয়া বাছুরকে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট দেয়।

দুর্ব্বাঘাসের রস দিলে বা মূর্চ্ছিত (পাঠা) লতের রস বা গাঁদা পাতার রস দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

ঘা হইলে ঘায়ের ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পায় ক্ষত—

পায়ের ক্ষুরের ভিতর অনেক সময় কাঁটা, হাড়ের গুড়া, পাথরের কুচি, ইটের টুকরা ঢুকিয়া গোজাতি খোঁড়া হইয়া যায়। পায়ের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে। ক্ষত স্থানে পূঁয জন্মিয়া পা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

এই অবস্থায়—প্রথমতঃ পায়ের কাঁটা ইত্যাদি যন্ত্রণাদায়ক দ্রব্যটি বাহির করিয়া, ক্ষত স্থান হইতে পূঁয নির্গত করিয়া ফেলিয়া দিয়া, ক্ষতস্থানটি গরম জলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বা সাবান দিয়া ফেনাইল জল দ্বারা ধুইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ময়দা বা ভূষীর পোল্টিস দিয়া ভিতরের পূঁয বাহির করিয়া ফেলিয়া, তৎপর তিলের তৈলে নিমপাতা ভাজিয়া ঐ তৈল দিলে, বা মুছিলতের পাতার রস ও তিল তৈল একত্র গরম করিয়া ঐ তৈল বা গাঁদা ফুলের পাতার রস ও তিল তৈল একত্র গরম করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

৮ ফোঁটা সাইলেসিয়া IX প্রয়োগেও যন্ত্রণা দূর হয়। পীড়িত স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য।

দাঁতের গোঁড়ায় ঘা বা (টেনারোগ বা লুটি রোগ) দাঁত নড়া।

দাঁতের গোঁড়ায় শোথ হয়, দাঁত কড় কড় করে, রীতিমত আহার করিতে পারে না। জল চুষিয়া খায় এমন কি জল খাইতে চায় না।

চিকিৎসা—

দাঁতের গোড়ায় স্ফীত স্থানে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিবে এবং স্ফীত স্থানে পেপের কস দিলেও স্ফীত স্থান হইতে পুঁজ রক্ত বাহির হইয়া গোটি আরাম বোধ করিবে। চুণ, তামাক পাতা, সরিয়ার তৈল একত্র মর্দ্দন করিয়া উহা দাঁতের গোড়ায় লাগাইয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে, তাহা হইলে সত্বর দাঁতের গোড়ার ফুলা কমিয়া পশুটি আরোগ্য হইবে।

ফিটকারীর জল দ্বারা দাঁতের গোঁড়া ধুইয়া উহাতে কার্ব্বলিক লোসন লাগাইলে দাঁতের গোঁড়ার ঘা সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়।

সহকারী উপায়—

সরিষার তৈলে তূলা ভিজাইয়া দাঁতের গোড়ায় দিয়া, তপ্ত লৌহ দ্বারা দাঁত গুলিতে আস্তে আস্তে আঘাত করিলে দন্ত মূল দৃঢ় হয়।

দন্তমূলে ঘা হইলে বা দাঁত পচিয়া গেলে তাহা সমূলে উৎপাটন করিলে উপকার হয়।

স্ফোটক।

ফোড়া বা ফুট।

যদি গোর শরীরের কোন স্থানে ফোড়া বা ফুট হয়, তবে একটি কেট্‌লীতে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া ঐ গরম জলের বাষ্প প্রত্যহ ২।৩বার লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

সজিনার ছালের প্রলেপ ও উহার কাথ দ্বারা ধৌত করিলে ফোড়ার উপশম হয়। গোধুম সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

সজিনার মূলের ছালের কাথে হিং ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে ফোড়ার উপকার হয়।

বেলেডোনা দিয়া তাহার উপর পোল্টিস দিলেও ফোড়া পাকিয়া উঠে। ভিতরে পুঁয হইলে ফোড়া কাটিয়া দেওয়া উচিত। তারপর নিমপাতা সিদ্ধ

জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া আইডোফরম দিয়া বাঁধিয়া দিলে সত্বর আরোগ্য হয়।

বেলেডোনা IX ৪ ফোঁটা প্রাতে ও বৈকালে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা।

এতদ্দেশে সর্ব্বত্র গোয়াল ঘরে ধূম দিয়া মশা তাড়ানের প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ ধূমের আগুনে অনেক গো ও বৎসের গায় আগুন লাগিয়া দগ্ধ হইতে দেখা যায়।

অগ্নিদগ্ধ স্থানে টাট্‌কা গোবর লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়। নারিকেল বা তিলের কি সরিষার তৈল দিলেও উপকার হয়। হাঁসের ডিমের হরিদ্রাভাগ (কুসুমটি) দগ্ধ স্থানে দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। কাটানটের গাছ বাটিয়া লাগাইলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

নারিকেলতৈল ও চূণ একত্র ফেনাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়।

তিলভস্ম, যবভস্ম একত্র করিয়া লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়। তিলতৈলের সহিত যবভস্ম মিশ্রিত প্রলেপ দিলে জ্বালা দূর হয়।

অগ্নিদগ্ধ স্থানে মধু মাখাইয়া দিয়া তাহার উপরিভাগে যবের গুড়া দিলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়। গোলআলু বাটিয়া লাগাইয়া দিলে তাহাতে জ্বালা দূর ও ক্ষত আরোগ্য হয়।

মহিষ-নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও জ্বালা দূর হয়।

জলপিপ্পলীর জটা অথবা গৃহের জীর্ণ তৃণ চূর্ণ দগ্ধস্থানে লাগাইলে বিশেষ উপশম হয়।

কোন পশুর লোম, খুর, শৃঙ্গ, অস্থি দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানে পুনর্ব্বার লোমোৎপত্তি হয়।

চর্ম্মরোগ, চুলকানি, খোষ।

MANGE—

ইহা তিন প্রকার। রোম পড়িয়া যায়, চর্ম্মের ভিতরে পোকা জন্মিয়া থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

একছটাক লবণ ও একছটাক গন্ধকচূর্ণ প্রত্যহ খাদ্যের সহিত কিছু দেওয়া উচিত।

ঔষধ—

নারিকেলতৈল	৴০	একছটাক
টার্পিনতৈল	৴০	একছটাক
কর্পূর	৲১০	আধছটাক
গন্ধকচূর্ণ	৴০	একছটাক
ফেনাইল	৲৫	এককাঁচ্চা

মিশাইয়া পীড়িত স্থানে লাগাইলে আরোগ্য হয়।

সল্ফার IX প্রাতে ও বৈকালে ৮ ফোটা খাইতে দিলে পশু আরোগ্য হয়।

সতর্কতা—

একটি পীড়িত পশুকে অন্য পীড়িত পশুর নিকট রাখিবে না, বা একটির গায়ের কাপড় অন্যটির গায় দিবে না। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি।

জোঁকধরা—

অনেক সময় জোক গোদিগকে অত্যন্ত উৎপাত করে। কখনও বা গোর নাকে গুহ্যদ্বারে প্রস্রাবদ্বারে প্রবেশ করিয়া রক্তপাত ঘটায়। উহাদিগকে চিমটা দ্বারা বাহির করিয়া আনিয়া চূণ বা তামাকপাতা অথবা উভয় একত্র করিয়া লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয় ও জোক তামাক পাতার গন্ধে দূর হইয়া যায়।

রোমন্থন বন্ধ করা—

যদি পশু জাবরকাটা বন্ধ করে তবে শীঘ্র কোন ব্যারাম হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। কি ব্যারাম হয় তাহা সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা উচিত; কারণ উহা ব্যারাম নহে ব্যারামের লক্ষণ। যাহা হউক কোন ব্যারাম লক্ষ্য না হইলে প্রাতে ও বৈকালে আদা, শুঁঠ ও কিছু লবণ এবং কিছু গন্ধকচূর্ণ খাইতে দিলে বা প্রত্যহ দুইবার একোনাইট IX ৮ফোটা খাইতে দিলে বা জোয়ান গোলমরিচ চূর্ণ ও লবণ খাইতে দিলে উপকার দর্শাইয়া থাকে।

আঘাত লাগা বা ক্ষত হওয়া—

আঘাত লাগা।

অল্প আঘাতে গোবর গুলিয়া গরম করিয়া লাগাইলে উপকার দর্শে। অধিক

আঘাত লাগিলে নিশাদল ও সোরা সমভাগে জলে গুলিয়া জলপটী দিলে বেদনা নষ্ট হয়। কোন স্থানের হাড় মচকিয়া সরিয়া গেলে তাহা যথাযথ স্থানে আনিয়া বসাইয়া দিবে। এবং তৎপর চূণ, হলুদ, রশুন, আদা, তেঁতুল ও সোরা একত্র বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিবে, প্রলেপের উপর আকন্দপাতা আগুনে সেকিয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইয়া ভালরূপে বান্ধিয়া দিবে। যদি চামড়া কাটিয়া রক্ত বাহির হয় তবে বাবলার আটার প্রলেপ দিয়া জলপটী দিবে।

যদি রক্ত বন্ধ না হয় তবে আমড়া পাতা বাটিয়া বাঁন্ধিয়া দিবে, অথবা শিয়াল-মূত্রীর পাতার রস দিয়া পরে ঐ পাতা নেকড়া দ্বারা বান্ধিয়া দিবে।

জখমী স্থানে অশ্বত্থবৃক্ষের মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া ফোমেণ্ট করিলে উপকার দর্শে।

আর্নিকা IX ৮ ফোটা প্রাতে খাইতে দিয়া, আর্নিকা লোসন দিয়া আঘাত বা ক্ষতস্থান ধোওয়াইয়া দিলে আরোগ্য হইবে।

বিশেষ সতর্কতা নেওয়া উচিত যে ক্ষতস্থানে মাছি বসিয়া তাহাতে ডিম তুলিতে না পারে। ক্ষতস্থানে আর্নিকা লোসন কি ফেনাইল বা আলকাতরা দিলে মাছি পড়িতে পারে না।

মচ্‌কান—Sprain

পা, পার হাটু, কি অন্য কোন গ্রন্থিতে যদি মোচড় লাগে তবে তৎক্ষণাৎ স্প্লিণ্ট ও ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেওয়া উচিত, এবং ঐ স্থানে আর্ণিকা লোসন দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া অর্ণিকা ৬ ফোটা করিয়া দিনে ৪ বার খাইতে দেওয়া উচিত।

মচ্‌কান স্থান সহজ হইলে চূণ ও হলুদ গরম করিয়া লাগাইয়া দিয়া স্থানটি ভেরণ্ডা পাতা বা আকন্দ পাতা পুরাতন ঘৃত সংযোগে গরম করিয়া সেক দিলে বিশেষ উপকার হয়।

বরুণ পাতা বা হাড় জোড়া কাটিয়া পীড়িত স্থানে দিলে সহজে উপকার হয়—গোবর সিদ্ধ করিয়া গরম গরম লাগাইয়া দিলে বা গোবর সিদ্ধ জলের গরম ধূঁয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

অস্থির সন্ধিচ্যুতি (ডিস্‌লকেসন্‌) Dislocation

প্রথমতঃ চ্যুত অস্থি সংযোগ স্থলে লাগাইয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে

কৃতকার্য্য না হইলে দক্ষ ডাক্তার ডাকাইয়া সন্ধি সংযোগ করাইয়া দেওয়া উচিত। ডাক্তার পাওয়া না গেলে মচ্‌কানের মত চিকিৎসা করান উচিত। এই উভয় বিপদেই পশুটিকে স্থির করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত।

গো কে জলে সাঁতার দেওয়াইলে মচকান ও সন্ধি চ্যুতি আরোগ্য হয়।

বিষভক্ষণ

তিন প্রকারের বিষ পশু শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে প্রাণিজ, খনিজ এবং উদ্ভিদ জাত। হঠাৎ খাদ্যের সঙ্গে খাইতে পারে এবং কেহ ইচ্ছা করিয়া দোষ ভাবেও খাওয়াইতে পারে।

লক্ষণ—

পশু হঠাৎ পীড়িত হয় ও কাঁপিতে থাকে, পেটে অত্যন্ত বেদনা হয়। শিং দিয়া ও পাছা পা দিয়া পেটে গুতা মারে। বার বার পাঁজরের দিকে তাকায়, মুখ দিয়া ফেণা ভাঙ্গে, জলের জন্য ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকে। ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দেখা যায়। অনবরত বাহ্যে যায় রক্ত নির্গত হয়, পশুটি দুই হইতে চারি ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা—

বিরেচক * ঔষধ দ্বারায় দাস্ত করাইয়া বিষ বাহির করিয়া ফেলিলে কিম্বা বমি করাইয়া ফেলিয়া দিলে বিষপ্রয়োগ হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

এক সের তিসির তৈল বা জলপাইর তৈল ঘণ্টায় ঘণ্টায় পশুর গলায় ঢালিয়া খাওয়াইয়া দিলে উপকার হয়।

পথ্য—

অল্প কলাই সিদ্ধ করিয়া ভূষির জাবের সহিত খাইতে দেওয়া সঙ্গত। অন্য ঘাস কি শুষ্ক খড় ইত্যাদি কঠিন দ্রব্য ২দিন পর্য্যন্ত খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

* বিরেচক ঔষধ—

(১নং) গন্ধক চূর্ণ—/০ ছটাক
মসিনার তৈল—৷৵ ছটাক
অন্ন মণ্ড—/৷৷ সের
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

(২নং) শুঠ চূর্ণ—১ তোলা
মসিনার তৈল—/। পোওয়া
গন্ধক চূর্ণ— /৵ আধপোওয়া
অন্ন মণ্ড—/॥ সের
একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইয়া দিবে।

(৩নং) সর্ব্বজয়ার শিকড় এক ছটাক থেতো করিয়া অন্ন মণ্ডের সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে তৎপর উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

যতক্ষণ পেটে বেদনা থাকে বা পেট নামা বন্ধ না হয় ততক্ষণ গোকে জল-খাইতে দিবেনা, অত্যন্ত পিপাসা হইলে তিসির মাড় বা কলাই সিদ্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে ভূষির মাড় দিবে। ২ দিন পর কচি ঘাস খাইতে দিবে।

অনেক সময় দেশী চামার গণ ও গোচর্ম্ম ব্যবসায়ী গণ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চর্ম্মসংগ্রহ করিয়া দিতে দাদন লইয়া চামারগণের সাহায্যে অন্য জাতীয় ব্যক্তিরাও গো জাতিকে নানা উপায়ে বিষভক্ষণ করাইয়া থাকে বা গো শরীরে বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। মৃত্যুর পর চর্ম্ম সংগ্রহ করে। কারণ এদেশে গো স্বামিগণ গো চর্ম্ম বিক্রয় করেনা, মৃত গো ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়, চামারগণ ঐ চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে।

সর্পাঘাত

সাপে দংশন করিলে বিষ খাওয়ানের অনেক লক্ষণ প্রকাশ হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল হয়। পায়ের শিরা ফুলিয়া উঠে, গায়ে হাত দিলে অনেক রোম উঠিয়া যায়।

একটি কলমি শাকের ডাঁটা গরুর পুচ্ছ হইতে মুখ পর্য্যন্ত মাপিয়া খাওয়াইলে ভাল হয়।

আমড়ার ছাল ৪।৫ তোলা খাওয়াইলে ও (দাঁরপা) পাতার রস নাকে দিলে বিষ নষ্ট হয়। ঐ রস নাকে দিলে গরু হাঁচিতে থাকে উহাতে অনেক উপকার হয়।

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরে দংশন।

ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুরে দংশন কিম্বা আচড়াইলে বিষ পশুর শরীরস্থ হয়।

তখন গরু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায় ও অত্যন্ত চঞ্চল হয়। এই রোগে জল দেখিয়া ভয় পাইলে চিকিৎসা করা বৃথা। ইহার পূর্ব্বেই চিকিৎসা করা উচিত।

নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

ফটকিরি—২ তোলা
ঘস ঘসে শিকড় চূর্ণ ৵০ পোওয়া
গরম জল—৴। একপোওয়া
একত্র করিয়া আরোগ্য কাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ খাওয়াইবে।

বৈদ্যরাজ গাছের ছালের রস ৵, আদার রস ৵, সাচীচিনি ৵, একত্র করিয়া তিন বার খাইতে দিলে গোরু পুনঃ পুনঃ বমিকরে ও গো সহজে আরোগ্য হয়।

ধুতুরা পাতার রস ৴০ এক ছটাক চিনির সহ তিন দিন খাওয়াইলে ঐ বিষ নষ্ট হয়।

মেষের লোম কলায় ভরিয়া সাত দিন খাওয়াইলে শৃগাল কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

দংশনের অব্যবহিত পরে দষ্টস্থানে ভিনিগার ও জলদিয়া ধুইয়া দিয়া শুকাইয়া পুনরায় ঐ স্থানে কিছু সিউরিএটিক এসিড কয়েক ফোটা দিলে বিষ নষ্ট হয়। মাদার টিংচার বেলেডোনা ৮ ফোটা প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবনীয়।

সহকারী উপায়—

গোকে কতিপয় দিবস ঘৃত খাওয়াইলে ঐ বিষ নষ্ট হয়।

সতর্কতা—

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরে দষ্ট গাভীর দুগ্ধ পান করা উচিত নহে।

এটুলী বিনাশক ঔষধ।

গোরুর শরীরে উকুণ কিম্বা এটুলী হইলে তাহা বাছিয়া ফেলিলেই হয়; গোরুকে ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া ব্রাস দ্বারা আঁচড়াইয়া দিলেই এটুলী নষ্ট হইয়া যায়। নিম্ন লিখিত ঔষধটি ব্যবহার করিলেও উপকার দর্শিবে।

সরিষার তৈল	১ পোওয়া
গন্ধক	২ তোলা
গর্জ্জন তৈল	১ তোলা

টার্পিণ	১ তোলা
কর্পূর	১ তোলা

একত্র করিয়া মিশাইয়া সূর্য্য পক্ক করিয়া তুলীদ্বারা লাগাইবে।

ঘুরঘুরে পোকা দংশন চিকিৎসা।

লক্ষণ—

এই পোকায় দংশন করিলে পশুটি লাঙ্গুল তুলিয়া জড়সড় হইয়া থাকে, সর্ব্ব গাত্রে কাঁটা কাটার মত হয়। মুখ হইতে লাল পড়ে ও ঘন ঘন কোঁথ দেয়।

ঔষধ—

পাথর কুচি পাতা	৭টা
সরিষার তৈল	⁄৹ ছটাক
চিটে গুড়	৴১০ আধ ছটাক
যোয়ান	১ তোলা

এই দ্রব্যগুলি একত্রে বাটিয়া সেবন করাইবে।

সর্পখোলস ভক্ষণ।

সর্পখোলস ভক্ষণ করিলে গাত্রে চাকা চাকা দাগ হয়, গাত্র ফুলিয়া উঠে ও লোম উঠিয়া যায়।

ঔষধ—

এককাচ্চা বেগুনের শিকড় আড়াইটা মরিচসহ বাটিয়া দধিসহ সেবন করাইবে।

বোড়া পোকা ভক্ষণ চিকিৎসা।

এই পোকা ঘাসে থাকে। এই পোকা ভক্ষণ করিলে কর্ণমূল ও গলা ফুলিয়া উঠে নড়ন চড়ন বন্ধ হয়, মুখ হইতে লাল পড়ে।

ঔষধ—

কর্ণদ্বয় সামান্য রকম কাটিয়া দিয়া রক্ত বহির্গত করিবে।

চক্ষে জল পড়া—

ফিটকারী জল দিয়া চক্ষু ধুইয়াদিলে চক্ষের জলপড়া আরোগ্য হয়। এক ভাগ ফিটকারীতে ১০ ভাগ জল দিয়া ফিটকারীর জল তৈয়ার করিতে হয়।

চক্ষুফুলা।

কারণ—

অত্যন্ত ঠাণ্ডায় বা গরমে অথবা কোনরূপ আঘাত লাগিয়া এবং কোন পোকায় দংশন করিলে এই রোগ হইতে পারে।

লক্ষণ

চক্ষুদিয়া জলপড়ে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠে, আলোক সহ্য করিতে পারেনা।

ব্যবস্থা—

চক্ষু পরিষ্কার করিয়া ফিটকারীর জলে ধৌত করিয়া হলুদ মাখান কাপড় বাঁধিয়া চক্ষু ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য

ঔষধ—

একোনাইট IX ৮ ফোঁটা বেলাডোনা IX ৮ ফোঁটা প্রাতে ও বৈকালে ব্যবহার্য্য।

কোষ্ঠ বদ্ধ।

গোজাতির কোষ্ঠ বদ্ধ হইতে বিশেষ গুরুতর পীড়া জন্মিতে পারে।

কারণ—

শুকনা, কঠিন দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজনে ঐ পীড়া জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা—

কেষ্টার অয়েল দ্বারা বা মসিনার তৈল দ্বারা জোলাপ দিয়া লইয়া বা আধ পোওয়া ইন্‌সফ্‌টু সল্ট এক পোওয়া জলের সহিত দুইবার খাইতে দিয়া গরম ভাতের মাড় বা ভাতের মাড় /১ সের গরম জল খাইতে দিয়া জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

জোলাপ হইলে কচি দুর্ব্বা ঘাস কি অন্য লঘুপাক দ্রব্য খাইতে দেওয়া বিধেয়।

ক্রিমিরোগ।

সচরাচর মানুষের যে তিন শ্রেণীর ক্রিমি হয়, গোতেও ঐ তিন শ্রেণীর ক্রিমি দেখা যায়।

ছোট সাদা ক্রিমি, গোল কেচোর ন্যায় ক্রিমি, এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমি। সাদা ছোট ক্রিমির বাসস্থান গুহ্য দ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানে। অন্য দুইটি পেটের ভিতর থাকে।

কারণ—

পচা খাদ্য আহার, কলা ইত্যাদি অধিক পরিমাণ খাওয়া, পচা জল পান করা ও সংক্রামণ জন্য এই রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—

পশু দাঁত কড়মড় করে, কাসে, মাটি খায়, আহারে অরুচি জন্মে, পেটের অসুখ হয়, কাণ দুটি ভাঙ্গিয়া পড়ে, পেটে ব্যথা হয়, সাদা সাদা আমের ন্যায় বাহ্যে হয়। ক্রিমি বাহ্যের সঙ্গে বা কাসিলে মুখ দিয়া বাহির হয়।

চিকিৎসা—

সাদা ছোট ক্রিমি দেখা গেলে লবণের জলে গুহ্যদ্বারে পিচকারী দিলে সাদা ছোট ক্রিমি মরিয়া বাহির হইয়া যায়।

পলাশ বীজ বাটিয়া ঘোলের সহিত খাওয়াইলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়। খেজুর পাতার কাথ বাসি করিয়া পরদিন মধুর সহিত খাওয়াইলে ক্রিমি নষ্ট হইয়া যায়।

তিত লাউবীজ ১ ছটাক ঘোলের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে ক্রিমি নির্মূল হয়। ঝিঙ্গার বীজ ১০টি, ঘোল দিয়া বাটিয়া খাওয়াইলে ক্রিমি বাহির হইয়া যায়। সম পরিমাণ বিড়ঙ্গ, পলাসবীজ, নিমবীজ, তুলসী পত্র ভস্ম, ইন্দুর কানির রসে মর্দ্দন করিয়া খাওয়াইলে ক্রিমি জাল নির্মূল হয়।

স্পিরিট অব্ টার্পেণ্টাইন	২ ডুইড্রাম
স্পিরিট অব্ কেম্ফার	৪০ ফোটা
কেষ্টর অয়েল	৩ আউন্স
ফেনাইল	½ ড্রাম
গন্ধক	১ আউন্স

একত্র উত্তমরূপে মিসাইয়া খাওয়াইয়া দিবে। ইহা বাছুরের জন্য অর্দ্ধ মাত্রা ব্যবস্থা। এই ঔষধ খাওয়ার পর কেষ্টর অয়েল কি অন্য কোন উপায়ে জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পেটের মৃত ক্রিমি বাহির হইয়া যাইবে।

হোমিওপ্যাথিক—

সিনা ২০০ ডাইলিউসন এবং সালফর ৩০ ডাইলিউসন ৮ ফোটা করিয়া এক সপ্তাহ প্রাতে ও বৈকালে খাওয়াইলে ক্রিমি দূর হয়।

সহকারী উপায়—

পশু ও পশুগৃহ পরিষ্কার রাখা এবং যে সমস্ত কারণে রোগের উৎপত্তি হয় ঐ সকল কারণ দূর করা কর্ত্তব্য।

পেট ভার।

অতি সাধারণ ব্যারাম, অপাক হইতে হইয়া থাকে। এই ব্যারামের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না হইলে পরে পেটের পীড়া জন্মিতে পারে।

কাঁচা হরিদ্রা /০ এক ছটাক যোয়ান /০
ইক্ষু গুড় ৵০ পোওয়া সৈন্ধব ৻৫ কাচ্চা

একত্র মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে সহজেই এইরোগ সারিয়া যাইতে পারে।

পেট কামড়ানি।

লক্ষণ—

গোরুটি যাতনায় অস্থির হয়। কখন কখন শুইয়া পড়ে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠে। কখন কখন বা শুইয়া পড়ে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকেনা, পা ছুড়িয়া ফেলে, ছটফট করে। চক্ষে জল পড়িতে থাকে বোধ হয় যেন গোটি যন্ত্রণায় কাঁদিতেছে।

ঔষধ—

১। চক্ষে আমরুলের পাতার রস দিলে উপকার হয়।

ইক্ষু গুড় /০ ছটাক—
কদম পাতার রস ৵০ পোওয়া—

একত্র করিয়া খাওয়াইলে পেট কামড়ানি ভাল হয়। কোষ্ঠ খোলাসার জন্য ডাবের জল /১ সের উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবে।

২। বৈচিগাছের শিকড়ের ছাল ৩ তোলা—
সোমরাজ (সামরজি) ২ তোলা—
ইন্দ্রযব (কুরচি গাছের বীচ) ২ তোলা—

একত্রে বাটিয়া ৩ বার খাওয়াইবে।

৩। ক্রিমিবশতঃ পেট কামড়ানি হইলে—

বিড়ঙ্গ ৪ তোলা কচি খেজুর পাতার রসে বাটিয়া সেবন করাইবে।

৪। অজীর্ণবশতঃ পেট কামড়ানি হইলে—

যোয়ান ৪ তোলা—
চিনি ৪ তোলা—
সৈন্ধব লবণ ৪ তোলা—
বিট লবণ ২ তোলা—

একত্রে পাতি লেবুর রসে মাড়িয়া সেবন করাইবে।

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালী মতে সমস্ত সংক্রামক রোগেই ঐ সকল রোগের বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে ঐ সকল রোগ পশু শরীরে জন্মিতে পারে না।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

অগ্নি পুরাণ।

(২৯২ নং অধ্যায়)

গোগণের মহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, এক্ষণে তাহাদের চিকিৎসা শ্রবণ কর। ধেনুগণের শৃঙ্গরোগে শৃঙ্গরের বলা ও মাংস, কল্কে সিদ্ধ সমাক্ষিক তৈল সৈন্ধব যোগে প্রদান করিবে। সর্ব্ববিধ কর্ণশূল রোগে, মঞ্জিষ্ঠা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সিদ্ধ তৈল রসোন (রসুন) যোগে দান করিবে। বিল্বমূল, অপামার্গ, ধাতকী ও কুটজ এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া দন্তমূলে দিলে দন্তশূল নিবারিত হয়। দন্তশূলহারক দ্রব্য সকল ঘৃত যোগে পাক করিলে তাহাই মুখ রোগ হারক ঔষধ হয়। জিহ্বারোগে সৈন্ধব লবণ প্রশস্ত। গল গ্রহ রোগে শৃঙ্গবের, উভয় প্রকার হরিদ্রা ও ত্রিফলা হিতকর হয়। হৃৎশূল, বস্তিশূল, বাত ও ক্ষয়রোগে, গোগণকে ঘৃতমিশ্র ত্রিফলা দান প্রশস্ত। অতিসারে উভয় প্রকার হরিদ্রা ও পাঠা প্রদান করাইবে। সর্ব্ববিধ কোষ্ঠরোগে, সকল রকম উদর রোগে এবং শ্বাস ও কাস রোগে শৃঙ্গবের ও ভাগী দানে রোগ বিনষ্ট করে। ভগ্নস্থান সংমিলনের নিমিত্ত লবণযুক্ত প্রিয়ঙ্গুদান কর্ত্তব্য। তৈল, বাতরোগে একত্র যোগে পক্ক মধু ও যষ্টি, কফরোগে মধু সহিত ত্রিকুট ও রক্ত-জাতরোগে, পুষ্টক সহিত রজঃ প্রদান কর্ত্তব্য। ভগ্নক্ষত রোগে, তৈল, ঘৃত ও হরিতাল দিবে। মাষ, তিল, গোধূম, পশুক্ষীর ও ঘৃত এই সকলের পিণ্ডী করিয়া লবণ যোগে দান করিলে তাহা বৎসগণের পুষ্টিকারক হয়। বিষাণা (মেষশৃঙ্গী) বলপ্রদা এবং ধূপক গ্রহবিনাশের নিমিত্ত প্রশস্ত।

দেবদারু, বচা, মাংসী, গুগ্গুলু, হিঙ্গু, সর্ষপ, এই সকলের ধূপ গ্রহাদি দোষ-নাশক ও গোগণের হিতকর। এই ধূপ দ্বারা প্রধূপিত করিয়া ঘণ্টা দান করিলে অশ্বগন্ধ ও শুক্লতিল খাওয়াইলে গাভীগণ ক্ষীরবতী হয়। নিরন্তর গৃহে বাঁধিয়া রাখিলে যে বৃষ মত্ত হয়, পিণাক তাহার পরম রসায়ন।

বৃহৎসংহিতা।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

গো লক্ষণ।

পরাশর মুনি বৃহদ্রথকে যে গো লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে সেই সকল শুভলক্ষণ সংক্ষেপ করিয়া এবং আগম হইতে সংগ্রহ করতঃ আমি ইহা বলিতেছি। মলযুক্ত কোন বিশিষ্ট রূক্ষ চক্ষুঃ ও মূষিক সদৃশ নেত্র-সম্পন্ন গো সমূহ শুভপ্রদ নহে। গাভীর নাসিকা বিস্তৃত, শৃঙ্গ প্রচলনশীল, বর্ণ-খর সদৃশ, দেহ করটাতুল্য হইলে অশুভপ্রদ। যে গাভীর দশ-সপ্ত বা চতুঃসংখ্যক দন্ত, মুণ্ড এবং মুখ লম্বমান, পৃষ্ঠ বিনত, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, গতি মধ্য প্রকৃতি এবং খুর দারিত হয় তাহা অশুভ। যে গাভী কৃষ্ণপীতমিশ্রবর্ণযুক্ত জিহ্বা-বিশিষ্ট, অতি সূক্ষ্ম বা অতি স্থূল গুলফ্-সমন্বিত, বৃহৎ ককুদ্ বিশিষ্ট কৃশদেহ, হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ বিশিষ্ট তাহা ইষ্টকর নহে। ১০৪।

এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৃষও অশুভ। আর যে বৃষভের মুষ্কস্থূল এবং অতিলম্ব, ক্রোড় দেশ শিরাবিস্তৃত, গণ্ডদেশ স্থূল শিরাব্যাপ্ত এবং যে বৃষ ত্রিস্থানে মেহন করে, সেই বৃষও শুভকর নহে। মার্জ্জারের ন্যায় চক্ষুঃসম্পন্ন কপিলবর্ণ গো করটনামা, ইহা অশুভপ্রদ; কিন্তু ব্রাহ্মণের ইষ্টকর। ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং সেই গো শ্বাসশীল হইলে যূথ নাশক হয়। যাহার বিষ্ঠা, মণি ও শৃঙ্গ, উদর শ্বেতবর্ণ এবং সমস্ত শরীরের বর্ণ কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়, সেই বৃষভ গৃহজাত হইলেও, তাহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কারণ সেই বৃষভ যূথবিনাশকর হইবে। যাহার অঙ্গ শ্যামক পুষ্পব্যাপ্ত ভস্ম ও অরুণ-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ও বিড়াল-সদৃশ চক্ষুঃ-সম্পন্ন, সেই বৃষভ পরিগৃহীত হইলেও, ব্রাহ্মণগণের শুভকর হয় না। যে সকল বৃষভ যোজিত হইলে, পঙ্ক হইতে উদ্ধারের ন্যায় পাদোত্তলন করে, সেই কৃশ-গ্রীব, কাতর নয়ন, হীন বৃষভগণ পৃষ্ঠে ভার বহনে সক্ষম নহে। যে গো সকলের ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মৃদু ও সংহত, স্ফিক্ অপ্রশস্ত, জিহ্বা ও তালু তাম্রবর্ণ, কর্ণ হ্রস্ব ও উচ্চ, কুক্ষি সুন্দর ও জঙ্ঘা স্পষ্ট হয়; যাহাদিগের খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিপুল বিস্তৃত, ককুদ্ বৃহৎ, গাত্রত্বক্ স্নিগ্ধ, রোম মনোহর, এবং শৃঙ্গ হ্রস্ব ও তাম্রবর্ণ হয়; যাহারা অবনী স্পর্শী সূক্ষ্ম সলোম লাঙ্গুল বিশিষ্ট, রক্তাভ বিলোচন, মহোচ্ছ্বাস সিংহ স্কন্ধ, এবং সূক্ষ্ম ও অল্প কম্বলযুক্ত, সেই বৃষভ সকল সুগত নামা;

তাহারা পূজিত। ৫—১২। বৃষের জঙ্ঘা বামে বামাবর্ত্ত এবং দক্ষিণে দক্ষিণাবর্ত্ত, আবর্ত্তযুক্ত ও মৃগ সদৃশ হইলে শুভ প্রদ। যে বৃষ বৈদুর্য্য, মল্লিকা ও বুদ্‌বুদ সদৃশ দৃষ্টি সম্পন্ন স্থূল নেত্রবর্ম্মান্বিত, অস্ফুটিত পার্ষ্ণিযুক্ত, সেই বৃষ সকল ভার বহনক্ষম ও প্রশস্ত ফলপ্রদ। যে বৃষ ঘ্রাণোদ্দেশে বলিযুক্ত, মার্জ্জারের মুখের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট, দক্ষিণ ভাগে শ্বেতবর্ণ, কমল, উৎপল, ও লাক্ষা সদৃশ আভা সম্পন্ন লোমরাজি সমন্বিত, সুন্দর লাঙ্গুলযুক্ত, অশ্বতুল্য গতি বিশিষ্ট, লম্ব বৃষনান্বিত, মেঘ সদৃশ উদর-সম্পন্ন এবং ক্রোড় সংক্ষিপ্ত হয়, সেই বৃষভকে ভারবহনক্ষম, গমনে অশ্বতুল্য ও প্রশস্ত ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। যে বৃষ শ্বেতবর্ণ, পিঙ্গলাক্ষ, তাম্রবর্ণ, শৃঙ্গ ও দৃষ্টি বিশিষ্ট এবং বৃহৎবদন সম্পন্ন তাহাকে হংস নামক বৃষ কহে। সেই বৃষ শুভ ফলপ্রদ এবং বিশেষরূপে সুখের বৃদ্ধিকর বলিয়া কথিত হয়।

যে বৃষের বালধি-সমন্বিত লাঙ্গুল ভূমি স্পর্শ করে, বক্ষণ তাম্রবর্ণ হয়; সেই রক্তসদৃশ ককুৎ-সমন্বিত শ্বেত-কৃষ্ণমিশ্রবর্ণযুক্ত বৃষ তাহার স্বামীকে অচিরাৎ লক্ষ্মীপতি করিবে। যে বৃষ একটী শ্বেতচরণবিশিষ্ট, অন্য অঙ্গে যথেষ্ট বর্ণযুক্ত, সে বৃষও প্রশস্ত ফলপ্রদ। বৃষ একান্ত শুভ ফলপ্রদ না হয়, তবে মিশ্র ফলপ্রদ।—৯২ অধ্যায়ও গ্রাহ্য।

গবেঙ্গিত।

যে সকল গোরু দীনভাবে অবস্থিত, তাহারা রাজার অমঙ্গলের কারণ হয়। গোগণ, পদদ্বারা ভূমি ক্ষত করিলে রোগ, অশ্রু পূর্ণায়তাক্ষী হইলে মৃত্যু এবং রবকারিণী হইলে পতির (প্রতিপালকের) তস্করগণ হইতে ভয় প্রকাশ করে। যদি গোরু রাত্রিতে অকারণ শব্দ করে তাহা হইলে ভয়ের কারণ হয়; কিন্তু বৃষভ ঐরূপ করিলে মঙ্গলের কারণ হয়। গোসকল যদি মক্ষিকা বা কুক্কুর বৎস কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিরুদ্ধা হয়, তখন শীঘ্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। আগমন কারিণী গবী সকল বম্ভারব করিতে করিতে অনেকের সহিত মিলিত হইলে গোষ্ঠবৃদ্ধির কারণ হয়। আর্দ্রাঙ্গী অথবা হৃষ্টলোম বিশিষ্ট গোসমূহ ধন্য ও প্রকৃষ্ট বলিয়া উক্ত হয়। মহিষী সকলও এইরূপ ফলপ্রদ।

OPINIONS.

TRUE COPY.

I have read through with great pleasure my friend Babu Girish Chandra Chakravarty's Bengali book on cows in the Mss.

Cattle are and will be the chief asset in the stock of the ryot in this country. It is surprising to note how scanty is the literature on the subject. I did come across several books but they are very few in number, not up to date and some of them far from being interesting, lucid and to the point. Babu Girish Chandra's book will I am confident supply the defeciency. It is extremely well written and will remove a long felt want in Bengali veterinery literature. I do not pretend to be an expert, but as a layman I may observe, I found the book very useful, suggestive and full of information.

I do not see why the District Boards and the Government who have the welfare of the agriculturists at heart should not extend their patronage to the book and thank the author for his labours.

Kishoreganj } P. C. Dey I. C. S.
10-6-14. } S. D. O. Kishoreganj.

Babu Girish Chandra Chakravarty has read and explained many parts of his book to me and I found it wonderfully interesting and full of recondite information. He has asked for my criticism and help on a few matters, but my assistance has not been anything worthy of men-

tion as it was unnecessary. The author of this book has the welfare of the cow deeply at heart and he should have every help in carrying on such a sacred task as he has taken up.

N. Bavin.
Supdt. of Police. Kishoreganj.
22-6-14.

I feel great pleasure in going through a large portion of the elaborate treatise on 'Cow' in Mss by Babu Girish Chandra Chakraverty. The book is unique of its kind and will, I dare say be extremely useful. Our cordial thanks are due to the author for the pains taken by him in the midst of his manifold labours in collecting and turning to account even the homeliest information about the bovine species and devoting himself to the sacred task of pleading deliverence of a section of "dumb" creation of highest utility to humankind from its present day degenaration at least in Bengal.

Kishoreganj
The 27th. Jnne 1914.

Rai Kishore Mazumder M. A.B.L.
Munsif, Kishoreganj
(Mymensingh)

I have gone through some portions of the most useful book on "cattle" in manuscript form written by Babu Girish Chandra Chakravarty, a pleader and Zemindar of Kishoreganj (Mymensingh). I have been simply struck with the pains taken by the gentleman in the midst of his manifold duties and various occupations in collectimg pieces of information on the subject and in putting them in black and white that seem to lay man like us not only useful and highly valuable but at the same time most elaborate and exhaustive on the subject.

The book is highly interesting and even the language of the same seems to be remarkably sweet probably because people scarcely have to falter for a language and words, when the thought is most rampant & free. The book will be found useful, I dare say, to the masses & the classes the rich & the poor, peasants & gentry, nay even to the Veterinary Doctors. I should feel myself delighted to find the writer attaining success and the book widely circulated.

Kishoreganj, 2nd July 1911. } Mahendra Nath Lahiri. M. A. B. L. Munsiff, Kishoreganj (Mymensingh)

I had the previlage to go through a large portion of the Mss book on Cattle' by Babu Girish Chandra Chakraverty Chairman of the Local Municipality. There are very few books of its kind in our literature and I am sure that its publication will remove a long-felt want. I am glad to note that the author has taken infinite pains to collect all the available and up to date knowledge on the subject. Some portions of the book are very interesting reading even to the layman. The improvement of cattle has become a very important problem and whoever helps towards its solution, does a real service to the country. I have no doubt in my mind that the publication of the volume, will serve a very useful purpose as I do not know that there is any other book in our literature which deals with the subject in such a critical, interesting and scientific way. I trust that the publication of the book will draw the attention of the Agricultural Department which may help its circulation in various ways to the great benifit of the people.

Kishoreganj Dated The 4th July 1914 } Srees Kumar Som. M. A. B.L. Munsiff.

I have gone through portions of the manuscript book compiled by Babu Girish Ch. Chakravarty, Zeminder & pleader, on the subject of cattle & I feel sure that it will prove a very useful book and will be much valued by all lovers of cow. The book deals with every matter connected with the subject including deases of cattle & their treatment. It is written in plain Begali. I wish the writer every success and hope that the book will have an evtensive circulation which it deserves.

Kishoreganj 12-6-14. — Sd. R. M. Mukherjea. Asst. Surgeon.

Babu Girish Chandra Chakravarty has shewn me his book on Cow. I understand that the book is uniqne of its kind in Bengali and the information, it supplies, should be of the greatest value to owners of cattle. Any undertaking such as this which enables the cultivator to make a more scientific and profitable use of his stock, deserves encouragement I hope the book will be successful and widely known.

Kishoreganj 4-7-14. — M. H. B. Lethbridge. I. C. S. S. D. O, Kishoreganj.

Babu Girish Chandra Chakravarty plender Kishoreganj who is well known to me from before my incumbency at Kishorganj, has given me the previlage of going through some parts of his comprehensive treat so on "Cow" in its present manuscript form. I have really felt a great pleasure in going through most part of it. His book I belive will be unique of its kind in this country,

and undoubtedly of the greatest utility to all Indians from the highest to the lowest class. In this treatise he has collected and lucidly laid down all necessary informations regarding breed, preservation, treatment of diseases, cause of present degeneration, possible means of deliverence etc. of this dumb species so useful & helping to mankind. The book will clearly show how Girish Babu has studied the subject and taken pains to support his observation from the old Sastras and up to date practical illustrations of foreign countries. Indeed I heartily thank him for his labour in a subject which really deserves improvement & attention for the welfare of humanity. I hope the book after its publication will be found in every household.

Mymensigh 5. 7. 14. — Baidya Nath Ghatak. Subjudge.

I am glad to see that Babu Grish Chandra Chakravarti, an eminent gentleman of Kishorganj, has written a book on cattle. I have gone through some portions of the book and found it containing many useful informations regarding different breeds of cattle, with many practical snggestions how to improve the degenerated local cattle. The book also contains may other good collections and it is written in simple vernacular langauge. The book, I think, will be very useful to every class of cattle owners In India.

Kishorganj, 27-6-14. — (Sd.) P. C. Sarkar, Inspector Veterenary Department, Dacca Division.